كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ

আল-কুরআনের শব্দসমূহ

[বাংলা - আরবী]

সংকলন

ইমরান হেলাল

সম্পাদনা

এস এম নাহিদ হাসান

আল-কুরআনের শব্দসমূহ

প্রকাশক

আল-হুদা পাবলিকেশন্স

বাড়ি নং ৯৬, রোড নং ৪, মিরপুর ১১, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও ইনার ডিজাইন

প্রকৌশলী মোঃ নওয়াজিস ইসলাম

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭

মূল্যঃ ৬০০ টাকা মাত্র

যোগাযোগ

এস এম নাহিদ হাসান

01712529298

ইমেইলঃ nahide03@yahoo.com

ওয়েব সাইটঃ www.alquranervasha.com

ফেসবুক পেইজঃ fb.com/alquranervasha

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

কুরআন বোঝার নিমিত্তে আমরা অনেক কোর্স করি বা অনেক বই পড়ি। কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময়ই আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন পড়ার সময় বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন হয় না। এর একটা অন্যতম বড় কারন হল কুরআনের শব্দার্থ ভালোভাবে মুখস্থ না থাকা। সেক্ষেত্রে সমাধান যে কুরআনের শব্দার্থ মুখস্থ করা তা আর বলার বাকী থাকে না। তবে এখানে কিছু ব্যাপার থাকে যেমন হাজার হাজার শব্দ মুখস্থ করা যত কঠিন তার চেয়েও বেশি কঠিন শব্দগুলো মনে রাখা।

আসলে শব্দ মুখস্থ করে শব্দ মনে রাখার চেয়ে তা কোন একটা বাক্যে ব্যবহার করে মনে রাখলে বেশি মনে থাকে। যে শব্দটা আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাই তার একটা ঠিকানা দেওয়া। এতে শব্দটি মাঝে মাঝে হারিয়ে গেলেও বাক্যের কারনে আবার ফিরে আসে।

এছাড়া আরও একটা ভালো উপায় হল সমার্থক আর বিপরীতার্থক শব্দ সহ মুখস্থ রাখা। এতে সহজেই নতুন শব্দ মুখস্থ করা যায়। ফলত অল্প সময়ে শব্দ ভান্ডারটি বেশ বড় আকার ধারণ করে।

আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে, আরবী শব্দের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দের অধিক ব্যবহার। এটা অবশ্য সব ভাষায়ই আছে। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ গুলো মুখস্থ করা শব্দের অর্থ নিয়ে সন্দেহ তৈরী করে। এই সন্দেহ কাটানোর একটা ভালো সমাধান হল একই ধরনের শব্দগুলোকে একসাথে পাশাপাশি রেখে মুখস্থ করা।

বন্ধুরা এতক্ষণ যে সমস্যা আর সমাধানগুলোর কথা বলা হলো সেগুলো মাথায় রেখেই রচনা করা হয়েছে **كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ** বা **"আল-কুরআনের শব্দসমূহ"** বইটি। এতে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলো আয়াতাংশের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আর একই সাথে লিস্ট করা হয়েছে সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ। শেষের দিকে কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দসমূহ একসাথে দেখানো হয়েছে। আমরা আশা করছি ভালো কোন ব্যাকরনের বই থেকে বাক্যগঠনের নিয়ম শিখে এই বই অধ্যায়ন করলে আপনারা অতি দ্রুত আরবীতে কুরআন বুঝতে পারবেন ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুক। আমাদের সকলের ভালো উদ্দেশ্য ও আমাল কবুল করুক।

ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনাল কারীম। ওয়া বা'দ।

অনারব মুসলিমরা সাধারণত যেসব কারণে আরবি শিখে, তার মূল ও প্রধানতম হলো আল্লাহর কালাম তথা আল-কুর'আন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোকে সরাসরি বুঝা। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ শেখার পরও মূল লক্ষ্য অধরায়ই থেকে যায়, যদি না যথাযথ শব্দার্থগুলো মুখস্থ করা যায়। হাদিসের বিশাল শব্দভান্ডার বাদ দিলে, আল-কুর'আনের নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ মুখস্থ করাটা তুলনামূলক সহজ। সে সহজ কাজটাকে আরো সহজতর করার জন্যই এই উদ্যোগ, যার মূল প্রবক্তা মূলত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এস এম নাহিদ হাসান ভাই। তার দেয়া পরিকল্পনার পরিমার্জিত বাস্তব রূপটাই হলো এই সংকলন। মূলত পরিকল্পনা ছিল সমার্থক শব্দগুলোকে একত্রিত করা, কিন্তু শেষমেশ তার চেয়ে একটু ভিন্ন এবং কিছুটা ব্যাপক রূপ নিয়েছে কাজটি। বইটি প্রথম প্রকাশের পর অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তারা বুঝতে পারছেন না, বইটি কিভাবে ব্যবহার করলে তারা উপকৃত হবেন। এজন্যই এই ভূমিকার অবতারণা।

সর্বপ্রথম যে কথাটা বুঝতে হবে, বইটি কাদের জন্য? উত্তর হলো, যারা ইতিমধ্যেই আরবি ব্যাকরণ শিখে ফেলেছেন, তারাই বইটি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। ন্যূনতম সরফ শেখার আগে এই বইটি খুব বেশি কাজে আসবে না।

দ্বিতীয়ত, বইটিতে ঠিক সমার্থক ও বিপরীতার্থক নয়, বরং কাছাকাছি সব শব্দগুলোকে একসাথে এনে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আরবিতে একেবারে হুবহু সমার্থক কোন শব্দ নেই বলে একদল আলিম মত পোষণ করেন, অর্থাৎ দু'টো শব্দ বাহ্যত একই অর্থ বুঝালেও তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। যাই হোক, এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং আপনার শব্দগুলো মুখস্থ করে ফেলার পর, আরো বিস্তারিত পড়াশুনা করে আল-কুর'আনের ভাষাগত সৌন্দর্য ও অনন্য শব্দ চয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

তৃতীয়ত, বইটি কিভাবে ব্যবহার করবেন? মনে রাখবেন, এই বইয়ের শুধুমাত্র একটাই উদ্দেশ্য। শব্দার্থ মুখস্থ করা। সুতরাং সেটাই আপনাকে করতে হবে। এর বাইরে আপনি কিছু পাবেনও না, বা খোঁজার চেষ্টা করাটাও বৃথা হবে! প্রথমেই বইয়ের শেষে থাকা পরিশিষ্টের ১০টি চার্টের শব্দগুলো ভালভাবে মুখস্থ করে ফেলবেন। এরপর বইয়ের প্রথম থেকে পড়া শুরু করবেন, এবং যত নতুন শব্দ সামনে আসবে, সেগুলো এবং সেই শব্দের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোও একসাথে মুখস্থ করবেন। অর্থাৎ বইটি আপনার ধারাবাহিকভাবে মুখস্থ করে যেতে হবে। আপনি সুরা আর-রহমান এ গিয়ে আর-রহমান শব্দের অর্থ খুঁজলে হবে না! কারণ এটা সুরা

ফাতিহাতেই গত হয়ে গেছে। এভাবে পুরো বই শেষ করতে হবে। সবশেষে কাছাকাছি শব্দগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিবেন।

চতুর্থত, শব্দার্থ মুখস্থ হয়ে গেলে, এবার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হবে। দু'তিনটি ভাল অনুবাদ সাথে নিবেন। এরপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজে নিজে অনুবাদ করে মিলিয়ে পড়বেন ২-৩ বার। বাংলায় ড আবু বকর জাকারিয়া, ড ফজলুর রহমান এবং আল-কোরান একাডেমী লন্ডনের অনুবাদ রাখতে পারেন, ইংরেজিতে মুফতি তকী উসমানীর অনুবাদটি খুবই চমৎকার। বইয়ের উদাহরণগুলোতে আমরা মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের অনুবাদ ব্যবহার করেছি। কারণ ঐ সময় অন্য অনুবাদগুলো কপি পেস্ট করার মত অপশন ছিল না।

সর্বশেষ, প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের অনেক ভাই বোন অত্যন্ত পরিশ্রম করে আয়াতগুলো কপি পেস্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই আরবি না জানার কারণে এবং কিছুটা সমন্বয়হীনতার ফলে অনেক জায়গায় উদ্দিষ্ট অংশের পরিবর্তে আয়াতের অন্য অংশ পেস্ট হয়ে যায়। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বর্তমান সংস্করণে বিষয়গুলো সংশোধন করা হয়েছে। এরপরও কারো চোখে কোন ভুল ক্রটি চোখে পড়লে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জরুরীঃ

আল কুরআনে অনেক শব্দ তার কখনও আক্ষরিক অর্থে এসেছে আবার কখনও রূপক অর্থে এসেছে। আবার একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে। সুতরাং শব্দার্থ মুখস্থ করার পর অনুবাদ বা তাফসির দেখে মুল ভাবার্থ অর্জন করতে হবে।

রেফারেন্সঃ

১) মুতারাদিফাতুল কুর'আন - আবদুর রহমান ক্বিলানী
২)কুরআনের অর্থ বুঝার সহজ অভিধান - আবদুল হালিম
৩)শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান - আবদুল করীম পারেখ
৪) মাক্বাইসুল লুগাহ – ইবনু ফারিস
৫) মুফরাদাত আলফাযিল কুর'আন – আর-রাগিব আল-আসফাহানী
৬) Arabic-English Dictionary of Qur'anic usage - Elsaid M. Badawi & Muhammad Abdel Haleem

বইটির গঠন কাঠামো

১. (ج) এর পরবর্তী শব্দটি মূল শব্দের বহুবচন।

এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (৪৯-১১)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابٌ

২. ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি অতীত কাল এবং পরের শব্দটি বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল।

যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩.১৬০)	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	সাহায্য করা	نَصَرَ–يَنْصُرُ

৩. কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে সাথে ক্রিয়া বিশেষ্যকে ব্রাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে (৫৩-২৭)	لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى	নাম দেওয়া	سَمَّى–يُسَمِّى (تَسْمِيَةٌ)

সূচিপত্র

১। সুরা ফাতিহা

আল্লাহর নামে। (১-১)	بِسْمِ اللَّهِ	নাম, আখ্যা	اِسْمٌ (ج) أَسْمَاءٌ
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯-১১)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি, খারাপ নাম	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابٌ
তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (৫৩-২৭)	لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى	নাম দেওয়া	سَمَّى-يُسَمِّى (تَسْمِيَةٌ)
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯-১১)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	পরস্পরকে অপনামে ডাকা	تَنَابَزَ- يَتَنَابَزُ
আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। (৬-২)	وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ	নামধারী, নির্ধারিত	مُسَمًّى
ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি। (১৯-৭)	لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا	নাম বিশিষ্ট, সমতুল্য	سَمِيٌّ
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। (১-১)	الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ	অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়	رَحْمَانٌ
এবং তুমি সর্বাধিক করুণাময়। (৭-১৫১)	وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	করুণাময়, দয়াবান	رَاحِمٌ (ج) رَاحِمُوْنَ
নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। (৪৮-২৯)	رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ	সহানুভূতিশীল, দয়ালু, সদয়	رَحِيمٌ (ج) رُحَمَاءُ
মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (৯-১২৮)	بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ	স্নেহশীল, দয়ালু, হৃদয়বান	رَؤُوْفٌ
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। (৪২-১৯)	اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ	কোমল, দয়ালু, সূক্ষ্মদর্শী	لَطِيْفٌ
নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিস্নেহময়।	إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ	স্নেহ পরায়ণ, প্রেমময়	وَدُوْدٌ

(১১-৯০)			
নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন কোমল হৃদয়ের, সহনশীল। (৯-১১৪)	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ	কোমল হৃদয়, দরদী	أَوَّاهٌ
কঠোর স্বভাব, তদুপরি অসচ্চরিত্র (৬৮-১৩)	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ	কঠোর স্বভাবের, অত্যাচারী	عُتُلٌّ
তার উপরে রয়েছে অনমনীয়, কঠোর ফিরিশতাগণ। (৬৬-৬)	عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ	কঠোর, নির্দয়, বদমেজাজি	غَلِيْظٌ ج غِلَاظٌ
পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন। (৩-১৫৯)	وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ	রূঢ়, কর্কশ, বদমেজাজি	فَظٌّ
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। (১-২)	الْحَمْدُ لِلَّهِ	প্রশংসা, গুণগান	حَمْدٌ (حَمِدَ–يَحْمَدُ)
এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (৭৬-৯)	لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا	কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ	شُكْرٌ، شُكُوْرٌ (شَكَرَ–يَشْكُرُ)
তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার। (৯-১১২)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ	প্রশংসাকারী	حَامِدٌ (ج) حَامِدُوْنَ
তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৬-৬৩)	لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ	কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতার পুরস্কারদাতা	شَاكِرٌ (ج) شَاكِرُوْنَ
নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩১-৩১)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ	কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতার পুরস্কারদাতা	شَكُوْرٌ
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (১৭-৬৭)	وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا	অকৃতজ্ঞ, অতি বেঈমান	كَفُوْرٌ

নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (১৪-৩৪)	إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ	অকৃতজ্ঞ, অতি বেঈমান	كَفَّارٌ
নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। (১০০-৬)	إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ	অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ	كَنُوْدٌ
সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (১-২)	رَبِّ الْعَالَمِينَ	প্রতিপালক, পালনকর্তা, মনিব, প্রভু	رَبٌّ (ج) أَرْبَابٌ
সাম্রাজ্যের অধিকারী, তুমি সাম্রাজ্য দান কর। (৩-২৬)	مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ	মালিক, অধিপতি, বাদশা	مَالِكٌ (ج) مَالِكُون
অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক। (২৩-১১৬)	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ	মালিক, বাদশা, প্রভু, শাসক	مَلِكٌ (ج) مُلُوكٌ
সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। (৫৪-৫৫)	عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ	সম্রাট, রাজা, সর্বাধিপতি	مَلِيكٌ
মালিকানাধীন গোলাম, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না। (১৬-৭৫)	عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ	মালিকানাধীন, দাস, প্রজা	مَمْلُوكٌ
এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। (২-২৩)	وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا	দাস, বান্দা, গোলাম, ভৃত্য	عَبْدٌ (ج) عِبَادٌ، عَبِيْدٌ
আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। (১২-৩০)	امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ	দাস, সেবক; যুবক (২১:৬০)	فَتًى ج فِتْيَةٌ، فِتْيَانٌ
সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। (৪-২৫)	فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ	ক্রীতদাসী, সেবিকা	فَتَاةٌ ج فَتَيَاتٌ
তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও	وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ	দাসী, বাঁদি, ক্রীতদাসী	أَمَةٌ (ج) إِمَاءٌ

এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। (২৪-৩২)	وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ		
সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (১-২)	رَبِّ الْعَالَمِينَ	বিশ্বজগত, মহাজগৎ, জগতসমূহ	عَالَمٌ (ج) عَالَمُوْنَ
তারাই সৃষ্টির সেরা। (৯৮-৭)	أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল	بَرِيَّةٌ
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (৫৫-১০)	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল, সৃষ্টজীব	أَنَامٌ
যিনি বিচার দিনের মালিক। (১-৪)	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	প্রতিদান; ধর্মমত (৩:১৯)	دِيْنٌ
যথাযথ প্রতিদান (৭৮:২৬)	جَزَاءً وِفَاقًا	প্রতিদান, বিনিময়	جَزَاءٌ
আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। (২৬-১০৯)	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ	বিনিময়, প্রতিদান, পারিশ্রমিক, পুরস্কার; মোহর (৪:২৫)	أَجْرٌ ج أُجُورٌ
বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? (৫-৬০)	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ	প্রতিদান	ثَوَابٌ، مَثُوْبَةٌ
আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (৩৪-১৭)	وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ	প্রতিদান দেয়া, শাস্তি দেয়া	جَازَى–يُجَازِى
কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো? (৮৩-৩৬)	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	প্রতিদান দেয়া, বিনিময় দেয়া	ثَوَّبَ– يُثَوِّبُ
এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (৪৮-১৮)	وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا	প্রতিদান দেয়া, বিনিময় দেয়া	أَثَابَ– يُثِيبُ
পরিণতিতে তাদেরকে দিয়েছেন অন্তরের কপটতা। (৯-৭৭)	فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ	ফলস্বরুপ দেয়া	أَعْقَبَ–يُعْقِبُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। (১-৫)	إِيَّاكَ نَعْبُدُ	উপাসনা করা, দাসত্ব করা	عَبَدَ–يَعْبُدُ (عِبَادَةٌ)
এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। (১০৯-৪)	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ	উপাসনাকারী	عَابِدٌ (ج) عَابِدُونَ
এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (১-৫)	وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	সাহায্য চাওয়া	اِسْتَعَانَ–يَسْتَعِينُ
গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল। (২৮-১৮)	الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ	সাহায্য কামনা করা	اِسْتَنْصَرَ–يَسْتَنْصِرُ
অথচ পূর্বে তারা এর সাহায্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতো (২-৮৯)	وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا	বিজয় প্রার্থনা করা, বিজয় চাওয়া	اِسْتَفْتَحَ–يَسْتَفْتِحُ
অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (২৮-১৫)	فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ	সাহায্য চাওয়া; পানি চাওয়া (১৮:২৯)	اسْتَغَاثَ–يَسْتَغِيثُ
এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। (২৫-৪)	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ	সাহায্য করা	أَعَانَ–يُعِينُ
যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩-১৬০)	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	সাহায্য করা, শক্তি যোগানো	نَصَرَ–يَنْصُرُ (نَصْرٌ)
এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর। (৪৮-৯)	وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	সাহায্য করা; সম্মান প্রদর্শন করা (৭:১৫১)	عَزَّرَ–يُعَزِّرُ
তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা	أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ	সাহায্য করা; অঢেল দেয়া, যোগান দেয়া	أَمَدَّ–يُمِدُّ

পাঠাবেন। (৩-১২৪)	مُنزَلِينَ	(৫২:২২)	
এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। (৯-৪)	وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا	সাহায্য করা; যিহার করা (৩৩:৪)	ظَاهَرَ–يُظَاهِرُ
সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। (৫-২)	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ	পরস্পরকে সাহায্য করা	تَعَاوَنَ–يَتَعَاوَنُ
তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (৩৭-২৫)	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ	পরস্পরকে সাহায্য করা	تَنَاصَرَ–يَتَانَصَرُ
আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তাঁর সহায়। (৪-৬৬)	وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ	একে অপরকে সাহায্য করা	تَظَاهَرَ–يَتَظَاهَرُ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (১-৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	পথপ্রদর্শন করা, দিক নির্দেশনা দেয়া	هَدَى–يَهْدِي (هُدًى)
আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। (২৭-৮১)	وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ	পথ প্রদর্শক, দিশারী	هَادٍ
আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮-১৭)	وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا	পথ প্রদর্শক, দিশারী	مُرْشِدٌ
তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো। (৩-২০)	فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا	পথ নির্দেশ পাওয়া, সৎপথে চলা	اهْتَدَى–يَهْتَدِي، يَهِدِّي
যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে (২-১৮৬)	لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ	দিশা পাওয়া, সৎ পথে চলা	رَشَدَ–يَرْشُدُ (رُشْدٌ، رَشَدٌ، رَشَادٌ)

ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। (২-৭০)	وَإِنَّآ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ	দিশা প্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত	مُهْتَدٍ (ج) مُهْتَدُونَ
তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৪৯-৭)	أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ	সুপথপ্রাপ্ত, সৎ পথ অবলম্বনকারী	رَاشِدٌ (ج) رَاشِدُوْنَ
তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (১১-৭৮)	أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ	সুপথে পরিচালিত, ন্যায়পন্থী	رَشِيْدٌ
ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে। (২০-৭৯)	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ	পথভ্রষ্ট করা, ধ্বংস করা	أَضَلَّ–يُضِلُّ
হে আমাদের পালনকর্তা !তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না। (৩-৮)	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا	বক্র করা, বিভ্রম ঘটানো	أَزَاغَ–يُزِيغُ
আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। (৩৮-৮২)	لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ	পথচ্যুত করা, পথভ্রষ্ট করা	أَغْوَى–يُغْوِي
তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (১০৫-২)	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ	পথচ্যুত করা, লক্ষ্যভ্রষ্ট করা, নস্যাৎ করা	تَضْلِيْلٌ
আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। (৩৯-৩৭)	وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ	পথভ্রষ্টকারী, বিভ্রান্তকারী	مُضِلٌّ (ج) مُضِلُّونَ
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (৫-৩২)	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ	পথভ্রষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া	ضَلَّ–يَضِلُّ (ضَلَالٌ، ضَلَالَةٌ)
অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। (৫-৬১)	فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ	পথচ্যুত হওয়া, বিমুখ হওয়া, বিভ্রম ঘটা	زَاغَ–يَزِيغُ (زَيْغٌ)
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا	বিপথগামী	غَوَى–يَغْوِي

এবং বিপথগামীও হননি। (৫৩-২)	غَوَىٰ	হওয়া, পথচ্যূত হওয়া	(غَيٌّ)
তখন বললঃ আমরা তো পথ ভূলে গেছি। (৬৮-২৬)	قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	ضَالٌّ (ج) ضَالُّونَ
মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (২৮-১৮)	قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	غَوِيٌّ
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২৬-২২৪)	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ	পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত	غَاوٍ (ج) غَاوُونَ
আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজাপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (২৩-৭৪)	وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	نَاكِبٌ (ج) نَاكِبُونَ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (১-৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	রাস্তা, পথ	صِرَاطٌ
তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। (২০-৭৭)	لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ	পথ, পন্থা, পদ্ধতি, স্তর	طَرِيقٌ، طَرِيْقَةٌ (ج) طَرَائِقُ
জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (১৫-৭৬)	وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ	পথ, রাস্তা, পন্থা, উপায়	سَبِيلٌ (ج) سُبُلٌ
এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২২-২৭)	وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	গিরিপথ, প্রশস্ত রাস্তা, দীর্ঘ পথ	فَجٌّ (ج) فِجَاجٌ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে গিরিপথ - সাদা, লাল। (৩৫-২৭)	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ	গিরিপথ, রাস্তা, চিহ্ন, নিদর্শন	جُدَّةٌ ج جُدَدٌ
বস্তুতঃ আমি তাকে দু’টি পথ প্রদর্শন করেছি। (৯০-১০)	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ	পথ, পন্থা, উঁচু ভুমি	نَجْدٌ

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। (৫-৪৮)	لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا	পথ, পন্থা, রাস্তা	مِنْهَاجٌ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (১-৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	সরল, সোজা, সঠিক, সুদৃঢ়	مُسْتَقِيْمٌ
এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯-৩৬)	ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ	প্রতিষ্ঠিত, যথার্থ, সরল	قَيِّمٌ، قَيِّمَةٌ، قِيَمٌ
এবং সংগত কথা বলে। (৪-৯)	وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	সরল, সঠিক, সোজা	سَدِيدٌ
অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক (২০-১৩৫)	فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ	সঠিক, সোজা; যথার্থ, যথাযথ (১৯:১৭)	سَوِيٌّ
যে কেউ ঈমানের সাথে কুফরকে পরিবর্তন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২-১০৮)	وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ	সরল; সমান, একই (২:৬); মধ্যখান (৩৭:৫৫)	سَوَاءٌ
যদি নিকট প্রাপ্তির এবং সোজা সফর হতো (৯-৪২)	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا	সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত, সুগম	قَاصِدٌ
সরলপথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্রপথও রয়েছে। (১৬-৯)	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ	বক্র, বিপথগামী	جَائِرٌ
এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (১৮-১)	وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا	বক্রতা, উঁচুনিচু	عِوَجٌ
সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (১-৭)	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	অনুগ্রহ করা, দান করা	أَنْعَمَ–يُنْعِمُ
আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। (৩-১৬৪)	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	অনুগ্রহ করা; উপকারের খোটা দেয়া	مَنَّ–يَمُنُّ (مَنٌّ)

		(২:২৬২)	
তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন। (১২-১০০)	وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ	অনুগ্রহ করা, সদাচরণ করা; সৎকাজ করা (১৭:৭); সুন্দর করা (৪০:৬৪)	أَحْسَنَ–يُحْسِنُ (إِحْسَانٌ)
অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন। (৩৯-৮)	ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ	দেয়া, দান করা, অনুগ্রহ করা	خَوَّلَ–يُخَوِّلُ
তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন। (৩১-২০)	وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	পূর্ণ করে দেয়া, ভরপুর করে দেয়া	أَسْبَغَ–يُسْبِغُ
এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখসমৃদ্ধি দিয়েছিলাম। (২৩-৩৩)	وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	সুখসমৃদ্ধি দেয়া, শৌখিনতায় রাখা	أَتْرَفَ–يُتْرِفُ
যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন। (৮৯-১৫)	إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ	অনুগ্রহ করা, প্রাচূর্য দেয়া	نَعَّمَ–يُنَعِّمُ
এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৫৩-৪৮)	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ	সম্পদশালী করা/ তুষ্ট রাখা	أَقْنَى–يُقْنِي
তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১-৭)	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	অভিশপ্ত, রোষানলে পতিত	مَغْضُوْبٌ
অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৩৩-৬১)	مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا	অভিশপ্ত, অশুভ	مَلْعُونٌ (مَلْعُوْنَةٌ) (ج) مَلْعُوْنُونَ
এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ	কুৎসিত,	مَقْبُوحٌ ج

مَقْبُحُونَ	অভিশপ্ত, বিতাড়িত, বঞ্চিত	الْمَقْبُوحِينَ	দুর্দশাগ্রস্ত। (২৮-৪২)
مَحْرُومٌ ج مَحْرُومُونَ	বঞ্চিত	بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ	বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি। (৬৮-২৭)
رَجِيمٌ	বিতাড়িত	مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	অভিশপ্ত শয়তানের থেকে। (৩-৩৬)
مَدْحُورٌ	বিতাড়িত	اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا	বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। (৭-১৮)
مُقَرَّبٌ (ج) مُقَرَّبُونَ	নৈকট্যপ্রাপ্ত, প্রিয়	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ	এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (৮৩-২৮)
حَبِيبٌ (ج) أَحِبَّاءُ	বন্ধু, মিত্র, ঘনিষ্টজন, প্রিয়পাত্র, স্নেহধন্য	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ	ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (৫-১৮)
رَضِيٌّ، مَرْضِيٌّ، مَرْضِيَّةٌ	সন্তোষভাজন, পছন্দনীয়, অনুমোদিত	ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً	তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (৮৯-২৮)

২। সুরা বাকারাহ

كِتَابٌ (ج) كُتُبٌ	বই; চিঠি (২৭:২৮); আমলনামা (৮৪:৭); ওহি	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ	এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই। (২-২)
سِفْرٌ (ج) أَسْفَارٌ	লিপিবদ্ধ জ্ঞান, গ্রন্থ	كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا	তাদের দৃষ্টান্ত সে গাধা, যে পুস্তক বহন করে। (৬২-৫)

এবং তার অনুলিপিতে ছিল পথনির্দেশ। (৭-১৫৪)	وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى	অনুলিপি, প্রতিলিপি	نُسْخَةٌ
ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে (৮৭-১৯)	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ	পুস্তিকা, লিখিত ফলক	صَحِيفَةٌ (ج) صُحُفٌ
যারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)	جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ	গ্রন্থ, পুস্তিকা, ফলকে লিখিত কিতাব	زَبُورٌ ج زُبُرٌ
এক প্রশস্ত পাতায়। (৫২-৩)	فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ	পৃষ্ঠা, চামড়ার কাগজ	رَقٌّ
আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি। (৭-১৪৫)	وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ	ফলক	لَوْحٌ ج أَلْوَاحٌ
যাতে কোন সন্দেহ নাই (২-২)	لَا رَيْبَ فِيهِ	সন্দেহ, সংশয়	رَيْبٌ ، رِيْبَةٌ
শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। (৪১-৫৪)	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	সন্দেহ, দ্বিধা, তর্ক	مِرْيَةٌ
নিঃসন্দেহ তারা সে ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (১১-১১০)	إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ	সন্দেহ উদ্রেককারী; সন্দেহজনক	مُرِيبٌ
এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (৪৪-৯)	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ	সন্দেহ, দ্বিধা, সংকোচ	شَكٌّ
ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৫০-৫)	فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ	ভ্রান্তি, সংশয়, গোলমেলে	مَرِيْجٌ
বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছে। (৫০-১৫)	بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ	সন্দেহ, গরমিল, ঢাকা	لَبْسٌ
আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন	وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ	নিশ্চিত, দৃঢ়বিশ্বাস	يَقِينٌ

করেছি। (২৭-২২)			
পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। (২-২)	هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	আল্লাহভীরু, ধার্মিক	مُتَّقٍ ج مُتَّقُوْنَ
যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। (১৯-১৮)	إِن كُنتَ تَقِيًّا	আল্লাহ ভীরু, দ্বীনদার, ধার্মিক	تَقِيٌّ
তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ন। (১৮-৮২)	وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا	সৎ, ন্যায়পরায়ণ; ভালোকাজ (২:২৫); ভাল, উত্তম (৯:১২০)	صَالِحٌ ج صَالِحُوْنَ، صَالِحَةٌ ج صَالِحَاتٌ
নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে। (৭৬-৫)	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	সৎ, পুণ্যবান, ধার্মিক	بَرٌّ ج أَبْرَارٌ، بررَةٌ
আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে। (৩-১৪৬)	وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ	আল্লাহভক্ত/ দল, সঙ্গী-সাথী	رِبِّيٌّ ج رِبِّيُّوْنَ
এবং শীঘ্রই সৎ কর্মশীলদেরকে আমি অতিরিক্ত দানও করব। (২-৫৮)	وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ	সৎকর্মশীল, মঙ্গলকারী	مُحْسِنٌ (مُحْسِنَةٌ) ج مُحْسِنُونَ (مُحْسِنَاتٌ)
বরং 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। (৩-৭৯)	وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ	আল্লাহওয়ালা/ জ্ঞানী, আলিম	رَبَّانِيٌّ ج رَبَّانِيُّون
যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। (২-২৮৩)	وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ	পাপী, অপরাধী	آثِمٌ ج آثِمُونَ
আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২-২৭৬)	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ	পাপী, অপরাধী	أَثِيمٌ

আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম। (৩৮-৬২)	كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ	মন্দ, নিকৃষ্ট, ক্ষতিকর	شَرِيرٌ ج أَشْرَارٌ
নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (১২-৯৭)	إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ	পাপী, অন্যায়কারী	خَاطِئٌ ج خَاطِئُونَ (خَاطِئَةٌ)
জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (৭১-২৭)	وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	পাপী, পাপাচারী	فَاجِرٌ ج فُجَّارٌ، فَجَرَةٌ
তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (৫৭-১৬)	وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ	পাপী, অপরাধী, অবাধ্য	فَاسِقٌ ج فَاسِقُونَ
অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী। (৪০-৫৮)	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ	অন্যায়কারী, পাপী, দোষী	مُسِيءٌ
এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। (২৫-৩১)	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ	অপরাধী, পাপী, অন্যায়কারী	مُجْرِمٌ ج مُجْرِمُونَ
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা; নিরাপত্তা দেয়া (১০৬:4)	آمَنَ–يُؤْمِنُ (إِيْمَانٌ)
আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا	বিশ্বাসী; নিরাপত্তা দানকারী (৫৯:২৩)	مُؤْمِنٌ (مُؤْمِنَةٌ) ج مُؤْمِنُونَ

নেই। (৩৩-৩৬)	أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ		(مُؤْمِنَاتٌ)
যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। (৩১-২৩)	وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ	অবিশ্বাস করা; অমান্য করা; গোপন করা; অকৃতজ্ঞ হওয়া (২৭:৪০)	كَفَرَ–يَكْفُرُ (كُفْرٌ، كُفْرَانٌ، كُفُورٌ)
অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়। (৪৭-৩৪)	ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ	অবিশ্বাসী; অস্বীকারকারী; কৃষক (৫৭:২০)	كَافِرٌ (كَافِرَةٌ) ج كَافِرُونَ/ كُفَّارٌ/ كَفَرَةٌ (كَوَافِرُ)
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	অদৃশ্য, গোপন, অনুপস্থিতি	غَيْبٌ ج غُيُوبٌ
নাকি সে অনুপস্থিত? (২৭-২০)	أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ	অদৃশ্য, অনুপস্থিত	غَائِبٌ (غَائِبَةٌ) ج غَائِبُونَ
চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়। (৮১-১৬)	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ	পশ্চাৎগামী, অস্তমিত, অদৃশ্য	كَانِسٌ ج كُنَّسٌ
যারা গোপনে ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে। (২-২৭৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا	রহস্য, গোপন, একান্ত	سِرٌّ؛ سَرِيرَةٌ ج سَرَائِرُ
যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (১৭-৪৫)	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا	আবৃত, গুপ্ত, সুপ্ত	مَسْتُورٌ

তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (৮৩-১৫)	إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ	পর্দাবৃত, আবরণে ঢাকা, বাধাপ্রাপ্ত	مَحْجُوبٌ ج مَحْجُوبُونَ
তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। (২-৮৮)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ	আবৃত, আচ্ছাদিত	غِلَافٌ ج غُلْفٌ
তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন। (২৭-২৫)	أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	গোপনীয়, গোপন বিষয়	خَبْءٌ
তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (৬৯-১৮)	لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ	গোপন, হালকা, দূর্বল, নীচু, ক্ষীণ	خَافِيَةٌ، خَفِيٌّ، مُسْتَخْفٍ
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে। (১১৪-৪)	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	আত্মগোপন কারী	خَنَّاسٌ
তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ কর। (৬-১২০)	وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ	গোপন; অভ্যন্তর (৫৭:১৩)	بَاطِنٌ، بَاطِنَةٌ
আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। (২-৫৫)	نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً	প্রকাশ্য, সশব্দ	جَهْرَةٌ، جِهَارٌ
যারা ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। (২-২৭৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	প্রকাশ্য, বাহ্যিক	عَلَانِيَةٌ
সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২-১৬৮)	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ	সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য	مُبِينٌ
এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন। (৩১-২০)	وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	প্রকাশ্য; বাহ্যিক (৫৭:১৩);	ظَاهِرٌ (ظَاهِرَةٌ) ج ظَاهِرُونَ

		বিজয়ী ৬১:১৪; প্রবল ৪০:২৯	
যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে (৪০-১৬)	يَوْمَ هُم بَارِزُونَ	প্রকাশিত, দৃশ্যমান	بَارِزٌ ج بَارِزُونَ
যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর। (৭-১৬৩)	إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا	ভাসমান, পানির উপর দৃশ্যমান	شَارِعٌ ج شُرَّعٌ
এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। (২:৩)	وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ	দাঁড় করানো, সম্পন্ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, যথার্থ করা	أَقَامَ–يُقِيْمُ (إِقَامٌ، إِقَامَةٌ)
হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন। (১৪:৪০)	رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ	প্রতিষ্ঠাকারী, আদায়কারী; সরল ১৫:৭৬; স্থায়ী ৯:২১	مُقِيْمٌ (ج) مُقِيْمُوْنَ
এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (৮৮:১৯)	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ	স্থাপন করা, রাখা	نَصَبَ–يَنْصُبُ
এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। (২:৩)	وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ	সালাত, নামায; দু'আ, ক্ষমা; অনুগ্রহ	صَلَاةٌ ج صَلَوَاتٌ
অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে। (৪:১০২)	فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ	সালাত আদায় করা; দু'আ করা ৯:১০৩; দরূদ পড়া ৩৩:৫৬; অনুগ্রহ করা ৩৩:৪৩	صَلَّى – يُصَلِّي
তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না। (৭৪:৪৩)	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ	নামাজ আদায়কারী	مُصَلٍّ ج مُصَلُّونَ

তোমরা ইব্রাহীমের জায়গা থেকে সালাতের স্থান বানাও। (২:১২৫)	وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى	সালাতের স্থান	مُصَلًّى
আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২:৩)	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	আহার্য দেয়া, রুজি দেয়া, খাবার দেয়া, সম্পদ দেয়া	رَزَقَ–يَرْزُقُ (رِزْقٌ)
তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (১৫:২০)	وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ	রিজিকদাতা, আহার্যদাতা	رَازِقٌ، رَزَّاقٌ ج رَازِقُونَ
আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২:৩)	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	ব্যয়করা, খরচ করা	أَنْفَقَ–يُنْفِقُ (إِنْفَاقٌ)
তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব। (৯:৭৫)	لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ	দান করা	تَصَدَّقَ — يَتَصَدَّقُ (يَصَّدَّقُ)
আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর। (২:৪৩)	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ	দেয়া, দান করা	آتَى–يُؤْتِي (إِيْتَاءٌ)
নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। (১০৮:১)	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ	দেওয়া, দান করা	أَعْطَى– يُعْطِي
সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (১৯:১৯)	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا	দেওয়া, দান করা, প্রদান করা	وَهَبَ–يَهَبُ

এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (৭৬:১১)	وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا	দেয়া, দান করা	لَقَّى–يُلَقِّي
আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন। (৫৯:৬)	وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ	সম্পদ দান করা, বিনাযুদ্ধে সম্পদ দেয়া	أَفَاءَ– يُفِيءُ
তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩:১৭)	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	খরচকারী, ব্যয়কারী, দানকারী	مُنْفِقٌ ج مُنْفِقُونَ
নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (৫৭:১৮)	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ	দানশীল, দানকারী	مُصَّدِّقٌ (مُصَّدِّقَةٌ)، مُتَصَدِّقٌ ج مُصَّدِّقُونَ (مُصَّدِّقَاتٌ)
এবং যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। (৪:১৬২)	وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	দাতা, প্রদানকারী, দানকারী	مُؤْتٍ ج مُؤْتُونَ
তুমিই সব কিছুর দাতা। (৩:৮)	إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ	দানবীর, অত্যধিক দানকারী	وَهَّابٌ
যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। (৪৭:৩৮)	وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ	ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া, কৃপণতা করা	بَخِلَ–يَبْخَلُ (بُخْلٌ)
সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (৭০:১৮)	وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ	অন্যদের না দেয়া, সংরক্ষণ করা; মনের	أَوْعَى–يُوْعِي

		ভেতর লুকিয়ে রাখা ৮৪:২৩	
এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৫৩:৩৪)	وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ	কৃপণতা করা, অল্প দেয়া, বিরত থাকা	أَكْدَى-يُكْدِي
কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (২৫:৬৭)	وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا	কৃপণতা করা, সংকীর্ণমনা হওয়া,	قَتَرَ- يَقْتُرُ
মানুষ তো অতিশয় কৃপণ। (১৭:১০০)	وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا	কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ,	قَتُورٌ
আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (৭০:২১)	وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا	কৃপণ, নিবারক, নিষেধকারী	مَنُوعٌ
যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (৫৯:৯)	وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ	কৃপণতা, লোভ	شُحٌّ
তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। (৩৩:১৯)	أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ	কৃপণ, লোভী	شَحِيحٌ (ج) أَشِحَّةٌ
তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপনতা করেন না। (৮১:২৪)	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ	কৃপণ, মিতবাক	ضَنِينٌ
এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (২:৪)	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ	অবতীর্ণ করা, নামিয়ে আনা	أَنْزَلَ-يُنْزِلُ
যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে। (৫৭:১৬)	وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ	অবতীর্ণ হওয়া, নেমে আসা, নিচে পড়া	نَزَلَ-يَنْزِلُ

তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। (৩:৩)	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ	ক্রমান্বয়ে নাজিল করা	نَزَّلَ–يُنَزِّلُ (تَنْزِيلٌ)
আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব। (২৯:৩৪)	إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ	একত্রে অবতীর্ণকারী, নাজিলকারী	مُنْزِلٌ ج مُنْزِلُونَ
আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। (৫:১১৫)	قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ	ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণকারী	مُنَزِّلٌ
তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (৩:১২৪)	أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ	অবতীর্ণ; অবতরণস্থল ২৩:২৯	مُنْزَلٌ
তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবর্তীর্ন হয়েছে। (৬:১১৪)	يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ	অবতীর্ণ	مُنَزَّلٌ
আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (২:৪)	وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ	পরকাল, আখেরাত	الآخِرَةُ
এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। (১৬:৩০)	لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ	ইহজগত, ইহকাল	الدُّنْيَا
যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। (১৭:১৮)	مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ	দুনিয়া, ইহজগত, শীঘ্রই	العَاجِلَةُ
আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (২:৪)	وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ	দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা	أَيْقَنَ–يُوقِنُ

যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়। (৭৪:৩১)	لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা	اِسْتَيْقَنَ–يَسْتَيْقِنُ
যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৬:৭৫)	وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ	দৃঢ়বিশ্বাসী	مُوقِنٍ ج مُوقِنُونَ
এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৪৫:৩২)	وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ	দৃঢ়বিশ্বাসী	مُسْتَيقِنٌ ج مُسْتَيْقِنُونَ
তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। (৫:১০৬)	إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ	সন্দেহ করা, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া	اِرْتَابَ– يَرْتِيبُ
অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করেছিল। (৫৪:৩৬)	فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ	সন্দেহ করা ৫৩:৫৫; তর্কাতর্কি করা	تَمَارَى– يَتَمَارَى
কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। (৪৩:৬১)	فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ	সন্দেহ করা	امْتَرَى– يَمْتَرِي
এমনিভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৪০:৩৪)	كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ	সন্দেহকারী, সন্দিহান	مُرْتَابٌ
কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (১০:৯৪)	فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ	সন্দেহকারী, দ্বিধাগ্রস্ত	مُمْتَرٍ ج مُمْتَرُونَ
আর তারাই যথার্থ সফলকাম। (২:৫)	وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	সফল, কৃতকার্য, সার্থক	مُفْلِحٌ ج مُفْلِحُونَ (أَفْلَحَ– يُفْلِحُ)
তারাই কৃতকার্য। (২৪:৫২)	فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ	সফল, কৃতকার্য, সার্থক	فَائِزٌ ج فَائِزُونَ

এ হল বিরাট সাফল্য। (৪:১৩)	وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ	সাফল্য	فَوْزٌ، مَفَازٌ (فَازَ– يَفُوزُ)
ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৪০:৩৭)	وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ	ব্যর্থ, বিলুপ্ত, বিফল	تَبَابٌ (تَبَّ– يَتِبُّ)
ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (৩:১২৭)	فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ	ব্যর্থ, অসফল, নিরাশ, হতাশ, অক্ষম	خَائِبٌ ج خَائِبُونَ (خَابَ– يَخِيبُ)
আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাদের জন্য উভয়ই সমান। (২:৬)	سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ	সতর্ক করা, ভয় দেখানো	أَنْذَرَ–يُنْذِرُ
এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। (৩৯:১৬)	ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ	ভয় দেখানো, হুমকি দেয়া	خَوَّفَ–يُخَوِّفُ (تَخْوِيفٌ)
আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। (৩:৩)	وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ	সতর্ক করা, ভয় দেখানো	حَذَّرَ–يُحَذِّرُ
যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। (৮:৬০)	تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ	ভয় দেখানো, নিবৃত্ত করা, বাধা দেয়া	أَرْهَبَ–يُرْهِبُ
তারা লোকদের চোখগুলোকে বাধিয়ে দিল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল। (৭:১১৬)	سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ	ভয় দেখানো, সমীহ জাগানো	اسْتَرْهَبَ– يَسْتَرْهِبُ
তবে বলে দিনঃ আমি তোমাদেরকে পরিস্কার ভাবে সতর্ক করেছি। (২১:১০৯)	فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ	সতর্ক করা; জানিয়ে দেয়া ৪১:৪৭	آذَنَ–يُؤْذِنُ
ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার	عُذْرًا أَوْ نُذْرًا	সতর্কতা,	نُذْرٌ، نُذُرٌ

জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে। (৭৭:৬)		ভীতিপ্রদর্শন	
যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়। (২৫:১)	لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا	সতর্ককারী	نَذِيرٌ ج نُذُرٌ
বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। (৩৮:৬৫)	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ	সতর্ককারী,	مُنْذِرٌ ج مُنْذِرُونَ
সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্নক ছিল সে বৃষ্টি। (২৭:৫৮)	فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ	সতর্কীকৃত	مُنْذَرٌ ج مُنْذَرُونَ
যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। (৩৪:২৩)	إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ	ভয় দূর করা	فَزَّعَ–يُفَزِّعُ
সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমনাদারগণকে। (১০:২)	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا	সুসংবাদ দেয়া	بَشَّرَ– يُبَشِّرُ
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (৩৯:১৭)	لَهُمُ الْبُشْرَىٰ	সুসংবাদ	بُشْرٌ، بُشْرَى
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (১৩:২৭)	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ	সৌভাগ্য, সুসংবাদ	طُوْبَى
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল। (১২:৯৬)	فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ	সুসংবাদদাতা	بَشِيرٌ
তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। (৩০:৪৬)	يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ	সুসংবাদদাতা	مُبَشِّرٌ ج مُبَشِّرُونَ (مُبَشِّرَاتٌ)
আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	সিল মারা, বন্ধ করে দেয়া	خَتَمَ– يَخْتِمُ
আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। (৭:১০০)	وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	সিল মারা, মোহর মারা	طَبَعَ – يَطْبَعُ

خَاتَمٌ	সিলমোহর, আংটি, সমাপ্তি	وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ	বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (৩৩:৪০)
خِتَامٌ	সিলকৃত, মোহরাঙ্কিত, সর্বশেষ	خِتَامُهُ مِسْكٌ	তার মোহর হবে কস্তুরী। (৮৩:২৬)
مَخْتُومٌ	মোহরাঙ্কিত	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩:২৫)
قَلْبٌ ج قُلُوبٌ	অন্তর, হৃদয়	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)
فُؤَادٌ ج أَفْئِدَةٌ	অন্তর, মন, হৃদয়	فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। (১৪:৩৭)
صَدْرٌ ج صُدُورٌ	অন্তর, হৃদয়, বিবেক, বুক	فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ	অতএব, এটি পৌছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। (৭:২)
سَمْعٌ (سَمِعَ–يَسْمَعُ)	শ্রবণশক্তি, কর্ণপাত	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)
سَمِيعٌ	শ্রোতা, শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন	فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا	অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। (৭৬:২)
اِسْتَمَعَ–يَسْتَمِعُ	কান পেতে শোনা, মনোনিবেশ করা	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا	বল আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। (৭২:১)
أَسْمَعَ–يُسْمِعُ	শোনানো, কানে দেওয়া	أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ	আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন। (৪৩:৪০)

তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক। (৫২:৩৮)	فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	শ্রোতা, শ্রবণকারী	مُسْتَمِعٌ
তুমি শুনাতে সক্ষম নন যারা কবরে আছে। (৩৫:২২)	وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ	উৎকর্ণকারী, কর্ণগতকারী	مُسْمِعٌ
শোন, না শোনার মত। (৪:৪৬)	وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ	শ্রবণযোগ্য, শ্রবণীয়	مُسْمَعٌ
এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। (৫:৭১)	ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ	বধির হওয়া	صَمَّ–يَصُمُّ
অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (৪৭:২৩)	فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ	বধির বানানো	أَصَمَّ–يُصِمُّ
আমাদের কর্ণে আছে বোঝা (১৪:৩৭)	وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ	বধিরতা, শ্রবণহীনতা	وَقْرٌ
আর চোখসমূহের উপর রয়েছে একটি পর্দা। (২:৭)	وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ	দৃষ্টিশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, চোখ	بَصَرٌ ج أَبْصَارٌ
এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। (৭:২০১)	فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ	দৃষ্টিসম্পন্ন, বুঝমান; স্পষ্ট ২৭:১৩; উজ্জ্বল ১০:৬৭	مُبْصِرٌ (مُبْصِرَةٌ) ج مُبْصِرُونَ
অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। (১২:৯৬)	فَارْتَدَّ بَصِيرًا	পর্যবেক্ষক, দ্রষ্টা	بَصِيرٌ
এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (২৯:৩৮)	وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ	চক্ষুষ্মান, দর্শনকারী, বুঝমান	مُسْتَبْصِرٌ ج مُسْتَبْصِرُونَ
এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (৭:১০৮)	فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ	দর্শক, প্রত্যক্ষকারী	نَاظِرٌ (نَاظِرَةٌ) ج نَاظِرُونَ

আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। (৪১:৪৪)	وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى	অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি	عَمًى (عَمِيَ– يَعْمَى)
নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (৭:৬৪)	إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ	মনের দিক দিয়ে অন্ধ, ভ্রান্ত	عَمِيٌّ ج عَمُونَ
আর চোখসমূহের উপর রয়েছে একটি পর্দা। (২:৭)	وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ	পর্দা, আবরণ, অন্তরাল, ঢাকনা	غِشَاوَةٌ
এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (৫০:২২)	فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ	পর্দা, আবরণ, অন্তরাল	غِطَاءٌ
তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (৩৩:৫৩)	فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ	পর্দা, আবরণ, আড়াল	حِجَابٌ
যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (১৮:৯০)	لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا	আবরণ, পর্দা, আচ্ছাদন	سِتْرٌ
তারা বলে, আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত। (৪১:৫)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ	পর্দা ,আবরণ , ঢাকনা	كِنٌّ ج أَكِنَّةٌ
বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। (২:৭)	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	শাস্তি, সাজা, দণ্ড	عَذَابٌ
নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা। (৪০:২২)	إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ	শাস্তি, প্রতিশোধ	عِقَابٌ
তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। (৫:৩৮)	جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ	দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি/ দৃষ্টান্ত	نَكَالٌ
আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৪:৮৪)	وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا	শাস্তি, বদলা	تَنْكِيلٌ

অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। (২২:৪৪)	فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ	শাস্তি, অস্বীকৃতির পরিণাম	نَكِيرٌ
তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব। (২:৫৯)	فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا	শাস্তি, বিপদ	رِجْزٌ
যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (২৫:৬৮)	وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا	কঠোর শাস্তি	أَثَامٌ
আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (৭৪:১৭)	سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا	অত্যন্ত কষ্টকর, কঠিন শাস্তি/ জাহান্নামের একটি পর্বত	صَعُودٌ
আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২:৭)	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	বড়, বিশাল, ভয়ংকর; শ্রেষ্ঠ; সুমহান, সম্মানিত ৪৩:৩১	عَظِيمٌ
বলে দাও, এত দুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। (২:২১৯)	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ	বড়, মহা; গুরুজন, নেতা ৩৩:৬৭; মহান, শ্রেষ্ঠ	كَبِيرٌ ج كُبَرَاءُ
আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً	বড়; ভীষণ; মহাপাপ ৪:৩১	كَبِيرَةٌ ج كَبَائِرُ
আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (৭১:২২)	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا	অনেক বড়, বিশাল	كُبَّارٌ
আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً	ছোট ,ক্ষুদ্র , তুচ্ছ	صَغِيرٌ، صَغِيرَةٌ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। (২:৮)	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ	মানুষ, মানুষজাতি	النَّاسُ
কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৫৫:৭৪)	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ	মানুষ, মানব জাতি	إِنْسٌ ج أُنَاسٌ
আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি। (৫০:১৬)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ	মানুষ	الإِنْسَانُ
আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। (২৫:৪৯)	وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا	মানুষ, মানব জাতি	إِنْسِيٌّ ج أَنَاسِيٌّ
এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (৩০:২০)	ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ	মানুষ	بَشَرٌ
আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (৫১:৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	জ্বীনজাতি	جِنٌّ
অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১১:১১৯)	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ	জ্বীন; পাগলামি ৭:১৮৪	جِنَّةٌ
এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে। (৫৫:১৫)	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ	জ্বীন; বড় সাপ ২৭:১০	جَانٌّ
জনৈক দৈত্য-জিন বলল। (২৭:৩৯)	قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ	শক্তিশালী জ্বিন, দানব জ্বীন	عِفْرِيْتٌ
আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন। (২:৩০)	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ	ফেরেশতা	مَلَكٌ ج مَلاَئِكَةٌ
আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا	বলা, কথা বলা; বর্ণনা	قَالَ- يَقُولُ

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। (২:৮)	بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ	করা; মন্তব্য করা	(قَوْلٌ، قِيْلٌ)
এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত। (৬:১১১)	وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ	কথা বলা, কথোপকথন করা	كَلَّمَ — يُكَلِّمُ (تَكْلِيمٌ)
আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না। (৭৮:৩৮)	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ	কথা বলা	تَكَلَّمَ — يَتَكَلَّمُ
সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (৯৯:৪)	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا	কথা বলা, বর্ণনা করা, জানানো	حَدَّثَ – يُحَدِّثُ
সে যে কথাই উচ্চারণ করে। (৫০:১৮)	مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ	বলা, উচ্চারণ করা	لَفَظَ – يَلْفِظُ
তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৩৭:৯২)	مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ	কথা বলা	نَطَقَ – يَنْطِقُ
যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি। (৪:১৬৪)	قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ	বর্ণনা করা, ঘটনা বলা; পদাঙ্ক অনুসরণ করা ২৮:১১	قَصَّ-يَقُصُّ
তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেগুলো বল না। (১৬:১১৬)	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ	বর্ণনা করা, বলা, ব্যক্ত করা	وَصَفَ-يَصِفُ (وَصْفٌ)
পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। (১১:৩৭)	وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا	সম্বোধন করা, কথা বলা, বাদানুবাদ করা	خَاطَبَ– يُخَاطِبُ (خِطَابٌ)
অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল। (১৮:৩৪)	فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ	সংলাপ করা, তর্কাতর্কি করা	حَاوَرَ – يُحَاوِرُ

অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন।	فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ	কথা, বাণী, বাক্য	كَلِمَةٌ ج كَلِمَاتٌ، كَلِمٌ
তারা আল্লাহর কথাকে পরিবর্তন করতে চায়। (৪৮:১৫)	يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ	কথা, ওহি	كَلَامٌ
অতঃপর খাওয়া শেষে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। (৩৩:৫৩)	فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ	কথা; সংবাদ ৫৩:৫৯; কাহিনী ৫১:২৪; স্বপ্ন	حَدِيثٌ (ج) أَحَادِيثُ
তাদের মধ্য থেকে একজন বলল। (১২:১০)	قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ	বক্তা, উক্তিকারী	قَائِلٌ
তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। (২:৯)	يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا	ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা	خَادَعَ– يُخَادِعُ
পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়। (৮:৬২)	وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ	ধোঁকা দেয়া	خَدَعَ– يَخْدَعُ
এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (৫৭:১৪)	وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ	প্রতারিত করা, ধোকা দেওয়া	غَرَّ– يَغُرُّ (غُرُورٌ)
যারা মনে বিশ্বাস ঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। (৪:১০৭)	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ	বিশ্বাস ঘাতকতা করা, প্রতারণা করা	اِخْتَانَ — يَخْتَانُ
তারা আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে। (৮:৭১)	خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ	বিশ্বাস ঘাতকতা করা, আত্মসাৎ করা	خَانَ–يَخُونُ
আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। (৩:১৬১)	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ	প্রতারণা করা; বাঁধা ৬৯:৩০	غَلَّ-يَغُلُّ
অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ	প্রবঞ্চনাকারী, বিশ্বাসঘাতক	خَادِعٌ

করে। (৪:১৪২)			
এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩১:৩৩)	وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ	ধোঁকাবাজ, শঠ, প্রতারক	غَرُورٌ
কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩১:৩২)	وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ	প্রতারক, প্রবঞ্চক	خَتَّارٌ
আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (৪:১০৫)	وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا	বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী, আত্মসাৎকারী,	خَائِنَةٌ، خَائِنُونَ، خَوَّانٌ
তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে। (৮:৫৮)	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً	বিশ্বাস ঘাতকতা	خِيَانَةٌ
তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পরস্পরের মাঝে ধোঁকাস্বরূপ ব্যবহার করো না। (১৬:৯৪)	وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ	মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা	دَخَلٌ
অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। (২:৯)	وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ	নিজ; ব্যক্তি ৫:৩২; আত্মা ৩১:২৮	نَفْسٌ ج أَنْفُسٌ
অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম। (৬৬:১২)	فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا	রূহ, আত্মা; ওহী; জিবরীল ২৬:১৯৩	رُوْحٌ
অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (২:৯)	وَمَا يَشْعُرُونَ	বুঝা, অনুভব করা, টের পাওয়া	شَعَرَ – يَشْعُرُ
তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই। (১১:৯১)	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ	বুঝতে পারা, উপলব্ধি করা	فَقِهَ — يَفْقَهُ
অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত। (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا	বুঝতে পারা, বোধসম্পন্ন	عَقَلَ – يَعْقِلُ

	হওয়া	عَقَلُوهُ	
أَحَسَّ–يُحِسُّ	টের পাওয়া, বুঝতে পারা, অনুভব করা	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ	অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন। (৩:৫২)

مَرَضٌ	রোগ, অসুস্থতা	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ	তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত। (২:১০)
مَرِضَ– يَمْرَضُ	অসুস্থ হওয়া	وَإِذَا مَرِضْتُ	যখন আমি রোগাক্রান্ত হই। (২৬:৮০)
مَرِيضٌ (ج) مَرْضَى	অসুস্থ	وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ	এবং অসুস্থের উপর নেই কোন চাপ। (৪৮:১৭)
سَقِيمٌ	অসুস্থ, পীড়িত	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ	অতঃপর বলল আমি পীড়িত। (৩৭:৮৯)
حَرَضٌ	মুমূর্ষু, মরণাপন্ন	حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ	যে পর্যন্ত মরণপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। (১২:৮৫)
شِفَاءٌ	আরোগ্য, পথ্য	هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ	সেটা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। (১৭:৮২)
شَفَى– يَشْفِي	সুস্থ করা	فَهُوَ يَشْفِينِ	তিনিই আরোগ্য দান করেন। (২৬:৮০)
أَبْرَأَ– يُبْرِئُ	সুস্থ করা, নিষ্কলুষ করা	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ	আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। (৩:৪৯)
رَاقٍ	ঝাড়ফুঁক কারী, চিকিৎসক	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ	এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে? (৭৫:২৭)

আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। (২:১০)	فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا	বাড়িয়ে দেয়া	زَادَ– يَزِيدُ (زِيَادَةٌ، مَزِيدٌ)
যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অধিক করেছেন। (৭:৮৬)	إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ	বৃদ্ধি করা, অধিক করা	كَثَّرَ– يُكَثِّرُ
অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (৮৯:১২)	فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ	বেশি করা, অধিক করা	أَكْثَرَ– يُكْثِرُ
দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। (২:২৭৬)	وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ	বর্ধিত করা, বাড়িয়ে দেয়া	أَرْبَى– يُرْبِي
অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন (২:২৪৫)	فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً	দ্বিগুন দেওয়া, বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া	ضَاعَفَ– يُضَاعِفُ
এবং পুরস্কার বর্ধিতরূপে দিবেন। (৬৫:৫)	وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا	বাড়িয়ে দেওয়া, বড় করা	أَعْظَمَ– يُعْظِمُ
এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প (৮:৪৪)	وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ	কম করা, কম দেয়া, হ্রাস করা	قَلَّلَ–يُقَلِّلُ
তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই (৪:১০১)	فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ	হ্রাস করা, কমানো	قَصَرَ– يَقْصُرُ
অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না। (৭:২০২)	ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ	কম করা, ক্ষান্ত হওয়া	أَقْصَرَ–يُقْصِرُ
তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৪৭:৩৫)	وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ	কম করা, কমিয়ে দেওয়া, হ্রাস করা	وَتَرَ–يَتِرُ
তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। (৫২:২১)	وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم	কমানো, হ্রাস করা, কম দেয়া	أَلَتَ– يَأْلِتُ

		مِّن شَيْءٍ	
لَاتَ–يَلِيتُ	কমানো, হ্রাস করা	وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا	যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। (৪৯:১৪)
بَخَسَ– يَبْخَسُ (بَخْسٌ)	কমানো, কম দেয়া, ক্ষতি করা	وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا	বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। (২:২৮২)
نَقَصَ– يَنْقُصُ (نَقْصٌ)	নাকচ করা, কমানো, ক্ষতি করা	وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ	এবং তার বয়স হ্রাস পায় না (৩৫:১১)
أَخْسَرَ– يُخْسِرُ	ক্ষতিগ্রস্থ করা, কম দেয়া	وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ	ওজনে কম দিয়ো না। (৫৫:৯)
أَلِيمٌ	যন্ত্রণাদায়ক, মর্মান্তিক	وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। (২:১০)
بَئِيسٌ	প্রচণ্ড, যন্ত্রণাদায়ক	وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ	আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে। (৭:১৬৫)
كَانَ–يَكُونُ	হওয়া, থাকা	بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ	তাদের মিথ্যাচারের দরুণ। (২:১০)
أَمْسَى–يُمْسِي	হওয়া, সন্ধ্যা করা, সন্ধ্যায় প্রবেশ করা	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ	অতএব মহিমা আল্লাহ্‌রই যখন তোমরা বিকেল প্রাপ্ত হও এবং যখন তোমরা ভোরে পৌঁছাও। (৩০:১৭)
صَبَّحَ–يُصَبِّحُ	সকাল করা, সকালে হওয়া	صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ	তাদের ভোর হয়েছিল অনিবার্য শাস্তিতে। (৫৪:৩৮)
أَصْبَحَ–يُصْبِحُ	হওয়া, সকালে হওয়া	فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ	অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। (৫:৩১)

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায়। (১৬:৫৮)	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا	হওয়া; চলতে থাকা ৪২:৩৩	ظَلَّ–يَظَلُّ
তারা বলতে লাগলঃ আল্লাহর কসম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না। (১২:৮৫)	قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ	করতে থাকা	فَتِئَ–يَفْتَأُ
আমরা কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। (৫:২৪)	إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا	করতে থাকা, চলতে থাকা	مَا دَامَ
আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (১১:১১৮)	وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ	চলতে থাকা, ক্ষান্ত না হওয়া	مَا زَالَ–لَا يَزَالُ
অতএব আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না (১২:৮০)	فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ	ক্ষান্ত হওয়া, পরিত্যাগ করা	بَرِحَ–يَبْرَحُ
তাদের মিথ্যাচারের দরুণ। (২:১০)	بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ	মিথ্যা বলা, মিথ্যা হওয়া, মিথ্যা মনে করা	كَذَبَ–يَكْذِبُ (كَذِبٌ)
হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (২৬: ৪৫)	فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ	মিথ্যা রটানো; বিমুখ করা ৪৬:২২	أَفَكَ– يَأْفِكُ (إِفْكٌ)
তারা কি বলে? সে তা রচনা করে এনেছেন। (১১:৩৫)	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ	মিথ্যা উদ্ভাবন করা, মিথ্যা রচনা করা, অপবাদ দেয়া	اِفْتَرَى–يَفْتَرِي (افْتِرَاءٌ)
সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত। (৬৯:৪৪)	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ	বানিয়ে বলা, মিথ্যা রচনা করা	تَقَوَّلَ– يَتَقَوَّلُ
বললেন, শীঘ্রই আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ। (২৭:২৭)	قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ	সত্য বলা	صَدَقَ–يَصْدُقُ

(صِدْقٌ)			
أَفْسَدَ–يُفْسِدُ	বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। (২:১১)
عَثَى–يَعْثَى	অন্যায়, দাংগা-হাংগামা সৃষ্টি করা	وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না। (২:৬০)
مُفْسِدٌ ج مُفْسِدُونَ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী	يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। (১৮:৯৪)
فَسَادٌ (فَسَدَ–يَفْسدُ)	বিপর্যয়, বিবাদ, অনিষ্ট	فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ	দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৮:৭৩)
أَصْلَحَ – يُصْلِحُ (إِصْلَاحٌ)	মিটমাট করা, সংশোধন করা, আপোষ করা, শান্তিচুক্তি করা	وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ	মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দাও (২:২২৪)
مُصْلِحٌ ج مُصْلِحُونَ	সংস্কারক; সৎকর্মশীল ১১:১১৭	وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ	বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন। (২:২২০)
أَرْضٌ	পৃথিবী; ভূপৃষ্ঠ; মাটি, দেশ	لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। (২:১১)
ثَرًى	মাটি, পাতাল, রসাতল	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ	যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও জমিনে ও যা কিছু এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে আর যা রয়েছে মাটির নিচে সে-সবই তাঁর। (২০:৬)
سَمَاءٌ ج سَمَاوَاتٌ	আকাশ	وَالسَّمَاءَ بِنَاءً	আকাশকে ছাদ স্বরূপ। (২:২২)

কসম কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশের। (৫১:৭)	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ	কক্ষপথ	حِبَاكٌ ج حُبُكٌ
প্রত্যেকেই কক্ষপথে বিচরণ করে। (২১:৩৩)	كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	আকাশ, কক্ষপথ	فَلَكٌ
তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! (২:১৩)	قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ	নির্বোধ, বোকা, মূর্খ, অজ্ঞ	سَفِيهٌ ج سُفَهَاءُ
এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে। (২৫:৬৩)	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ	মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞ	جَاهِلٌ ج جَاهِلُونَ
নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (৩৩:৭২)	إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا	নিরেট মূর্খ, অতিশয় বোকা	جَهُولٌ
তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর। (২:৭৮)	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ	নিরক্ষর, আরব জাতি	أُمِّيٌّ (ج) أُمِّيُّوْنَ
আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। (৩৫:২৮)	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	বিদ্বান, জ্ঞানী, দক্ষ, বিজ্ঞ	عَالِمٌ ج عَالِمُونَ، عُلَمَاءُ
নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। (৭:১০৯)	إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ	বিজ্ঞ, দক্ষ, জ্ঞানী, জ্ঞাত	عَلِيمٌ، عَلَّامٌ
এবং তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ। (৬:১৮)	وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ	পূর্ণজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞ, জ্ঞানী	خَبِيرٌ
নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (২:৩২)	إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ	প্রজ্ঞাময়, বিচারক,	حَكِيْمٌ
আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। (৫:৪৪)	يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ	ইহুদী আলেম, পাদ্রী, পণ্ডিত	حِبْرٌ ج أَحْبَارٌ

এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম রয়েছে। (৫:৮২)	ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ	পণ্ডিত, ধর্মযাজক	قِسِّيسٌ ج قِسِّيسُّونَ
প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (২:১৩)	إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ	জানা	عَلِمَ–يَعْلَمُ
কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। (৪:১১)	لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا	জানা	دَرَى–يَدْرِي
অতঃপর যদি জানা যায় তারা উভয়ই পাপে লিপ্ত হয়েছে। (৫:১০৭)	فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	অবহিত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া	عَثَرَ–يَعْثَرُ
আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন। (৫:১৩)	وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ	অবগত হওয়া; উঁকি দিয়ে দেখা	اطَّلَعَ–يَطَّلِعُ
যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ। (৩:৬৬)	تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ	জ্ঞান, শিক্ষা, তথ্য	عِلْمٌ
তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (১৮:৯১)	كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا	জ্ঞান, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা	خُبْرٌ
এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা। (৩৮:২০)	وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ	প্রজ্ঞা, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারশক্তি	حِكْمَةٌ
আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি। (৭:৬৬)	إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ	নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা	سَفَهٌ، سَفَاهَةٌ (سَفِهَ–يسْفَهُ)
তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে। (৬:৫৪)	مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ	মূর্খতা, বোকামি, আহাম্মকি,	جَهَالَةٌ (جَهِلَ–يَجْهَلُ)، جَاهِلِيَّةٌ

		বর্বরতা	
আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। (২:১৪)	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا	সাক্ষাৎ করা; দেখতে পাওয়া	لَقِيَ – يَلْقَى
সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। (৭০:৪২)	حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ	সম্মুখীন হওয়া, সাক্ষাৎ করা	لَاقَى –يُلَاقِي (لِقَاءٌ)
যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। (৮:৪১)	يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ	সম্মুখীন হওয়া, মুখোমুখি হওয়া	اِلْتَقَى -يَلْتَقِي
যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (৪০:১৫)	لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ	সাক্ষাৎ	تَلَاقٍ
যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের। (২:৪৬)	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ	মুখোমুখি, সাক্ষাৎকারী	مُلَاقٍ ج مُلَاقُونَ
যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান। (২৮:৬১)	أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ	মুখোমুখি, সাক্ষাৎকারী	لَاقٍ
তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। (১৫:৪৭)	إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ	একে অপরের মুখোমুখি, সামনাসামনি	مُتَاقَبِلٌ ج مُتَاقَبِلُونَ
আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। (২:১৪)	وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ	একান্তে বসা; অতীত হওয়া ২:১৪১	خَلَا – يَخْلُو
অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। (১২:৮০)	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا	নির্জনে বসা, একাগ্রতা অবলম্বন করা	خَلَصَ – يَخْلُصُ
আবার যখন তাদের শয়তানদের	وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ	অসৎ, মন্দ	شَيْطَانٌ ج

সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। (২:১৪)	قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ	সঙ্গী বা শক্তি; শয়তান ৪:১১৭; জ্বিন ২১:৪২; ইবলিস ১৯:৪৪	شَيَاطِينُ
আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (২:১৪)	إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ	উপহাসকারী, বিদ্রুপকারী	مُسْتَهْزِئٌ ج مُسْتَهْزِئُونَ
এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। (৩৯:৫৬)	وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ	উপহাসকারী, বিদ্রুপকারী	سَاخِرٌ ج سَاخِرُوْنَ
বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। (২:১৫)	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ	উপহাস করা, উপহাস্য বানানো	اِسْتَهْزَأَ–يَسْتَهْزِئُ
কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে (৪৯:১১)	لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ	ঠাট্টা করা, উপহাস করা,	سَخِرَ–يَسْخَرُ
তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে। (৩৭:১৪)	وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ	ঠাট্টা করতে চাওয়া, উপহাস করা,	اِسْتَسْخَرَ–يَسْتَسْخِرُ
এটা এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে। (৪৫:৩৫)	ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا	উপহাস, বিদ্রুপ	هُزُوٌ
আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম। (৩৮:৬৩)	أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا	উপহাসের বস্তু	سِخْرِيٌّ
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২:১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	অবকাশ দেয়া; বিস্তৃত করা (১৯:৩); প্রসারিত করা	مَدَّ–يَمُدُّ (مَدٌّ)
আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস	فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	অবকাশ	أَنْظَرَ–يُنْظِرُ

পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৮:৭৯)		দেওয়া, ছাড় দেওয়া	
কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি। (৩:১৭৮)	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	أَمْلَى –يُمْلِي
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	مَهَّلَ –يُمَهِّلُ
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	أَمْهَلَ –يُمْهِلُ
তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন। (৭:১১১)	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ	অবকাশ দেয়া, মুলতবি রাখা, বিলম্ব করা	أَرْجَهَ –يُرْجِهُ
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২:১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	সীমালঙ্ঘন, অবাধ্যতা	طُغْيَانٌ (طَغَى – يَطْغَى)
সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল। (৯১:১১)	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا	অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন, পাপ	طَاغِيَةٌ، طَغْوَى
পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। (৫:২)	وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ	সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি	عُدْوَانٌ، عَدْوٌ (عَدَا– يَعْدُو)
তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৮:১৪)	لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا	সীমাতিরিক্ত, বাড়াবাড়ি	شَطَطٌ
যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। (১৮:২৮)	وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا	মাত্রাধিক্য, বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন	فُرُطٌ (فَرَطَ– يَفْرُطُ)

এবং তার সীমা অতিক্রম করে। (৪:১৪)	وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ	সীমালঙ্ঘন করা	تَعَدَّى–يَتَعَدَّى
এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। (২৫:২১)	وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا	বাড়াবাড়ি করা, অবাধ্য হওয়া, বিদ্রোহ করা	عُتُوٌّ (عَتَا–يَعْتُو)
তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। (৫০:২৭)	قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ	সীমালঙ্ঘন করানো, অবাধ্য বানানো	أَطْغَى–يُطْغِي
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২:১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরা, দিশেহারা হওয়া, অন্ধের মত ঘোরা	عَمِهَ — يَعْمَهُ
তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। (৫:২৬)	يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ	উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করা	تَاهَ–يَتِيهُ
ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভুমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে-সে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। (৬:৭১)	كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ	হতভম্ব, পেরেশান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়	حَيْرَانُ
তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? (২৬:২২৫)	أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ	তৃষ্ণায় ঘোরা, তৃষ্ণার্ত হয়ে ছুটাছুটি করা	هَامَ–يَهِيمُ
তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। (২:১৬)	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ	ক্রয় করা; বিনিময় করা	اِشْتَرَى– يَشْتَرِي
যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয়। (৪:৭৪)	الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ	বিক্রয় করা; ক্রয় করা	شَرَى– يَشْرِي

তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। (২:২৮২)	وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ	কেনাবেচা করা	تَبَايَعَ – يَتَبَايَعُ
সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। (৯:১১১)	فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ	লেনদেন করা; আনুগত্যের শপথ করা ৪৮:১০	بَايَعَ – يُبَايِعُ
কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর। (২:২৮২)	إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ	নগদ লেনদেন করা, আদান প্রদান করা	أَدَارَ –يُدِيْرُ
বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি। (২:১৬)	فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ	লাভজনক হওয়া	رَبِحَ – يَرْبَحُ
নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে (১০:৪৫)	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ	ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া	خَسِرَ – يَخْسَرُ
নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। (১০৩:২)	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ	ক্ষতি, খেসারত, ধ্বংস, লোকসান, সর্বনাশ	خُسْرٌ، خَسَارٌ، خُسْرَانٌ، تَخْسِيرٌ
ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। (২:২৭)	أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ	ক্ষতিগ্রস্থ	خَاسِرٌ (خَاسِرَةٌ) خَاسِرُونَ
বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি। (২:১৬)	فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ	ব্যবসা	تِجَارَةٌ
বেচাকেনা বন্ধ কর। (৬২:৯)	وَذَرُوا الْبَيْعَ	বেচাকেনা	بَيْعٌ
তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো। (২:১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	সাদৃশ্য, উদাহরণ	مَثَلٌ ج أَمْثَالٌ
যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي	সাদৃশ্যপূর্ণ,	مِثْلٌ ج أَمْثَالٌ

সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি। (৮৯:৮)	الْبِلَادِ	একই, মত	
এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬:৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	অনুরূপ, সাদৃশ্যযুক্ত; রূপক, দ্ব্যর্থ বোধক (৩:৭)	مُتَشَابِهٌ ج (مُتَشَابِهَاتٌ)
এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬:৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	সাদৃশ্যপূর্ণ	مُشْتَبِهٌ
এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৩৮:৫৮)	وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ	অনুরূপ, সমরূপ	شَكْلٌ
এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (২০:৫৩)	فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ	ভিন্ন, বৈসাদৃশ্যপূর্ণ	شَتِيتٌ ج شَتَّى
তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। (১৬:৬৯)	يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ	বিভিন্ন, নানারকম	مُخْتَلِفٌ ج مُخْتَلِفُونَ

তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো। (২:১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	আগুন জ্বালানো	اِسْتَوْقَدَ–يَسْتَوْقِدُ
তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে। (৫:৬৪)	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ	আগুন জ্বালানো	أَوْقَدَ–يُوقِدُ
তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৫৬:৭১)	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ	আগুন জ্বালানো	أَوْرَى–يُورِي
যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে। (৮১:১২)	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ	আগুন জ্বালানো	سَعَّرَ– يُسَعِّرُ

যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। (৮১:৬)	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ	আগুন ধরিয়ে দেয়া/ ভর্তি করা যেন উপচে পড়ে	سَجَّرَ–يُسَجِّرُ
অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (৯২:১৪)	فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ	দাউ দাউ করে জ্বলা, প্রজ্বলিত হওয়া	تَلَظَّى–يَتَلَظَّى
তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৮৮:৪)	تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً	দহনশীল, উত্তপ্ত আগুন, অগ্নিগর্ভ	حَامِيَةٌ
এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০৪:৬)	نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ	প্রজ্বলিত	مُوقَدَةٌ
আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। (৫:৬৪)	أَطْفَأَهَا اللَّهُ	নিভিয়ে দেয়া	أَطْفَأَ–يُطْفِئُ
যখনই নির্বাপিত হল। (১৭:৯৭)	كُلَّمَا خَبَتْ	নিভে যাওয়া	خَبَا–يَخْبُو
শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি। (২১:১৫)	حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ	নির্বাপিত, স্তিমিত	خَامِدٌ ج خَامِدُونَ
তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো। (২:১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	আগুন; জাহান্নাম ২২:৭২	نَارٌ
কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। (৭০:১৫)	كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ	লেলিহান শিখা, জ্বলন্ত আগুন,	لَظَى
আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে। (৫৫:১৫)	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ	অগ্নিশিখা	مَارِجٌ
তাকে অচিরেই নিক্ষেপ করা হবে স্ফুলিঙ্গ সম্পন্ন অগ্নিতে। (১১১:৩)	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ	অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ	لَهَبٌ

তোমাদিগের উপরে পাঠানো হবে আগুনের শিখা। (৫৫:৩৫)	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ	স্ফুলিঙ্গ, শিখা	شُوَاظٌ
এটা নিক্ষেপ করবে অট্টালিকাসম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। (৭৭:৩২)	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ	অগ্নিশিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,	شَرَرٌ
অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের। (১০০:২)	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ক্ষুরাঘাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি	قَدْحٌ
আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (৩:১৮১)	ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ	ভস্মকারী, দগ্ধকারী, প্রজ্জ্বলনকারী	حَرِيْقٌ
যখন তার চারদিক আলোকিত হলো। (২:১৭)	فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ	আলোকিত করা	أَضَاءَ– يُضِيءُ
পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে। (৩৯:৬৯)	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	আলোকিত হওয়া, চমকানো	أَشْرَقَ – يُشْرِقُ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়। (৭৪:৩৪)	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ	আলোকময় হওয়া	أَسْفَرَ–يُسْفِرُ
আর রাত্রিকে যখন বিগত হয়ে যায়। (৮১:১৭)	وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ	অন্ধকার দূর হওয়া, অন্ধকার হওয়া	عَسْعَسَ– يُعَسْعِسُ
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। (২:২০)	وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا	অন্ধকার হওয়া	أَظْلَمَ–يُظْلِمُ
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। (৭৯:২৯)	وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا	আঁধারময় করা	أَغْطَشَ– يُغْطِشُ
আল্লাহ আলোকে উঠিয়ে নিলেন। (২:১৭)	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	নিয়ে যাওয়া; যাওয়া ২০:৯৭, চলে যাওয়া;	ذَهَبَ– يَذْهَبُ (ذَهَابٌ)
অতঃপর সে গৃহে গেল। (৫১:২৬)	فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ	চুপিসারে	رَاغَ– يَرُوغُ

		প্রবেশ করা, যাওয়া	
সে বললঃ আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম। (৩৭:৯৯)	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي	গমনকারী, গমনশীল	ذَاهِبٌ
যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। (৫:২)	آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا	গমনেচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী	آمٍّ ج آمُّونَ
এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন। (৮৯:১২)	وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا	আসা; পৌঁছা ১০:৪৯; নিয়ে আসা ৬:১৬০; সম্পাদন করা ১৮:৭১	جَاءَ- يَجِيءُ
যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। (৬১:৬)	يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ	আসা, ঘনিয়ে আসা, করে আসা; নিয়ে আসা ২৬:৮৯	أَتَى – يَأْتِي
এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয়। (২৮:৫৭)	يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ	আনা, নিয়ে আসা	جَبَى-يَجْبِي
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। (১০২:২)	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	সাক্ষাৎ করা, যাওয়া, আসা	زَارَ- يَزُورُ
যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। (১২:৮২)	كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا	সামনে আসা; অভিমুখী হওয়া ২৮:৩১	أَقْبَلَ- يُقْبِلُ
কেয়ামত অবশ্যই আসন্ন। (১৫:৮৫)	وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ	আসন্ন, আগত, আগমনকারী	آتٍ، آتِيَةٌ
তারা যখন তাদের উপত্যকা আগমনকারী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (৪৬:২৪)	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا	আগমনকারী, আগন্তক, আগত	مُسْتَقْبِلٌ

	هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا		
শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। (৮৬:১)	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ	রাতে আগমনকারী	طَارِقٌ
আল্লাহ আলোকে উঠিয়ে নিলেন। (২:১৭)	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	আলো	نُورٌ
অথবা আকাশের বৃষ্টির মত যাতে থাকে আঁধার। (২:১৯)	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ	অন্ধকার	ظُلْمَةٌ ج ظُلُمَاتٌ
তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আধাঁর রাতের টুকরো দিয়ে। (১০:২৭)	كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا	অন্ধকার	مُظْلِمٌ
আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা। (১০:২৬)	وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ	ধূলা, মলিনতা	قَتَرٌ، قَتَرَةٌ
সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন। (১৭:৭৮)	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ	অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকার	غَسَقٌ، غَاسِقٌ
এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। (২:১৭)	وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ	ছেড়ে যাওয়া, পরিত্যাগ করা, বর্জন করা	تَرَكَ– يَتْرُكُ
এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৭৪:৫)	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	বর্জন করা, দূরে থাকা; আজেবাজে বকা ২৩:৬৭	هَجَرَ– يَهْجُرُ (هَجْرٌ)
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। (২:২৭৮)	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا	পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া, মুক্ত রাখা, রেখে যাওয়া	وَذَرَ/وَذِرَ–يَذَرُ
এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। (১৮:৪৯)	لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا	বাদ দেওয়া, পেছনে ফেলা, ছেড়ে দেয়া	غَادَرَ– يُغَادِرُ

তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (৯:৫)	فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ	ছেড়ে দেয়া, খালি করা	خَلَّى – يُخَلِّي
আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি। (৯৩:৩)	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	বিদায় করা, ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা	وَدَّعَ – يُوَدِّعُ
যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে। (৮১:৪)	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	উপেক্ষা করা, ছেড়ে দেয়া	عَطَّلَ – يُعَطِّلُ
আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন। (৩:১৬০)	وَإِن يَخْذُلْكُمْ	পরিত্যাগ করা , সহায়তা না করা	خَذَلَ –يَخْذُلُ
আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। (১১:৫৩)	وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ	বর্জনকারী	تَارِكٌ
শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। (২৫:২৯)	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا	প্রয়োজনের সময় ত্যাগ করে যে	خَذُولٌ
আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা প্রত্যাবর্তন করত না (৯৮:১)	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ	বর্জনকারী, ক্ষান্ত, নিরস্ত	مُنْفَكٌّ ج مُنْفَكُّونَ
ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (২:১৭)	لَّا يُبْصِرُونَ	দেখা, অনুধাবন করা	أَبْصَرَ –يُبْصِرُ
সে বললঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। (২০:৯৬)	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ	দেখা, অনুধাবন করা	بَصُرَ –يَبْصُرُ
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। (৬:৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا	দৃষ্টিগোচর হওয়া, প্রত্যক্ষ করা; মনে করা; মত দেয়া; বিবেচনা	رَأَى –يَرَى (رَأْيٌ)

		করা	
তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। (২৮:২৯)	آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا	দেখা, আঁচ করতে পারা	آنَسَ–يُؤْنِسُ
অথচ তোমরা দেখছিলে। (২:৫০)	وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ	তাকানো, লক্ষ্য করা, প্রত্যক্ষ করা	نَظَرَ–يَنْظُرُ (نَظَرٌ)
যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল। (২৬:৬১)	فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ	সম্মুখিন হওয়া, একে অপরকে দেখা	تَرَاءَى– يَتَرَاءَى
এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন। (২:৭৩)	وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ	দেখানো, দৃষ্টি আকর্ষণ করা; অবগত করা	أَرَى–يُرِي
একে অপরকে দেখতে পাবে। (৭০:১১)	يُبَصَّرُونَهُمْ	দেখানো, প্রদর্শন করা	بَصَّرَ–يُبَصِّرُ (تَبْصِرَةٌ)
যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৩:৩৬)	وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ	অন্ধ হওয়া, না দেখা, উদাসীন থাকা	عَشَا– يَعْشُو
ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (৪৭:২৩)	وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ	অন্ধ করে দেয়া	أَعْمَى–يُعْمِي
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২:১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা	رَجَعَ–يَرْجِعُ (رَجْعٌ، رُجْعَى، مَرْجِعٌ)
যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। (২:২৩০)	فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا	প্রত্যাহার করে নেওয়া, পুনরায় ফেরত আসা	تَرَاجَعَ–يَتَرَاجَعُ

যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি। (৭:৮৯)	إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم	ফিরে আসা, আগের অবস্থায় ফেরত যাওয়া	عَادَ–يَعُودُ
সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (৮৪:১৪)	إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ	ফিরে আসা	حَارَ–يَحُورُ
যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে। (৪৯:৯)	فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ	প্রত্যাবর্তন করা	فَاءَ– يَفِيءُ
তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৯:২১)	وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ	উলটে যাওয়া, ফিরে আসা, ঘুরা	قَلَبَ – يَقْلِبُ
তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত। (৮৩:৩১)	وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ	প্রত্যাবর্তন করা; হওয়া ৭:১১৯	اِنْقَلَبَ– يَنْقَلِبُ
কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? (২:১৪২)	مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا	ফিরানো, ঘুরানো; ফিরে যাওয়া; পালানো, পিছু হটা ৪৮:২২	وَلَّى–يُوَلِّي
শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে। (৪২:৫৩)	إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	ফিরে যাওয়া, যাওয়া	صَارَ– يَصِيرُ
আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। (৭:১৫৬)	إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ	ফিরে আসা; ইহুদী হওয়া ৬:১৪৬	هَادَ–يَهُودُ
চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে। (৪০:১৩)	وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ	প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা	أَنَابَ– يُنِيبُ
অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ	প্রত্যাবর্তন করা; প্রবাহিত করা, ঢেলে	أَفَاضَ–يُفِيضُ

(২:১৯৯)	أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ	দেয়া ৭:৫০; লিপ্ত হওয়া, রত হওয়া ১০:৬১	
তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। (২৮:৩১)	وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ	পিছন ফেরা, ফিরে চাওয়া	عَقَّبَ – يُعَقِّبُ
তিনিই সৃষ্টিকে সূচনা করেছেন অত:পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (১০:৪)	إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	ফেরত পাঠানো, ফিরিয়ে আনা, পুনরাবৃত্তি ঘটানো	أَعَادَ–يُعِيدُ
অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম। (২৮:১৩)	فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ	ফিরিয়ে দেয়া, ফেরত পাঠানো; প্রতিরোধ করা; জবাব দেয়া	رَدَّ–يَرُدُّ (رَدٌّ، مَرَدٌّ)
সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। (১২:৯৬)	أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا	পূর্বাবস্থায় ফেরত আসা; পিছন ফেরা ১৮:৬৪; ফিরে যাওয়া	اِرْتَدَّ–يَرْتَدُّ
নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (৮৮:২৫)	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ	প্রত্যাবর্তন	إِيَابٌ
অথবা আকাশের বৃষ্টির মত। (২:১৯)	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ	বৃষ্টি, প্রবল বর্ষণ	صَيِّبٌ
তোমাদের কোন গোনাহ নেই যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। (৪:১০২)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ	বৃষ্টি, জলধারা, অঝোরধারা	مَطَرٌ

যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। (২:২৬৫)	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ	প্রবলবর্ষণ	وَابِلٌ
যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। (২:২৬৫)	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ	ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টি, শিশির	طَلٌّ
অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। (২৪:৪৩)	فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ	বৃষ্টি	وَدْقٌ
মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। (৪২:২৮)	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ	বৃষ্টি	غَيثٌ

যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। (২:১৯)	فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ	বজ্রধ্বনি	رَعْدٌ
অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন। (৪:১৫৩)	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ	বজ্রাঘাত; বজ্রধ্বনি, বিকট শব্দ	صَاعِقَةٌ ج صَوَاعِقُ
যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। (২:১৯)	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ	বিজলী	بَرْقٌ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২:১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	রাখা; করা; সৃষ্টি করা ৬:১; নির্মাণ করা; পরিণত করা; ধার্য করা ১৮:৯৪; নির্ধারণ করা	جَعَلَ- يَجْعَلُ

		১৬:৫৭; স্থাপন করা ৫৭:২৭; নিযুক্ত করা	
আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। (২:৩০)	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	পরিকল্পক, স্রষ্টা, স্থাপক, মনোনীতকারী, পরিণতকারী	جَاعِلٌ ج جَاعِلُونَ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২:১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	ভয়; সতর্কতা, সাবধানতা ৬৩:৪	حَذَرٌ (حَذِرَ– يَحْذَرُ)
আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (৪:৮৩)	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ	ভয়, আশঙ্কা, অনিষ্টের আশঙ্কা	خَوْفٌ، خِيفَةٌ (خَافَ – يَخَافُ)
কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন। (১৬:৪৭)	أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ	ভয়, ভীতি প্রদর্শন	تَخَوُّفٌ
তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। (৪:৭৭)	إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ	ভয়, আতঙ্ক, আশংকা, সমীহ	خَشْيَةٌ (خَشِيَ– يَخْشَى)
তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত। (২১:৯০)	وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا	ভয়, আশঙ্কা, সমীহ	رَهَبٌ (رَهِبَ– يَرْهَبُ)
নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। (৫৯:১৩)	لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ	ভয়, আশঙ্কা, সমীহ	رَهْبٌ، رَهْبَةٌ

এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (২৭:৮৯)	وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ	অস্থিরতা, ভীতি, ত্রাস	فَزَعٌ (فَزِعَ–يَفْزَعُ)
যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। (৮:২)	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ	ভয় পাওয়া, দুরদুর করা	وَجِلَ–يَوْجَلُ
এবং তাদের ভয়ে আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়তে। (১৮:১৮)	وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا	ভয়, আতঙ্ক	رُعْبٌ
অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন। (১১:৭৪)	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ	ভয়, শঙ্কা	رَوْعٌ
তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর। (৩:২৮)	إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ	ভয়; আল্লাহভীতি ৩:১০২	تُقَاةٌ
মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। (৫৯:১৮)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	ভয় করা, আশঙ্কা করা; আল্লাহভীতি অর্জন করা; আত্মরক্ষা করা; এড়িয়ে চলা	اتَّقَى–يَتَّقِي
তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে। (৫৮:১৩)	أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ	ভীত হওয়া, আতঙ্কিত হওয়া	أَشْفَقَ– يُشْفِقُ
মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। (১১:৭০)	وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	ভয় পাওয়া, আশঙ্কা করা	أَوْجَسَ– يُوجِسُ
অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৯:৫৬)	وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ	বিচ্ছেদের আশঙ্কা করা, ভয় করা	فَرِقَ–يَفْرَقُ

মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২:১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	মৃত্যু	مَوْتٌ، مَوْتَةٌ
তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। (১৭:৭৫)	إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ	মৃত্যু, পরকাল	مَمَاتٌ
এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে। (২২:৫৮)	ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا	মারা যাওয়া	مَاتَ- يَمُوتُ
এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। (৫৩:৪৪)	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا	মৃত্যু ঘটানো, মরণ দেওয়া	أَمَاتَ-يُمِيتُ
আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। (১৬:৭০)	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ	মৃত্যু দান করা, জীবনকাল পূর্ণ করা	تَوَفَّى-يَتَوَفَّى
আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো। (৩:৫৫)	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ	পূর্ণকারী, মৃত্যুদানকারী	مُتَوَفٍّ
কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, এরপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন। (২:২৮)	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ	মৃত	مَيْتٌ ج أَمْوَاتٌ، مَوْتَى
তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন (৬:৯৫)	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ	মৃত; নশ্বর	مَيِّتٌ ج مَيِّتُونَ
এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। (২১:৩)	وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ	জীবিত; প্রাণবন্ত; চিরজীবী	حَيٌّ ج أَحْيَاءٌ
কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ?	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ	জীবিত করা; জীবন দান	أَحْيَى- يُحْيِي

অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, এরপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন। (২:২৮)	وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ	করা, সঞ্জীবিত করা	
অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। (২:২৫৯)	فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ	পুনরুত্থান ঘটানো; প্রেরণ করা ৩:১৬৪	بَعَثَ – يَبْعَثُ (بَعْثٌ)
এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (৮০:২২)	ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ	পুনর্জীবিত করা, সজিব করা	أَنْشَرَ–يُنْشِرُ
এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। (৩৫:৯)	كَذَٰلِكَ النُّشُورُ	পুনরুত্থান	نُشُورٌ
নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। (৪১:৩)	إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ	জীবন দানকারী	مُحْيِي
যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন (৬৭:২)	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ	জীবন, প্রাণ, ইহজীবন	حَيَاةٌ
এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। (৮:৪২)	وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ	বেঁচে থাকা	حَيَّ – يَحَيُّ
পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন (২৯:৬৪)	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ	আসল জীবন	حَيَوَانٌ
আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (৬:১৬২)	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	জীবন, বেঁচে থাকা	مَحْيَا
অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত। (২:১৯)	وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ	পরিবেষ্টনকারী, আয়ত্তবান, নিয়ন্ত্রক	مُحِيطٌ، مُحِيطَةٌ

যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। (১৮:২৯)	أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	ঘিরে রাখা; আয়ত্ত্বে নেয়া	أَحَاطَ– يُحِيطُ
আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষনা করছে। (৩৯:৭৫)	وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	পরিবেষ্টনকারী, প্রদক্ষিণকারী	حَافٌّ ج حَافُّونَ
এ দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি। (১৮:৩২)	وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ	ঘিরে রাখা, পরিবেষ্টন করা	حَفَّ– يَحُفُّ
আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৩৯:৪৮)	وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ	ঘিরে নেয়া,	حَاقَ– يَحِيقُ
আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। (৭:১৫৬)	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ	ঘিরে রাখা, পরিবেষ্টন করা	وَسِعَ–يَسَعُ
বিদ্যুতালোক আলোক যেন তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়। (২:২০)	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ	প্রায়, উপক্রম হওয়া	كَادَ – يَكَادُ
বিদ্যুতালোক আলোক যেন তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়। (২:২০)	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ	কেড়ে নেয়া, হরণ করা	خَطِفَ– يَخْطَفُ (خَطْفَةٌ)
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও । (৩:২৫)	وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ	কেড়ে নেয়া; টেনে বের করা	نَزَعَ–يَنْزِعُ
আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি। (৩৬:৩৭)	نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ	টেনে বের করা, চামড়া ছিলে আনা	سَلَخَ–يَسْلَخُ
আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। (২২:৭৩)	وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ	ছিনিয়ে নেওয়া	سَلَبَ–يَسْلُبُ
ভীত-সন্ত্রস্ত্র ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।	تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ	ছোঁ মেরে নেয়া, ছিনিয়ে	تَخَطَّفَ–يَتَخَطَّفُ

(৮:২৬)	النَّاسُ	নেয়া	
যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। (২:২০)	كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ	হাটা, এগিয়ে যাওয়া, চলা	مَشَى–يَمْشِي (مَشْيٌ)
দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (১৮:৬০)	لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا	গমন করা, চলা, অতিক্রম করা	مَضَى–يَمْضِي (مُضِيٌّ)
এবং পর্বতমালা হবে চলমান। (৫২:১০)	وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا	চলমান হওয়া; সফর করা ৬:১১	سَارَ–يَسِيرُ (سَيْرٌ)
... অতএব তারা নগরসমূহে বিচরণ করত (৫০:৩৬)	فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ	বিচরণ করা, তন্ন তন্ন করে খোঁজা	نَقَّبَ–يُنَقِّبُ
অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে। (৬৮:২৩)	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ	চলা, চলে যাওয়া	اِنْطَلَقَ–يَنْطَلِقُ
এবং আপন পালনকর্তার উম্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। (১৬:৬৯)	فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا	চলা, অনুসরণ করা; প্রবেশ করানো ৭৪:৪২;	سَلَكَ–يَسْلُكُ
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। (২:২০)	وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا	দাঁড়ানো; দন্ডায়মান হওয়া; প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সম্পন্ন হওয়া	قَامَ–يَقُومُ (قِيَامٌ)
এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭:২৪)	وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ	দাড় করানো, থামানো	وَقَفَ–يَقِفُ

যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। (৫৮:১১)	وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا	উঁচু হওয়া, উঠে দাড়ানো	نَشَزَ–يَنْشُزُ
যখন তাদের সবচেয়ে ইতর লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। (৯১:১২)	إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا	উঠা, দাঁড়ানো, পুনরুত্থিত হওয়া	اِنْبَعَثَ–يَنْبَعِثُ (انْبِعَاثٌ)
যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন। (৩:৩৯)	وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ	দাঁড়ানো; অটল, সুস্থির; প্রতিষ্ঠিত ৩:১১৩	قَائِمٌ (قَائِمَةٌ) ج قَائِمُونَ
স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬:৬৮)	فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ	বসা, বসে থাকা	قَعَدَ–يَقْعُدُ (قُعُودٌ)
যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন । (২:২০)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ	চাওয়া, ইচ্ছা করা	شَاءَ–يَشَاءُ
অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। (৪:১২৭)	وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ	আশা করা, কামনা করা; মনোনিবেশ করা, বিনয়ী হওয়া ৯৪:৮; অনীহ হওয়া, মুখ ফিরিয়ে নেয়া ২:১৩০	رَغِبَ– يَرْغَبُ (رَغَبٌ)
তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর। (৪:৯৪)	تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	কামনা করা, সন্ধান করা	اِبْتَغَى–يَبْتَغِي (اِبْتِغَاءٌ)
এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (৪৩:৭১)	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ	চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা	اِشْتَهَى– يَشْتَهِي

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (৯:৪৬)	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً	ইচ্ছা করা, চাওয়া, মনস্থ করা	أَرَادَ–يُرِيدُ
তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। (৪:১২৯)	وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ	আকাঙ্ক্ষা করা, লোভ করা	حَرَصَ– يَحْرُصُ
এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে তোমরা দাবী কর। (৪১:৩১)	وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ	দাবি করা; চাওয়া	ادَّعَى — يَدَّعُو
আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২:২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	প্রত্যেক, সকল	كُلٌّ
তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। (২:২৯)	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا	সকলে, একত্রে, সব, সম্মিলিত	جَمِيعٌ ج أَجْمَعُونَ
এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও। (২৬:৩৯)	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ	একত্র, মিলিত	مُجْتَمِعٌ
এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (৮৯:১৯)	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا	সবটুকু, পুরোটা	لَمٌّ
অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। (২:২৬০)	ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا	অংশ বিশেষ, টুকরো, খণ্ড	جُزْءٌ
অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিলেন। (২১:৫৮)	فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا	চূর্ণবিচূর্ণ, টুকরো, অংশ	جُذَاذَةٌ ج جُذَاذٌ
তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর। (২:৮৫)	أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ	কতক, কিছু, কোন, কেউ	بَعْضٌ
যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। (১৫:৯১)	الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ	খন্ড খন্ড	عِضَةٌ ج عِضِينٌ

	عِضِينَ		
তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (২৬:৬৩)	فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ	ভিন্নাংশ, খণ্ড, টুকরা, অংশ	فِرْقٌ
একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। (৪:১১)	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ	অংশ; সৌভাগ্য ২৮:৭৯	حَظٌّ
আখেরাতে তাদের কেন অংশ নেই। (৩:৭৭)	أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ	অংশ, প্রাপ্য, ভাগ	خَلاَقٌ
আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে। (১১:১১৪)	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ	প্রথমাংশ; নিকটবর্তী; সময় ৬৭:২৭	زُلْفَةٌ ج زُلَفٌ
পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে। (৪:৭)	لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ	অংশ	نَصِيْبٌ
আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। (৪:৮৫)	وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا	অংশ	كِفْلٌ
তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (২৬:১৮৭)	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ	টুকরা, অংশ	كِسفٌ ج كِسَفٌ
অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। (২৩:৫৩)	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا	খণ্ড, টুকরা	زُبرَةٌ ج زُبُرٌ، زُبَرٌ
এবং যমিনে বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্র রয়েছে। (১৩:৪)	وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ	টুকরা, খণ্ড, অংশ	قِطْعٌ، قِطْعَةٌ ج قِطَعٌ
অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা ওদের অতীত সহচরদের	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا	পাপের শাস্তি, প্রাপ্য, অংশ	ذَنُوْبٌ

প্রাপ্য ছিল। (৫১:৫৯)	مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ		
তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে। (১৬:৯২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا	টুকরা টুকরা, খণ্ড খণ্ড	نِكْثٌ ج أَنْكَاثٌ
হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (৩৮:১৬)	رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ	আমলনামা, প্রাপ্য, অংশ, রিজিক	قِطٌّ
আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২:২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	কিছু	شَيْءٌ ج أَشْيَاءُ
আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২:২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	ক্ষমতাশীল, শক্তিবান	قَدِيرٌ
তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩:৪২)	فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ	ক্ষমতাশীল	مُقْتَدِرٌ ج مُقْتَدِرُونَ
আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (২৩:৯৫)	وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ	সক্ষম, ক্ষমতাবান	قَادِرٌ ج قَادِرُونَ
এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। (২৭:৩৯)	وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ	শক্তিশালী, সামর্থবান	قَوِيٌّ
আপনি তাদের শাসক নন। (৮৮:২২)	لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ	তত্ত্বাবধায়ক, শক্তি প্রয়োগকারী, প্রহরী, শাসক	مُصَيطِرٌ
আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন। (৩৯:৩৭)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ	পরাক্রমশালী; সম্মানিত ১১:৯১; শাসক	عَزِيزٌ ج أَعِزَّةٌ

		১২:৩০; জোরদার	
বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। (৭:১২৭)	وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ	প্রবল, শক্তিশালী, বিজয়ী	قَاهِرٌ، قَهَّارٌ ج قَاهِرُونَ
এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (৪৩:১৩)	وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ	শৃঙ্খলা বদ্ধকারী, বশীভূতকারী	مُقْرِنٌ ج مُقْرِنُونَ
যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩:১৬০)	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	বিজয়ী, প্রভাবশালী	غَالِبٌ ج غَالِبُونَ
আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। (৯:২)	وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ	পরাভূতকারী, অক্ষমকারী	مُعْجِزٌ ج مُعْجِزُونَ
আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (৯:১৮)	اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	দূর্বলকারী, অক্ষমকারী	مُوْهِنٌ
এবং যারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ করতে দৌড়াদৌড়ি করে। (২২:৫১)	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ	অক্ষম, পরাজিত	مُعَاجِزٌ ج مُعَاجِزُعنَ
আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (৫৪:১০)	أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ	পরাজিত, বশীভূত	مَغْلُوبٌ
এবং আমরা অক্ষম নই। (৫৬:৬০)	وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ	পশ্চাদ্বর্তী, পরাজিত	مَسْبُوقٌ (ج) مَسْبُوقُونَ
এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (৩৮:১১)	جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ	পরাজিত, অপারগ	مَهْزُومٌ
অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ	ব্যর্থ, বাতিল,	مُدْحَضٌ ج

مُدْحَضُونَ	স্থানচ্যুত, পরাজিত	الْمُدْحَضِينَ	তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (৩৭:১৪১)
ضَعِيفٌ ج ضُعَفَاءُ، ضِعَافٌ	দুর্বল, অক্ষম, ক্ষমতাহীন, কমজোর	لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ	দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই। (৯:৯১)
مُسْتَضْعِفٌ ج مُسْتَضْعِفُونَ	দূর্বল, নির্যাতিত, নিগৃহীত	قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ	তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। (৪:৯৭)
ذَلِيلٌ ج أَذِلَّةٌ	দুর্বল; অপমানিত	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ	বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। (৩:১২৩)
خَلَقَ-يَخْلُقُ (خَلْقٌ)	সৃষ্টিকরা, গঠন করা, রূপ দেয়া, রচনা করা	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন। (২:২১)
بَرَأَ-يَبْرَأُ	সৃষ্টি করা	إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا	কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (৫৭:২২)
فَطَرَ- يَفْطُرُ	সৃষ্টি করা	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا	আমি এক মুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৬:৭৯)
أَنْشَأَ- يُنْشِيءُ (إِنْشَاءٌ)	সৃষ্টি করা, তৈরি করা, গঠন করা	هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ	তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন। (১১:৬১)
ذَرَأَ- يَذْرَأُ	সৃষ্টি করা; বিস্তার করা	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا	আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। (৭:১৭৯)

	مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ	৪২:১১	
আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর নির্দেশ করিনি। (৫৭:২৭)	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	উদ্ভাবন করা, প্রবর্তন করা	اِبْتَدَعَ–يَبْتَدِعُ
তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ্ এর পরে কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন। (৬৫:১)	لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا	নতুনভাবে সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা, ঘটানো	أَحْدَثَ– يُحْدِثُ
যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা করে দিয়েছেন। (২:২২)	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا	বিছানা, আসন, বিস্তৃত	فِرَاشٌ ج فُرُشٌ
আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা। (৭৮:৬)	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا	বিছানা, বিস্তৃত; অবস্থানস্থল ৩:১২	مِهَادٌ
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা। (৭১:১৯)	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا	বিছানা, বিস্তৃত, সমান	بِسَاطٌ
তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। (৩২:১৬)	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ	শয্যা	مَضْجَعٌ ج مَضَاجِعُ
তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। (১৮:৩১)	مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ	সিংহাসন, মসনদ	أَرِيكَةٌ ج أَرَائِكُ
এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৪৩:৩৪)	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ	খাট, সিংহাসন	سَرِيرٌ ج سُرُرٌ
এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। (১২:১০০)	وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا	সিংহাসন; ছাদ ২২:৪৫; আল্লাহর আরশ ১৩:২	عَرْشٌ ج عُرُوشٌ

আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। (৩৮:৩৪)	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا	সিংহাসন; আল্লাহর কুরসি ২:২৫৫	كُرْسِيٌّ
এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। (২:২২)	وَالسَّمَاءَ بِنَاءً	ছাদ, চালা	بِنَاءٌ
আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি। (২১:৩২)	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا	ছাদ, ছাউনি, চালা	سَقْفٌ ج سُقُفٌ
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (৭৯:২৮)	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا	উচ্চতা, ছাদ	سَمْكٌ
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। (২:২২)	فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ	বের করা, বহিষ্কার করা, প্রকাশ করা	أَخْرَجَ — يُخْرِجُ (إِخْرَاجٌ)
এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। (১৮:৮২)	وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا	বের করে নেয়া, নির্গত করা	اسْتَخْرَجَ– يَسْتَخْرِجُ
আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন। (২৭:১২)	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ	প্রবেশ করানো	أَدْخَلَ–يُدْخِلُ
আল্লাহ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্য দাখিল করে দেন। (২২:৬১)	وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ	প্রবেশ করানো	أَوْلَجَ — يُولِجُ
অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। (২:২২)	فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا	সমকক্ষ, সমতুল্য	نِدٌّ ج أَنْدَادٌ
আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে। (৩৯:২৯)	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ	অংশীদার	شَرِيكٌ ج شُرَكَاءُ
এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ	সমতুল্য, মতো,	كُفُؤٌ

(১১২:৪)		অনুরুপ	
শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। (৩৮:২৪)	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	মিশ্রণকারী, অংশীদার, শরীক	خَلِيطٌ ج خُلَطَاءُ
তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (২:২৩)	فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ	কুর'আনের সুরা	سُوْرَةٌ ج سُوَرٌ
সেসব সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া। (২:২৩)	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ	ডাকা, আহ্বান করা, সম্বোধন করা, আমন্ত্রণ করা, প্রার্থনা করা, ফরিয়াদ করা, চাওয়া	دَعَا- يَدْعُو (دُعَاءٌ)
যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন (৩:৩৯)	فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ	আহ্বান করা; ঘোষণা করা	نَادَى-يُنَادِي (نِدَاءٌ)
সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল। (৬৮:২১)	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	ডাকাডাকি করা	تَنَادَى- يَتَنَادَى (تَنَادٍ)
অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন (৩০:২৫)	ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ	ডাক, আহ্বান; প্রার্থনা ২:১৮৬	دَعْوَةٌ
সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ'। (১০:১০)	دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ	প্রার্থনা; আর্তনাদ ২১:১৫	دَعْوَى
এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৩৩:৪৬)	وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا	আহবায়ক, আহ্বানকারী	دَاعٍ
হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন	رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا	ঘোষক, আহ্বানকারী	مُنَادٍ

আহবানকারীকে। (৩:১৯৩)			
সেসব সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া। (২:২৩)	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ	সাহায্যকারী, সাক্ষী ২৪:৪; উপস্থিত ২:১৩৩; শহীদ ৩:১৪০	شَهِيدٌ ج شُهَدَاءُ
এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪:৪৫)	وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا	সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক	نَاصِرٌ، نَصِيرٌ ج نَاصِرُونَ، أَنْصَارٌ
এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। (২০:২৯)	وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي	সাহায্যকারী, মন্ত্রী	وَزِيرٌ
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (৮:৯)	أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ	সাহায্যকারী, সাহায্যদাতা	مُمِدٌّ
এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (১৮:৫১)	وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا	বাহু, শক্তি, সাহায্যকারী	عَضُدٌ
এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। (৩৪:২২)	وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ	সাহায্যকারী, রক্ষাকারী	ظَهِيرٌ
অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। (২৮:৩৪)	فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي	সহকারী, সাহায্যকারী	رِدْءٌ
তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। (১৯:৮১)	وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا	সাহায্যকারী, শক্তি	عِزٌّ (عَزَّ–يَعِزُّ)
তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (১৭:৬৯)	ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا	সাহায্যকারী, অনুসারী, সহকারী	تَبِيعٌ

আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। (১৪:২২)	مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ	উদ্ধারকারী; আর্তনাদ	مُصْرِخٌ، صَرِيخٌ
তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (১২:১৮)	وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ	সাহায্যের আধার, ভরসাস্থল	مُسْتَعَانٌ
এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১৩:১১)	وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ	সাহায্যকারী, রক্ষক	وَالٍ
যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (২:২৩)	إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	সত্যবাদী	صَادِقٌ ج صَادِقُونَ (صَادِقَاتٌ)
আর তার জননী একজন ওলী। (৫:৭৫)	وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ	সত্যবাদী, পূণ্যবান	صِدِّيقٌ (صِدِّيقَةٌ) ج صِدِّيقُونَ
যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৯:৪৩)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ	মিথ্যাবাদী	كَاذِبٌ، كَاذِبَةٌ ج كَاذِبُونَ
বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (৫৪:২৫)	بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ	মিথ্যাবাদী	كَذَّابٌ
তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের উপর। (২৬:২২২)	تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ	চরম মিথ্যুক	أَفَّاكٌ
তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (১১:৫০)	إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ	মিথ্যা রচয়িতা, অপবাদদাতা	مُفْتَرٍ ج مُفْتَرُونَ
আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না। (২:২৪)	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا	করা, সম্পাদন করা, ঘটানো	فَعَلَ- يَفْعَلُ (فِعْلٌ، فَعْلَةٌ)
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও	وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ	করা, কাজ	عَمِلَ-يَعْمَلُ

সৎকর্ম করে। (১৮:৮৮)	صَالِحًا	করা	(عَمَلٌ ج أَعْمَالٌ)
যারা দুস্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব। (৪৫:২১)	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ	করা, উপার্জন করা	اِجْتَرَحَ – يَجْتَرِحُ
তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। (৫:৬৩)	لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ	করা; নির্মাণ করা ১১:৩৮; তৈরি করা	صَنَعَ–يَصْنَعُ (صُنْعٌ)
আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। (৪৮:১১)	شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا	কাজ করা, ব্যস্ত থাকা	شَغَلَ–يَشْغَلُ (شُغُلٌ)
আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব। (১৮:২৩)	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا	কর্তা, সংঘটক	فَاعِلٌ، فَعَّالٌ ج فَاعِلُونَ
হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। (৬:১৩৫)	يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ	আমলকারী, পালনকারী, কর্মী, পরিশ্রমী	عَامِلٌ (عَامِلَةٌ) ج عَامِلُونَ
তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে। (৬:১১৩)	وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ	অর্জনকারী, উপার্জনকারী	مُقْتَرِفٌ ج مُقْتَرِفُونَ
অতএব, যখন অবসর হন তখন সাধনা করুন (৯৪-৭)	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ	অবসর হওয়া, খালি হওয়া, কাজ শেষ হওয়া	فَرَغَ–يَفْرُغُ
তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২:২৪)	فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ	জ্বালানী	وَقُودٌ

সেগুলো দোযখের ইন্ধন। (২১:৯৮)	حَصَبُ جَهَنَّمَ	ইন্ধন, জ্বালানী, কাষ্ঠ	حَصَبٌ
আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (৭২:১৫)	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا	ইন্ধন, জ্বালানী, কাষ্ঠ	حَطَبٌ
তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। (৬৩:৪)	كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ	কাঠ	خَشَبٌ ج خُشُبٌ
অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি। (২৮:২৯)	أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ	জ্বলন্ত কয়লা, জ্বলন্ত অঙ্গার	جَذْوَةٌ
সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জালিয়ে আনতে পারব। (২০:১০)	لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ	জ্বলন্ত অঙ্গার, আগুনের শিখা	قَبَسٌ
তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২:২৪)	فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ	পাথর	حِجَارَةٌ ج حَجَرٌ
এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। (৮৯:৯)	وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ	বড় পাথর	صَخْرٌ، صَخْرَةٌ
অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। (২:২৬৪)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	মসৃণ পাথর	صَفْوَانٌ
যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২:২৪)	أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	প্রস্তুত করা	أَعَدَّ- يُعِدُّ
আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৮:২৯)	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا	প্রস্তুত করা, তৈরি করা	أَعْتَدَ-يُعْتِدُ
আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (৯:৪৬)	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً	প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম,	عُدَّةٌ

		পাথেয়	
সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (৫০:১৮)	مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ	প্রস্তুত, উপস্থিত, স্থাপিত	عَتِيدٌ
এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। (৮৮:১৪)	وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ	স্থাপিত, রক্ষিত	مَوْضُوعَةٌ
এবং সুসংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে ও সতকর্ম করেছে। (২:২৫)	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	ভালো কাজ	صَالِحَةٌ ج صَالِحَاتٌ
সমান নয় ভাল ও মন্দ। (৪১:৩৪)	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ	ভাল কাজ; পুণ্য ১৬:৩০; উত্তম ৩৩:২১	حَسَنَةٌ ج حَسَنَاتٌ
আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার। (২১:৭৩)	وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ	ভাল কাজ; উত্তম	خَيْرَةٌ ج خَيْرَاتٌ
আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও। (৭:১৯৯)	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ	সৎকর্ম; সুবিদিত, পরিচিত	عُرْفٌ
আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের। (৩:১০৪)	وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	সৎকর্ম; উত্তম; পরিচিত	مَعْرُوفٌ، مَعْرُوفَةٌ
তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভূলে যাও। (২:৪৪)	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ	সততা, কল্যাণ, পুণ্য	بِرٌّ (بَرَّ–يَبَرُّ)
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১:৮)	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	আল্লাহভীতি, ধার্মিকতা	تَقْوَى
এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। (১৩:২৩)	وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ	ভাল কাজ করা,	صَلَحَ–يَصْلُحُ

	وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ	সৎকর্মশীল হওয়া	
سَيِّئٌ، سَيِّئَةٌ ج سَيِّئَاتٌ	بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً	পাপ; বিপদ, দূর্ভাগ্য ৪:৭৯; মন্দ ৪:৮৫	হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে (২:৮১)
ذَنْبٌ ج ذُنُوبٌ	إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا	পাপ, অপরাধ, দোষ,	নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। (৩৯:৫৩)
إِثْمٌ	إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ	অন্যায়, গুনাহ, পাপ, অপরাধ	আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। (৫:২৯)
اِجْرَامٌ (أَجْرَمَ– يُجْرِمُ)	قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي	পাপ, অপরাধ	আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার। (১১:৩৫)
خِطْءٌ	إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا	ভুল, পাপ	নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্নক অপরাধ। (১৭:৩১)
خَطِيئَةٌ ج خَطِيئَاتٌ، خَطَايَا	مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا	ভুল, পাপ	তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। (৭১:২৫)
جُنَاحٌ	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	পাপ, ক্ষতি, অপরাধ, দোষারোপ	তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। (৪:১২৮)
حُوْبٌ	إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا	মন্দ, পাপ	নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪:২)
مُنْكَرٌ ج مُنْكَرُوْنَ	وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ	অন্যায়; মন্দ; অজ্ঞাত; জঘন্য	এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। (৩:১০৪)

তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। (৫৬:৪৬)	وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ	পাপাচার, অপরাধ, কসম ভঙ্গ	حِنْثٌ
যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। (৬:১২১)	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ	পাপ, অন্যায়, অপকর্ম	فِسْقٌ، فُسُوقٌ (فَسَقَ–يَفْسُقُ)
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১:৮)	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	পাপ, অন্যায়, দুষ্কৃতি	فُجُورٌ (فَجَرَ–يَفْجُرُ)
এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। (৪:২৫)	ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ	কষ্ট, পাপ, ব্যভিচার	عَنَتٌ
আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। (৪১:৪৬)	وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا	অন্যায় করা, পাপকাজ করা	أَسَاءَ–يُسِيءُ
তাদের জন্য বেহেশতের। (২:২৫)	أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ	জান্নাত, বেহেশত; বাগান	جَنَّةٌ ج جَنَّاتٌ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। (২৭:৬০)	فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ	বাগান	حَدِيقَةٌ ج حَدَائِقُ
তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে। (৩০:১৫)	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বাগান, উদ্যান, বাগিচা	رَوْضَةٌ ج رَوْضَاتٌ
তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১৮:১০৭)	كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا	বেহেশত, জান্নাতের সর্বোত্তম স্তর	الفِرْدَوْسُ
হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে	رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ	জাহান্নাম, দোজখ	جَهَنَّمُ

দাও। (২৫:৬৫)	جَهَنَّمَ		
তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৭৯:৩৯)	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ	জাহান্নাম, তীব্র আগুন	جَحِيمٌ
অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। (৫৪:৪৮)	ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ	জাহান্নাম, দোযখ	سَقَرٌ
একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৪২:৭)	فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ	জাহান্নাম; তীব্রভাবে জ্বলন্ত আগুন; প্রজ্জ্বলিত শিখা	سَعِيرٌ
তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০১:৯)	فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ	জাহান্নামের অতল গহ্বর	هَاوِيَةٌ
সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (১০৪:৪)	لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ	জাহান্নাম; পিষ্টকারী, চূর্ণকারী	حُطَمَةٌ
তার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (২:২৫)	تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	প্রবাহিত হওয়া, বয়ে চলা	جَرَى- يَجْرِي
অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। (১৩:১৭)	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	প্রবাহিত হওয়া	سَالَ- يَسِيلُ
অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। (৭:১৬০)	فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	প্রবাহিত হওয়া	اِنْبَجَسَ-يَنْبَجِسُ
অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। (২:৬০)	فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	প্রবাহিত হওয়া	اِنْفَجَرَ-يَنْفَجِرُ
পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয় (২:৭৪)	وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا	প্রবাহিত হওয়া	تَفَجَّرَ- يَتَفَجَّرُ

	يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ		
আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪:১২)	وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ	প্রবাহিত করা	أَسَالَ– يُسِيلُ
যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। (১৭:৯০)	حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا	প্রবাহিত করা	فَجَّرَ–يُفَجِّرُ (تَفْجِيرٌ)
তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। (২:৩০)	قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ	ঝরানো, প্রবাহিত করা	سَفَكَ–يَسْفِكُ
তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (৫৫:১৯)	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ	প্রবাহিত করা, মিশিয়ে দেয়া, ছেড়ে দেয়া	مَرَجَ–يَمْرُجُ
তার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (২:২৫)	تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	নদী, ঝর্ণা	نَهَرٌ ج أَنْهَارٌ
অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। (১৩:১৭)	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا	নদী, হ্রদ, স্রোতধারা; উপত্যকা ১৪:৩৭	وَادٍ ج أَوْدِيَةٌ
তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। (১৯:২৪)	قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا	ঝরণা	سَرِيٌّ
যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। (২৭:৪৪)	فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً	গভীর জলাশয়, পুকুর	لُجَّةٌ
সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্না। (৮৮:১২)	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	প্রস্রবণ, ঝর্ণা	عَيْنٌ (ج) عُيُونٌ
এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও	وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ	ঝরণা,	يَنْبُوعٌ (ج)

আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। (১৭:৯০)	تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا	ফোয়ারা, প্রস্রবণ	يَنَابِيعُ
সেখানে আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। (৫৫:৬৬)	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ	উচ্ছসিত, উদ্বেলিত উচ্ছলিত ঝরনা	نَضَّاخَةٌ
এবং তাদের দুজনকে এক অবস্থানযোগ্য ঝর্না বিশিষ্ট উঁচু স্থানে আশ্রয় দিয়েছিলাম। (২৩:৫০)	وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ	ঝর্ণা, প্রস্রবণ, প্রবাহমান পানি	مَعِينٌ
তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (৮৩:২৭)	وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ	তাসনীম; স্বর্গীয় জলপ্রপাত	تَسْنِيمٌ
নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। (১০৮:১)	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ	হাউজে কাউসার; জান্নাতের পানির হাউজ	الكَوْثَرُ
আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি। (২:৫০)	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ	সমুদ্র	بَحْرٌ ج بِحَارٌ، أَبْحُرٌ
এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জত করল। (২০:৭৮)	فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَ	সমুদ্র, জলাশয়	يَمٌّ
স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। (৬:৫৯)	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	স্থল	بَرٌّ
এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। (২:২৫)	وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ	পবিত্র, পরিশুদ্ধ	مُطَهَّرٌ (مُطَهَّرَةٌ) ج مُطَهَّرُونَ
এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। (২৫:৪৮)	وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا	পবিত্রতম, অতিবিশুদ্ধ, বিশুদ্ধতর,	طَهُورٌ

যখন তিনি তাঁর প্রভুর কাছে এসেছিলেন বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে। (৩৭:৮৪)	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ	বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ	سَلِيمٌ
এবং পরিশোধিত মধুর নহর। (৪৭:১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	পবিত্র, পরিশোধিত	مُصَفًّى
সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। (২-৫৭)	كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ	পবিত্র; উত্তম	طَيِّبٌ (طَيِّبَةٌ) ج طَيِّبُونَ (طَيِّبَاتٌ)
তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। (২০:১২)	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	পবিত্র ঘোষিত, পবিত্র	مُقَدَّسٌ، مُقَدَّسَةٌ
এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। (২:৮৭)	وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ	পবিত্র, নিষ্কলুষ	قُدُسٌ، قُدُّوسٌ
এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। (২:২৩২)	ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ	পবিত্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ	زَكِيٌّ، زَكِيَّةٌ
তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। (২৪:২১)	مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا	পবিত্র হওয়া	زَكَا–يَزْكُو (زَكَاةٌ)
যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের জন্যেই। (৩৫:১৮)	وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ	পবিত্র হওয়া, শোধিত হওয়া	تَزَكَّى–يَتَزَكَّى، يَزَّكَّى
নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত। (৩:১৭৯)	حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ	অপবিত্র, অশ্লীল, কুকর্ম, খারাপ, দুষ্কর্মা,	خَبِيثٌ (خَبِيثَةٌ) ج خَبِيثُونَ (خَبِيثَاتٌ، خَبَائِثُ)
এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো	وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ	পাপ, অপবিত্রতা,	رِجْسٌ

নয়। (৫:৯০)	الشَّيْطَانِ	নোংরা; শাস্তি ৭:৭১; কলুষতা	
মুশরিকরা তো অপবিত্র। (৯:২৮)	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ	নাপাক, অপবিত্র	نَجَسٌ
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। (৭:৫৮)	وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	অপবিত্র হওয়া অশ্লীল হওয়া, অনুর্বর হওয়া	خَبُثَ–يَخْبُثُ
এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (৯১:১০)	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا	কলুষিত করা, দূষিত করা	دَسَّى–يُدَسِّي
আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২:২৫)	وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	চিরঞ্জীব, অমর	خَالِدٌ ج خَالِدُونَ
আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। (২১:৩৪)	جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ	অমরত্ব, চিরস্থায়ী, শাশ্বত,	خُلْدٌ
এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (২৬:১২৯)	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ	চিরঞ্জীব হওয়া, চিরকাল থাকা, অনন্তকাল থাকা	خَلَدَ–يَخْلُدُ (خُلُودٌ)
হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে। (৪০:৮)	رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ	চিরস্থায়ী, অনন্তকাল	عَدْنٌ
ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (৩৭:৯)	وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ	চিরস্থায়ী, বিরামহীন	وَاصِبٌ
তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। (৪:১২২)	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا	সর্বদা, প্রতিনিয়ত, অনন্তকাল	أَبَداً
বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন। (২৮:৭২)	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	স্থায়ী, চিরন্তন	سَرْمَدٌ

তথায় তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্য। (৯:২১)	لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ	স্থায়ী	مُقِيمٌ
তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। (৫৪:২)	وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ	চলমান, অবিরাম	مُسْتَمِرٌّ
এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে। (১৪:৩৩)	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ	বিরামহীন	دَائِبٌ ج دَائِبُونَ
তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। (১৩:৩৫)	أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا	চিরস্থায়ী	دَائِمٌ ج دَائِمُونَ
এবং রাজত্বের যা ধ্বংস হবে না। (২০:১২০)	وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ	বিনষ্ট হওয়া, ক্ষয় হওয়া, ধ্বংস হওয়া	بَلِيَ–يَبْلَى
আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৬৯:২৯)	هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ	বিলীন হওয়া, ধ্বংস হওয়া; মারা যাওয়া ৪:১৭৬	هَلَكَ–يَهْلِكُ
সে বলল -- আমি মনে করি না যে এসব কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে। (১৮:৩৫)	قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	بَادَ–يَبِيدُ
তাদের চক্রান্ত হবে ব্যর্থ। (৩৫:১০)	وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	بَارَ–يَبُورُ
সেজন্য তোমাকে এ থেকে সে যেন না ফেরায় যে এতে বিশ্বাস করে না আর যে তার কামনার অনুবর্তী হয়, পাছে তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। (২০:১৬)	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ	ধ্বংস হওয়া, পতন ঘটা	رَدِيَ–يَرْدَى
আর তার ধনসম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না যখন সে অধঃপাতে পড়বে। (৯২:১১)	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ	ধ্বংস হওয়া, পতন ঘটা	تَرَدَّى–يَتَرَدَّى

আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (১৭:৮১)	وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	বিলুপ্ত হওয়া, নির্মূল হওয়া	زَهَقَ–يَزْهَقُ
আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধবংস হবে। (২৮:৮৮)	كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ	ধ্বংসশীল, নশ্বর	هَالِكٌ ج هَالِكُونَ
ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (৫৫:২৬)	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ	ধ্বংসশীল, নশ্বর	فَانٍ
নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল (১৭:৮১)	إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا	ধ্বংসশীল, বিলীয়মান	زَاهِقٌ، زَهُوقٌ
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। (২:২৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	লজ্জাবোধ করা; বাঁচিয়ে রাখা ২৮:৪	اِسْتَحْيَ–يَسْتَحْيِي (اِسْتِحْيَاءٌ)
মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই। (৪:১৭২)	لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ	লজ্জা পাওয়া, অপমানবোধ করা	اِسْتَنْكَفَ — يَسْتَنْكِفُ
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। (২:২৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	উদাহরণ দেয়া; আঘাত করা ৪৭:২৭, ভ্রমণ করা ৩:১৫৬ সিল মারা ২:৬১	ضَرَبَ–يَضْرِبُ (ضَرْبٌ)
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভূল ও সঠিক। (২:২৬)	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ	সত্য, সঠিক; উপযুক্ত ২:২৮২; প্রাপ্য ৬:১৪১; দাবী;	حَقٌّ
দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	সঠিক, সত্য	صَوَابٌ

(৭৮:৩৮)			
বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (১৭:৮১)	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	মিথ্যা, অনর্থক, নষ্ট, অকার্যকর	بَاطِلٌ
তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল। (৪২:১৬)	حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ	বাতিল	دَاحِضَةٌ
ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (১১:৬৫)	ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ	মিথ্যা, অসত্য, অলীক	مَكْذُوبٌ
তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। (৫৮:২)	وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا	মিথ্যা কথা, বানোয়াট	زُورٌ
এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৩৮:৭)	إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ	মনগড়া কথা, কাল্পনিক	اخْتِلَاقٌ
সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত। (৬৯:৪৪)	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ	কথা, গল্প, কল্পকাহিনী	أَقْوَالٌ ج أَقَاوِيلُ
তারা বলে – সেকেলে গালগল্প! (১৬:২৪)	قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ	উপকথা, কিসসা-কাহিনী, রূপকথা	أُسْطُوْرَةٌ ج أَسَاطِيرُ
তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস। (১৩:১১)	قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ	মনগড়া কথা, কৃত্রিম, উদ্ভাবিত	مُفْتَرًى ج (مُفْتَرَيَاتٌ)
জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না। (৬০:১২)	وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ	অপবাদ, দুর্নাম, বদনাম	بُهْتَانٌ
এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন	يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا	অনেক, প্রচুর, অসংখ্য	كَثِيرٌ، كَثِيرَةٌ

করেন। (২:২৬)			
যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। (৫:১০০)	وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ	আধিক্য, প্রাচুর্য,	كَثْرَةٌ
সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। (৯০:৬)	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا	প্রচুর, অনেক	لُبْدَةٌ ج لُبَدٌ
এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (৮৯:২০)	وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا	প্রচুর, অধিক, মাত্রাতীত	جَمٌّ
আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। (৭২:১৬)	وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا	পর্যাপ্ত, প্রচুর,	غَدَقٌ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। (২:২৪৭)	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ	বিশালতা, প্রাচূর্যতা	بَسْطَةٌ
এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। (২:৩৫)	وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا	প্রচুর পরিমাণে, পর্যাপ্ত, তৃপ্তিভরে	رَغَدٌ
তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। (৭১:১১)	يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا	প্রচুর, অঝোরধারা	مِدْرَارٌ
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। (৭৮:১৪)	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا	প্রচুর, অধিক, প্রবাহমান	ثَجَّاجٌ
তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (৫৪:১১)	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ	প্রবল, অঝোরধারা	مُنْهَمِرٌ

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। (২:৭৯)	هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا	সামান্য,অল্প	قَلِيْلٌ (قَلِيلَةٌ) ج قَلِيلُوْنَ
তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (১২:৪২)	فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ	কতিপয়, তিন থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা	بِضْعٌ
এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। (১২:৮৮)	وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ	অল্প, অপর্যাপ্ত, সামান্য, নগণ্য	مُزْجَاةٌ
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। (৭:৫৮)	وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	সামান্য, কিঞ্চিৎ, ন্যূনতম	نَكِدٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না। (৪:৪০)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	গুঁড়ি পিঁপড়া, কণা	ذَرَّةٌ
তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৪:৫৩)	فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا	খেজুরের আঁটির খাঁজ পরিমাণ	نَقِيرٌ
আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। (৪:৭৭)	وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا	সুতা, খেজুরের আঁটির আঁশ পরিমাণ	فَتِيلٌ
তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (৩৫:১৩)	الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ	খেজুরের আঁটির আবরণ পরিমাণ	قِطْمِيْرٌ
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে। (২:২৭)	الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	ভঙ্গ করা, খুলে ফেলা	نَقَضَ–يَنْقُضُ (نَقْضٌ)
অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৪৩:৫০)	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ	শপথ ভঙ্গ করা, ভেঙে ফেলা, টুকরা করা, খণ্ড করা	نَكَثَ–يَنْكُثُ

তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। (৩৮:৪৪)	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ	শপথ ভাঙ্গা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	حَنِثَ–يَحْنَثُ
তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। (২০:৮৭)	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا	বিপরীত করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	أَخْلَفَ–يُخْلِفُ
অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। (১৪:৪৭)	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, বিপরীতকারী	مُخْلِفٌ
আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। (৭:১৩৪)	ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ	প্রতিশ্রুতি দেয়া, ওয়াদা করা; আদেশ দেয়া ২:১২৫	عَهِدَ–يَعْهَدُ
মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। (৩৩:২৩)	مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ	প্রতিশ্রুতিদেয়া, অঙ্গীকারকরা	عَاهَدَ–يُعَاهِدُ
আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ। (৪:৩৩)	وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ	অঙ্গীকারকরা	عَقَدَ–يَعْقِدُ
এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। (৫:৭)	وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ	প্রতিজ্ঞা করা, চুক্তি করা	وَاثَقَ–يُوَاثِقُ
কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। (৫:৮৯)	وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ	পণ করা, মজবুত করা, বাঁধা	عَقَّدَ–يُعَقِّدُ
তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি। (২০:৮০)	وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ	প্রতিশ্রুতি দেয়া, প্রতিজ্ঞা করা, চুক্তি করা	وَاعَدَ–يُوَاعِدُ
এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন	وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ	পরস্পরে ওয়াদা করা, পরস্পরে চুক্তি করা	تَوَاعَدَ–يَتَوَاعَدُ

করতে পারতে না। (৮:৪২)	فِي الْمِيعَادِ		
তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। (২৪:৩৩)	فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا	দাসের চুক্তিপত্রে মুক্তিপণের পরিমাণ লেখা	كَاتَبَ-يُكَاتِبُ
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে। (২:১৭)	الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, চুক্তি	عَهْدٌ
যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে। (২৮:৬১)	أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ	প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, চুক্তি	وَعْدٌ (وَعَدَ-يَعِدُ)
যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না (২:৮৪)	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ	চুক্তি, প্রতিজ্ঞা	مِيثَاقٌ، مَوْثِقٌ
মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ন কর। (৫:১)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ	চুক্তি, প্রতিশ্রুতি	عَقْدٌ ج عُقُودٌ
তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্নীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। (৯:১০)	لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً	সুরক্ষা চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি	ذِمَّةٌ
বললেন, ‘তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার বোঝা (ওয়াদা) গ্রহণ করে নিয়েছ? (৩:৮১)	قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي	ওয়াদা, বোঝা	إِصْرٌ
তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। (২০:৮৭)	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا	প্রতিশ্রুতি; প্রতিশ্রুত	مَوْعِدٌ، مَوْعِدَةٌ، مِيْعَادٌ
এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের। (৮৫:২)	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ	প্রতিশ্রুত	مَوْعُودٌ
এবং যে সম্পর্ক আল্লাহ গড়তে বলেছেন তারা তা ছিন্ন করে। ২:২৭	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ	কেটে ফেলা, আলাদা করা; অতিক্রম করা,	قَطَعَ-يَقْطَعُ

		পথ মাড়ানো ৯:১২১	
যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। ১২:৩১	فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ	টুকরা টুকরা করা; বিভক্ত করা	قَطَّعَ–يُقَطِّعُ
বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে। ৬:৯৪	لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ	কেটে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া; বিভক্ত করা	تَقَطَّعَ–يَتَقَطَّعُ
আর সে তাঁর জামা পেছনের দিক থেকে ছিড়ে ফেললো (১২:২৫)	وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ	ছিঁড়ে ফেলা, ফেড়ে ফেলা	قَدَّ–يَقُدُّ
এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ২:২৭	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	যুক্ত করা	أَوْصَلَ–يُوصِلُ
যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব ৫২:২১	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	মিলিত করা, যুক্ত করা	أَلْحَقَ–يُلْحِقُ
আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। ৩:১৭০	وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ	সম্পৃক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া	لَحِقَ–يَلْحَقُ
আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। ৮:৬৩	وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ	মিলন ঘটানো, ভালোবাসা সৃষ্টি করা	أَلَّفَ–يُؤَلِّفُ
এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي	আদেশ করা, অনুপ্রাণিত করা	أَمَرَ–يَأْمُرُ (أَمْرٌ ج أُمُوْرٌ)

সৃষ্টি করে। ২:২৭	الْأَرْضِ		
তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। ১৯:৩১	وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا	ওসিয়ত করা, নির্দেশ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া	أَوْصَى–يُوصِي
ও উপদেশ দেয় দয়ার। ৯০:১৭	وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	পরস্পরে পরামর্শ করা, সদোপদেশ দেওয়া	تَوَاصَى–يَتَوَاصَى
নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। ৫:১	إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ	আদেশ করা; মীমাংসা করা ৪:৫৮; বিচার করা;	حَكَمَ–يَحْكُمُ (حُكْمٌ)
আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন। ২৪:৩৬	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ	নির্দেশ দেয়া; অনুমতি দেয়া ৭৮:৩৮	أَذِنَ–يَأْذَنُ (إِذْنٌ)
তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি। ৭:২২	وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ	নিষেধ করা, বাধা দেয়া	نَهَى–يَنْهَى
তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। ৫:৭৯	كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ	পরস্পরে নিষেধ করা	تَنَاهَى–يَتَنَاهَى
তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। ২:২৯	ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ	মনোযোগ দেয়া; উপরে উঠা ৭:৫৪; স্থির হওয়া ১১:৪৪; সমকক্ষ হওয়া ৩৯:৯; পূর্ণতা লাভ করা	اِسْتَوَى–يَسْتَوِي

		২৮:১৪	
বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। ২:২৯	فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ	পূর্ণাংগ করা, যথাযথ করা; সমান করা ৯১:১৪	سَوَّى- يُسَوِّي
এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। ২২:৫২	ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ	মজবুত করা, সুদৃঢ় করা	أَحْكَمَ-يُحْكِمُ
এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। ২৭:৮৮	صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ	মজবুত করা, সুদৃঢ় করা	أَتْقَنَ- يُتْقِنُ
আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। ২:৩০	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত; অনুসৃত	خَلِيْفَةٌ ج خَلاَئِفُ، خُلَفَاءُ
তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে। ১৩:১১	لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ	একের পর এক, অনুসরণকারী	مُعَقِّبَةٌ ج مُعَقِّبَاتٌ
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব অবতরণকারী হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। ৮:৯	أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ	অনুগামী, ক্রমাগত অবতরণকারী	مُرْدِفٌ (ج) مُرْدِفُونَ
তাকে অনুসরণ করবে দ্বিতীয় ফুৎকার। ৭৯:৭	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ	অনুগামী, পরবর্তী	رَادِفَةٌ
এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন। ৬:১৩৩	وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ	স্থলাভিষিক্ত করা, প্রতিনিধি বানানো	اِسْتَخْلَفَ- يَسْتَخْلِفُ
এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। ৫৭:৭	وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ	স্থলাভিষিক্ত, অনুসৃত, প্রতিনিধি	مُسْتَخْلَفٌ ج مُسْتَخْلَفُونَ
তারপর তাদের পেছনে এসেছে	فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ	উত্তরাধিকারী,	خَلْفٌ

কিছু অপদার্থ। ৭:১৬৯	خَلْفٌ	পরবর্তী, পশ্চাৎবর্তী	
আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। ৭:১৪২	وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي	প্রতিনিধি হওয়া; অনুসরণ করা, পরে আসা	خَلَفَ–يَخْلُفُ
এবং তার পরে রসূল পাঠিয়েছি। ২:৮৭	وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ	পশ্চাতে পাঠানো, ক্রমান্বয়ে প্রেরন করা, অনুসরণ করানো	قَفَّى–يُقَفِّي
এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না। ২:২৬২	ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى	অনুগত বানানো, অনুগামী বানানো	أَتْبَعَ–يُتْبِعُ
এবং তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। ২৫:৬২	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً	অনুক্রমণশীল, পরিবর্তনশীল, পর্যায়ক্রমে	خِلْفَةٌ
এরপর আমি ক্রমান্বয়ে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। ২৩:৪৪	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ	একের পর এক, ক্রমান্বয়ে	تَتْرَى
অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি। ২:৩০	وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ	গুণকীর্তন করা, পবিত্রতা ঘোষণা করা	سَبَّحَ–يُسَبِّحُ (تَسْبِيحٌ)
যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন। ৩৭:১৪৩	فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ	গুণকীর্তনকারী	مُسَبِّحٌ ج مُسَبِّحُونَ
এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। (২:১৮৫)	وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ	বড়ত্ব ঘোষণা করা	كَبَّرَ–يُكَبِّرُ (تَكْبِيرٌ)
এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। ২:৩০	وَنُقَدِّسُ لَكَ	পবিত্রতা ঘোষণা করা	قَدَّسَ–يُقَدِّسُ
হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের	يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ	গুনকীর্তন করতে	أَوَّبَ–يُؤَوِّبُ

	থাকা, প্রত্যাবর্তন করা	وَالطَّيْرَ	সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। ৩৪:১০
عَلَّمَ–يُعَلِّمُ	শেখানো, জানানো; প্রশিক্ষণ দেয়া	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا	আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। ২:৩১
تَعَلَّمَ–يَتَعَلَّمُ	শেখা	وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ	যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। ২:১০২
دَرَسَ–يَدْرُسُ (دِرَاسَةٌ)	পড়া, পাঠ করা, অধ্যায়ন করা	وَدَرَسُوا مَا فِيهِ	অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। ৭:১৬৯
تَفَقَّهَ–يَتَفَقَّهُ	জ্ঞান অর্জন করা, বিজ্ঞ হওয়া, পাণ্ডিত্য অর্জন করা	فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ	তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। ৯:১২২
مُعَلَّمٌ	শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ	অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ-শিখানো কথা বলে। ৪৪:১৪
عَرَضَ– يَعْرِضُ (عَرْضٌ)	উপস্থাপন করা, পেশ করা, প্রদর্শন করা	ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ	তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। ২:৩১
بَرَّزَ–يُبَرِّزُ	প্রকাশ করা, দেখানো	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ	এবং বিপথগামীদের সামনে উম্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। ২৬:৯১
أَحْضَرَ–يُحْضِرُ	উপস্থিত করা, পেশ করা, উপনীত করা	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ	তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। ৮১:১৩
أَنْبَأَ–يُنْبِئُ	জানানো, অবহিত করা	فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ	আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে

থাক। ২:৩১	هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ		
আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। ৯:৯৪	قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ	অবহিত করা	نَبَّأَ–يُنَبِّأُ
বল, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর না তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। ১০:১	قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ	অবহিত করা, জানানো	أَدْرَى–يُدْرِي
আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। ৩:১৭৯	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ	অবগত করা, জানানো	أَطْلَعَ–يُطْلِعُ
এমনিভাবে আমি তাদের প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। ১৮;২১	وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	অবহিত করা, প্রকাশ করা করা,	أَعْثَرَ–يُعْثِرُ
অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ৪৭:৬	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ	চেনানো, জানানো	عَرَّفَ–يُعَرِّفُ
তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ। ২:৩২	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا	মহান, পূতপবিত্র, নিষ্কলুষ	سُبْحَانَ
অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক। ২৩:১১৬	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ	সুউচ্চ, শীর্ষ	تَعَالَى
বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৭-৫৪)	تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ	সুমহান হওয়া, বরকতপূর্ণ হওয়া	تَبَارَكَ
আমি সেসব বিষয় জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! (২:৩৩)	وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ	প্রকাশ করা, বিকাশ ঘটানো, জাহির করা	أَبْدَى–يُبْدِي
আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا	ঘোষণা করা, প্রকাশ্যে ব্যক্ত	أَعْلَنَ–يُعْلِنُ

(১৬:১৯)	تُعْلِنُونَ	করা	
তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। ৭:১৮৭	لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ	প্রকাশ করা, উদ্ভাসিত করা	جَلَّى –يُجَلِّي
তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। ৭২:২৬	عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا	প্রকাশ করা; জয়ী বানানো ৪৮:২৮; দুপুর করা ৩০:১৮	أَظْهَرَ –يُظْهِرُ
এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা করা হবে? ১০০:১০	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ	প্রকাশ করা, একত্র করা	حَصَّلَ– يُحَصِّلُ
তাঁর সাথে উঁচুস্বরে কথা বলো না (৪৯:২)	وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ	উচ্চস্বরে কথা বলা, প্রকাশ করা	جَهَرَ –يَجْهَرُ (جَهْرٌ)
অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় (১৫:৯৪)	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ	প্রচার করা, ঘোষণা করা	صَدَعَ –يَصْدَعُ
আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (৪-৮৩)	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ	রটিয়ে দেয়া, প্রচার করা, ছড়ানো	أَذَاعَ–يُذِيعُ
আর তোমরা নামাযে আওয়াজ চড়া করো না এবং এতে নিঃশব্দও হয়ো না (১৭:১১০)	وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا	ফিসফিস করা, অনুচ্চ কণ্ঠে বলা	خَافَتَ –يُخَافِتُ
তখন তারা বেরিয়ে পড়ল, আর তারা ফিসফিস করতে থাকল (৬৮:২৩)	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ	ফিসফিস করা, কানাকানি করা	تَخَافَتَ – يَتَخَافَتُ
ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত। (৪০:২৮)	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ	গোপন করা	كَتَمَ –يَكْتُمُ
তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং	وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ	গোপন করা	أَكَنَّ –يُكِنُّ

যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (২৭:৭৪)	صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ		
আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (১৬:১৯)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ	গোপন করা	أَسَرَّ–يُسِرُّ (إِسْرَارٌ)
আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। (৭:৩৩)	إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ	গোপন থাকা, সুপ্ত থাকা, অস্পষ্ট থাকা	بَطَنَ–يَبْطُنُ
আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। (২:২৭১)	وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	গোপন করা, লুকিয়ে রাখা	أَخْفَى–يُخْفِي
আর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়। (১১:২৮)	فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ	গোপন রাখা, অগোচরে রাখা, দূর্বোধ্য বানানো	عَمَّى–يُعَمِّي
তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। (৪:১০৮)	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ	লুকাতে চাওয়া, গোপন রাখতে চাওয়া	اسْتَخْفَى–يَسْتَخْفِي
তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। (৪১:২২)	وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ	আবৃত করা, গোপন করা, আড়াল করা	اسْتَتَرَ–يَسْتَتِرُ
এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। (২:৩৪)	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس	সিজদা করা; সালাত আদায় করা, ইবাদাত করা	سَجَدَ–يَسْجُدُ (سُجُودٌ)

تارা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী। (৯:১১২)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ	সিজদাকারী	سَاجِدٌ ج سُجَّدٌ، سَاجِدُونَ
সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (২:৩৪)	أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ	মানতে অস্বীকার করা	أَبَى –يَأْبَى
এবং দলগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন দল এর কিছু বিষয় অস্বীকার করে। (১৩:৩৬)	وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ	অস্বীকার করা, চিনতে না পারা, নিষিদ্ধ করা	أَنْكَرَ –يُنْكِرُ
তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। (২৭:১৪)	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا	অস্বীকার করা, অগ্রাহ্য করা, না মানা	جَحَدَ– يَجْحَدُ
তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। (২:৮৪)	ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ	স্বীকার করা; স্থিতিশীল করা ২২:৫	أَقَرَّ –يُقِرُّ
আর অন্যরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে (৯:১০২)	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ	স্বীকার করা	اِعْتَرَفَ –يَعْتَرِفُ
সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (২:৩৪)	أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ	অহংকার করা, স্পর্ধা দেখানো	اِسْتَكْبَرَ– يَسْتَكْبِرُ (اسْتِكْبَارٌ)
বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। (৭:১৩)	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ	নিজেকে বড় মনে করা, অহংকার করা	تَكَبَّرَ –يَتَكَبَّرُ
এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৪০:৭৫)	وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ	ঔদ্ধত্য করা	مَرِحَ –يَمْرَحُ

			(مَرَحٌ)
অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৭৫:৩৩)	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ	দম্ভভরে চলা	تَمَطَّى-يَتَمَطَّى
আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না। (২৭:৩১)	أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ	বড়ত্ব প্রদর্শন করা; আধিপত্য বিস্তার করা; প্রবল হওয়া ২৩:৯১	عَلَا-يَعْلُو (عُلُوٌّ)
আমি অনেক জনপদ ধবংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। (২৮:৫৮)	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا	গর্ব করা, অতি উৎফুল্ল হওয়া	بَطِرَ-يَبْطَرُ (بَطَرٌ)
নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই বড়ত্ব। (৪৫:৩৭)	وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	গর্ব, বড়ত্ব	كِبْرٌ، كِبْرِيَاءُ
পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। (৫৫:৭৮)	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	শীর্ষ মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব	جَلَالٌ
এবং আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। (৭২:৩)	وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا	শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, শান, মর্যাদা	جَدٌّ
তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না। (৭১:১৩)	مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا	মর্যাদা, সম্মান, বড়ত্ব	وَقَارٌ
ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭২:৬)	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	অন্যায়; দাবী	رَهَقٌ
তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ	পারস্পরিক অহংকার, গর্ব, বড়াই	تَفَاخُرٌ

নয়। (৫৭:২০)			
যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি। (৫৭:১৬)	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ	বিনয়ী হওয়া, ভীত হওয়া	خَشَعَ– يَخْشَعُ (خُشُوعٌ)
অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্তাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। (২২:৫৪)	فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ	বিনয়ী হওয়া, নত হওয়া	أَخْبَتَ–يُخْبِتُ
তবে কথাবার্তায় তোমরা কোমল হয়ো না। (৩৩:৩২)	فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ	অবনত করা, ক্ষীণ করা, অনুচ্চ করা	خَضَعَ–يَخْضَعُ
অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না ? (৬:৪৩)	فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا	মিনতি করা, অনুনয় করা	تَضَرَّعَ–يَتَضَرَّعُ (تَضَرُّعٌ)
কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনুতিও করল না। (২৩:৭৬)	فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ	বিনত হওয়া, নত হওয়া, দুর্বল হওয়া	اسْتَكَانَ– يَسْتَكِينُ
এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক। (২:৩৫)	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ	বসবাস করা; বিশ্রাম নেয়া ২৭:৮৬	سَكَنَ–يَسْكُنُ
নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। (৪:১৯)	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ	জীবন যাপন করা, সঙ্গী হওয়া	عَاشَرَ–يُعَاشِرُ
শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। (৭:৯২)	الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا	থাকা, বাস করা	غَنِيَ–يَغْنَى
আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। (৩৯:৭৪)	نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ	বসতি স্থাপন করা, আশ্রয় নেয়া	تَبَوَّأَ–يَتَبَوَّأُ
তাদের একজন বললঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? (১৮:১৯)	قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ	অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা	لَبِثَ–يَلْبَثُ

	لَبِثْتُمْ		
তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর। (২০:১০)	إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا	অবস্থান করা, বাস করা; অপেক্ষা করা, দেরি করা	مَكَثَ–يَمْكُثُ (مُكْثٌ)
এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। (২:৩৫)	وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا	খাওয়া, ভক্ষণ করা, সেবন করা	أَكَلَ–يَأْكُلُ (أَكْلٌ)
আমরা যাকে ইচছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। (৬:১৩৮)	لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ	আহার করা, খাওয়া	طَعِمَ–يَطْعَمُ
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে। (৫:৮৯)	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ	খাওয়ানো, খেতে দেয়া	أَطْعَمَ–يُطْعِمُ (إِطْعَامٌ)
অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইল। (১৮:৭৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا	খেতে চাওয়া, খানা চাওয়া	اسْتَطْعَمَ–يَسْتَطْعِمُ
কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৩৭:৬৬)	فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ	ভক্ষক, ভোজনকারী, খাদক	آكِلٌ ج آكِلُونَ، أَكَّالٌ ج أَكَّالُون
বলুন, যা কিছু ওহী আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে। (৬:১৪৫)	قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ	ভক্ষক, ভোজনকারী	طَاعِمٌ
কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। (২:৩৫)	وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ	নিকটবর্তী হওয়া, কাছাকাছি আসা	قَرِبَ–يَقْرَبُ
মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী। (২১:১)	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ	নিকটবর্তী হওয়া	اِقْتَرَبَ–يَقْتَرِبُ

কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৩:৫৭)	أَزِفَتِ الْآزِفَةُ	ঘনিয়ে আসা, নিকটবর্তী হওয়া	أَزِفَ–يَأْزَفُ
অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৫৩:৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ	ঝুঁকা, কাছাকাছি হওয়া	تَدَلَّى–يَتَدَلَّى
অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৫৩:৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ	নিকটবর্তী হওয়া, কাছে আসা	دَنَا–يَدْنُو
এটি দ্বারা আমার ছাগলপালকে নিকটে রাখি। (২০:১৮)	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي	আশেপাশে থাকা, নিকটে থাকা	وَلِيَ–يَلِي
জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে খোদাভীরুদের অদূরে। (৫০:৩১)	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ	নিকটবর্তী করা, কাছে আনা	أَزْلَفَ–يُزْلِفُ
সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বললঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (৫১:২৭)	فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ	নিকটবর্তী করা; কুরবানী করা ৫:২৭	قَرَّبَ–يُقَرِّبُ
তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন করেছো। (৪:২১)	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ	নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্যে আসা	أَفْضَىٰ –يُفْضِي
বলুন, হয়তো, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (২৭:৭২)	قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ	পরপর আসা, অনুসরণ করা, হাতের কাছে আসা	رَدِفَ–يَرْدَفُ
তোমার হাত তোমার বগলের দিকে টেনে নাও (২০:২২)	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ	কাছে টানা, মিলানো	ضَمَّ–يَضُمُّ
আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে (৩৩:৫১)	وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ	দূরে রাখা, অপসারণ করা	عَزَلَ–يَعْزِلُ

মাসিকের সময় নারীদের থেকে পৃথক হও। (২:২২২)	فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ	পৃথক হওয়া	اِعْتَزَلَ–يَعْتَزِلُ
এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। (১৬-৩৬)	وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ	দূরে থাকা, পরিত্যাগ করা	اِجْتَنَبَ-يَجْتَنِبُ
আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে। (৮৭-১১)	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى	দূরে থাকা, পরিত্যাগ করা	تَجَنَّبَ-يَتَجَنَّبُ
এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (১৪-৩৫)	وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ	দূরে রাখা, রক্ষা করা	جَنَبَ-يَجْنُبُ
এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে। (৯২-১৭)	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى	দূরে রাখা, রক্ষা করা	جَنَّبَ-يُجَنِّبُ
আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। (৩৪-১৯)	بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا	দূরত্ব বাড়ানো, দীর্ঘ করে দেয়া	بَاعَدَ-يُبَاعِدُ
অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (১৯:২২)	فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا	দূরে যাওয়া, সরে পড়া	اِنْتَبَذَ–يَنْتَبِذُ
তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। (৬:২৬)	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ	দূরে যাওয়া, সরে পড়া	نَأَى–يَنْأَى
অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। (২:৩৫)	فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ	অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, অন্যায়কারী	ظَالِمٌ (ظَالِمَةٌ)، ظَلُومٌ، ظَلَّامٌ ج ظَالِمُونَ
আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (৭২:১৫)	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا	বেইনসাফকারী, অন্যায়কারী	قَاسِطٌ ج قَاسِطُونَ
সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার	لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ	অন্যায় করা, অবিচার করা, সীমালঙ্ঘন করা,	ظَلَمَ–يَظْلِمُ

করেছে। (৩৮:২৪)	نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ	অত্যাচার করা	(ظُلْمٌ)
না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন (২৪:৫০)	أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ	জুলুম করা, অবিচার করা, অন্যায় করা	حَافَ- يَحِيفُ
অতঃপর সে জুলুম ও আত্মসাত এর আশঙ্কা করবে না। (২০:১১২)	فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا	আত্মসাত, অবিচার	هَضْمٌ
এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (৫৩:২২)	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ	অন্যায়, অসংগত, অন্যায্য	ضِيزَى
সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (১৮:৭৯)	يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا	ছিনিয়ে নেওয়া, জোরপূর্বক নেওয়া	غَصْبٌ
তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর (৫৫:৯)	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ	ন্যায়সঙ্গত, যথাযথ	قِسْطٌ
নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (৪৯:৯)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ	ইনসাফকারী, ন্যায়বিচারক	مُقْسِطٌ ج مُقْسِطُونَ
আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না। (৪:৩)	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ	ইনসাফ করা, ন্যায়বিচার করা	أَقْسَطَ-يُقْسِطُ
অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। (২:৩৬)	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا	পদস্খলিত করা	أَزَلَّ-يُزِلُّ
অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিস্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও। (২:২০৯)	فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ	পদস্খলন ঘটা, পিছলে পড়া	زَلَّ-يَزِلُّ
শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। (৩:১৫৫)	إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا	পদস্খলন কামনা করা	اِسْتَزَلَّ-يَسْتَزِلُّ

ইউসুফ (আঃ) বললেন, সেই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। (১২:২৬)	قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي	ফুসলানো, সম্মত করার চেষ্টা করা	رَاوَدَ–يُرَاوِدُ
অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। (৭:২২)	فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ	টোপ ফেলা, আকৃষ্ট করা	دَلَّى–يُدَلِّي
এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। (২:৩৬)	وَقُلْنَا اهْبِطُوا	নীচে নামা, অবতরণ করা	هَبَطَ–يَهْبِطُ
অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। (৪১:৩০)	ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ	অবতরণ করা, নাযিল হওয়া	تَنَزَّلَ–يَتَنَزَّلُ
অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে, পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। (১৩:৩১)	أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ	নেমে আসা, আপতিত হওয়া; হজের ইহরাম খুলে মুক্ত হওয়া ৫:২; খুলে দেয়া ২০:২৭	حَلَّ–يَحُلُّ
এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উথিত হয়। (৫৭:৪)	وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا	উপরে উঠা, আরোহণ করা	عَرَجَ–يَعْرُجُ
অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন। (১৭:৯৩)	أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ	আরোহণ করা, চড়া	رَقِيَ–يَرْقَى (رُقِيٌّ)
থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (৩৮:১০)	فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ	আরোহণ করা	اِرْتَقَى–يَرْتَقِي
তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য। (৩৫:১০)	إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ	আরোহণ করা, উপরে ওঠা	صَعِدَ–يَصْعَدُ
আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি। (৩:১৫৩)	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ	আরোহণ করা, উপরে ওঠা	أَصْعَدَ–يُصْعِدُ

যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। (৬:১২৫)	كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ	আরোহণ করা, উপরে উঠা	تَصَعَّدُ–يَتَصَعَّدُ (يَصَّعَّدُ)
যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গীয়ে এবাদত খানায় প্রবেশ করেছিল (৩৮:২১)	إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ	উপরে উঠা, বেয়ে উঠা	تَسَوَّرَ–يَتَسَوَّرُ
তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু রুপে। (২:৩৬)	بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	শত্রু	عَدُوٌّ ج أَعْدَاءٌ
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮:৩)	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ	শত্রু, বিদ্বেষী, দুশমন	شَانِئٌ
তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (১৯:৮২)	سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا	বিপক্ষ, বিপরীত	ضِدٌّ
মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। (৩:২৮)	لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِ	বন্ধু; রক্ষক ৬:১৪; নৈকট্যপ্রাপ্ত ১০:৬২; অভিভাবক ২:২৮২; উত্তারাধিকারী ১৯:৬	وَلِيٌّ ج أَوْلِيَاء
যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না। (৪৪:৪১)	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا	বন্ধু; মুনিব, প্রভু ২২:৭৮; বংশীয় ১৯:৫; ওয়ারিশ ৪:৩৩	مَوْلَى ج مَوَالٍ
যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (২৪:৬১)	أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ	বন্ধু, বান্ধব, সুহৃদ, পরমবন্ধু	صَدِيقٌ
বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে। (৪৩:৬৭)	الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ	خَلِيلٌ ج أَخِلَّاءُ

অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। (৬৯:৩৫)	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ	অন্তরঙ্গ বন্ধু; উত্তপ্ত পানি ২২:১৯	حَمِيمٌ
আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম। (৪১:২৫)	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ	বন্ধু, সহচর	قَرِينٌ ج قُرَنَاءُ
অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে। (৪৩:৫৩)	أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ	সহচর, সঙ্গী	مُقْتَرِنٌ ج مُقْتَرِنُونَ
এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। (৯:১৬)	وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً	অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ	وَلِيجَةٌ
তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। (৩:১১৮)	لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ	অন্তরঙ্গ বন্ধু; অভ্যন্তর ভাগ ৫৫:৫৪	بِطَانَةٌ ج بَطَائِنُ
আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৪:৬৯)	وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا	বন্ধু, সাথী	رَفِيقٌ
কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী। (২২:১৩)	لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ	ঘনিষ্ঠ, সাথী	عَشِيرٌ
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২:৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	নির্দিষ্ট সময়কাল বা আবাসস্থল; বাসস্থান, নিবাস ২৫:৭৬	مُسْتَقَرٌّ
কত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল। (৩৮:৫৬)	فَبِئْسَ الْمِهَادُ	বাসস্থান	مِهَادٌ
তাদের বাসস্থান জাহান্নাম (৪৭:১২)	وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ	অবস্থানস্থল, বাসস্থান, ঠিকানা	مَثْوًى
তাদের জন্য জান্নাত আশ্রয়স্থল। (৩২:১৯)	فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ	আশ্রয়স্থল, ঠিকানা, বাসস্থান	مَأْوًى

আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম বাসস্থান। (১০:৯৩)	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ	আশ্রয়, বাসস্থান, বসতি	مُبَوَّأٌ
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২:৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	ভোগ্যসামগ্রী, মালামাল, সম্পত্তি, পুঁজি	مَتَاعٌ ج أَمْتِعَةٌ
তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর। (৪:৯৪)	تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	সম্পদ, সামগ্রী	عَرَضٌ
তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯:৭৪)	هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا	আসবাবপত্র, সামগ্রী	أَثَاثٌ، أَثَاثَةٌ
এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল। (১২:৫৯)	وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ	মালামাল, আসবাবপত্র, পাথেয়	جَهَازٌ
এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পন্যমুল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। (১২:৬৫)	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ	মূলধন, পুঁজি, সামগ্রী, আসবাবপত্র	بِضَاعَةٌ
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (২:১৯৭)	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ	পাথেয়	زَادٌ
আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে। (৪৩:৩২)	نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	জীবিকা, জীবনসামগ্রী, আহার্য	مَعِيشَةٌ ج مَعَايِشُ
এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না। (১০৭:৭)	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ	নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু	مَاعُونٌ
অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি	فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ	গ্রহণ করা; অভ্যর্থনা	تَلَقَّى–يَتَلَقَّى

কথা শিখে নিলেন। (২:৩৭)	كَلِمَاتٍ	জানানো, সাক্ষাত করা ২১:১০৩	
যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (৫০:১৭)	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ	গ্রহণকারী	مُتَلَقٍّ
যাতে এটিকে তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (৬৯:১২)	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ	গ্রহণ করা, বুঝা, মনে রাখা	وَعَى–يَعِي
যাতে এটিকে তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (৬৯:১২)	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ	মনোযোগী, গ্রহণকারী	وَاعِيَةٌ
অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। (২:৩৭)	فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ	তওবা কবুল করা ; তওবা করা, ফিরে আসা ২৫:৭১	تَابَ–يَتُوبُ (تَوْبٌ، تَوْبَةٌ)
নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (২:৩৭)	إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ	বার বার তওবা কবুলকারী; বার বার তওবাকারী ২:২২২	تَوَّابٌ
তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী। (৬৬:৫)	أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ	তওবাকারী, অনুতপ্ত, পরিতপ্ত	تَائِبٌ (تَائِبَةٌ) ج تَائِبُونَ (تَائِبَاتٌ)
সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩৮:৩০)	إِنَّهُ أَوَّابٌ	তাওবাকারী, প্রত্যাবর্তনকারী	أَوَّابٌ ج أَوَّابُونَ
তখন সে একাগ্রচিত্তে তার	دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ	প্রত্যাবর্তনকারী,	مُنِيبٌ ج مُنِيْبُوْنَ

পালনকর্তাকে ডাকে। (৩৯:৮)		তাওবাকারী	
তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে। (২:৩৮)	فَمَن تَبِعَ هُدَايَ	অনুসরণ করা; আনুগত্য করা	تَبِعَ–يَتْبَعُ
আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। (১২:১০৮)	أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي	অনুসরণ করা, অনুগমন করা	اِتَّبَعَ–يَتَّبِعُ (اِتِّبَاعٌ)
অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। (৬:৯০)	فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ	অনুসরণ করা	اِقْتَدَى–يَقْتَدِي
আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন। (৬:১১৬)	وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ	আনুগত্য করা, মেনে চলা	أَطَاعَ–يُطِيعُ
তার উপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (২:৩৮)	فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	দুঃখ পাওয়া, চিন্তিত হওয়া	حَزِنَ–يَحْزَنُ (حَزَنٌ)
এখন আমি কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব। (৭:৯৩)	فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ	আক্ষেপ করা, নিরাশ হওয়া	آسَى–يُؤْسِي
অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না। (১২:৬৯)	فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	দুঃখিত হওয়া, ব্যথিত হওয়া, বিমর্ষ হওয়া	اِبْتَأَسَ– يَبْتَئِسُ
তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। (১২:৮৬)	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	দুঃখ, বিষাদ, ব্যথা, শোক, চিন্তা	حُزْنٌ
অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। (৩:১৫৩)	فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ	দুঃখ, শোক, বিষণ্নতা	غَمٌّ
সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (১৮:৬)	إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا	দুঃখ, খেদ, আফসোস	أَسَفٌ

তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। (১২:৮৬)	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	আক্ষেপ, দুঃখ, চিন্তা, পরিতাপ	بَثٌّ
এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার দেয়ার জন্যে। (৫৮:১০)	إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا	ব্যথিত করা , দুঃখ দেয়া, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা	حَزَنَ–يَحْزُنُ
আর কেউ কেউ প্রাণের ভয় করছিল। (৩:১৫৪)	وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ	উদ্বিগ্ন করা	أَهَمَّ–يُهِمُّ
এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (৭৬:১১)	وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا	সুখ	سُرُورٌ
নিশ্চয় খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে। (৫২:১৭)	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ	অনুগ্রহ, সুখ, আনন্দ; বিলাসসামগ্রী	نَعِيمٌ
যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয়। (৩:১৮৮)	الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا	আনন্দ করা, ফুর্তি করা	فَرِحَ–يَفْرَحُ
তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে। (৩০:১৫)	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বিনোদনে রাখা, সুখী বানানো, স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া	حَبَرَ– يَحْبُرُ
তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪:৪)	فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	সুখকর হওয়া, সুখপ্রদ হওয়া, উপভোগ্য হওয়া	طَابَ–يَطِيبُ
সুতরাং আমার উপর শত্রুদের আর আনন্দিত করিও না। (৭:১৫০)	فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ	বিরোধীকে খুশী করা	أَشْمَتَ–يُشْمِتُ
যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (৫৭:২০)	كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ	চমকৃত করা; খুশি করা, সন্তুষ্ট করা	أَعْجَبَ–يُعْجِبُ

গাঢ় বর্ণের যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। (২:৬৯)	فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ	আনন্দ দেয়া, চমকৃত করা	سَرَّ–يَسُرُّ (سُرُورٌ)
আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (২:৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	মিথ্যা প্রতিপন্ন করা; মিথ্যাচার করা; অবিশ্বাস করা	كَذَّبَ–يُكَذِّبُ (تَكْذِيبٌ، كِذَّابٌ)
এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।(১৬:৩৬)	فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ	মিথ্যাচারী, মিথ্যারোপকারী	مُكَذِّبٌ ج مُكَذِّبُونَ
না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (৩৭:৩৭)	بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ	সত্যায়ন করা, সত্য সাব্যস্ত করা	صَدَّقَ–يُصَدِّقُ (تَصْدِيقٌ)
যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী। (৫:৪৮)	مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ	সত্যায়নকারী; বিশ্বাসী ৩৭:৫২	مُصَدِّقٌ ج مُصَدِّقُونَ
আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (২:৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	নিদর্শন, চিহ্ন, আয়াত, উপদেশ	آيَةٌ ج آيَاتٌ
অতএব, আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও। (৩০:৫০)	فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ	নিদর্শন, পদাঙ্ক, চিহ্ন, প্রভাব, অবদান	أَثَرٌ ج آثَارٌ
বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। (৪৭:১৮)	فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا	আলামত, লক্ষণ, চিহ্ন	شَرَطٌ ج أَشْرَاطٌ
এবং তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারা ও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৬:১৬)	وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ	আলামত, চিহ্ন, নিদর্শন, স্মারক	عَلَامَةٌ ج عَلَامَاتٌ
নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن	নিদর্শন,	شَعِيرَةٌ ج شَعَائِرُ

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। (২:১৫৮)	شَعَائِرِ اللَّهِ	আলামত, চিহ্ন, প্রতীক	
আর আল্লাহ কে স্মরণ কর সম্মানিত নিদর্শন এর নিকট। (২:১৯৮)	فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন, প্রতীক	مَشْعَرٌ
আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। (৭:৪৮)	وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ	নিশানা, নিদর্শন, চিহ্ন, নমুনা	سِيْمَا
তারাই হবে জাহান্নামবাসী। (২:৩৯)	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ	অধিবাসী, অধিকারী, সহচর, সহযাত্রী	صَاحِبٌ ج أَصْحَابٌ
এবং এর অধিবাসীদের ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। (২:১২৬)	وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ	পরিবার; সম্প্রদায়, জাতি; বাসিন্দা; অধিকারী	أَهْلٌ
ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (৩:১১)	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	পরিবার; গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি	آلٌ
বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি। (২:৪০)	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ	স্মরণ করা, বর্ণনা করা, উল্লেখ করা	ذَكَرَ– يَذْكُرُ (ذِكْرٌ)
অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে। (৭৯:৩৫)	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ	স্মরণ করা, উপদেশ গ্রহণ করা	تَذَكَّرَ–يَتَذَكَّرُ (يَذَّكَّرُ)
দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল	وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا	স্মরণ হওয়া; চিন্তাভাবনা করা	اِدَّكَرَ–يَدَّكِرُ

পর স্মরণ হলো। (১২:৪৫)	وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ		
যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। (১০:৭১)	إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ	উপদেশ দেয়া, স্মরণ করানো	ذَكَّرَ–يُذَكِّرُ (تَذْكِيرٌ)
উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন। (৮৭:৯)	فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ	উপদেশ; সতর্কবাণী; স্মরণ	ذِكْرَى، تَذْكِرَةٌ
যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১:১১৪)	ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ	জিকিরকারী, স্মরণকারী	ذَاكِرٌ ج ذَاكِرُونَ (ذَاكِرَاتٌ)
অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। (৮৮:২১)	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ	উপদেশদাতা, নসিহতকারী	مُذَكِّرٌ
আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫৪:১৫)	وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ	স্মরণকারী, চিন্তাশীল	مُدَّكِرٌ
মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (৭৬:১)	هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا	আলোচিত, উল্লেখ্য	مَذْكُورٌ
অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। (১৮:৬১)	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا	ভুলে যাওয়া	نَسِيَ–يَنْسَى
যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ	ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া,	ذَهَلَ–يَذْهَلُ

দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে। (২২:২)	مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ		
তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। (১২:৮২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ	ভোলানো, বিস্মৃত করা	أَنْسَى–يُنْسِي
তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম। (১৯:২৩)	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا	বিস্মৃত, স্মৃতিভ্রষ্ট	نَسْيٌ
আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (১৯:৬৪)	وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا	আত্মভোলা, ভুলো	نَسِيٌّ
তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (১৯:২৩)	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا	বিস্মৃত, স্মৃতিভ্রষ্ট	مَنْسِيٌّ
তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা। (২:৪০)	وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ	পূর্ণ করা, পুরাপুরি দেয়া	أَوْفَى–يُوفِي
এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৫৩:৩৭)	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ	পূর্ণ করা	وَفَّى–يُوَفِّي
যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরো মাপ চায় (৮৩-২)	الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ	পূর্ণ করে নেয়া, পূর্ণ চাওয়া	اِسْتَوْفَى–يَسْتَوْفِي
তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। (৯:৪)	فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ	সমাপন করা, পরিপূর্ণ করা	أَتَمَّ–يُتِمُّ
আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ	পূর্ণ করে দেওয়া	أَكْمَلَ– يُكْمِلُ

দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম। (৫:৩)	دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي		
আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। (৬:১১৫)	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	পূর্ণ হওয়া, পূর্ণতা পাওয়া, সমাপ্ত হওয়া	تَمَّ – يَتِمُّ
এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী। (২-১৭৭)	وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا	পূর্ণকারী	مُوفٍ ج مُوفُونَ
আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্রও কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১-১০৯)	وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ	পূর্ণকারী	مُوَفٍّ ج مُوَفُّونَ
অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে। (৬:১৫৪)	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ	পূর্ণকারী, পরিপূরক, পরিপূর্ণকারী	مُتِمٌّ
মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (২৬:১৮১)	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ	যারা পরিমাপে কম দেয়, ক্ষতিকারক	مُخْسِرٌ ج مُخْسِرُونَ
দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম করে (৮৩:১)	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ	মাপে কমদাতা	مُطَفِّفٌ ج مُطَفِّفُونَ
আর আমার আয়াত অল্প মূল্যে বেচে দিওনা। (২:৪১)	وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا	মূল্য, দর	ثَمَنٌ
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না। (২:৪২)	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ	মিশ্রিত করা; সন্দেহযুক্ত করা ৬:৯	لَبَسَ – يَلْبِسُ

আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। (৯:১০২)	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى	মিশ্রিত করা	خَلَطَ – يَخْلِطُ
আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। (২:২২০)	وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ	মিলেমিশে থাকা, মিলানো, একাত্ম হওয়া	خَالَطَ – يُخَالِطُ
অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়। (১৮:৪৫)	فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا	সংমিশ্রণ, মিশ্রিত করা, মিলিয়ে দেওয়া	اِخْتَلَطَ – يَخْتَلِطُ
এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (২-৪৩)	وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ	রুকু করা, মাথা নোয়ানো, নত হওয়া	رَكَعَ–يَرْكَعُ
সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমন্ডল অবনমিত হবে। (২০:১১১)	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ	অবনত হওয়া, ঝোঁকা, বিনীত হওয়া	عَنَا – يَعْنُو
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও। (১৭:২৪)	وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ	অবনমিত করা, ডানা বিছিয়ে দেয়া, সদয় হওয়া	خَفَضَ – يَخْفِضُ
মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। (২৪:৩১)	قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ	অবনত করা, অনুচ্চ করা	غَضَّ–يَغُضُّ
যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (১৬:৪৮)	يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ	ঢলে পড়া, ঝুকে পড়া/ ফেরত যাওয়া	تَفَيَّأَ–يَتَفَيَّأُ
এবং নামাযে অবনত হও তাদের	وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ	রুকুকারী	رَاكِعٌ ج

সাথে, যারা অবনত হয়। (২-৪৩)			رَاكِعُونَ، رُكَّعٌ
তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (২৬:৪)	فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ	বিনয়ী, অবনত, বিনম্র, আল্লাহভীরু	خَاضِعٌ ج خَاضِعُونَ
যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে। (৩২:১২)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ	নতশির, অধঃমুখী, উল্টামুখী	نَاكِسٌ ج نَاكِسُونَ
অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? (২-৪৪)	وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ	পাঠ করা, আবৃত্তি করা	تَلاَ- يَتْلُو (تِلاَوَةٌ)
পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬:১)	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ	পড়া, পাঠ করা, আবৃত্তি করা	قَرَأَ-يَقْرَأُ (قُرْآنٌ)
অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৭৩:৪)	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا	স্পষ্ট ও সুমধুরভাবে আবৃত্তি করা; সুবিন্যস্ত করা, পর্যায়ক্রমে দেয়া ২৫:৩২	رَتَّلَ-يُرَتِّلُ (تَرْتِيلٌ)
অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের। (৩৭:৩)	فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا	আবৃত্তিকারী	تَالِيَةٌ ج تَالِيَاتٌ
আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না। (৮৭:৬)	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ	পড়ানো, পড়িয়ে দেওয়া	أَقْرَأَ-يُقْرِئُ
ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। (২-৪৫)	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ	ধৈর্যধারণ করা, সহ্য করা	صَبَرَ-يَصْبِرُ (صَبْرٌ)

আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। (২০:১৩২)	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا	অবিচল থাকা, সহিষ্ণু হওয়া	اِصْطَبَرَ–يَصْطَبِرُ
মূসা বললেনঃ আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন। (১৮:৬৯)	قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا	ধৈর্যশীল	صَابِرٌ (صَابِرَةٌ)، صَبَّارٌ ج صَابِرُونَ، (صَابِرَاتٌ)
যারা রাগ সংবরন করে। (৩:১৩৪)	وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ	সংবরণকারী, সংযমী, সহিষ্ণু	كَاظِمٌ ج كَاظِمُونَ
তিনি সংবরণকারী ছিলেন। (১২:৮৪)	فَهُوَ كَظِيمٌ	সংবরণকারী	كَظِيمٌ
যখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ভারাক্রান্ত হয়ে (৬৮-৪৮)	إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ	সংযত, আত্মনিয়ন্ত্রিত	مَكْظُومٌ
ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্য্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (১১:৭৫)	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ	ধৈর্যশীল	حَلِيمٌ
এখন তো আমাদের ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি-সবই আমাদের জন্যে সমান আমাদের রেহাই নেই। (১৪:২১)	سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ	অস্থির হওয়া, ব্যাকুল হওয়া, কাতর হওয়া	جَزِعَ– يَجْزَعُ
যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। (৭০:২০)	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا	অস্থির, ব্যাকুল, কাতর	جَزُوعٌ
মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে (৭০-১৯)	إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا	অস্থিরমনা	هَلُوعٌ
আর ভোর হতেই মূসার মায়ের	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ	শুন্যহৃদয়, অধৈর্য,	فَارِغٌ

অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। (২৮:১০)	فَارِغًا	অধীরা	
কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। (২-৪৫)	وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ	বিনয়ী, অবনত, বিনম্র, ভয়াবনত, আল্লাহভীরু	خَاشِعٌ، خَاشِعَةٌ ج خَاشِعُونَ، خُشَّعٌ، خَاشِعَاتٌ
এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। (২২:৩৪)	وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ	বিনয়ী, অবনত,	مُخْبِتٌ ج مُخْبِتُونَ
কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৩৯:৭২)	فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ	দাম্ভিক, অহংকারী	مُتَكَبِّرٌ ج مُتَكَبِّرُونَ
তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি। (৩১:৭)	وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا	অহংকারী, দাম্ভিক,	مُسْتَكْبِرٌ
বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (৫৪:২৫)	بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ	দাম্ভিক, গর্বিত, অহংকারী	أَشِرٌ
নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৩১:১৮)	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ	অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী	مُخْتَالٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে। (৪:৩৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا	দাম্ভিক, অহঙ্কারী	فَخُورٌ
পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৯:১৪)	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا	উদ্ধত, অত্যাচারী, পরাক্রমশালী, জবরদস্তিকারী	جَبَّارٌ ج جَبَّارُونَ
যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের। (২-৪৬)	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو	মনে করা, ধারণা করা; নিশ্চিত জানা; আন্দাজ	ظَنَّ–يَظُنُّ (ظَنٌّ

	رَبِّهِمْ	করা, সন্দেহ করা	ج ظُنُونٌ)
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। (২৩:৫৫)	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ	ধারণা করা, মনে করা; হিসাব করা ২:২৮৪	حَسِبَ– يَحْسَبُ
আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। (৩৯:৪৭)	وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ	ধারণা করা, মনে করা, হিসাব করা	احْتَسَبَ– يَحْتَسِبُ
তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (৪৩:২০)	إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ	অনুমান করা, আন্দাজ করা	خَرَصَ– يَخْرُصُ
যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষন করে। (৪৮:৬)	الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ	ধারণাকারী	ظَانٌّ ج ظَانُّونَ
অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (৫১:১০)	قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ	কল্পনাপ্রবণ, অনুমানকারী	خَرَّاصٌ ج خَرَّاصُونَ
এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২:৪৬)	وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	প্রত্যাবর্তনশীল	رَاجِعٌ ج رَاجِعُونَ
আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (২৬:৫০)	إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ	প্রত্যাবর্তনকারী	مُنْقَلِبٌ
কিন্তু তোমরা পুনরায় পুনর্বস্থায় ফিরে যাবে। (৪৪:১৫)	إِنَّكُمْ عَائِدُونَ	প্রত্যাবর্তনকারী	عَائِدٌ
আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর। (২-৪৭)	وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ	প্রাধান্য দেয়া, শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া, মর্যাদা দেয়া	فَضَّلَ–يُفَضِّلُ (تَفْضِيلٌ)
সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। (২৩:২৪)	يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ	শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা	تَفَضَّلَ–يَتَفَضَّلُ
বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। (৮৭:১৬)	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	প্রাধান্য দেওয়া, শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া	آثَرَ–يُؤْثِرُ
তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ	মনোনীত করা	أَصْفَى–يُصْفِي

জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন। (১৭:৪০)			
আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না। (২-৪৮)	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا	উপকারে আসা; প্রতিদান দেয়া ৫৩:৩১; পারিশ্রমিক দেয়া	جَزَى- يَجْزِي
তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কখনও কাজে আসবে না। (৩-১০)	لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم	কাজে আসা; প্রতিরোধ করা ১২:৬৭; যথেষ্ট হওয়া ৮০:৩৭; অভাবমুক্ত করা ৯৩:৮, প্রাচুর্য দেয়া	أَغْنَى- يُغْنِي
এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। (৩১-৩৩)	وَلَا وِدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا	উপকারী, উপকারকারী, বিনিময় দাতা	جَازٍ
তোমরা এখন আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? (৪০:৪৭)	فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ	অন্যের জায়গা নেয়া, নিবৃতকারী	مُغْنٍ ج مُغْنُونَ
এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না। (২-৪৮)	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ	কবুল করা, মেনে নেয়া, গ্রহণ করা	قَبِلَ-يَقْبَلُ (قَبُولٌ)
আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি। (৪৬:১৬)	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا	কবুল করা, গ্রহণ করা	تَقَبَّلَ-يَتَقَبَّلُ
পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। (৪০:৩)	غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ	কবুলকারী, গ্রহিতা	قَابِلٌ
এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না। (২-৪৮)	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ	সুপারিশ	شَفَاعَةٌ

			(شَفَعَ–يَشْفَعُ)
অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (২৬:১০০)	فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ	সুপারিশকারী	شَافِعٌ، شَفِيعٌ ج شُفَعَاءُ
কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না। (২:৪৮)	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ	নেয়া, ধরা, গ্রহণ করা, পাকড়াও করা	أَخَذَ–يَأْخُذُ (أَخْذٌ، أَخْذَةٌ)
হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। (২:২৮৬)	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	নেয়া, ধরা, গ্রহণ করা, পাকড়াও করা	آخَذَ– يُؤَاخِذُ
অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন। (২৮:১৯)	فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا	পাকড়াও করা, শক্তি প্রয়োগ করা	بَطَشَ– يَبْطِشُ (بَطْشٌ، بَطْشَةٌ)
পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। (১১:৫৬)	مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا	ধারণকারী, পাকড়াওকারী, গ্রহণকারী	آخِذٌ ج آخِذُونَ
কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না। (২:৪৮)	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ	ক্ষতিপূরণ; সমতা ৫:৯৫; ইনসাফ, সুবিচার ৪:৫৮	عَدْلٌ (عَدَلَ–يَعْدِلُ)
অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপন গ্রহণ করা হবে না। (৫৭:১৫)	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ	মুক্তিপণ; ফিদয়া, জরিমানা	فِدْيَةٌ
এবং রক্ত বিনিময় সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে। (৪:৯২)	وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ	রক্তমূল্য	دِيَةٌ
আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে। (২-৪৯)	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ	রক্ষা করা, মুক্ত করা, বাঁচিয়ে দেয়া	نَجَّى–يُنَجِّي

অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে। (২:৫০)	فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	রক্ষা করা	أَنْجَى–يُنجِي
আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন। (৩৯:১৯)	أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ	উদ্ধার করা, মুক্ত করা	أَنْقَذَ–يُنْقِذُ
তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৮:২৫)	نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	মুক্তি পাওয়া	نَجَا–يَنْجُو (نَجَاةٌ)
আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তোমার স্ত্রী ব্যতীত। (২৯:৩৩)	إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ	রক্ষাকারী	مُنَجٍّ ج مُنَجُّونَ
আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (১৩:৩৪)	وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ	রক্ষাকারী	وَاقٍ
যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিলঃ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। (১২:৪২)	وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ	মুক্তিপ্রাপ্ত	نَاجٍ
তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত। (২:৪৯)	يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ	কষ্ট দেয়া, যন্ত্রণা দেয়া	سَامَ– يَسُومُ
যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত। (৪:১০৪)	إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ	কষ্ট ভোগ করা, ভোগান্তি পোহানো	أَلِمَ– يَأْلَمُ
নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। (৩৩:৫৩)	إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ	কষ্ট দেয়া, বিরক্ত করা; শাস্তি দেয়া ৪:১৬	آذَى– يُؤْذِي
আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। (২:২২০)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ	কষ্টে ফেলা, কষ্ট দেয়া	أَعْنَتَ– يُعْنِتُ
তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত। (২:৪৯)	يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ	জঘন্য, নিকৃষ্ট, মন্দ; নিকৃষ্ট;	سُوْءٌ

		দোষ; বিপদ	
অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। (৩০:১০)	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ	জঘন্য, মন্দ, নিকৃষ্ট	سُوأَى
আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব। (২২:৭২)	قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ	নিকৃষ্ট, মন্দ, ক্ষতি	شَرٌّ
আর তারা সেখানে হবে বিকৃত-বীভৎস (২৩:১০৪)	وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ	বীভৎস, কুৎসিত, বিকৃত	كَالِحٌ ج كَالِحُونَ
তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। (৩:২৬)	بِيَدِكَ الْخَيْرُ	উত্তম, ভালো; সম্পদ ২:১৮০	خَيْرٌ ج أَخْيَارٌ
তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (১৮:২)	أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا	উত্তম, ভাল, সুন্দর	حَسَنٌ
অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপক্ষো করুন। (১৫:৮৫)	فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ	উত্তম, কল্যাণকর, সুন্দর, শোভনীয়	جَمِيلٌ
তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত। (২-৪৯)	يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ	জবাই করা, গণহত্যা করা	ذَبَّحَ- يُذَبِّحُ
কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। (২৭:২১)	أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	জবাই করা, কুরবানী করা	ذَبَحَ-يَذْبَحُ
কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। (৫:৩)	إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ	জবাই করা	ذَكَّى-يُذَكِّي
অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (১০৮:২)	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ	কুরবানী করা; উট জবাই করা	نَحَرَ-يَنْحَرُ
এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। (২:৪৯)	وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ	নারী, নারী জাতি; স্ত্রীগণ ৪:১২৯	نِسَاءٌ

নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল। (১২:৩০)	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ	কয়েকজন নারী, কিছুসংখ্যক মহিলা	نِسْوَةٌ
যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়। (৪:১২৪)	وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ	কন্যা, নারী, স্ত্রী জাতি	أُنْثَى ج إِنَاثٌ
আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। (২৭:২৩)	إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ	নারী; স্ত্রী ১৯:৮	اِمرَأَةٌ
সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। (২:২৮২)	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ	পুরুষ, ব্যক্তি	رَجُلٌ ج رِجَالٌ
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী। (১৬:৯৭)	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ	পুরুষ	ذَكَرٌ ج ذُكُورٌ، ذُكْرَانٌ
তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে। (৭০:৩৮)	أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ	ব্যক্তি, একজন	اِمْرُؤٌ
জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। (৮:২৪)	وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	ব্যক্তি, একজন	مَرْءٌ
তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। (২-৪৯)	وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ	পরীক্ষা, পরীক্ষার বস্তু, বিপদ	بَلاَءٌ (بَلاَ–يَبْلُو)
আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। (৮:২৮)	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ	পরীক্ষা; বিপদ; শাস্তি; বিভেদ, বিশৃঙ্খলা	فِتْنَةٌ، فُتُونٌ (فَتَنَ–يَفْتِنُ)
যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন। (২:১২৪)	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ	পরীক্ষা করা, যাচাই করা	اِبْتَلَى–يَبْتَلِي

মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। (৬০:১০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ	পরীক্ষা করা	اِمْتَحَنَ–يَمْتَحِنُ
যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। (৮:১৭)	وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا	ভাল কিছু করার সুযোগ দেয়া/ দান করা	أَبْلَى–يُبْلِي
তাদের কাউকেই তোমরা তার (আল্লাহর) সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (৩৭-১৬২)	مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ	বিপদগ্রস্তকারী, ফেতনাবাজ, পরীক্ষক	فَاتِنٌ ج فَاتِنُونَ
এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী। (২৩:৩০)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ	যে পরীক্ষা করে	مُبْتَلٍ ج مُبْتَلُونَ
আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি। (২:৫০)	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ	বিভক্ত করা, পৃথক করা	فَرَقَ–يَفْرِقُ (فَرْقٌ)
নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে। (৬:১৫৯)	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ	পৃথক পৃথক করা, খণ্ড খণ্ড করা	فَرَّقَ–يُفَرِّقُ (تَفْرِيقٌ)
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। (২১:৩০)	أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا	পৃথক করা, আলাদা করা	فَتَقَ–يَفْتُقُ
নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত। (৩:১৭৯)	حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ	পৃথক করা	مَازَ–يَمِيزُ
অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব। (১০:২৮)	فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ	পৃথক করা, বিচ্ছেদ ঘটানো	زَيَّلَ–يُزَيِّلُ
হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৩৬:৫৯)	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا	আলাদা হওয়া, বিভক্ত হওয়া	اِمْتَازَ–يَمْتَازُ

	الْمُجْرِمُونَ		
যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শস্তি দিতাম। (৪৮:২৫)	لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا	পৃথক থাকা, দূরে থাকা, সরে যাওয়া	تَزَيَّلَ–يَتَزَيَّلُ
যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। (৪:১৩০)	وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ	পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া	تَفَرَّقَ–يَتَفَرَّقُ
তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়। (৩২:১৬)	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا	পৃথক হওয়া, উঠে পড়া	تَجَافَىٰ–يَتَجَافَىٰ
তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। (২২;৭৩)	لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ	একত্র হওয়া, জড়ো হওয়া, জোটবদ্ধ হওয়া	اجْتَمَعَ–يَجْتَمِعُ
তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম। (৩:১৭৩)	إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ	একত্র করা, দলবদ্ধ করা, সমন্বয় করা	جَمَعَ–يَجْمَعُ (جَمْعٌ)
অতএব, তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর। (২০:৬৪)	فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ	একত্র করা, জমা করা	أَجْمَعَ–يُجْمِعُ
সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল। (৭৯:২৩)	فَحَشَرَ فَنَادَىٰ	একত্র করা, সমবেত করা	حَشَرَ–يَحْشُرُ (حَشْرٌ)
এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে। (৮৪:১৭)	وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ	একত্র করা, আচ্ছন্ন করা, ঢেকে নেয়া	وَسَقَ–يَسِقُ
এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে। (২:৫০)	وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	ডুবিয়ে দেয়া, নিমজ্জিত করা	أَغْرَقَ – يُغْرِقُ

এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল। (১০:৯০)	حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ	ডুবা, নিমজ্জন	غَرَقٌ
এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (১১:৪৩)	وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ	যাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে	مُغْرَقٌ ج مُغْرَقُونَ
অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। (২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ	সাব্যস্ত করা, গ্রহণ করা, মনোনীত করা	اِتَّخَذَ–يَتَّخِذُ (اِتِّخَاذٌ)
এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (১৮:৫১)	وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا	সাব্যস্তকারী, গ্রহণকারী	مُتَّخِذٌ ج مُتَّخِذُونَ (مُتَّخِذَاتٌ)
তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (২:৫২)	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم	ক্ষমা করা, মাফ করা; বৃদ্ধি করা ৭:৯৫	عَفَا–يَعْفُو (عَفْوٌ)
এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৩:১৩৫)	وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ	ক্ষমা করা, পাপ মোচন করা, অনুকম্পা করা	غَفَرَ–يَغْفِرُ (غُفْرَانٌ، مَغْفِرَةٌ)
তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন। (৮-২৯)	وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ	মোচন করা, গোপন করা, ঢেকে দেয়া	كَفَّرَ-يُكَفِّرُ
আর বলতে থাক-'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'। (২:৫৮)	وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ	ক্ষমা, তওবা	حِطَّةٌ
আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। (১৮:৮৬)	قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ	শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ নেয়া	عَذَّبَ–يُعَذِّبُ
আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (১৬:১২৬)	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا	শাস্তি দেওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ করা	عَاقَبَ–يُعَاقِبُ

আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৫:৯৫)	وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ	প্রতিশোধ নেওয়া, শাস্তি দেয়া	اِنْتَقَمَ–يَنْتَقِمُ (انْتِقَامٌ)
তোমারা কি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবে? (৫:৫৯)	هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا	অপছন্দ করা, প্রতিশোধ নেওয়া	نَقَمَ–يَنْقِمُ
আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি। (২-৫৩)	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ	সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী	فُرْقَانٌ
আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ। (২:৫৪)	وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم	জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী, দল, লোকজন, অনুসারী	قَوْمٌ
তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। (২:৬০)	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ	গোত্র	أُنَاسٌ
আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে। (৭:১৬০)	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا	নাতি, নাতনী/ বনী ইসরাইলের গোত্র	أَسْبَاطٌ
এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (৩৫:২৪)	وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ	জাতি; দল ৩:১০৪; জাতধর্ম ৪৩:৩৩; সময় ১১:৮	أُمَّةٌ ج أُمَمٌ
তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (২৬:১৮৪)	خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ	সৃষ্টি, জাতি	جِبِلَّةٌ

এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	সম্প্রদায়, গোত্র, উম্মত, জাতি, গোষ্ঠী, বংশ	شَعْبٌ ج شُعُوبٌ
এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	গোত্র	قَبِيلَةٌ ج قَبَائِلُ
এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। (২৮:৪)	وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا	দল, গোষ্ঠী, জাতি	شِيْعَةٌ ج شِيْعٌ، أَشْيَاعٌ
তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। (৭০:১৩)	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ	স্বজাতি, গোষ্ঠী, বংশ	فَصِيلَةٌ
আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২৬:২১৪)	وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ	ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়স্বজন	عَشِيْرَةٌ
হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়। (৬:১৩০)	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ	সম্প্রদায়, জাতি	مَعْشَرٌ
কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি। (২:৫৪)	فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ	সৃষ্টিকর্তা	بَارِئٌ
আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৩৮:৭১)	إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ	সৃষ্টিকর্তা, রূপকার	خَالِقٌ، خَلَّاقٌ ج خَالِقُونَ
হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা (১২:১০১)	فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা	فَاطِرٌ
তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। (৬:১০১)	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, প্রবর্তক	بَدِيعٌ

না আমি সৃষ্টি করেছি ? (৫৬:৭২)	أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ	রচনাকারী, সৃষ্টিকারী	مُنْشِئٌ ج مُنْشِئُونَ
তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে। (৫৬:৬২)	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ	সৃষ্টি, সৃজন, সৃষ্টি করা	نَشْأَةٌ
নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। (২:৫৪)	فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ	হত্যা করা; ধ্বংস করা ৮০:১৭	قَتَلَ-يَقْتُلُ (قَتلٌ)
সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে (৭:১২৭)	قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ	গণহত্যা করা	قَتَّلَ-يُقَتِّلُ (تَقْتِيلٌ)
যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। (৩:১৫২)	إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ	হত্যা করা, নিথর বানানো	حَسَّ-يَحُسُّ
অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। (৭:৭৭)	فَعَقَرُوا النَّاقَةَ	হত্যা করা, পায়ের রগ কেটে দেয়া	عَقَرَ-يَعْقِرُ
আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করেছি। (২-৫৭)	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ	ছায়া দেয়া	ظَلَّلَ-يُظَلِّلُ
অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন। (২৮:২৪)	ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ	ছায়া	ظِلٌّ ج ظِلَالٌ
যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। (৭৭:৩১)	لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ	শীতল ছায়া, ছায়াযুক্ত	ظَلِيلٌ
আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে শামিয়ানার মত। (৭:১৭১)	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ	ছায়াচ্ছন্ন, শামিয়ানা	ظُلَّةٌ (ج) ظُلَلٌ
আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করেছি। (২-৫৭)	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ	মেঘমালা	غَمَامٌ
এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا	টেনে আনা মেঘ,	سَحَابٌ

মেঘমালা বয়ে আনে। (৭:৫৭)	ثِقَالًا	মেঘ	
তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন? (৫৬:৬৯)	أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ	মেঘ, বৃষ্টিভরা মেঘ	مُزْنٌ
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। (৭৮:১৪)	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا	বৃষ্টিভরা মেঘ/ মেঘে চাপ সৃষ্টিকারী বায়ু	مُعْصِرَةٌ ج مُعْصِرَاتٌ
তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল। (৪৬:২৪)	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ	বিস্তারশীল মেঘ, সম্প্রসারণশীল	عَارِضٌ
আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে। (২:৫৮)	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ	প্রবেশ করা; অন্তর্ভূক্ত হওয়া ৮৯:২৯; সহবাস করা ৪:২৩	دَخَلَ-يَدْخُلُ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭:৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	প্রবেশ করা, অনুপ্রবেশ করা, অন্তর্নিহিত হওয়া	وَلَجَ-يَلِجُ
অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। (১১৩:৩)	وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	প্রবেশ করা, সমাগত হওয়া	وَقَبَ- يَقِبُ
অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (৯০:১১)	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ	ঢুকে পড়া, প্রবেশ করা, অতিক্রম করা	اقْتَحَمَ-يَقْتَحِمُ
অতপর তারা ঢুকে গেল ঘরের আনাচে কানাচে (১৭:৫)	فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ	ঢুকে পড়া, সন্ধান করা	جَاسَ-يَجُوسُ
অতপর তদ্বারা বাহিনী ভেদ করে যায় (১০০:৫)	فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا	মাঝখানে ঢুকে পড়া	وَسَطَ-يَسِطُ
তাদেরকে বলা হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (৬৬:১০)	وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ	প্রবেশকারী, দখলকারী	دَاخِلٌ ج دَاخِلُونَ

مُقْتَحِمٌ	প্রবেশকারী, প্রবেশমান	هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ	এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। (৩৮:৫৯)
خَرَجَ–يَخْرُجُ (خُرُوجٌ)	বের হওয়া, প্রস্থান করা	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا	অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন। (২৮:২১)
خَارِجٌ	বহির্গমনকারী	كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا	সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? (৬:১২২)
قَرْيَةٌ (ج) قُرَى	শহর, গ্রাম, এলাকা, নগরী	ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ	তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে। (২:৫৮)
بَلَدٌ (ج) بِلَادٌ	শহর, গ্রাম, ভূমি	وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ	এবং এই ভূমিতে আপনি স্বাধীন। (৯০:২)
بَلْدَةٌ	শহর, গ্রাম, ভূমি	أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ	আমি এই নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (২৭:৯১)
مَدِينَةٌ	মদীনা, শহর, নগর	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ	এবং শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। (৩৬:১৯)
مِصْرٌ	শহর, নগর, গ্রাম	اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ	তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, অতঃপর নিশ্চয়ই, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা তোমরা চেয়েছিলে। (২:৬১)
بَابٌ (ج) أَبْوَابٌ	দরজা	وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا	দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক। (২:৫৮)
بَدَّلَ–يُبَدِّلُ (تَبْدِيلٌ)	পরিবর্তন করা, বিনিময় করা	فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ	অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। (২:৫৯)

অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যেন, তাদের পালনকর্তা পরিবর্তন করে দেন এর চাইতেও উত্তম ও ঘনিষ্ঠতর একটি সন্তান। (১৮:৮১)	فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا	বিনিময়ে দেয়া, বদলে দেয়া	أَبْدَلَ– يُبْدِلُ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (১৩:১১)	إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ	পরিবর্তন করা	غَيَّرَ–يُغَيِّرُ
অতঃপর তারা বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা জানে। (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ	পরিবর্তন করা, বিকৃত করা	حَرَّفَ–يُحَرِّفُ
আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম। (৩৬-৬৭)	وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ	বিকৃত করা, আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া	مَسَخَ-يَمْسَخُ
আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। (২৪:৪৪)	يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ	উলটে দেওয়া, পরিবর্তন করা	قَلَّبَ– يُقَلِّبُ
তারা কখনো তোমাদের কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (১৭:৫৬)	فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا	পরিবর্তন, স্থানান্তর, রদবদল	حِوَلٌ، تَحْوِيلٌ
তাতে আছে বিশুদ্ধ পানির নহর এবং দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। (৪৭:১৫)	فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ	পরিবর্তন হওয়া	تَغَيَّرَ–يَتَغَيَّرُ
সে বলল, তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা বদলাতে চাও, সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? (২:৬১)	قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ	বদল চাওয়া, বিকল্প চাওয়া	اِسْتَبْدَلَ– يَسْتَبْدِلُ

(اسْتِبْدَالٌ)		خَيْرٌ	
تَبَدَّلَ–يَتَبَدَّلُ	বিনিময় করা, বদল করা, পরিবর্তন করা	وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ	যে কেউ ঈমানের সাথে কুফরকে পরিবর্তন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২:১০৮)
بَدَلٌ	পরিবর্তন, বিনিময়, বদল	بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا	জালিমদের জন্য কতইনা নিকৃষ্ট বিনিময়। (১৮:৫০)
مُبَدِّلٌ	পরিবর্তনকারী, রূপান্তরকারী	لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ	তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নাই। (১৮:২৭)
مُغَيِّرٌ	পরিবর্তনকারী, রূপান্তরকারক	ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ	এটি এই জন্য যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না, সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই তা পরিবর্তিত করে দেয়। (৮:৫৩)
اِسْتَسْقَى–يَسْتَسقِي	পানি চাওয়া, বৃষ্টি চাওয়া	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ	আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল। (২:৬০)
سَقَى–يَسْقِي (سُقْيٌ، سِقَايَةٌ)	পানি পান করানো; সেচ দেয়া ২:৭১	فَسَقَىٰ لَهُمَا	অতঃপর তিনি তাদের পানি পান করালেন। (২৮:২৪)
أَغَاثَ–يُغِيثُ	পানি দিয়ে সাহায্য করা, ফরিয়াদ কবুল করা	وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ	যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। (১৮:২৯)
أَسْقَى–يُسْقِي	পানি দেয়া, পান করানো	لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا	তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। (৭২:১৬)

এবং তার উপর বর্ষণ করলাম পোড়া-মাটির কাঁকর স্তরের উপর স্তর। (১১:৮২)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ	বর্ষণ করা, বৃষ্টিবর্ষণ করা	أَمْطَرَ–يُمْطِرُ
এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে (৪৬:২৪)	قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا	বর্ষণকারী, বৃষ্টিদাতা	مُمْطِرٌ
তখন আমি বললাম, স্বীয় লাঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। (২:৬০)	فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	লাঠি	عَصَا (ج) عِصِيٌّ
মাটির প্রাণী তার লাঠি খেতে থাকে। (৩৪:১৪)	دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ	লাঠি	مِنْسَأَةٌ
প্রত্যেক লোকসকল তাদের পানি পানের স্থান চিনে নিলো। (২:৬০)	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ	পানি পানের স্থান	مَشْرَبٌ (ج) مَشَارِبُ
এবং সেটা অতীব নিকৃষ্ট অবতরণস্থল। (১১:৯৮)	وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ	অবতরণস্থল, জলাশয়ের ঘাট; তৃষ্ণার্ত ১৯:৭৬	وِرْدٌ
এবং সেটা অতীব নিকৃষ্ট অবতরণস্থল। (১১:৯৮)	وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ	অবতরণস্থল, জলাশয়ের ঘাট	مَوْرُودٌ
আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর। (২:৬০)	كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ	পান করা	شَرِبَ–يَشْرَبُ (شُرْبٌ)
ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। (১৪:১৭)	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ	ঢোকে ঢোকে গেলা, কষ্ট করে পান করা	تَجَرَّعَ–يَتَجَرَّعُ
কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত করা হয়েছিল। (২:৯৩)	وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ	পান করানো, সিঞ্চিত করা	أَشْرَبَ–يُشْرِبُ
এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি	وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ	পান করার	شِرْبٌ

পানের পালা নির্দিষ্ট এক দিনের। (২৬:১৫৫)		পালা, পানের সময়	
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। (৪৭:১৫)	خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	পানকারী	شَارِبٌ (ج) شَارِبُونَ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫:৫)	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ	ভক্ষিত, ভোজ্য, খাদ্য	مَأْكُولٌ
কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়। (২:৬১)	فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ	উৎপন্নকরা	أَنْبَتَ–يُنْبِتُ
আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২৩:২০)	تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ	জন্মানো, গজানো, অঙ্কুরিত হওয়া	نَبَتَ–يَنْبُتُ
তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। (২:৬১)	فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ	চাওয়া, কামনা করা; জানতে চাওয়া, প্রশ্ন করা ২:১৮৬	سَأَلَ–يَسأَلُ (سُؤْلٌ، سُؤَالٌ)
তারা জান্নাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৭৪:৪০)	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ	পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা	تَسَائَلَ–يَتَسَائَلُ
আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? (৩৭:১১)	فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا	জানতে চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, ব্যাখ্যা চাওয়া, সমাধান চাওয়া	اِسْتَفْتَى–يَسْتَفْتِي
আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? (১০:৫৩)	وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ	সংবাদ জানতে চাওয়া	اِسْتَنْبَأَ–يَسْتَنْبِئُ
তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল।	كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ	সাড়া, উত্তর,	جَوَابٌ

(২৭:৫৬)		জবাব	
বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন। (২৭:৬২)	أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ	উত্তর দেয়া, সাড়া দেয়া	أَجَابَ-يُجِيبُ
তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম। (২১:৭৬)	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ	সাড়া দেয়া; আনুগত্য করা ৪২:১৬	اسْتَجَابَ – يَسْتَجِيبُ
আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (১১:৬১)	إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ	সাড়া দানকারী, কবুলকারী	مُجِيبٌ
এবং তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা। (২:৬১)	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ	অপমান, লাঞ্ছনা	ذِلَّةٌ
যারা অপরাধ করছে, অতিসত্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনা। (৬:১২৪)	سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ	লাঞ্ছনা, অপমান, তুচ্ছতা, গঞ্জনা	صَغَارٌ
সে অপমান সহ্য করে তাকে আগলে রাখবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। (১৬:৫৯)	أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ	লাঞ্ছনা, অপমান, বেইজ্জতি	هُوْنٌ
তাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা। (৫:৩৩)	لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا	অপমান, লাঞ্ছনা, ধিক্কার, হেনস্থা	خِزْيٌ
নিশ্চয়ই যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। (৪:১৩৯)	فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا	ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, শক্তি	عِزَّةٌ
এবং তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা। (২:৬১)	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ	দারিদ্র্য	مَسْكَنَةٌ
শয়তান তোমাদেরকে অভাব দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (২;২৬৮)	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ	দরিদ্রতা, দারিদ্র, দৈন্য	فَقْرٌ

আর যদি তোমরা দারিদ্রতার আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। (৯:২৮)	وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ	অভাব, দারিদ্র্য, দারিদ্রতা, নিঃস্বতা	عَيْلَةٌ
সন্তানদেরকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করো না। (৬:১৫১)	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ	দারিদ্র, অভাব	إِمْلَاقٌ
যারা স্বচ্ছলতায় ও দুরাবস্থার সময় ব্যয় করে। (৩:১৩৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	দুরাবস্থা, অসুবিধা, সংকট	ضَرَّاءُ
এবং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (৫৯:৯)	وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ	চরম অভাব, স্বতন্ত্র চাহিদা, ক্ষুধা, দৈন্য	خَصَاصَةٌ
অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে। (৯০:১৬)	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ	নিঃস্বতা, ধূলি ধুসরিত অবস্থা	مَتْرَبَةٌ
যারা স্বচ্ছলতায় ও দুরাবস্থার সময় ব্যয় করে। (৩:১৩৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	সচ্ছলতা	سَرَّاءُ
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী। (২৪:২২)	أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ	প্রাচুর্য, প্রশস্ততা	سَعَةٌ
তাকে সুখভোগ করতে দেই দুঃখ কষ্টের পরে। (১১:১০)	أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ	অনুগ্রহ, স্বচ্ছলতা	نَعْمَاءُ
যদি সে অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত দেখবে। (২:২৮০)	وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ	স্বচ্ছলতা, সহজসাধ্যতা	مَيسَرَةٌ
তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। (২:৬১)	وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ	অর্জন করা, উপযুক্ত হওয়া,	بَاءَ—يَبُوءُ

		প্রত্যাবর্তন করা	
ভাল যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। (৪:৭৯)	مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ	আপতিত হওয়া, পৌঁছা, পেয়ে বসা, অর্জন করা	أَصَابَ–يُصِيبُ
নিশ্চয়ই তাদের যা স্পর্শ করবে তাকেও তা স্পর্শ করবে। (১১:৮১)	إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ	স্পর্শকারী, আক্রান্তকারী	مُصِيبٌ
তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। (২:৬১)	وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ	ক্রোধ, রাগ	غَضَبٌ (غَضِبَ- يَغْضَبُ)
যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে। (৩:১৩৪)	وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	রাগ, রোষ, ক্রোধ	غَيْظٌ (غَاظَ– يَغِيظُ)
যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে। (৩:১৬২)	كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ	অসন্তুষ্টি, নাখোশ, অসন্তোষ, ক্ষোভ, ক্রোধ	سَخَطٌ (سَخِطَ– يَسْخَطُ)
এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। (৪৭:২৮)	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ	বিরক্ত করা, রাগানো, রুষ্ট করা	أَسْخَطَ–يُسْخِطُ
যখন আমাকে ক্ষুদ্ধ করল তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। (৪৩:৫৫)	فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ	মর্মজ্বালা বাড়ানো, ক্ষুদ্ধ করা, মর্মাহত করা	آسَفَ–يُؤْسِفُ
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হল। (৯৮:৮)	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	সন্তুষ্ট হওয়া	رَضِيَ–يَرْضَى (رِضْوَانٌ)

তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে। (৯:৮)	يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ	তুষ্ট করা, সন্তুষ্ট করা	أَرْضَى–يُرْضِي
তারা ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। (২:২৬৫)	يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ	সন্তুষ্টি	مَرْضَاتٌ
অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। (৬৯:২১)	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ	সন্তুষ্টচিত্ত, আত্মতুষ্ট, সন্তুষ্ট, খুশি, সুখী	رَاضِيَةٌ
এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। (২:৬১)	وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ	পয়গম্বর, দূত	نَبِيٌّ (ج) نَبِيُّونَ ، أَنْبِيَاءُ
তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। (৯:১২৮)	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ	পয়গম্বর, বার্তাবাহক, দূত	رَسُولٌ (ج) رُسُلٌ
তারা বলেঃ আপনি প্রেরিত হননি। (১৩:৪৩)	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا	প্রেরিত	مُرْسَلٌ (ج) مُرْسَلُونَ (مُرْسَلَاتٌ)
তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। (২:৬১)	ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ	অবাধ্যতা করা	عَصَى–يَعْصِي (عِصْيَانٌ، مَعْصِيَةٌ)
নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। (৫৮:২০)	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ	বিরোধিতা করা	حَادَّ–يُحَادُّ
যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক	فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ	বিরোধিতা করা, মতবিরোধ করা	خَالَفَ– يُخَالِفُ

যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (২৪:৬৩)	عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ		(خِلَافٌ)
যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো। (৪:৩৪)	وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ	অবাধ্যতা, বিদ্রোহ, অমান্যতা	نُشُوزٌ
এবং তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (২৫:৬০)	وَزَادَهُمْ نُفُورًا	দ্বেষ, দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা	نُفُورٌ
তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে। (৩৩:৩১)	وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ	অনুগত হওয়া; একাগ্রচিত্ত হওয়া	قَنَتَ–يَقْنُتُ
তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যার তাদের মূর্তিগুলোর নিকট অবস্থান করছিল। (৭:১৩৮)	فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ	অবস্থান করা, নিবেদন করা	عَكَفَ–يَعْكُفُ
তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে। (৪৭:২১)	طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ	আনুগত্য, বশ্যতা	طَاعَةٌ
তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। (২:৬১)	ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ	সীমালঙ্ঘন করা	اِعْتَدَى–يَعْتَدِي
অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে। (৭৯:৩৭)	فَأَمَّا مَن طَغَىٰ	অবাধ্য হওয়া, সীমালঙ্ঘন করা, বিদ্রোহী হওয়া	طَغَى–يَطْغَى
হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। (৪:১৭১)	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ	বাড়াবাড়ি করা, সীমালঙ্ঘন করা, অতিরঞ্জিত করা	غَلَا–يَغْلُو
অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, বাড়াবাড়ি করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন	فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ	সীমালঙ্ঘন করা, অতিরঞ্জিত করা, সীমা ছাড়ানো	أَشَطَّ–يُشِطُّ

করুন। (৩৮:২২)	الصِّرَاطِ		
যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করত। (৪২:২৭)	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ	সীমালঙ্ঘন করা, বিদ্রোহ করা; কামনা করা ৯:৪৭	بَغَى–يَبْغِي
এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম। (২:৬৩)	وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ	উঁচু করা, উপরে উঠানো, মর্যাদা দেয়া	رَفَعَ–يَرْفَعُ
আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে। (৭:১৭১)	نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ	উত্তোলন করা, তুলে ধরা	نَتَقَ–يَنْتِقُ
আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই। (২:২৫৯)	وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا	উঁচু করা, দাঁড় করানো, কাঠামো তৈরি করা	أَنْشَزَ–يُنْشِزُ
তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে। (২:৬৩)	خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ	দৃঢ়তা, শক্তি	قُوَّةٌ (ج) قُوًى
হে আমাদের রব! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা দিওনা, যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নাই। (২:২৮৬)	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	সাধ্য, ক্ষমতা, সামর্থ্য	طَاقَةٌ
তিনি মহাশক্তিশালী। (১৩:১৩)	هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ	কৌশল, কঠোর শাস্তি, প্রচণ্ড শক্তি	مِحَالٌ
আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৫১:৪৭)	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ	শক্তি, বল, সাহায্য	أَيْدٌ
তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। (২০:৩১)	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي	শক্তি, বল, সক্ষমতা	أَزْرٌ

সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। (৫৩:৬)	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ	শক্তি, ক্ষমতা, বল, দৃঢ়তা	مِرَّةٌ
তাদের কারণে তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। (২৯:৩৩)	وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا	শক্তি, ক্ষমতা, সক্ষমতা, মনোবল	ذَرْعٌ
অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল। (৫১:৩৯)	فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ	ক্ষমতা, সাহায্য, খুঁটি	رُكْنٌ
তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। (২:৬৪)	ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ	বিমুখ হওয়া দায়িত্ব নেয়া ২৪:১১; বন্ধু বানানো ৫:৫৬	تَوَلَّ–يَتَوَلَّى
অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (৩২:৩০)	فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ	বিমুখ হওয়া, মুখ ফিরানো, অবজ্ঞা করা	أَعْرَضَ–يُعْرِضُ (إِعْرَاضٌ)
সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল। (৭০:১৭)	تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ	পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, পিছু হটা, বিমুখ হওয়া	أَدْبَرَ–يُدْبِرُ (إِدْبَارٌ)
অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। (৩১-১৮)	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ	মুখ ফিরানো, মুখ ঘুরানো	صَعَّرَ–يُصَعِّرُ
আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং এড়িয়ে চলে। (৬:১৫৭)	كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا	পাশ কেটে যাওয়া, পার্শ্ববরণ করা	صَدَفَ–يَصْدِفُ
জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট হতে লুকাতে পারে। (১১:৫)	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ	পার্শ্ব ফেরা, বাঁকা হওয়া, ভাজ করা	ثَنَى–يَثْنِي
তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়। (৬৩-৫)	لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ	বাঁকা করা, হেলানো	لَوَّى–يُلَوِّي
আমি আমার মুখ ফিরালাম এমন একজনের দিকে যিনি যিনি	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ	মুখ করা	وَجَّهَ–يُوَجِّهُ

নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৬:৭৯)	لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ		
যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৮:২২)	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	মুখ করা, মুখ ফিরানো, অভিমুখী হওয়া	تَوَجَّهَ–يَتَوَجَّهُ
কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধবংস হয়ে যেতে। (২:৬৪)	فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ	অনুগ্রহ, দয়া; মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ৭:৩৯	فَضْلٌ
যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। (১৬:১৮)	وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا	অনুগ্রহ, দান, কৃপা	نِعْمَةٌ (ج) أَنْعُمٌ ، نِعَمٌ
অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৩:৫৫)	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ	অনুগ্রহ, দান করুণা, সম্পদ, নেয়ামত	آلَاءٌ
তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। (১১:৭৩)	رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ	বরকত, আশীর্বাদ, প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত	بَرَكَةٌ (ج) بَرَكَاتٌ
কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধবংস হয়ে যেতে। (২:৬৪)	فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ	দয়া, অনুকম্পা	رَحْمَةٌ (رَحِمَ–يَرْحَمُ)
পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (৯০:১৭)	وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	দয়া, অনুগ্রহ	رُحْمٌ، مَرْحَمَةٌ
আমি তার অনুসারীদের অন্তরে	وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ	কোমলতা,	رَأْفَةٌ

স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। (৫৭:২৭)	اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً	মমতা, মায়া	
এবং নিজের পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। (১৯:১৩)	وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً	কোমলতা, স্নেহ মমতা, ভালোবাসা, অনুরাগ, আগ্রহ	حَنَانٌ
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (১২:৮৭)	وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ	অনুগ্রহ, দয়া; স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ৫৬:৮৯	رَوْحٌ
এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। (৩৩:৬৮)	وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا	অভিশাপ, বদ দু'আ, লানত	لَعْنَةٌ، لَعْنٌ (لَعَنَ–يَلْعَنُ)
সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের ও। (২:১৫৯)	أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ	অভিশাপকারী	لَاعِنٌ ج لَاعِنُونَ
আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (২:৬৫)	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ	ধিকৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অক্ষম	خَاسِئٌ (ج) خَاسِئُوْنَ
এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (২৫:৬৯)	وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا	লাঞ্ছিত	مُهَانٌ
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। (৭:১৮)	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا	ঘৃণিত, অপমানিত, লাঞ্চিত	مَذْءُومٌ
আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (২৭:৩৭)	وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ	হেয়, লাঞ্চিত, তুচ্ছ, অপমানিত	صَاغِرٌ ج صَاغِرُونَ
বল, হ্যাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিত।	قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ	অপমানিত,	دَاخِرٌ (ج)

(৩৭:১৮)		ঘৃণিত, লাঞ্ছিত	دَاخِرُونَ
তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম। (২০:১৩৪)	فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ	লাঞ্ছিত হওয়া, ধিকৃত হওয়া, লজ্জিত হওয়া	خَزِيَ-يَخْزَى
তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম। (২০:১৩৪)	فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ	অপমানিত হওয়া, লাঞ্চিত হওয়া	ذَلَّ-يَذِلُّ (ذُلٌّ)
তিনি বলবেনঃ তোমরা এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক। (২৩:১০৮)	قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا	লাঞ্ছিত হওয়া, অপদস্থ হওয়া	خَسِئَ-يَخْسَأُ
অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৩২:৮)	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ	তুচ্ছ, হীন, নীচ	مَهِينٌ
কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে পেছনে ফেলে রেখেছ। (১১:৯২)	أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا	পশচাতে নিক্ষিপ্ত বস্তু, তুচ্ছবস্তু, ফেলনা	ظِهْرِيٌّ
আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (২:৯০)	وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ	অপমানজনক, লাঞ্ছনাদায়ক	مُهِينٌ
এবং ধন-ভান্ডার ও সম্মানজনক স্থান। (২৬:৫৮)	وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ	সম্মানিত, মহান, দানশীল	كَرِيمٌ ج كِرَامٌ
ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত। (৩:৪৫)	وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ	সম্মানিত	وَجِيهٌ
বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২১:২৬)	بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ	সম্মানিত	مُكْرَمٌ ج مُكْرَمُونَ
এটা লিখিত আছে সম্মানিত। (৮০:১৩)	فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ	সম্মানিত	مُكَرَّمَةٌ
সম্মানিত কোরআনের শপথ। (৫০:১)	وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ	মহান, সম্মানিত	مَجِيدٌ

مَوْعِظَةٌ (وَعَظَ–يَعِظُ)	উপদেশ	وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ	এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। (২:৬৬)
نُصْحٌ (نَصَحَ–يَنْصَحُ)	নসীহত, উপদেশ	وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي	এবং আমার উপদেশ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না। (১১:৩৪)
وَاعِظٌ (ج) وَاعِظُوْنَ	উপদেশদাতা	سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ	তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (২৬:১৩৬)
نَاصِحٌ (ج) نَاصِحُوْنَ	নসীহতকারী, উপদেশদাতা	وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ	আমি তোমাদের বিশ্বস্ত উপদেশদাতা। (৭:৬৮)
عَاذَ–يَعُوْذُ (مَعَاذٌ)	আশ্রয় চাওয়া	قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ	আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২:৬৭)
اِسْتَجَارَ–يَسْتَجِيْرُ	আশ্রয় চাওয়া, প্রতিবেশী হতে চাওয়া	وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ	আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে। (৯:৬)
اِسْتَعَاذَ–يَسْتَعِيْذُ	আশ্রয় প্রার্থনা করা, পানাহ চাওয়া	وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ	যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (৪১:৩৬)
بَيَّنَ–يُبَيِّنُ	ব্যাখ্যা করা, স্পষ্ট করা	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ	তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। (২:৬৮)
أَبَانَ–يُبِيْنُ	স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا	আমি শ্রেষ্ঠ, এই ব্যক্তি থেকে, যে তুচ্ছ এবং কথা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৪৩:৫২)

	يَكَادُ يُبِينُ		
যতক্ষণ না তাদের জন্য স্পষ্ট হয় যে, এটি সত্য। (৪১:৫৩)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ	স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া	تَبَيَّنَ–يَتَبَيَّنُ
আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি-যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (৬:৫৫)	وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ	স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া	اِسْتَبَانَ–يَسْتَبِينُ
দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি অতঃপর তারা বিমুখ হচ্ছে। (৬:৪৬)	انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ	বিশদবিবরণ দেওয়া; পরিবর্তন করা ২:১৬৪	صَرَّفَ–يُصَرِّفُ (تَصْرِيفٌ)
আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। (৭:৫২)	وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ	পৃথক পৃথক করে বলা, ব্যাখ্যা করা, বিস্তারিত বলা	فَصَّلَ–يُفَصِّلُ (تَفْصِيلٌ)
আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (১২:৪৩)	أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ	ব্যাখ্যা বিশারদ হওয়া, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া	عَبَرَ–يَعْبُرُ
আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (১২:৪৩)	أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ	সমাধান দেওয়া, উত্তর দেওয়া, ব্যাখ্যা দেওয়া	أَفْتَى–يُفْتِي
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়। (২:৬৮)	لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ	বৃদ্ধ	فَارِضٌ
আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৮:২৩)	وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ	বৃদ্ধ, বুড়ো, বর্ষীয়ান, বয়স্কব্যক্তি	شَيْخٌ (ج) شُيُوْخٌ
অতএব, তোমরা কিরূপে আত্নরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا	বৃদ্ধ, শুভ্রকেশী, প্রবীণ	شِيْبٌ

করে দিব বৃদ্ধ। (৭৩:১৭)			
সে বলল হায়! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। (১১:৭২)	قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا	অকর্মণ্য অক্ষম বৃদ্ধা, বয়স্কা নারী	عَجُوزٌ
কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না, এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; যা লিখিত আছে কিতাবে তা ছাড়া। (৩৫:১১)	وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ	দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্ত, দীর্ঘজীবী	مُعَمَّرٌ
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়। (২:৬৮)	لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ	অল্পবয়সী, বালিকা, কুমারী	بِكْرٌ (ج) أَبْكَارٌ
আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৯:১২)	وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا	শিশুবাচ্চা, শিশু, শৈশব	صَبِيٌّ
সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২:২৪)	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ	বালক, ভৃত্য, ছেলে	غُلَامٌ ج غِلْمَانٌ
সে বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি। (২৬:১৮)	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا	শিশু; সন্তান; কিশোর সেবক ৫৬:১৭	وَلِيدٌ (ج) وِلْدَانٌ
মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। (২:২৩৩)	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا	সন্তান; বংশধর; ছেলে ১২:২১	وَلَدٌ (ج) أَوْلَادٌ
তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। (৪০:৬৭)	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا	শিশু, বাচ্চা, নাবালেগ	طِفْلٌ (ج) أَطْفَالٌ
এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার	وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ	শিশু, নবজাতক, সন্তান	مَوْلُودٌ

কোন উপকার করতে পারবে না। (৩১:৩৩)	هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا		
এই দুইয়ের মধ্যবয়সী। (২:৬৮)	عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ	মধ্যবয়সী	عَوَانٌ
আর তিনি লোকদের সাথে কথা বলবেন দোলনায় এবং বার্ধক্যকালে। (৩-৪৬)	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا	প্রাপ্তবয়স্ক, প্রৌঢ়	كَهْلٌ
অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর। (৪০:৬৭)	ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ	সাবালকত্ব; পূর্ণযৌবন; পূর্ণশক্তি	أَشُدٌّ
তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? (২:৬৯)	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا	রঙ	لَوْنٌ (ج) أَلْوَانٌ
আল্লাহর দীন এর চাইতে উত্তম দীন আর কার হতে পারে? (২:১৩৮)	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً	রঙ, চিত্রকলা, ধর্মমত, দীন	صِبْغَةٌ
নিশ্চয়ই গরুটি আমাদের অনুরুপ। (২:৭০)	إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا	অনুরূপ হওয়া	تَشَابَهَ–يَتَشَابَهُ
অথচ তাদেরকে ধাঁধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। (৪:১৫৭)	وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ	অনুরূপ করা, সদৃশ করা	شَبَّهَ–يُشَبِّهُ
এরা অনুকরণ করে পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার মত। (৯:৩০)	يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ	অনুরূপ করা, অনুকরণ করা	ضَاهَأَ–يُضَاهِئُ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	ব্যবহৃত, পালিত, বশীভূত	ذَلُوْلٌ (ج) ذُلُلٌ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	চাষকরা, লাঙল দেয়া; উড়ানো ১০০:৪; চালনা করা	أَثَارَ–يُثِيْرُ

তোমরা কি দেখেছ যে বীজ তোমরা বপন কর? (৫৬:৬৩)	أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ	ফসল ফলানো, বীজ বপন করা	حَرَثَ–يَحْرُثُ
তিনি বললেন তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ করবে। (১২:৪৭)	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا	চাষাবাদ করা, ফসল ফলানো	زَرَعَ–يَزْرَعُ
চাষীকে অভিভুত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। (৪৮:২৯)	يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ	চাষী, কৃষক	زَارِعٌ (ج) زُرَّاعٌ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	ক্ষেত, শস্যক্ষেত্র, ফসল	حَرْثٌ
যেটি নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (২:৭১)	مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا	নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিমুক্ত; অর্পণীয় ৪:৯২	مُسَلَّمَةٌ
যেটি নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (২:৭১)	مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا	দাগ, দোষ, খুঁত	شِيَةٌ
তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না (৬৭:৩)	مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ	অসামঞ্জস্যতা, গরমিল	تَفَاوُتٌ
যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। (২:৭২)	إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا	একে অন্যকে দোষারোপ করা, দোষ চাপানো	تَدَارَأَ (اِدَّارَأَ) – يَتَدَارَأُ
আল্লাহ প্রকাশকারী যা তোমরা গোপন করছিলে। (২:৭২)	وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ	বাহিরকারী, প্রকাশকারী	مُخْرِجٌ
শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে (৭৯:১)	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا	টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে যে	نَازِعَةٌ ج نَازِعَاتٌ
যা চামড়া খসিয়ে দিবে (৭০:১৬)	نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ	যা চামড়া তুলে ফেলে	نَزَّاعَةٌ

এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। (১৭:৮০)	وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ	নিষ্কাশিত, বহিষ্কৃত, বিনিঃসৃত	مُخْرَجٌ (ج) مُخْرَجُوْنَ
সম্মান জনক স্থান। (৪-৩১)	مُّدْخَلًا كَرِيمًا	প্রবিষ্ট, প্রবেশপথ	مُدْخَلٌ
অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। (২:৭৪)	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم	শক্ত হওয়া, কঠিন হওয়া, পাষাণ হওয়া	قَسَا–يَقْسُو
পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। (২:৭৪)	كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	কঠিনতা, কাঠিন্য	قَسْوَةٌ
তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। (৯:১২৩)	وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً	কঠোরতা, দৃঢ়তা, রূঢ়তা, নির্দয়তা	غِلْظَةٌ
যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং শক্ত হৃদয়। (২২:৫৩)	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ	শক্ত, পাষাণ	قَاسِيَةٌ
জেনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (৫:৯৮)	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	কঠিন, কঠোর; শক্তিশালী, মজবুত; প্রবল, ভীষণ, প্রচণ্ড	شَدِيْدٌ (ج) شِدَادٌ، أَشِدَّاءُ
তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন। (৬৯:১০)	فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً	প্রচণ্ড, ভীষণ; বাড়ন্ত, বর্ধনশীল স্ফীত ১৩:১৭	رَابٍ، رَابِيَةٌ
কসম নির্মমভাবে (কাফিরদের রূহ) উৎপাটনকারীদের। (৭৯:১)	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا	প্রচণ্ড, ভীষণ, নির্মম	غَرْقٌ
তিনি বললেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (১১:৭৭)	وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ	সঙ্কটপূর্ণ, বিপদসংকুল, ভীষণ কঠিন	عَصِيبٌ
অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ	ভীষণ, কঠোর	وَبِيلٌ

কঠোর পাকড়াও করেছি। (৭৩:১৬)	فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا		
ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ূতে। (৬৯:৬)	فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	অবাধ্য, প্রচণ্ড, অশিষ্ট, ভীষণ	عَاتِيَةٌ
তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে। (১৬:৩৮)	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ	কঠোর, পাকাপোক্ত, শক্ত, জোর	جَهْدٌ
আর প্রতিজ্ঞাগুলো ভঙ্গ করো না সেগুলোর পাকাপাকির পরে (১৬:৯১)	وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا	পাকাপোক্ত, মজবুত, জোর	تَوْكِيدٌ
এবং নিশ্চয়ই এদের মাঝে এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়। (২:৭৪)	وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ	বিদীর্ণ হওয়া	تَشَقَّقَ–يَتَشَقَّقُ، يَشَّقَّقُ
কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (৫৪:১)	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ	ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া	اِنْشَقَّ–يَنْشِقُّ
এতে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে। (১৯:৯০)	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ	বিদীর্ণ হওয়া, ভেঙে পড়া	تَفَطَّرَ–يَتَفَطَّرُ
সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৩০:৪৩)	يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ	বিভক্ত হওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া; টুকরো হওয়া; মাথাব্যথা করা, মাথাধরা ৫৬:১৯	تَصَدَّعَ–يَتَصَدَّعُ (يَصَّدَّعُ)
যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৮২:১)	إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ	বিদীর্ণ হওয়া	انْفَطَرَ–يَنْفَطِرُ
ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (৬৭:৮)	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ	ফেটে পড়া, ছিন্নভিন্ন করা	تَمَيَّزَ–يَتَمَيَّزُ
ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ	فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ	বিদীর্ণ হওয়া, চিরে যাওয়া	انْفَلَقَ–يَنْفَلِقُ

হয়ে গেল। (২৬:৬৩)	كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ		
এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (৮০:২৬)	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا	চিরে ফেলা, বিদীর্ণ করা; কষ্ট দেয়া, কঠোরতা করা ২৮:২৭	شَقَّ–يَشُقُّ (شَقٌّ)
যখন আকাশ ফাটল সৃষ্টি করা হবে। (৭৭:৯)	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ	বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা, ফাঁক করা	فَرَجَ–يَفْرجُ
তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (৫৯:২১)	لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ	চৌচির, বিদীর্ণমান	مُتَصَدِّعٌ
এবং বিদীর্ণমান পৃথিবীর। (৮৬:১২)	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ	বিদীর্ণ, ফাটল	صَدْعٌ
আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৬৩:৭)	فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ	ফাটল, ত্রুটি, চিড়	فُطُورٌ
সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৭৩:১৮)	السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ	বিদীর্ণ	مُنْفَطِرٌ
আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (২:৭৪)	وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ	বেখেয়াল, উদাসীন	غَافِلٌ (غَافِلَةٌ) ج غَافِلُوْنَ (غَافِلَاتٌ)
কাফেররা চায়, যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে উদাসীন হও, তাহলে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে। (৪:১০২)	وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً	গাফেল হওয়া, উদাসীন হওয়া	غَفَلَ–يَغْفُلُ (غَفْلَةٌ)
যারা তাদের স্বলাত সম্বন্ধে	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ	উদাসীন,	سَاهٍ (ج)

উদাসীন। (১০৭:৫)	سَاهُونَ	অন্যমনস্ক, অমনোযোগী	سَاهُونَ
আপনি তার অনুসরণ করবেন না যার অন্তর কে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি। (১৮:২৮)	وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا	গাফেল করা, উদাসীন বানানো	أَغْفَلَ–يُغْفِلُ
ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক (১৫:৩)	ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ	উদাসীন বানানো, গাফেল কয়া	أَلْهَى–يُلْهِي
আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন (৮০:১০)	فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ	উদাসীন হওয়া, অনীহ হওয়া	تَلَهَّى–يَتَلَهَّى
তাদের অন্তরসমূহ উদাসীন (২১:৩)	لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ	উদাস, অন্যমনস্ক	لَاهِيَةٌ
আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৮০:৬)	فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ	কথার প্রতি উদগ্রীব হওয়া, মনোনিবেশ করা	تَصَدَّى–يَتَصَدَّى
আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। ২৫:২৩	وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ	মনোনিবেশ করা, আসা, ফেরা	قَدِمَ–يَقْدَمُ
তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? (২:৭৫)	أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ	আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা	طَمِعَ–يَطْمَعُ (طَمَعٌ)
আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। (২৮:৮৬)	وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ	আশা করা, কামনা করা	رَجَا–يَرْجُو
তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৬২:৬)	فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	আশা করা, কামনা করা	تَمَنَّى–يَتَمَنَّى
যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (৩০:১২)	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ	নিরাশ হওয়া, নিষ্পৃহ হওয়া, হতভম্ব হওয়া	أَبْلَسَ–يُبْلِسُ

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (৩৯:৫৩)	لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া	قَنَطَ–يَقْنَطُ
আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। ৫:৩	الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া	يَئِسَ–يَيْأَسُ
অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পরামর্শের জন্যে একান্তে বসল। (১২:৮০)	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া	اسْتَيْأَسَ– يَسْتَيْئِسُ
তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত। (২:৭৫)	وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ	দল	فَرِيْقٌ
তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। (৩:১৫৫)	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ	দল, বাহিনী	جَمْعٌ
তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ,যেন দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে। (৯:১২২)	مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ	ভিন্নদল, বিভাগ, সম্প্রদায়, জামাত, অংশ	فِرْقَةٌ
নিশ্চয় এরা ক্ষুদ্র একটি দল। (২৬:৫৪)	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ	ক্ষুদ্র দল, বাহিনী, জামাত	شِرْذِمَةٌ
নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা নিয়ে এসেছিল, তারা তোমাদেরই একটি দল। (২৪:১১)	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ	দল, সংঘ, সম্প্রদায়, জাতি,	عُصْبَةٌ
আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯:৯)	وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا	দল, শ্রেণী, জামাত,	طَائِفَةٌ

কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল। (৮:১৯)	وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا	দল, জামাত, বাহিনী, সম্প্রদায়	فِئَةٌ
আপনার পরিবার না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাত করতাম। (১১:৯১)	وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ	পরিবার, সম্প্রদায়, দল	رَهْطٌ
বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল শ্রবণ করেছে। (৭২:১)	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ	কাফেলা, দল, জামাত	نَفَرٌ، نَفِيرٌ
একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। (৫৬:১৩)	ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ	দল, জামাত, কাফেলা, অনেক	ثُلَّةٌ
আর যখন আল্লাহ তা'আলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দন্ডায়মান হল, তখন সকলে তার কাছে ভিড় জমাল। (৭২:১৯)	وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا	ভিড়	لِبْدَةٌ ج لِبَدٌ
শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৩৬:৬২)	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا	প্রকাণ্ড দল, জাতি, সৃষ্টি	جِبِلٌ، جِبِلَّةٌ
অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের কে দলে দলে উপস্থিত করা হবে। (১৭:১০৪)	فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا	মিশ্রিত দল	لَفِيفٌ
পৃথক পৃথক কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৪:৭১)	فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا	পৃথক পৃথক, আলাদা	ثُبَةٌ (ج) ثُبَاتٌ
কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩৯:৭১)	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا	দল, জামাতবদ্ধ	زُمْرَةٌ (ج) زُمَرٌ
ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে। ৭০:৩৭	عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ	দলে দলে, সারিবদ্ধ	عِزَةٌ (ج) عِزِينٌ

	عِزِينَ		
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (২৩:৫৩)	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ	দল, সম্প্রদায়, বাহিনী	حِزْبٌ (ج) أَحْزَابٌ
এই একটিদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। (৩৮:৫৯)	هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ	দল, জামাত, বাহিনী, বহর, দলে দলে	فَوْجٌ (ج) أَفْوَاجٌ
রহমান ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? (৬৭:২০)	أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ	সৈন্য, বাহিনী	جُنْدٌ (ج) جُنُودٌ
তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। (১০৫:৩)	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ	ঝাঁক	أَبَابِيلُ
যা আল্লাহ তোমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। (২:৭৬)	بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ	খুলে দেয়া, উন্মোচন করা; মীমাংসা করা ৩৪:২৬; জয়ী করা	فَتَحَ–يَفْتَحُ (فَتْحٌ)
তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না। (৭:৪০)	لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ	খোলা, উন্মুক্ত করা	فَتَّحَ–يُفَتِّحُ
এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল (১২:২৩)	وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ	বন্ধ করা	غَلَّقَ–يُغَلِّقُ
স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্যে দরজাগুলো খোলা রয়েছে। (৩৮:৫০)	جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ	খোলা, উন্মুক্ত	مُفَتَّحَةٌ
এক কিতাব যা তার সম্মুখীন হবে উন্মোচিত হয়ে (১৭:১৩)	كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا	উন্মুক্ত, খোলা	مَنْشُورٌ

তাদের দেয়া হোক উম্মুক্ত গ্রন্থ (৭৪:৫২)	يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً	উন্মুক্ত, প্রকাশিত	مُنْشَّرَةٌ
বরং তাঁর উভয় হস্ত উম্মুক্ত। (৫-৬৪)	بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ	উন্মুক্ত, প্রসারিত	مَبْسُوطَةٌ
যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে। (১৩-১৪)	كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ	প্রসারী, প্রসারণকারী	بَاسِطٌ
তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (১০৪:৮)	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ	আবদ্ধ, বেষ্টিত	مُؤْصَدَةٌ
আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। (৫-৬৪)	يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ	আবদ্ধ, বাঁধা	مَغْلُولَةٌ
তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (২:৭৬)	لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ	ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা	حَاجَّ–يُحَاجُّ
তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে। (৪০:৪৭)	يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ	ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা	تَحَاجَّ–يَتَحَاجُّ
অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (২২:৬৭)	فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ	ঝগড়া করা, বিতর্ক করা	نَازَعَ–يُنَازِعُ
এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে চল পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়ো না। (৮:৪৬)	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا	ঝগড়া করা, বিতর্ক করা; একে অন্যকে দেয়া ৫২:২৩	تَنَازَعَ–يَتَنَازَعُ
তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। (৪২:১০)	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ	মতভেদ করা, বিরোধ করা	اِخْتَلَفَ–يَخْتَلِفُ (اخْتِلَافٌ)
তারা বলল-হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি বাকবিতণ্ডা করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। (১১:৩২)	قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا	ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা	جَادَلَ–يُجَادِلُ (جِدَالٌ)
এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে।	هَٰذَانِ خَصْمَانِ	ঝগড়া করা, পক্ষ নেয়া, বিপক্ষে	اِخْتَصَمَ–يَخْتَصِمُ

(২২:১৯)	اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ	যাওয়া	(يَخِصِّمُ)
অতএব, তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। (৪:৬৫)	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা, তর্কাতর্কি করা	شَجَرَ–يَشْجُرُ
সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবেন না। (১৮:২২)	فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا	তর্ক করা, তর্কবিতর্ক করা, সংলাপ করা	مَارَى–يُمَارِي (مِرَاءٌ)
আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। (২:১৩৭)	وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ	বিরোধ, মতভেদ, তর্কাতর্কি	شِقَاقٌ (شَاقَّ– يُشَاقُّ)
মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক ঝগড়াটে। (১৮:৫৪)	وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا	ঝগড়াকারী, ঝগড়াটে, ঝগড়াচ্ছলে	جَدَلٌ
বরং সে অধিকতর ঝগড়াটে। (২:২০৪)	وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ	শত্রুতা, কলহ, ঝগড়া	خِصَامٌ
নিশ্চয়ই এটা বাস্তব সত্য, জাহান্নামীদের এই পারস্পারিক বাকবিতণ্ডা। (৩৮:৬৪)	إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ	পরস্পর ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা	تَخَاصُمٌ
আল্লাহ তোমাদের উভয়ের সংলাপ শুনেন। (৫৮:১)	وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا	সংলাপ, বাদানুবাদ	تَحَاوُرٌ
তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। (২:৭৮)	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ	আশা, কল্পনা, মিথ্যা আশা	أُمْنِيَّةٌ (ج) الأَمَانِيُّ
ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। (১৫:৩)	يَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ	আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, প্রত্যাশা	أَمَلٌ
এবং নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে। (৭০:৪০)	وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ	প্রবৃত্তি, কামনা	هَوَى (ج) أَهْوَاءٌ

তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। (৭:৮১)	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ	কামনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি	شَهْوَةٌ ج شَهْوَاتٌ
তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে আমাদের কাছে ছিলে প্রত্যাশিত। (১১:৬২)	قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا	প্রত্যাশিত, অভীষ্ট, উদ্দিষ্ট	مَرْجُوٌّ
অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে। (২:৭৯)	فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ	ধ্বংস; দূর্ভাগ্য; ধিক!	وَيْلٌ
এবং সেগুলোকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে। (২:১১৪)	وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا	খারাপ, নষ্ট, ধ্বংস	خَرَابٌ
আর যারা কাফের, তাদের জন্যে ধিক্কার এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। (৪৭:৮)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ	ধ্বংস, পতন, সর্বনাশ, ধিক্কার	تَعْسٌ
তারা ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনি। (১১:১০১)	وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ	ধ্বংস, বিলুপ্তি, বিনাশ	تَتْبِيبٌ
এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (৭১:২৮)	وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا	ধ্বংস, বিনাশ	تَبَارٌ
নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। (২:১৯৫)	وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ	ধ্বংস, সর্বনাশ, মৃত্যুর কারণ	تَهْلُكَةٌ
তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (২৫:১৩)	دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا	ধ্বংস, মরণ, বিনাশ, বিলুপ্তি	ثُبُورٌ
এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে দিয়েছে। (১৪:২৮)	وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ	ধ্বংস, বিলুপ্তি	بَائِرٌ ج بُورٌ؛ بَوَارٌ
আমরা তাঁর পরিবারের মেরে ফেলা প্রত্যক্ষ করিনি,আর নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী। (২৭:৪৯)	مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ	ধ্বংস, বিলুপ্ত, বিনাশ	مَهْلِكٌ

আর তা জুদী পর্বতে ভিড়ল এবং বলে দেয়া হল, সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী নিপাত যাক (১১:৪৪)	وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	ধ্বংস, নিপাত, দূর	بُعْدٌ (بَعِدَ– يَبْعَدُ)
অত:পর, জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের প্রতি -- 'দূর হ!' (৬৭:১১)	فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ	দূর	سُحْقٌ
অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে। (২:৭৯)	فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ	লেখা; লিখে দেয়া; ভাগ্য নির্ধারণ করা; অবধারিত করা ৫:৩২	كَتَبَ–يَكْتُبُ
তারা বলে, এগুলো তো পূর্বের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। (২৫:৫)	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا	লিখানো, লিখে নেওয়া	اكْتَتَبَ–يَكْتَتِبُ
আপনি এটি আপনার ডান হাত দ্বারা রচনা করেননি। (২৯:৪৮)	وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ	লেখা, রচনা করা, আঁকা	خَطَّ–يَخُطُّ
শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে। (৬৮:১)	وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ	লেখা, লিপিবদ্ধ করা	سَطَرَ–يَسْطُرُ
তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৪৫:২৯)	إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	অনুলিপি করা, কপি করা, হুবহু লিখে রাখা	اسْتَنْسَخَ– يَسْتَنْسِخُ
তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (২:৭৯)	وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ	উপার্জন করা; করা	كَسَبَ–يَكْسِبُ
সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। (২:২৮৬)	لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ	অর্জন করা, উপার্জন করা; করা	اِكْتَسَبَ– يَكْتَسِبُ
এবং যে ভাল কিছু অর্জন করবে সেখানে আমি তার জন্য ভালকে বৃদ্ধি করে দিব। (৪২:২৩)	وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا	অর্জন করা, কামানো	اِقْتَرَفَ–يَقْتَرِفُ

এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় অর্জন কর। (৬:৬০)	وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ	অর্জন করা	جَرَحَ–يَجْرَحُ
যারা খারাপ উপার্জন করেছে। (৪৫:২১)	الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ	উপার্জন করা	اِجْتَرَحَ–يَجْتَرِحُ
কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। (৩:৯২)	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ	অর্জন করা; অন্তর্ভূক্ত করা ৭:৪৯; পৌঁছা ২২:৩৭	نَالَ–يَنَالُ (نَيْلٌ، نَيْلَةٌ)
তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। (২:৮০)	وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً	স্পর্শ করা	مَسَّ–يَمَسُّ (مَسٌّ، مِسَاسٌ)
যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত। (৬:৭)	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া; অনুসন্ধান করা ৭২:৮	لَمَسَ–يَلْمِسُ
কোন জিন ও মানুষ পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি। (৫৫:৫৬)	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া	طَمَثَ–يَطْمِثُ
তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। (২:৮০)	وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً	হাতেগোনা, নির্দিষ্ট	مَعْدُوْدٌ، مَعْدُودَةٌ (ج) مَعْدُودَاتٌ
তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিযিক। (৩৭:৪১)	أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ	নির্দিষ্ট, সুবিদিত, নির্ধারিত, জানা	مَعْلُومٌ (ج) (مَعْلُومَاتٌ)
পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (২:৮৩)	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ	এতীম	يَتِيْمٌ (ج) يَتَامَى
পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي	অভাবী	مِسْكِينٌ (ج)

করবে। (২:৮৩)	الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ		مَسَاكِينُ
কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়। (৪:১৩৫)	إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا	দরিদ্র	فَقِيرٌ (ج) فُقَرَاءُ
এবং কৃপণ এর উপর তাঁর সাধ্যানুযায়ী। (২:২৩৬)	وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ	কৃপণ, অস্বচ্ছল	مُقْتِرٌ
তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯৩:৮)	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ	অভাবী, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব	عَائِلٌ
তাহলে তুমি নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে থাকবে। (১৭:২৯)	فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا	ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল, অনুতপ্ত, অক্ষম	مَحْسُورٌ
এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। (২২:২৮)	وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ	অভাবগ্রস্থ, বিপদাপন্ন, ক্ষুধার্ত	بَائِسٌ
স্বচ্ছল এর উপর তাঁর সাধ্যানুযায়ী। (২:২৩৬)	عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ	স্বচ্ছল; সম্প্রসারণকারী ৫১:৪৭	مُوسِعٌ (ج) مُوسِعُونَ
তারা বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী। (৩:১৮১)	قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ	ধনী, অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী	غَنِيٌّ (ج) أَغْنِيَاءُ
এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠবে। (২৩:৬৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ	বিলাসী, শৌখিন, ঐশ্বর্যশালী	مُتْرَفٌ (ج) مُتْرَفُونَ
এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে না। (২:৮৪)	وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ	ঘর, বাড়ি, বাসস্থান; শহর, অঞ্চল	دَارٌ (ج) دِيَارٌ
অতএব তারা যেন এবাদত করে	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ	ঘর, গৃহ, বাড়ি	بَيْتٌ (ج)

بُيُوتٌ			এই ঘরের পালনকর্তার। (১০৬:৩)
مَسْكَنٌ (ج) مَسَاكِنُ	বাসস্থান, বাসগৃহ, আবাসগৃহ	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ	নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসগৃহে ছিল একটি নিদর্শন। (৩৪:১৫)
أَسِيرٌ (ج) أَسْرَى، أُسَارَى	বন্দি, আটক, কয়েদি	وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ	আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। (২:৮৫)
أَسَرَ–يَأْسِرُ	আটক করা, বন্দী করা, গ্রেফতার করা	تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا	তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (৩৩:২৬)
عَبَّدَ-يُعَبِّدُ	দাস বানানো	أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ	এই যে, তুমি বনী-ইসলাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৬-২২)
حُرٌّ	স্বাধীন, মুক্ত, আজাদ	الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ	স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় (২:২৭৮)
تَحْرِيرٌ	মুক্ত করা, আজাদ করা, মুক্তি দেয়া	وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ	এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। (৪-৯২)
فَكٌّ	মুক্ত করা, আজাদ করা, ছাড়ানো	فَكُّ رَقَبَةٍ	তা হচ্ছে দাসমুক্তি। (৯০-১৩)
فَادَى–يُفَادِي (فِدَاءٌ)	মুক্তিপণ নেয়া	وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ	আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। (২:৮৫)
فَدَى–يَفْدِي	মুক্তিপণ দেয়া, বিনিময় দেয়া	وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ	আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। (৩৭:১০৭)
اِفْتَدَى–يَفْتَدِي	মুক্তিপণ দিতে	لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ	অবশ্যই এটি দ্বারা তারা মুক্তিপণ

দিতে চাইবে কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে। (৩৯:৪৭)	الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	চাওয়া	
তাদের বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ। (২:৮৫)	مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ	নিষিদ্ধ, অবৈধ, নাজায়েয	مُحَرَّمٌ، مُحَرَّمَةٌ
বল, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য রিজিক দিয়েছেন সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? (১০:৫৯)	قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا	নিষিদ্ধ, অবৈধ; সম্মানিত, পবিত্র ৫:৯৭	حَرَامٌ (ج) حُرُمٌ
তারা বলে এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। (৬:১৩৮)	قَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ	নিষিদ্ধ; বাধা;, জ্ঞান, বুদ্ধি ৮৯:৫	حِجْرٌ
তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী। (৫:৪২)	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ	হারাম, কালোটাকা, অবৈধ সম্পদ	سُحْتٌ
যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়। (৫৬:৩৩)	لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ	নিষিদ্ধ, বারণযোগ্য	مَمْنُوعَةٌ
এটা হালাল এবং ওটা হারাম। (১৬:১১৬)	هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ	বৈধ, অনিষিদ্ধ	حِلٌّ ، حَلَالٌ
কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। (২:৮৫)	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ	দাঁড়ানো, পুনরুত্থান, কিয়ামত	القِيَامَةُ
আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৬৯:৩)	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ	অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য	الحَاقَّةُ
অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না। (২:৮৬)	فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ	লাঘব করা, হ্রাস করা, স্বল্প ভার করা, ছাড় দেয়া	خَفَّفَ-يُخَفِّفُ (تَخْفِيفٌ)
তাদের থেকে আযাব হ্রাস করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ	কমানো, হ্রাস করা, দূর্বল করা	فَتَّرَ-يُفَتِّرُ

হতাশ হয়ে। (৪৩:৭৫)	مُبْلِسُونَ		
আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি। (২:৮৭)	وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ	সুস্পষ্ট নিদর্শন, প্রমাণ	بَيِّنَةٌ (ج) بَيِّنَاتٌ
তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল। (৪২:১৬)	حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ	প্রমাণ, দলিল, যুক্তি	حُجَّةٌ
তোমাদের রব্ব এর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমান এসে গেছে। (৪:১৭৪)	قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ	প্রমাণ, দলিল, যুক্তি	بُرْهَانٌ
সূর্যকে এর উপরে নির্দেশক বানিয়েছি (২৫:৪৫)	جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا	দিশারী, নিদর্শন, প্রমাণ	دَلِيلٌ
যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি। (২:৮৭)	بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ	পছন্দ করা, কামনা করা	هَوِيَ–يَهْوَى
তারা চায় যদি তুমি আপোষকামী হও, তবে তারাও আপোষকারী হবে। (৬৮:৯)	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	কামনা করা, চাওয়া, ভালোবাসা	وَدَّ–يَوَدُّ (وُدٌّ)
তারা বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচর করে। (৫৮:২২)	يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	বন্ধুত্ব করা, অন্তরঙ্গ বানানো	وَادَّ–يُوَادِّ
আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (৩:১৪৮)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ভালোবাসা, পছন্দ করা	أَحَبَّ–يُحِبُّ
তারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে পছন্দ করল। (৪১:১৭)	فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ	পছন্দ করা, ভালো মনে করা, অবলম্বন করা	اسْتَحَبَّ–يَسْتَحِبُّ
যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (২৪:৫৫)	الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ	পছন্দ করা, অনুমতি দেওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া	ارْتَضَى–يَرْتَضِي

	خَوْفِهِمْ أَمْنًا		
তিনি ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন (৪৯:৭)	حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ	অনুরক্ত বানানো, পছন্দনীয় করা	حَبَّبَ–يُحَبِّبُ
এবং কুফরকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করে দিয়েছেন (৪৯:৭)	وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ	অপছন্দ বানানো, ঘৃণিত বানানো	كَرَّهَ–يُكَرِّهُ
তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেনি এবং তাচ্ছিল্য ও করেনি। (৯৩:৩)	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	ঘৃণা করা, তুচ্ছ ভাবা, তাচ্ছিল্য করা, অখুশি হওয়া	قَلَى–يَقْلِي
এবং হয়ত তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (২:২১৬)	وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	অপছন্দ করা	كَرِهَ–يَكْرَهُ
এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (২৩:৭০)	وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ	অপছন্দকারী, ঘৃণাকারী, বিমুখ	كَارِهٌ (ج) كَارِهُونَ
সে বলল আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (২৬:১৬৮)	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ	ঘৃণাকারী, অখুশি	قَالٍ (ج) قَالُونَ
অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। (২:৮৯)	فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ	চেনা	عَرَفَ–يَعْرِفُ
তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	একে অপরকে চিনা, পরস্পরে পরিচিত হওয়া	تَعَارَفَ–يَتَعَارَفُ
তিনি সন্ধিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। (১১:৬৯)	نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	চিনতে না পারা, সন্দেহজনক হওয়া	نَكِرَ–يَنْكَرُ

তিনি বললেন ''তার সিংহাসনখানা পরিবর্তিত করে দাও" (২৭:৪১)	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا	আকৃতি পরিবর্তন করা, ছদ্মবেশ করা	نَكَّرَ–يُنَكِّرُ
তারা তাকে চিনল না (১২:৫৮)	وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ	না চেনা; অস্বীকারকারী ১৬:২২	مُنْكِرٌ (مُنْكِرَةٌ) ج مُنْكِرُونَ
তোমাদের ঈমান কতই না নিকৃষ্ট নির্দেশ দেয়। (২:৯৩)	بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ	কতই না নিকৃষ্ট!	بِئْسَ
তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (১৬:৫৯)	أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ	মন্দ হওয়া, নিকৃষ্ট হওয়া; বিষণ্ণ হওয়া ৩:১২০	سَاءَ–يَسُوءُ (سَوْءٌ)
কতই না উত্তম! বান্দা। (৩৮:৪৪)	نِّعْمَ الْعَبْدُ	কতই না উত্তম!	نِعْمَ
আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৪:৬৯)	وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا	সুন্দর হওয়া, উত্তম হওয়া	حَسُنَ–يَحْسُنُ
বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে- অন্য লোকদের বাদ দিয়ে। (২:৯৪)	قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ	একতরফা, খাঁটি, বিশুদ্ধ	خَالِصٌ (خَالِصَةٌ)
যারা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে জুলুম করেছে। (৮:২৫)	الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً	বিশেষত, বিশেষভাবে, বৈশিষ্ট্য	خَاصَّةٌ
কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে।)২:৯৫ (	وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ	সামনে পাঠানো, আগে করা	قَدَّمَ–يُقَدِّمُ
সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল। (১০:৩০)	هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ	অতীতে করা, পূর্বে করা	أَسْلَفَ–يُسْلِفُ

আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভী দেখবেন। (২:৯৬)	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ	পাওয়া	وَجَدَ-يَجِدُ
বরং আমরা অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছি। (২:১৭০)	بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا	পাওয়া	أَلْفَى-يُلْفِي
এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। (২:৯৬)	وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا	অংশীদার করা, শরীক করা	أَشْرَكَ-يُشْرِكُ
নিশ্চইয় শিরক করা বড় জুলুম। (৩১:১৩)	إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ	অংশীবাদ, বহুত্ববাদ	شِرْكٌ
মুশরিকদের কাছে কঠিন মনে হয় যেদিকে তুমি তাদের আহবান করছ। (৪২:১৩)	كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ	মুশরিক, আল্লাহর সঙ্গে শিরককারী, অংশীবাদী	مُشْرِكٌ (مُشْرِكَةٌ) (ج) مُشْرِكُونَ (مُشْرِكَاتٌ)
তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়। (২:৯৬)	يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	বয়স দেয়া, আয়ু দেওয়া, দীর্ঘজীবি করা	عَمَّرَ-يُعَمِّرُ
এটি তাদের আযাব থেকে দূরে সরাতে পারবেনা। (২:৯৬)	وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ	দূরকারী, অপসারণকারী	مُزَحْزِحٌ
আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। (৬:১৭)	وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ	উন্মোচক অপসারণকারী	كَاشِفٌ (كَاشِفَةٌ) (ج) كَاشِفُونَ (كَاشِفَاتٌ)
ছুড়ে ফেলল একটি দল যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল। (২:১০১)	نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا	নিক্ষেপ করা, ছুঁড়ে ফেলা	نَبَذَ-يَنْبِذُ

	الْكِتَاب		
অতঃপর সে লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (২৬:৩২)	فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ	নিক্ষেপ করা; রাখা ১২:৯৩; দেয়া ৭৩:৫; ঢেলে দেয়া ২০:৩৯; স্থাপন করা ১৬:১৫	أَلْقَى–يُلْقِي
এরপর তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করো (২০:৩৯)	فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ	নিক্ষেপ করা, ছুড়ে মারা; আঘাত হানা ২১:১৮	قَذَفَ–يَقْذِفُ
আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ। (৮:১৭)	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ	নিক্ষেপ করা. ছুড়ে মারা; অপবাদ দেওয়া ৪:১১২	رَمَى–يَرْمِي
হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে (১২:৯)	اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا	ফেলে আসা, নিক্ষেপ করা	طَرَحَ–يَطْرَحُ
তিনিই জনপদকে শুন্যে উত্তোলন করে ভূমিস্মাৎ করেছেন। (৫৩:৫৩)	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ	ভূমিস্মাৎ করা, আছাড় মারা	أَهْوَى–يُهْوِي
তারা তো তাদের দৃষ্টিতেই আপনাকে আছাড় মারতে চায় (৬৮:৫১)	وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ	আছড়ে ফেলা, পিছলে ফেলে দেয়া	أَزْلَقَ–يُزْلِقُ
এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের মুখ উপড়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। (২৭:৯০)	وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ	উল্টে ফেলা, উপুড় করে ফেলা	كَبَّ–يَكُبُّ
অতঃপর তাতে তাদের উপুড় করে ফেলা হবে এবং অপরাধীদেরও। (২৬:৯৪)	فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ	অধোমুখী করে ফেলা, উপুড় করে ফেলা	كَبْكَبَ– يُكَبْكِبُ
আপনার ভাই বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা	وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ	পাথর ছুঁড়ে মারা	رَجَمَ–يَرْجُمُ

(رَجْمٌ)			করতাম। (১১:৯১)
رُجُوْمٌ	নিক্ষেপের বস্তু; পাথর, ক্ষেপনাস্ত্র, উল্কা	وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ	সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি। (৬৭:৫)
مَرْجُوْمٌ ج مَرْجُومُونَ	প্রস্তর নিক্ষিপ্ত, বিতাড়িত	لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ	যদি তুমি বিরত না হও, হে নূহ, তবে তুমি নিশ্চিত প্রস্তরাঘাতপ্রাপ্ত হবেই (২৬:১১৬)
صَرِيعٌ ج صَرْعَى	নিক্ষিপ্ত, ভূপাতিত, পড়ে থাকা	فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ	আপনি তাদেরকে দেখতেন ভূপাতিত (৬৯:৭)
مُلْقٍ (ج) مُلْقُونَ (مُلْقِيَاتٌ)	নিক্ষেপকারী; উপস্থাপক, পেশকারী	وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ	অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (৭:১১৫)
مُلْكٌ	রাজত্ব; কর্তৃত্ব; সার্বভৌমত্ব; অধিকার, ক্ষমতা	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ	তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। (২:১০২)
مَلَكُوتٌ	রাজ্য ব্যবস্থাপনা; রাজত্ব, কর্তৃত্ব	وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	আমি এরূপ ভাবেই ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম। (৬-৭৫)
سُلْطَانٌ	প্রতাপ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, দলীল	وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ	আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। (১৪:২২)
وَلَايَةٌ	রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব, অধিকার, কর্তৃত্ব	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ	এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব সত্য আল্লাহর। (১৮:৪৪)

سِحْرٌ (سَحَرَ–يَسْحَرُ)	জাদু	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ	তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। (২:১০২)
سَاحِرٌ (ج) سَاحِرُوْنَ، سَحَرَةٌ	জাদুকর	وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ	এবং বলল জাদুকর নাহয় পাগল। (৫১:৩৯)
سَحَّارٌ	বিজ্ঞ জাদুকর,	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ	তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকর কে উপস্থিত করে। (২৬:৩৭)
مَسْحُورٌ	জাদুগ্রস্থ	تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا	তোমরা তো এক যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (১৭:৪৭)
مُسَحَّرٌ (ج) مُسَحَّرُونَ	জাদুগ্রস্ত, মায়ামুগ্ধ	قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ	তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। (২৬:১৮৫)
ضَارٌّ (ج) ضَارُّونَ	ক্ষতিকারক, অনিষ্টকারী	وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ	তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। (২:১০২)
ضَرَّ–يَضُرُّ (ضَرٌّ)	ক্ষতি করা	إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا	আমি তোমাদের কোন ক্ষতি কিংবা পথ দেখানোর মালিক নই। (৭২:২১)
ضَارَّ–يُضَارُّ (ضِرَارٌ)	ক্ষতি করা; বিপদে ফেলা	وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ	কোন লেখক ও সাক্ষীর অনিষ্টকারী নাই। (২:২৮২)
نَفَعَ–يَنْفَعُ (نَفْعٌ)	উপকার করা	يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ	সেদিন কোন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি উপকারে আসবে না। (২৬:৮৮)
رَاعٍ (ج) رِعَاءٌ،	রাখাল;	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا	হে মুমিন গণ, তোমরা 'রায়িনা'

বলো না। (২:১০৪)	تَقُولُوا رَاعِنَا	অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ২৩:৮	رَاعُونَ
তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তু চরাও। (২০:৫৪)	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ	পশু চরানো; তত্ত্বাবধান করা, যত্ন নেয়া ৫৭:২৭	رَعَى–يَرْعَى (رِعَاعَةٌ)
সেখান থেকে তোমরা পান কর এবং সেখান থেকেই উদ্ভিদ হয়, যেখানে তোমরা চরতে দাও। (১৬:১০)	لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ	চরানো, চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া	أَسَامَ–يُسِيمُ
এবং যিনি চারণভূমি বের করেন। (৮৭:৪)	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ	চারণভূমি; ঘাস, লতাপাতা	مَرْعَى
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। (২:১০৫)	وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ	একান্ত বানানো, বিশেষিত করা, স্বাতন্ত্র্য বানানো	اِخْتَصَّ–يَخْتَصُّ
তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা রাখেননি। (২২:৭৮)	هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	পছন্দ করা, মনোনীত করা; নিয়ে আসা	اِجْتَبَى–يَجْتَبِي
নিশ্চয়ই আমি তাদের একনিষ্ঠ করেছিলাম বিশেষভাবে পরকালের স্মরণ দ্বারা। (৩৮:৪৬)	إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ	একনিষ্ঠ বানানো, বেছে নেয়া, বিশুদ্ধ করা	أَخْلَصَ–يُخْلِصُ
এবং বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস আমি তাকে আমার জন্য মনোনীত করবো। (১২:৫৪)	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي	একান্ত বানানো, পছন্দ করা, মনোনীত করা	اِسْتَخْلَصَ–يَسْتَخْلِصُ
আমি তোমাকে নিজের জন্য পছন্দমতো গড়ে নিয়েছি। (২০:৪১)	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي	পছন্দমতো গড়া, মনোনীত করা, পছন্দ করা	اِصْطَنَعَ–يَصْطَنِعُ
আর মূসা বেছে নিলেন তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক	وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত	اِخْتَارَ–يَخْتِيرُ

আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। (৭:১৫৫)	سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا	করা	
আর ফল-মুল তারা যা পছন্দ করে। (৫৬:২০)	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা	تَخَيَّرَ–يَتَخَيَّرُ
হে মারইয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন। ৩:৪২	يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা	اصْطَفَى–يَصْطَفِي
আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও উত্তম। (৩৮:৪৭)	وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ	মনোনীত, নির্বাচিত	مُصْطَفَى (ج) مُصْطَفُونَ
আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। (২:১০৬)	مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا	রহিত করা ২:১০৬ ; দূর করা, মুছে দেওয়া ২২:৫২	نَسَخَ–يَنْسَخُ
তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। (২:১০৯)	حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم	হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা	حَسَدٌ (حَسَدَ–يَحْسُدُ)
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (১১৩:৫)	وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	হিংসুক, বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর	حَاسِدٌ
তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। (২:১০৯)	فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ	উপেক্ষা করা	صَفَحَ–يَصْفَحُ (صَفَحٌ)
এবং তাদের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩৩:৪৮)	وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ	বিদায় করা, ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা	وَدَعَ–يَدَعُ
হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে	بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ	আত্মসমর্পণ করা	أَسْلَمَ–يُسْلِمُ

(إِسْلَامٌ)		وَهُوَ مُحْسِنٌ	সৎকর্মশীল। (২:১১৩)
سِلْمٌ	ইসলাম	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً	হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (২:২০৮)
دَانَ–يَدِينُ	ধর্ম গ্রহণ করা, মেনে চলা	وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ	এবং তারা ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেনা সত্য ধর্ম কে। (৯:২৯)
مُسْلِمٌ، مُسلِمَةٌ	মুসলিম, অনুগত, আত্মসমর্পণকারী	وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ	এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। (২:১৩৩)
مُسْتَسْلِمٌ (ج) مُسْتَسْلِمُونَ	শান্তিকামী, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ	বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী। (৩৭:২৬)
مَنَعَ–يَمْنَعُ	নিষেধ করা, বাধা দেয়া; রক্ষা করা	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ	তার চাইতে বড় যালেম আর কে যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় (২:১১৪)
صَدَّ–يَصُدُّ (صَدٌّ، صَدُودٌ)	বাধা দেওয়া, বিরত রাখা; মুখ ফিরিয়ে নেয়া ৬৩:৫	هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে। ৪৮:২৫
عَضَلَ–يَعْضُلُ	বাধা দেওয়া, বারণ করা	فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ	তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। ২:২৩২
مَسْجِدٌ (ج) مَسَاجِدُ	মসজিদ, সিজদার স্থান	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ	তার চাইতে বড় যালেম আর কে যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় (২:১১৪)

তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	আশ্রম, মঠ	صَوْمَعَةٌ (ج) صَوَامِعُ
তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	গির্জা	بِيْعَةٌ (ج) بِيَعٌ
তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	ইহুদিদের উপাসনালয়	صَلَوَاتٌ
এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে। (২:১১৪)	وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا	চেষ্টা করা; ছুটাছুটি করা, দ্রুত চলা ২০:২০	سَعى–يَسْعَى (سَعْيٌ)
যে আপ্রাণ চেষ্টা করে, সে তো নিজের জন্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করে। (২৯:৬)	وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	আপ্রাণ চেষ্টা করা, শক্তি ব্যয় করা, যুদ্ধ করা	جَاهَدَ–يُجَاهِدُ (جِهَادٌ)
অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। (২:১১৪)	أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ	ভীত, যারা ভয় করে	خَائِفٌ (ج) خَائِفُونَ
তুমি কাফেরদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। (৪২:২২)	تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ	ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত,	مُشْفِقٌ (ج) مُشْفِقُونَ
এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে ২৩:৬০	وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ	ভীত, শঙ্কিত	وَجِلٌ (وَجِلَةٌ) ج وَجِلُونَ
সেদিন অনেক হৃদয় বিচলিত হবে। (৭৯;৮)	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ	বেগবান, বিচলিত, কম্পমান, চঞ্চল	وَاجِفَةٌ
পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। (২:১১৫)	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	পূর্ব, সূর্যোদয়ের	مَشْرِقٌ (ج)

مَشَارِقُ	স্থান		
شَرْقِيٌّ، شَرْقِيَّةٌ	পূর্বদিকস্থ, পূর্বমুখী	لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ	যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। (২৪:৩৫)
مَغْرِبٌ (ج) مَغَارِبُ	পশ্চিম, সূর্যাস্তের স্থান	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। (২:১১৫)
غَرْبِيٌّ، غَرْبِيَّةٌ	পশ্চিমা, পশ্চিমমুখী	لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ	যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। (২৪:৩৫)
وَاسِعٌ، وَاسِعَةٌ	সর্বব্যাপী; বিস্তৃত, ব্যাপক, প্রশস্ত ২৯:৫৬	إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (২:১১৫)
ضَنْكٌ	সংকীর্ণ, সঙ্কটাপন্ন, দুরাবস্থাপন্ন	فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا	সুতরাং অবশ্যই তার জন্য সংকীর্ণ জীবন। (২০:১২৪)
ضَيِّقٌ	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا	তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন। (৬:১২৫)
ضَائِقٌ	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ	এবং তাতে তোমার মন সংকীর্ণ হবে। (১১:১২)
قَانِتٌ (ج) قَانِتُونَ (قَانِتَاتٌ)	অনুগত, নিষ্ঠাবান, একাগ্রচিত্ত	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ	সবই তার অনুগত। (২:১১৬)
عَاكِفٌ (ج) عَاكِفُونَ	উপাসনাকারী; অবস্থানকারী ২:১৮৭	فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ	আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর উপসনাকারী হয়ে থাকব। (২৬:৭১)
طَائِعٌ (ج) طَائِعُونَ	অনুগত, সদিচ্ছায়	قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ	তারা দুজন বলল আমরা সদিচ্ছায় এসেছি। (৪১:১১)
مُذْعِنٌ (ج)	অনুগত, বিনীত, বশ্যতা	وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا	এবং সত্য তাদের পক্ষে হলে, তার কাছে তারা বিনীত হয়ে আসে।

(২৪:৪৯)	إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ	স্বীকারকারী	مُذْعِنُونَ
নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (১৯:৪৪)	إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا	অবাধ্য	عَصِيٌّ
এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের। (২২:৩)	وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ	বড়াইকারী, অবাধ্য, বিদ্রোহী	مَارِدٌ، مَرِيدٌ
নিশ্চয়ই সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (৭৪:১৬)	إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا	বিরুদ্ধাচরণকারী, বিরুদ্ধবাদী, জেদী	عَنِيدٌ
অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। (২:১৭৩)	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	সীমালঙ্ঘনকারী, বিদ্রোহী	بَاغٍ
অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। (২:১৭৩)	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	সীমালঙ্ঘনকারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী, জালিম	عَادٍ (ج) عَادُونَ
যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। (৫০:২৫)	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ	সীমালঙ্ঘনকারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী, জালিম	مُعْتَدٍ (ج) مُعْتَدُونَ
বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (৩৭:৩০)	بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ	অবাধ্য, পাপাচারী, উদ্ধত, বিদ্রোহী	طَاغٍ (ج) طَاغُونَ
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (২:১১৭)	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ	সিদ্ধান্ত নেয়া, মনস্থ করা; বিচার করা ৪:৬৫; পূর্ণ করা ৩৩:২৩; শেষ করা ৪৩:৭৭	قَضَى–يَقْضِي
এবং যিনি পরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন। (৮৭:৩)	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ	পরিমিত করা; নির্ধারিত করা,	قَدَّرَ–يُقَدِّرُ

		ধার্য করা ১৫:৬০; মনঃস্থির করা ৭৪:১৮	(تَقْدِيرٌ)
এতে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। (৪৪:৪)	فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ	নির্ধারিত করা	أَفْرَقَ–يُفْرِقُ
নাবীর উপর আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তার জন্য, এতে নাবীর কোন সমস্যা নেই। (৩৩:৩৮)	مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ	ফরজ করা, আবশ্যক করা, অবধারিত করা, ধার্য করা	فَرَضَ–يَفْرِضُ
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (২:১১৭)	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ	কাজ, নির্দেশ, বিষয়, কথা, শাস্তি, ফয়সালা	أَمْرٌ (ج) أُمُورٌ
আল্লাহ কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়ত দিবে। (৩:৭৯)	يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ	আদেশ, আইন, বিচার, প্রজ্ঞা, দণ্ডাদেশ	حُكْمٌ
নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। (২:১১৯)	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	প্রেরণ করা, পাঠানো	أَرْسَلَ–يُرْسِلُ
এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রতি প্রেরণকারী। (২৭:৩৫)	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم	প্রেরক, প্রেরণকারী	مُرْسِلٌ (مُرْسِلَةٌ) (ج) مُرْسِلُونَ
হে রসূল, পৌছে দাও যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি তাঁর পয়গাম পৌছালে না। (৫:৬৭)	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	রিসালাত, নবুওয়াত, পয়গাম, বার্তা, সংবাদ	رِسَالَةٌ (ج) رِسَالَاتٌ

যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। (২:১২০)	حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ	ধর্ম, মতবাদ, জীবনব্যবস্থা	مِلَّةٌ
তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। (২:১২৪)	قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا	নেতা; পথপ্রদর্শক ১১:১৭; রাজপথ ১৫:৭৯; লাওহে মাহফুজ ৩৬:১২	إِمَامٌ (ج) أَئِمَّةٌ
আমরা আমাদের নেতাদের কথা অনুসরন করেছিলাম। (৩৩:৬৭)	إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا	সর্দার, নেতা, মালিক, স্বামী	سَيِّدٌ (ج) سَادَةٌ
মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয়দের দেখনি? (২:২৪৬)	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ	নেতা, নেতৃস্থানীয়, সর্দার	مَلَأٌ
আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। (৫:১২)	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا	সর্দার, দলপতি, নেতা	نَقِيبٌ
সে সেখানে মান্যবর, বিশ্বাসভাজন। (৮১:২১)	مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ	মান্যবর, অনুসৃত	مُطَاعٌ
তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী না। (২:১৪৫)	وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ	অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর	تَابِعٌ (ج) تَابِعُونَ
নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। (১৪:২১)	إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا	অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর	تَبَعٌ
এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদেরই পদাংকের অনুসারী। (৪৩:২৩)	وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ	অনুসরণকারী, মুক্তাদী, অনুসারী	مُقْتَدٍ (ج) مُقْتَدُونَ
আমি ঘরটিকে মানুষের জন্য করেছিলাম তীর্থস্থান ও নিরাপদ। (২:১২৫)	جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا	মিলনস্থল, তীর্থস্থান	مَثَابَةٌ
দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌছা	لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ	মিলনস্থল, মোহনা	مَجْمَعٌ

পর্যন্ত আমি শেষ করবো না। (১৮:৬০)	الْبَحْرَيْنِ		
আমি ঘরটিকে মানুষের জন্য করেছিলাম তীর্থস্থান ও নিরাপদ। (২:১২৫)	جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا	নিরাপত্তা, শান্তি, অভয়, স্বস্তি	أَمْنٌ، أَمَنَةٌ
তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা, এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান কর। (৪:৯০)	فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ	শান্তি; নিরাপত্তা; অভিবাদন	سَلْمٌ، سَلَمٌ، سَلَامٌ
সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (২৭:৮৯)	وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ	নিরাপদ, নিঃশঙ্ক, অভয়	آمِنٌ (آمِنَةٌ) (ج) آمِنُونَ
অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত অটল স্থানে স্থাপিত করেছি। (২৩:১৩)	ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ	সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, অটল	مَكِينٌ
এবং তাদের ডাকা হত সিজদার জন্য যখন তারা সুস্থ-সবল ছিল। (৬৮:৪৩)	وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ	নিরাপদ, সুস্থ, সবল, সক্ষম, সুস্থির	سَالِمٌ (ج) سَالِمُونَ
নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক না। (৭০:২৮)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ	নিঃশঙ্ক বস্তু, নিরাপদ, সংরক্ষিত	مَأْمُونٌ
অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। (৯:৬)	ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ	আশ্রয়কেন্দ্র, ভরসাস্থল, নিরাপদ স্থান	مَأْمَنٌ
আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও। (২:১২৫)	وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى	স্থান, অবস্থানস্থল; বাসস্থান; অবস্থান	مَقَامٌ
তোমাদের জন্য কোন অবস্থানস্থল নেই, অতএব তোমারা ফিরে যাও। (৩৩:১৩)	لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا	অবস্থানস্থল, বাসস্থান, অবস্থান	مُقَامٌ، مُقَامَةٌ

বাতাস তাকে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে ফেললো। (২২:৩১)	تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ	স্থান, জায়গা, বাসস্থান	مَكَانٌ، مَكَانَةٌ
আল্লাহ্ ইতিমধ্যে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আর হুনাইনের দিনেও (৯:২৫)	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	স্থান, জায়গা, যুদ্ধক্ষেত্র, বাসস্থান	مَوْطِنٌ ج مَوَاطِنُ
যুদ্ধের অবস্থান। (৩:১২১)	مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ	অবস্থান, আসন, বসার স্থান	مَقْعَدٌ ج مَقَاعِدُ
কালামগুলো তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। (৪:৪৬)	يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ	স্থান, জায়গা	مَوْضِعٌ ج مَوَاضِعُ
না, আমি কিন্তু শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানের। (৫৬:৭৫)	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ	ঘটনাস্থল, পতনস্থল, অস্তাচল	مَوْقِعٌ ج مَوَاقِعُ
আর তার জন্য নির্ধারিত করেছেন অবস্থানসমূহ। (১০:৫)	وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ	অবতরণস্থল, কক্ষপথসমুহ, মঞ্জিল	مَنْزِلٌ ج مَنَازِلُ
পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল। (২৮:৩০)	نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ	স্থান, ভূমি	بُقْعَةٌ
আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার। (২:১২৫)	وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ	পবিত্র করা	طَهَّرَ–يُطَهِّرُ (تَطْهِيرٌ)
আর এ জন্য আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করতে চান। (৩:১৪১)	وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا	বিশুদ্ধ করা, খাটি করা, পরিশোধন করা	مَحَّصَ–يُمَحِّصُ
তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদেরকে	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً	সংশোধিত করা, আত্মশুদ্ধি করা,	زَكَّى–يُزَكِّي

পবিত্র ও সংশোধিত করতে পার। (৩:১০৩)	تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا	পবিত্র করা; নিষ্কলুষ ভাবা ৫৩:৩২	
এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্রকারী। (৩:৫৫)	وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী	مُطَهِّرٌ
আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য। (২:১২৫)	وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ	তাওয়াফকারী, প্রদক্ষিণকারী; বিপদ ৬৮:১৯	طَائِفٌ (ج) طَائِفُونَ
তোমরা একে অপরের কাছে বিচরণশীল। (২৪:৫৮)	طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	বিচরণশীল, যে ঘুরে ফিরে আসে	طَوَّافٌ (ج) طَوَّافُونَ
তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। ৫৫:৪৪	يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ	প্রদক্ষিণ করা; বিচরণ করা; আপতিত হওয়া ৬৮:১৯	طَافَ–يَطُوفُ
এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে। (২২:২৯)	وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	তাওয়াফ করা, প্রদক্ষিণ করা	تَطَوَّفَ–يَتَطَوَّفُ (يَطَّوَّفُ)
বললেনঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব। (২:১২৬)	قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا	উপভোগ করানো, ভোগ করতে দেয়া	مَتَّعَ–يُمَتِّعُ
এবং অল্প উপভোগ করে নাও নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী। (৭৭:৪৬)	وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ	ভোগ করা, উপভোগ করা	تَمَتَّعَ–يَتَمَتَّعُ

অতঃপর তাকে বাধ্য করবো আগুনের শাস্তির দিকে। (২:১২৬)	ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ	বাধ্য করা	اضْطَرَّ–يَضْطَرُّ
তুমি কি মানুষকে বাধ্য করবে ? (১০:৯৯)	أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ	শক্তি খাটানো, বাধ্য করা	أَكْرَهَ–يُكْرِهُ (إِكْرَاهٌ)
আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্যতামূলক করে দিতে পারি? (১১:২৮)	أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ	আবশ্যিক করা, বাধ্যতামূলক করা; অবিচ্ছেদ্য করা	أَلْزَمَ–يُلْزِمُ
কে বিপদগ্রস্থের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে? (২৭:৬২)	أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ	ক্ষতিগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, নিরুপায়	مُضْطَرٌّ
সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (২:১২৬)	وَبِئْسَ الْمَصِيرُ	গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مَصِيرٌ
নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ। (২৬:২২৭)	وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ	প্রত্যাবর্তনস্থল, গন্তব্য	مُنْقَلَبٌ
যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। (২৮:৮৫)	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ	প্রত্যাবর্তনস্থল	مَعَادٌ
আল্লাহ, তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (৪৭:১৯)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ	প্রত্যাবর্তনস্থল, ঘূর্ণনকেন্দ্র	مُتَقَلَّبٌ
এবং তাঁর দিকেই তওবারস্থল। (১৩:৩০)	وَإِلَيْهِ مَتَابِ	প্রত্যাবর্তনস্থল, তওবাস্থল	مَتَابٌ
নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা আগমনস্থলে। (১৯:৬১)	إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا	গন্তব্য, আগমনস্থল	مَأْتِيٌّ

যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি উত্তোলন করছিল। (২:১২৭)	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ	ভিত্তি, মূল; বয়স্ক নারী, যৌবনোত্তীর্ণ ২৪:৬০	قَاعِدَةٌ (ج) قَوَاعِدُ
এবং আমাদের ইবাদতেরপন্থা দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। (২:১২৮)	وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا	ইবাদাতের পন্থা	مَنْسَكٌ (ج) مَنَاسِكُ
আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি বিধি-বিধান দিয়েছি,তারা সে বিধান পালনকারী। (২২:৬৭)	لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ	বিধান পালনকারী	نَاسِكٌ
এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও (২:১৩২)	وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ	অসিয়ত করা, নির্দেশ দেয়া, পরামর্শ দেয়া	وَصَّى-يُوَصِّي (تَوْصِيَةٌ)
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। (৪:১২)	وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ	ওসিয়ত, উপদেশ, নসীহত, নির্দেশ	وَصِيَّةٌ
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا	ওসিয়তকারী, পরামর্শদাতা	مُوصٍ
তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? (২:১৩৩)	أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ	উপস্থিত হওয়া, বিদ্যমান হওয়া, আসা, পৌঁছা	حَضَرَ-يَحْضُرُ
সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে। (৩-৩০)	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا	হাজির, উপস্থাপিত	مُحْضَرٌ ج مُحْضَرُونَ
এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (৫৪-২৮)	كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ	হাজির, উপস্থাপিত	مُحْتَضَرٌ
তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও	قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ	উপাস্য, মাবুদ, আরাধ্য	إِلَاهٌ (ج) آلِهَةٌ

ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (২:১৩৩)	آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا		
যে অস্বীকার করবে মিথ্যা উপাস্যের এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ় রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাংবে না। (২:২৫৬)	فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	মিথ্যা উপাস্য	طَاغُوتٌ
আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইব্রাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। (২:১৩৫)	قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا	একনিষ্ঠ, সৎপরায়ণ, আল্লাহমুখী	حَنِيفٌ (ج) حُنَفَاءُ
তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। (২:১৩৭)	فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ	যথেষ্ট হওয়া	كَفَى-يَكْفِي
হে নাবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে। (৮:৬৪)	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	যথেষ্ট	حَسْبٌ
আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? (৩৯:৩৬)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ	যথেষ্ট, রক্ষাকারী	كَافٍ
এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (২:১৩৯)	وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ	একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত	مُخْلِصٌ (ج) مُخْلِصُونَ
তাদের মধ্য থেকে আপনার মনোনীত বান্দারা ছাড়া। (৩৮:৮৩)	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ	মনোনীত, আত্মনিষ্ঠ, সংযত	مُخْلَصٌ (ج) مُخْلَصُونَ
তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? (২:১৪০)	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ	সাক্ষ্য; প্রমাণ; প্রকাশ্য, চাক্ষুষ, উপস্থিত	شَهَادَةٌ (ج) شَهَادَاتٌ

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। ৬৩:1	قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ	সাক্ষ্য দেয়া; সাক্ষী হওয়া; প্রত্যক্ষ করা ২:১৮৫; উপস্থিত থাকা ২২:২৮	شَهِدَ–يَشْهَدُ
তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলাম, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (৭:১৭২)	وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا	সাক্ষী বানানো, উপস্থিত করা, হাজির করা	أَشْهَدَ–يُشْهِدُ
সাক্ষী দিতে বল তোমাদের মধ্য থেকে দুজন পুরুষকে। (২:২৮২)	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ	সাক্ষ্য দিতে বলা, সাক্ষী বানানো	اسْتَشْهَدَ–يَسْتَشْهِدُ
এবং সাক্ষ্য দিয়েছে বানী ইসরাইলের মধ্য থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা তার উপর এবং ঈমান এনেছে আত তোমরা অহংকার করছ। (৪৬:১০)	وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ	সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, উপস্থিত	شَاهِدٌ (ج) شُهُودٌ، أَشْهَادٌ
আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি। (২:১৪৩)	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	মধ্যপন্থী	وَسَطٌ
এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (২৫:৬৭)	وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا	মধ্যপন্থা, সমতা, ন্যায়সঙ্গত	قَوَامٌ
অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। (৩১:৩২)	فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ	মধ্যপন্থী	مُقْتَصِدٌ، مُقْتَصِدَةٌ
সরলপথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্রপথও রয়েছে। ১৬:9	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ	সরল	قَصَدَ–يَقْصِدُ (قَصْدٌ)
আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা	وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي	ক্বিবলা, সালাতে মুখ করার দিক	قِبْلَةٌ

করেছিলাম (২:১৪৩)	كُنتَ عَلَيْهَا		
যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। (২:১৪৩)	إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ	গোড়ালি, পিছন; বংশধর ৪৩:২৮	عَقِبٌ (ج) أَعْقَابٌ
আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। (২:১৪৩)	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ	নষ্ট করে দেয়া	أَضَاعَ–يُضِيعُ
অতঃপর আল্লাহ তাদের কাজগুলোকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। (৩৩:১৯)	فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ	নষ্ট করা, ব্যর্থ করা, নিষ্ফল করা, ধ্বংস করা	أَحْبَطَ–يُحْبِطُ
হে ঈমানদারগন খোটা এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলো নষ্ট করে দিওনা। (২:২৬৪)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ	রহিত করা, নষ্ট করা, মিথ্যা প্রমাণিত করা	أَبْطَلَ–يُبْطِلُ
আর তারা তর্ক করত মিথ্যার ভিত্তিতে তদ্বারা সত্যকে পরাভূত করতে (৪০:৫)	وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ	ব্যর্থ করে দেয়া, রদ করা	أَدْحَضَ–يُدْحِضُ
এরাই তারা যাদের আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে গেছে। (৩:২২)	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ	নস্যাৎ হওয়া, নষ্ট হওয়া, ব্যর্থ হওয়া, নিষ্ফল হওয়া	حَبِطَ–يَحْبَطُ
এবং বাতিল হয়ে গেল যা তারা করত। (৭:১১৮)	وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	নিষ্ফল হওয়া, নষ্ট হওয়া	بَطَلَ–يَبْطُلُ
যেদিন কিয়ামত সংগঠিত হবে সেদিন অকার্যকারীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৪৫:২৭)	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ	অনর্থকারী, অকার্যকারী	مُبْطِلٌ (ج) مُبْطِلُونَ
আমি দেখেছি তোমার চেহেরা আকাশের দিকে ঘুরে যাওয়া।	قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ	ঘূর্ণন, প্রত্যাবর্তন, চলাফেরা, বিচরণ	تَقَلُّبٌ

(تَقَلَّبَ– يَتَقَلَّبُ)		فِي السَّمَاءِ	(২:১৪৪)
شَطْرَ	দিক, অভিমুখ	فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	অতএব, তোমার চেহেরা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। (২:১৪৪)
قِبَلَ	অভিমুখ, দিক, পক্ষ, সম্মুখগতি, মোকাবেলার শক্তি	لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ	পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখকরা সৎকর্ম নয়। (২:১৭৭)
تِلْقَاءَ	অভিমুখ, দিক, পক্ষ	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৮:২২)
وِجْهَةٌ	লক্ষ্য, দিক	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا	প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। (২:১৪৮)
مُوَلٍّ	মুখকারী, অভিমুখী	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا	প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। (২:১৪৮)
مُعْرِضٌ (ج) مُعْرِضُونَ	বিমুখ, বিমুখতা প্রদর্শনকারী, অবজ্ঞাকারী	أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ	যা থেকে তোমরা বিমুখতা প্রদর্শনকারী। (৩৮:৬৮)
مُدْبِرٌ ج مُدْبِرُونَ	পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী, পলায়নপর	وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ	তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (২৭-১০)
اِسْتَبَقَ–يَسْتَبِقُ	ধাবিত হওয়া, প্রতিযোগিতা করা	فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ	ভালো কাজের প্রতিযোগিতা কর। (২:১৪৮)

দৌড়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। (৫৭:২১)	سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ	দৌড়াদৌড়ি করা, প্রতিযোগিতা করা	سَابَقَ–يُسَابِقُ
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩:২৬)	وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ	প্রতিযোগিতা করা, আগ্রহী হওয়া	تَنَافَسَ–يَتَنَافَسُ
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩:২৬)	وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ	আগ্রহী, উদ্যোমী, প্রতিযোগী, আকাঙ্ক্ষী	مُتَنَافِسٌ (ج) مُتَنَافِسُونَ
এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। (২:১৫৫)	وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ	ক্ষুধা	جُوْعٌ (جَاعَ–يَجُوعُ)
অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার খাওয়ানো। (৯০:১৪)	أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ	ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ	مَسْغَبَةٌ
এবং আল্লাহর রাস্তায় ক্ষুধার জ্বালা নেই। (৯:১২০)	وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	তীব্র ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা	مَخْمَصَةٌ
এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। (২:১৫৫)	وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ	সম্পদ	مَالٌ (ج) أَمْوَالٌ
এর নিচে ছিল তাদের দুজনের পুঞ্জিভূত সম্পদ। (১৮:৮২)	وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا	পুঞ্জীভূত সম্পদ, ভাণ্ডার, স্তুপ	كَنْزٌ (ج) كُنُوزٌ

এবং বিলাসদ্রব্য তাতে তারা আনন্দ পেত। (৪৪:২৭)	وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ	বিলাসদ্রব্য, বিলাস সামগ্রী	نَعْمَةٌ
তোমাদের মধ্যে যাদের সম্পদ সামর্থ্য নেই কোন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার। (৪:২৫)	وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ	সম্পদ, ধন, আয়	طَوْلٌ
যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে (২:১৫৬)	الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ	বিপদ	مُصِيْبَةٌ
আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৩৭:৭৬)	وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ	বিপদ, বিভীষিকা, দুশ্চিন্তা	كَرْبٌ
কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে ১৩:৩১	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ	বিপদ, বিপর্যয়; করাঘাতকারী ১০১:১	قَارِعَةٌ
অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। ৭৯:৩৪	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ	বিপর্যয়, বিপদ, সঙ্কট, সর্বগ্রাসী	طَامَّةٌ
তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহর আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে ১২:১০৭	أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ	আচ্ছন্নকারী, বিপদ, সর্বগ্রাসী আবরণ	غَاشِيَةٌ ج غَوَاشٍ
তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে (৭৫:২৫)	تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ	বিপর্যয়, মেরুদণ্ড ভাঙ্গা বিপদ	فَاقِرَةٌ
বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ	মহাবিপদ, বিভীষিকা	أَدْهَىٰ

বিপদ ও তিক্ততর। (৫৪:৪৬)	وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ		
আর যখন মানুষকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, আমাকে ডাকতে থাকে। (১০:১২)	وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا	ক্ষতি, অনিষ্ট, বিপদ	ضُرٌّ
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। (৩-১১৮)	لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا	ক্ষতি, বিপর্যয়	خَبَالٌ
আর তোমাদের দুর্দিনের প্রতীক্ষা করে (৯:৯৮)	وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ	দুর্দিন, বিপর্যয়, দুর্বিপাক	دَائِرَةٌ ج دَوَائِرُ
আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি (৫২:৩০)	نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ	দূর্ঘটনা, মৃত্যু	مَنُونٌ
সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা উমরাহ পালন করে, তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (২:১৫৮)	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا	হজ্ব করা	حَجَّ–يَحُجُّ (حِجٌّ)
হজ্বে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। (২:১৯৭)	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ	হজ্ব	حَجٌّ
তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে। (৯:১৯)	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	হাজী, হজ্ব পালনকারী	حَاجٌّ
সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা উমরাহ পালন করে, তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (২:১৫৮)	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا	উমরা করা	اِعْتَمَرَ–يَعْتَمِرُ

এবং আল্লাহর জন্য হজ্ব ও উমরাহ পালন করো। (২:১৯৬)	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ	উমরা	عُمْرَةٌ
এবং যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করবে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম পুরুস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। (২:১৫৮)	وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ	স্বেচ্ছায় করা, অতিরিক্ত করা	تَطَوَّعَ–يَتَطَوَّعُ
বল, তোমরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ব্যয় কর, তোমাদের থেকে কবুল করা হবেনা। (৯:৫৩)	قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ	স্বেচ্ছা, সদিচ্ছা	طَوْعٌ
মুমিনদের মধ্যে যারা বেশি বেশি ছদকাকারী। (৯:৭৯)	الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	স্বেচ্ছায় দানকারী, নফল সদকাকারী	مُطَوِّعٌ (ج) مُطَوِّعُونَ
তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। ৩৩:৫	وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ	ইচ্ছা করে কিছু করা, স্বেচ্ছায় করা	تَعَمَّدَ– يَتَعَمَّدُ
যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে। (৪-৯৩)	وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا	ইচ্ছাপূর্বক, স্বেচ্ছাচারী	مُتَعَمِّدٌ
বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয়। (৪:১৯)	لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا	বলপূর্বক, বল প্রয়োগে, বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছায়	كَرْهٌ
এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (২:১৬৪)	وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ	নৌকা	فُلْكٌ
অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম। (২৯:১৫)	فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ	নৌকা, জাহাজ	سَفِينَةٌ
আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। (৬৯:১১)	حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ	নৌযান, প্রবাহমান	جَارِيَةٌ (ج) جَارِيَاتٌ، جَوَارٍ

এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রাণী। (২:১৬৪)	وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ	ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা, বিস্তার করা	بَثَّ–يَبُثُّ
তিনি তার রহমত ছড়িয়ে দেন। (৪২:২৮)	وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ	ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা,	نَشَرَ–يَنْشُرُ (نَشْرٌ)
সুতরাং যখন স্বলাত সমাপ্ত হয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। (৬২:১০)	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ	ছড়িয়ে পড়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া,	اِنْتَشَرَ–يَنْتَشِرُ
যখন নক্ষত্রসমূহ ছিটকে পড়বে। (৮২:২)	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ	বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছড়িয়ে পড়া	اِنْتَثَرَ–يَنْتَثِرُ
সেখানে ভেড়া ঢুকে পড়েছিল রাতের বেলা (২১:৭৮)	نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ	এদিক সেদিক যাওয়া, ছড়িয়ে পড়া	نَفَشَ–يَنْفُشُ
তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস (১৮:৪৫)	تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ	উড়িয়ে দেয়া, বিক্ষিপ্ত করা	ذَرَا–يَذْرُو (ذَرْوٌ)
আমরা নিশ্চয়ই এটিকে ছিন্নভিন্ন করে ছিটিয়ে দেব সাগরে (২০:৯৭)	لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا	বিক্ষিপ্ত করা, উড়িয়ে দেয়া, ছিটিয়ে দেয়া	نَسَفَ–يَنْسِفُ (نَسْفٌ)
কসম উড়িয়ে নেওয়া ঝঞ্ঝাবায়ুর (৫১:১)	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا	যা উড়িয়ে নেয়	ذَارِيَةٌ ج ذَارِيَاتٌ
মেঘবিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ। (৭৭-৩)	وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا	বিস্তারক, বিস্তারকারী	نَاشِرَةٌ ج نَاشِرَاتٌ
যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল। (৫৪-৭)	كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ	ছড়িয়ে পড়া, বিক্ষিপ্ত	مُنْتَشِرٌ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। (১০১:৪)	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ	বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, ছিন্নভিন্ন	مَبْثُوثٌ، مَبْثُوثَةٌ

অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা। (৫৬:৬)	فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا	বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, উড়ন্ত	مُنبَثٌ
অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপে করে দেব। (২৫:২৩)	فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا	বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো	مَنْثُورٌ
বাতাসের গতি পরিবর্তনের মাঝে (২:১৬৪)	وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	বাতাস; গন্ধ ১২:৯৪; শক্তি, প্রভাব ৮:৪৬	رِيْحٌ (ج) رِيَاحٌ
আমি পানিবাহী বায়ু প্রেরন করি। (১৫:২২)	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ	পানিবাহী, বৃষ্টি বহনকারী/ পরাগায়নকারী, গর্ভসঞ্চারী	لَاقِحٌ (ج) لَوَاقِحُ
অতঃপর তোমাদের উপর বাতাস থেকে তুফান প্রেরন করবেন। (১৭:৬৯)	فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু, ঝড় তুফান	قَاصِفٌ
অতঃপর আপতিত হবে এক অগ্নিবৃষ্টি অতপর টা জ্বলে যাবে। (২:২৬৬)	فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ	ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিবৃষ্টি	إِعْصَارٌ
তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝটিকা বায়ূ প্রেরন করবেন। (১৭:৬৮)	يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا	প্রস্তরবর্ষী ঝটিকা বায়ূ	حَاصِبٌ
উত্তপ্তবায়ু ও গরম পানির মধ্যে। (৫৬:৪২)	فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ	উত্তপ্ত বায়ু, গরম বাতাস, লুহাওয়া,	سَمُومٌ
এগুলোর উপর আসল দুর্যোগপূর্ণ বাতাস। (১০:২২)	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	ঝঞ্ঝাবায়ু, তুফান, ঘূর্ণিঝড়,	عَاصِفٌ، عَاصِفَةٌ (ج) عَاصِفَاتٌ
অতঃপর তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ূ দ্বারা। (৬৯:৬)	فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু	صَرْصَرٌ

এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে। (২:১৬৪)	وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	আয়ত্বাধীন, অনুগত; আজ্ঞাধীন	مُسَخَّرٌ ج (مُسَخَّرَاتٌ)
যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। (৪৩:৩২)	لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا	সেবক, কর্মী	سُخْرِيٌّ
এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। (১৩:২)	وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ	অনুগত বানানো, সেবায় নিয়োজিত করা	سَخَّرَ-يُسَخِّرُ
আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি এদের মধ্যে কিছু তাদের বাহন এবং কিছু তারা ভক্ষণ করে। (৩৬:৭২)	وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ	অধীন করা, অসহায় বানানো; আয়ত্বাধীন করা	ذَلَّلَ-يُذَلِّلُ (تَذْلِيلٌ)
তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। (২:১৬৫)	يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ	ভালোবাসা	حُبٌّ
আমি তোমার প্রতি মুহাব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে। (২০:৩৯)	وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي	প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ, আসক্তি	مَحَبَّةٌ
এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (৩০:২১)	وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً	বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা	مَوَدَّةٌ
যেদিন থাকবেনা কোন লেনদেন এবং না কোন বন্ধুত্ব আর না কোন সুপারিশ। (২:২৫৪)	يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ	বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; মাঝে, অভ্যন্তর ৩০:৪৮	خُلَّةٌ (ج) خِلَالٌ
তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। (৩:১১৮)	قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ	ঘৃণা, শত্রুতা, হিংসা, অসন্তুষ্টি	بَغْضَاءُ

		أَفْوَاهِهِمْ	
شَنَآنٌ	শত্রুতা, বিদ্বেষ, দুশমনি	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا	কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। (৫:৮)
عَدَاوَةٌ	শত্রুতা, বৈরিতা, দুশমনি	فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (৫:১৪)
ضِغْنٌ (ج) أَضْغَانٌ	হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ	যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? (৪৭:২৯)
بَغْيٌ	বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্রোহ, জুলুম	مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ	যা তার মধ্যে প্রকাশ্য কিংবা গোপন এবং পাপাচারিতা ও শত্রুতা। (৭:৩৩)
غِلٌّ	বিদ্বেষ, তিক্ততা, ঘৃণা	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ	তাদের অন্তরসমূহে যা সংকীর্ণতা ছিল তা আমরা মিটিয়ে দেব (১৫:৪৭)
عَادَى–يُعَادِي	শত্রুতা করা, দুশমনি করা	الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم	তোমরা যাদের সাথে শত্রুতা পোষণকরো। (৬০:৭)
تَبَرَّأَ–يَتَبَرَّأُ	দায়িত্বমুক্ত হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া	فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا	তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। (২:১৬৭)
بَرَاءٌ، بَرَاءَةٌ	দায়মুক্তি, ছাড়পত্র	إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ	নিশ্চয়ই আমি দায়মুক্ত তা থেকে যার তোমরা ইবাদত কর। (৪৩:২৬)
كَرَّةٌ	এক বার, আরেক বার, আবার	لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً	যদি আমাদের জন্য আবার পালা আসতো?! (২:১৬৭)

আমি তোমাদের আরেকবার বের করবো। (২০:৫৫)	نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ	একবার, বার, দফা	تَارَةٌ
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা একবার অথবা দুইবার বিপর্যস্ত হচ্ছে? (৯:১২৬)	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ	বার, দফা, কিস্তি, পর্ব, একবার, বহুবার, বারংবার	مَرَّةٌ (ج) مَرَّاتٌ
এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। (২;১৬৭)	كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ	অনুতাপ, আক্ষেপ, আফসোস, দুঃখ, ক্ষোভ	حَسْرَةٌ (ج) حَسَرَاتٌ
তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। (৩৪:৩৩)	وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ	অনুতাপ, অনুশোচনা, পরিতাপ	نَدَامَةٌ
অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। (৫:৩১)	فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ	অনুতপ্ত, অনুশোচনাকারী	نَادِمٌ (ج) نَادِمُونَ
এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। (২:১৬৮)	وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ	পদাংক	خُطْوَةٌ (ج) خُطُوَاتٌ
সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক (২:১৬৯)	إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ	অশ্লীলতা, মন্দকাজ, অপকর্ম	فَحْشَاءُ
যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলে তখন আল্লাহ কে স্মরণ করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। (৩:১৩৫)	إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ	অপকর্ম, অশ্লীলতা, ব্যভিচার,	فَاحِشَةٌ (ج) فَوَاحِشُ
আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। (১৭:৩২)	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا	ব্যভিচার	زِنَا (زَنَى–يَزْنِي)
তোমাদের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা। (২৪:৩২)	وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى	কুকর্ম, ব্যভিচার	بِغَاءٌ

	الْبِغَاءِ		
সেখানে কোন অসার কথা নেই আর না কোন অশ্লীলতা। (৫২:২৩)	لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ	অশ্লীলতা, অপকথা, কুকথা	تَأْثِيمٌ
তোমাদের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা, যদি তারা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। (২৪:৩২)	وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا	লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা, সম্ভ্রম বাঁচানো	تَحَصُّنٌ
যে চিৎকার করছে যার সে কিছুই শুনতে পায়না। (২:১৭১)	الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ	চিৎকার করা, আর্তনাদ করা	نَعَقَ–يَنْعِقُ
সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (৩৫:৩৭)	وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ	আর্তনাদ করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্যের চিৎকার করা	اِصْطَرَخَ–يَصْطَرِخُ
এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা আর্তনাদ করবে। (২৩:৬৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ	আর্তনাদ করা, বিলাপ করা	جَأَرَ–يَجْأَرُ
গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে তাঁর আর্তনাদ করছে। (২৮:১৮)	الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ	আর্তনাদ করা	اسْتَصْرَخَ–يَسْتَصْرِخُ
তাদের জন্য সেখানে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ (১১:১০৬)	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ	আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস, কাতরকণ্ঠ	زَفِيرٌ
অতঃপর তাঁর স্ত্রী সামনে এলেন আর্তনাদের সাথে (৫১:২৯)	فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ	আর্তনাদ, চিৎকার	صَرَّةٌ
তাদের জন্য সেখানে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ (১১:১০৬)	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ	আর্তনাদ, গোঙানি, চিৎকার	شَهِيقٌ
নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর মৃত প্রাণী কে হারাম করেছেন।	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ	নিষিদ্ধ করা; সম্মানিত করা	حَرَّمَ–يُحَرِّمُ

(২:১৭৩)		২৭:৯১	
সকল পবিত্র বস্তু বৈধ করেছেন। (৭:১৫৭)	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	বৈধ করা; লঙ্ঘন করা, অসম্মান করা ১৪:২৮	أَحَلَّ–يُحِلُّ
শিকার বৈধকারী হইয়ো না যখন তোমরা মুহরিম অবস্থায় থাক। (৫:১)	مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ	বৈধকারী	مُحِلٌّ
নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর মৃত প্রাণী কে হারাম করেছেন। (২:১৭৩)	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ	মৃত প্রাণী, মৃত	مَيْتَةٌ
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কন্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায়। (৫:৩)	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ	গলা টিপে মারা পশু, কণ্ঠরোধে মৃতপ্রাণী, ফাঁস দিয়ে মারা পশু	مُنْخَنِقَةٌ
		প্রহারে নিহত, আঘাতে মৃত	مَوْقُوذَةٌ
		পতনে মরা পশু, ভূপাতিতপশু	مُتَرَدِّيَةٌ
		শিঙের আঘাতে নিহত প্রাণী	نَطِيحَةٌ
এবং যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (২:১৭৩)	وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ	উৎসর্গ করা, জবেহ করা	أَهَلَّ–يُهِلُّ
আর যারা কেতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। (২:১৭৬)	وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ	দূরবর্তী, চরম	بَعِيدٌ (بَعُدَ–يَبْعُدُ)
বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (২২:৩১)	تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ	দূরবর্তী, বহুদূর, দূরদূরান্ত	سَحِيقٌ

অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (১৯:২২)	فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا	দূরবর্তী ব্যবধান, তফাৎ, দূরত্ব	قَصِيٌّ
তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? ২৩:৩৬	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	বহুদূর, অনেক দূর, সুদূরপরাহত, অসম্ভব	هَيْهَاتٌ
তারা আসবে প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। (২২:২৭)	يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	দূরদূরান্ত, প্রত্যন্ত, গহীন,	عَمِيقٌ
নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৭:৫৬)	إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ	কাছে, নিকটে	قَرِيبٌ
আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। ৪০-১৮	وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ	আসন্ন, নিকটবর্তী	آزِفَةٌ
তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। (৩৪:৩৭)	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ	অধিক নিকটবর্তী, নৈকট্য, পদমর্যাদা	زُلْفَى
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২:১৭৩)	فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	ক্ষমাশীল	غَفُورٌ
পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। (৪০:৩)	غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ	ক্ষমাশীল	غَافِرٌ (ج) غَافِرُونَ
তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। (৩৮:৬৬)	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ	অতিশয় ক্ষমাশীল	غَفَّارٌ
নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৫৮;২)	وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ	ক্ষমাকারী, মার্জনাকারী	عَفُوٌّ
এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। (৩:১৩৪)	وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	ক্ষমাকারী, মাফকারী	عَافٍ (ج) عَافُونَ

আল্লাহ তাদের উপর আযাবদানকারী হবেন না যতক্ষণ তারা তাওবা করবে। (৮:৩৩)	وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	শাস্তিদাতা, আজাব দানকারী, দণ্ড প্রদানকারী	مُعَذِّبٌ (ج) مُعَذِّبُونَ
নিশ্চই আমি অপরাধীদের শাস্তিদাতা। (৩২:২২)	إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শাস্তিদাতা	مُنْتَقِمٌ (ج) مُنْتَقِمُونَ
আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্নীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। (২:১৭৭)	وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ	সাহায্যপ্রার্থী, প্রশ্নকারী	سَائِلٌ
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন (২২:৭৩)	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ	প্রার্থনাকারী, অন্বেষী	طَالِبٌ
এবং খাওয়াও অভাবগ্রস্থ এবং ভিক্ষুকদের। (২২:৩৬)	وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ	ভিক্ষুক, সাহায্যপ্রার্থী	مُعْتَرٌّ
এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী। (২:১৭৭)	وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ	দুঃখ, অভাব, বিপদ; শক্তি ৫৭:২৫; শাস্তি ৪০:২৯; যুদ্ধ ৩৩:১৮	بَأْسٌ، بَأْسَاءُ
যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (৫:৬৪)	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ	যুদ্ধ	حَرْبٌ
যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। (৩৩:২৫)	وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ	পরস্পরে হত্যা করা, যুদ্ধ বাঁধানো, যুদ্ধ লাগানো	قِتَالٌ
তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস এর বিধান	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ	কিসাস, সমহত্যা, হত্যার বদলায়	قِصَاصٌ

বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৭৮)	فِي الْقَتْلَى	হত্যা	
তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস এর বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৭৮)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى	নিহত ব্যক্তি	قَتِيْلٌ ج قَتْلَى
এবং তার প্রাপ্য ভালভাবে আদায় করবে। ২:১৭৮	وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ	প্রাপ্য	أَدَاءٌ
তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। ২:২৮৩	فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ	আদায় করা, প্রাপ্য দেয়া	أَدَّى-يُؤَدِّي
হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে। (২:১৭৯)	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ	বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি	لُبٌّ (ج) أَلْبَابٌ
তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে? (৫২:৩২)	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا	বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, বোধ	حِلْمٌ (ج) أَحْلَامٌ
নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (২০:৫৪)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ	জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা	نُهًى
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১৫:৭৫)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ	চিন্তাশীল, নিরীক্ষণকারী	مُتَوَسِّمٌ ج مُتَوَسِّمُونَ
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের। (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا	পক্ষপাতিত্ব, পাপপ্রবণ	جَنَفٌ
যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে। (৫-৩)	فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ	পক্ষপাতিত্বকারী, অন্যায়প্রবণ	مُتَجَانِفٌ
এইটিই বেশী সঙ্গত যেন তোমরা পক্ষপাতিত্ব না কর। (৪-৩)	ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا	পক্ষপাতিত্ব করা, পথচ্যুত হওয়া	عَالَ-يَعُولُ

তোমাদের উপর সিয়াম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৮৩)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ	রোজা, সিয়াম	صِيَامٌ
নিশ্চই আমি রহমানের জন্য একটি রোজা মানত করেছি। (১৯:২৬)	إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا	রোজা	صَوْمٌ
তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (২:১৮৪)	فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ	রোজা রাখা	صَامَ–يَصُومُ
পুরুষ রোজাদার এবং নারী রোজাদার। (৩৩:৩৫)	وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ	রোজাদার, সিয়াম পালনকারী	صَائِمٌ (ج) صَائِمُونَ (صَائِمَاتٌ)
ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬৬:৫)	عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا	রোজাদার মুসাফির, অনাহারে ভ্রমণকারী	سَائِحٌ (ج) سَائِحُونَ (سَائِحَاتٌ)
অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে, অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। (২:১৮৪)	فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ	সফর, ভ্রমণ	سَفَرٌ (ج) أَسْفَارٌ
তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। (১৬:৮০)	تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ	ভ্রমণ, সফর, পর্যটন, যাত্রা	ظَعْنٌ
তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬:২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	সফর, পর্যটন, বাণিজ্যিক ভ্রমণ, কাফেলা	رِحْلَةٌ
সফরের অবস্থা ছাড়া। (৪:৪৩)	إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ	মুসাফির, অতিক্রমকারী	عَابِرٌ ج

			عَابِرُونَ
আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। (২:১৮৪)	وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ	সাধ্যাতীত হওয়া, কষ্টকর হওয়া	أَطَاقَ–يُطِيقُ
অতএব কুরআন থেকে যতটা তোমাদের জন্য সহজ ততটা পড়তে থাকো (৭৩:২০)	فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ	সহজ হওয়া, স্বচ্ছন্দ হওয়া	تَيَسَّرَ–يَتَيَسَّرُ
যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজে পাওয়া যায়। (২:১৯৬)	فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ	সহজ হওয়া, স্বচ্ছন্দ হওয়া	اِسْتَيْسَرَ–يَسْتَيْسِرُ
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান। (২:১৮৫)	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ	সহজতা	يُسْرٌ
আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। (৯২:৭)	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ	সহজ, সুসাধ্য, অনায়াস, স্বস্তি, শিথিলতা, মৃদুতা	يُسْرَى
নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৯৪:৬)	إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	কষ্ট, দূর্দশা, অভাব	عُسْرٌ، عُسْرَةٌ
আমরা তার জন্য সুগম করে দেব কঠিনতর পথ। (৯২:১০)	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ	কঠিনতর, কষ্টকর	عُسْرَى
তোমরা পৌছাতে পারতে না নিজেদের পরিশ্রম ছাড়া। (১৬:৭)	لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ	কষ্ট, পরিশ্রম	شِقٌّ
রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (২:১৮৭)	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ	সহবাস	رَفَثٌ
সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখেছেন তা	فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ	সহবাস করা	بَاشَرَ–يُبَاشِرُ

কামনা কর। (২:১৮৭)			
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আলিঙ্গন করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। (৭:১৮৯)	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا	ঢেকে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা, আলিঙ্গন করা, সহবাস করা	تَغَشَّى – يَتَغَشَّى
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। (৫৮:৩)	فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا	সহবাস করা	تَمَاسَّ – يَتَمَاسُّ
অথবা যদি নারীদের সাথে সহবাস কর আর পানি না পেয়ে থাক তখন তায়াম্মুম করে নাও। (৪:৪৩)	أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا	সহবাস করা	لَامَسَ – يُلَامِسُ
তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। (২:১৮৭)	هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ	পোশাক	لِبَاسٌ
অথবা তাদের জামাকাপড় কিংবা একটি দাসকে মুক্তি দিবে। (৫:৮৯)	أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ	পোশাক, পরিচ্ছদ, পরিধেয়	كِسْوَةٌ
আমরা নাযিল করেছি তোমাদের জন্য পোশাক ও সাজসজ্জার বস্ত্র। (৭:২৬)	قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا	সৌন্দর্যের পোশাক, সাজসজ্জার বস্ত্র	رِيشٌ
জেনে রাখ, যখন তারা তাদের কাপড় দ্বারা আবৃত করে তখন ও তিনি জানেন তারা যা গোপন এবং যা প্রকাশ্য। (১১:৫)	أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ	কাপড়, পোশাক, জামা	ثَوْبٌ (ج) ثِيَابٌ
তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে আসলো। (১২:১৮)	وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ	কামিজ, কুর্তা, জামা	قَمِيصٌ
তোমাদের জন্যে দিয়েছেন পোশাক, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং	وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ	পোশাক-পরিচ্ছদ, জামা-কাপড়,	سِرْبَالٌ (ج)

بِپদের সময় রক্ষা করে। (১৬:৮১)	تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ	পরিধেয় বস্ত্র	سَرَابِيلُ
এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। ১৬:১৪	وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا	পরিধান করা, গায়ে দেয়া	لَبِسَ–يَلْبَسُ
অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। ২৩:১৪	فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا	পরিধান করানো, পরানো	كَسَا–يَكْسُو
এখানে তোমার জন্য এই যে তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না (২০:১১৮)	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ	বস্ত্রহীন হওয়া	عَرِيَ–يَعْرَى
যতক্ষন না প্রকাশিত হয় কাল সুতা থেকে সাদা সুতা। (২:১৮৭)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ	সুতা	خَيْطٌ
তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে (১৬-৯২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ	সুতা	غَزْلٌ
এটি আল্লাহর সীমারেখা, অতএব এর কাছেও যেও না। (২:১৮৭)	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا	সীমারেখা, নির্দেশাবলী, ন্যায়ানুগ শাস্তি	حَدٌّ (ج) حُدُودٌ
শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (২:১৮৮)	وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ	কথা পাড়া; ঝুলিয়ে দেওয়া, নামিয়ে দেওয়া ১২:১৯	أَدْلَى–يُدْلِي
শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (২:১৮৮)	وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ	বিচারক	حَكَمٌ (ج) حُكَّامٌ

তিনিই শ্রেষ্ট বিচারক। (৭:৮৭)	وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ	বিচারক	حَاكِمٌ (ج) حَاكِمُونَ، حُكَّامٌ
এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৬:৫৭)	وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ	বিচারক, মীমাংসাকারী	فَاصِلٌ (ج) فَاصِلُونَ
আর আপনি শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৭:৮৯)	وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ	বিচারক, মীমাংসাকারী	فَاتِحٌ (ج) فَاتِحُونَ
তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। ৩৪:২৬	وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ	শ্রেষ্ঠ বিচারক	فَتَّاحٌ
অতএব আপনি ফয়সালা করেদিন, যেহেতু আপনি ফয়সালাকারী। (২০:৭২)	فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ	কাজি, বিচারক, ফয়সালাকারী, মীমাংসাকারী,	قَاضٍ
হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। ৬৯:২৭	يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ	চূড়ান্ত ফয়সালা, মৃত্যু	قَاضِيَةٌ
তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (২৭:৩২)	مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ	চূড়ান্ত, কর্তনকারী, অকাট্য	قَاطِعَةٌ
তারা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:১৮৯)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ	চাঁদ, নতুন চাঁদ	هِلَالٌ (ج) أَهِلَّةٌ
চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। (৩৬:৩৯)	وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ	চাঁদ	قَمَرٌ
এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। (৭১:১৬)	وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا	সূর্য	شَمْسٌ
সে একটি তারকা দেখতে পেল। (৬-৭৬)	رَأَىٰ كَوْكَبًا	নক্ষত্র	كَوْكَبٌ ج كَوَاكِبُ

যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (৮১-২)	وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ	নক্ষত্র; গুল্ম	نَجْمٌ ج نُجُومٌ
তিনি শিরা নক্ষত্রের মালিক।(৫৩-৪৯)	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ	লুব্ধক তারা, শি'রা নক্ষত্র	الشِعْرَى
এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। (২:১৯০)	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	যুদ্ধ করা	قَاتَلَ-يُقَاتِلُ (قِتَالٌ)
সে আগে থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে। (৯:১০৭)	حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ	যুদ্ধ করা, লড়াই করা, অস্ত্রধারণ করা	حَارَبَ-يُحَارِبُ
যদি আল্লাহ না চাইতেন তারা লড়াই করত না। (২:২৫৩)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا	পরস্পর লড়াই করা	اقْتَتَلَ-يَقْتَتِلُ
আর তারা যদি থেমে যায়, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। (২:১৯২)	فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	বিরত হওয়া, থেমে যাওয়া	اِنْتَهَى-يَنْتَهِي
এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। (১১:৪৪)	وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي	বন্ধ করা, ক্ষান্ত হওয়া	أَقْلَعَ-يُقْلِعُ
আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। (১৮:১০৯)	لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي	ফুরিয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হওয়া	نَفِدَ-يَنْفَدُ (نَفَادٌ)
তোমার পালনকর্তার নিকট শেষ গন্তব্য। (৭৯:৪৪)	إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا	গন্তব্য, শেষপ্রান্ত	مُنْتَهَى
অতএব, তোমরা এখন কি বিরত হবে? (৫:৯১)	فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ	বর্জনকারী, যে বিরত থাকে	مُنْتَهٍ (ج) مُنْتَهُونَ
সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। (২:১৯৪)	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ	সম্মানিত, পবিত্র	حَرَمٌ
আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। (২:১৯৪)	وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ	সম্মানিত, পবিত্র	حُرْمَةٌ (ج)

حُرُمَاتٌ			
حَلَقَ–يَحْلِقُ	চেঁছে ফেলা, মুণ্ডন করা	وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ	এবং তোমরা মাথা মুণ্ডন করবেনা। (২:১৯৬)
مُحَلِّقٌ (ج) مُحَلِّقُونَ	মাথা মুণ্ডনকারী, মস্তকমুণ্ডিত	لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ	আল্লাহ চাইলে, তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (৪৮:২৭)
مُقَصِّرٌ ج مُقَصِّرُونَ	ছোটকারী, খাটকারী	مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ	মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (৪৮:২৭)
مَحِلٌّ	কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট স্থান	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ	যতক্ষণ না কোরবাণীর জন্য যথাস্থানে পৌছে যাবে। (২:১৯৬)
بَلَغَ–يَبْلُغُ	পৌঁছা, পাওয়া	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ	যতক্ষণ না কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌছে যাবে। (২:১৯৬)
وَصَلَ–يَصِلُ	পৌঁছা; সংযুক্ত করা ১৩:২১	فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ	যখন দেখলেন যে, তার দিকে তাদের হাত পৌছাচ্ছে না। (১১:৭০)
وَرَدَ–يَرِدُ	পৌঁছা, অবতরণ করা, পানির কাছে আসা	وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً	যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন। (২৮:২৩)
بَالِغٌ (بَالِغَةٌ) (ج) بَالِغُونَ	পৌঁছা; চূড়ান্তে উপনীত, অকাট্য, সুদৃঢ়	وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ	কিন্তু সেটি তার পর্যন্ত পৌঁছে না। (১৩:১৪)
هَدْيٌ	কুরবানির পশু, উৎসর্গিত প্রাণী	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ	যতক্ষণ না কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌছে যাবে। (২:১৯৬)
بَدَنَةٌ (ج) بُدْنٌ	হাজ্জের কুরবানির জন্য উট বা গরু	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن	আর হাজ্জের কুরবানির জন্য উটকে আমি আল্লাহর নিদর্শনাবলি

করেছি তোমাদের জন্য। (২২:৩৬)	شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ		
আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। (৩৭:১০৭)	وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ	জবাইয়ের পশু, উৎসর্গিত প্রাণী, জবাইযোগ্য	ذِبْحٌ
কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে (২:১৯৬)	أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ	অসুস্থতা; কষ্ট ২:২৬৪; প্রচণ্ডতা ৪:১০২;	أَذًى
বিপদ-আপদ বিহীন। (৪:৯৫)	غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ	ক্ষতি, অনিষ্ট, অক্ষমতা	ضَرَرٌ
শয়তান আমাকে স্পর্শ করেছে অশান্তি ও কষ্ট দ্বারা। (৩৮:৪১)	أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ	অশান্তি	نُصْبٌ
সুতরাং তার খেসারত সিয়াম দ্বারা, কিংবা দান দ্বারা কিংবা উৎসর্গ দ্বারা। (২:১৯৬)	فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ	দান	صَدَقَةٌ (ج) صَدَقَاتٌ
তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً	খরচাপাতি, ব্যয়, খরচ	نَفَقَةٌ (ج) نَفَقَاتٌ
সুতরাং তার খেসারত সিয়াম দ্বারা, কিংবা দান দ্বারা কিংবা উৎসর্গ দ্বারা। (২:১৯৬)	فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ	উৎসর্গ, কুরবানি; ইবাদতের বিধানাবলি	نُسُكٌ
যা তারা ব্যয় করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য। (৯:৯৯)	مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ	নৈকট্য	قُرْبَةٌ (ج) قُرْبَاتٌ
তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবে যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে। (৩:১৮৩)	يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ	কুরবানী, উৎসর্গ, নৈকট্যার্থে, নৈকট্যের আশায়	قُرْبَانٌ
এই হচ্ছে পূর্ণ দশ দিন। (২:১৯৬)	تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ	পূর্ণ	كَامِلٌ، كَامِلَةٌ
হে ঈমানদার গন! তোমরা	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	সম্পূর্ণ, সবাই,	كَافَّةٌ

পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (২:২০৮)	ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً	পুরাপুরি	
এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। (২:১৯৬)	ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	বাসিন্দা, অবস্থানকারী, উপস্থিত, বিদ্যমান	حَاضِرٌ (حَاضِرَةٌ) (ج) حَاضِرُونَ
আর তুমি মাদইয়ান অধিবাসীদের মধ্যে ছিলে না। (২৮:৪৫)	وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ	অবস্থানকারী, বাসিন্দা, অধিবাসী	ثَاوٍ
এবং নূহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (৭১:২৬)	وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا	গৃহবাসী, বাসিন্দা	دَيَّارٌ
তারা সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (৭৮:২৩)	لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا	অবস্থানকারী, বাসিন্দা, বাসকারী, অধিবাসী	لَابِثٌ (ج) لَابِثُونَ
তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (১৮:৩)	مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا	অবস্থানকারী, বাসিন্দা	مَاكِثٌ (ج) مَاكِثُونَ
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (২:১৯৭)	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ	পাথেয় নেয়া	تَزَوَّدَ–يَتَزَوَّدُ
এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২:২০১)	وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ	রক্ষা করা, নিজেকে বাঁচানো, সামলে চলা	وَقَى–يَقِي
বল, কে তোমাদের আল্লাহ হতে নিষ্কৃতি দিবে (৩৩:১৭)	قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ	রক্ষা করা, হেফাজত করা, বাচানো	عَصَمَ–يَعْصِمُ

বল, কে তোমাদের দিনে এবং রাতে হেফাজত করবে রহমান থেকে? (২১:৪২)	قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ	হেফাজত করা, রক্ষা করা, নিরাপদ রাখা	كَلَأَ–يَكْلَأُ
বলুনঃ আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ৭২:২২	قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ	আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা, প্রতিবেশী বানানো	أَجَارَ–يُجِيرُ
যেন তোমাদের বিপদের সময় রক্ষা করে। (২১:৮০)	لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ	রক্ষা করা, আত্মসংবরণ করা; বিয়ে দেয়া ৪:২৫	أَحْصَنَ–يُحْصِنُ
তারা তাদের নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না এবং না আমার পক্ষ থেকে কোন সাহায্যকারীও পাবেনা। (২১;৪৩)	لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ	সঙ্গী বানানো, সঙ্গ দেওয়া, সাহায্য করা	أَصْحَبَ–يُصْحِبُ
আমি একে হেফাজত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে। (১৫:১৭)	وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ	রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা	حَفِظَ–يَحْفَظُ (حِفْظٌ)
তারা তাদের স্বলাতের প্রতি যত্নশীল। (৬:৯২)	وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ	যত্নবান হওয়া, রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা	حَافَظَ–يُحَافِظُ
আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। (২২:৩৮)	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا	রক্ষা করা, প্রতিহত করা, দূর করা	دَافَعَ–يُدَافِعُ
আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২:২০২)	وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ	দ্রুত	سَرِيعٌ ج سِرَاعٌ
মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২১:৩৭)	خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ	ত্বরাপ্রবণ, তরাশীল	عَجَلٌ
মানুষ তো খুবই শীঘ্রকারী। (১৭:১১)	وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا	ত্বরাপ্রবণ, তরাশীল	عَجُولٌ

তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। (৭:৫৪)	يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا	দ্রুত, ক্ষিপ্র	حَثِيثٌ
তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। (৪:৬)	وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا	তড়িঘড়ি, দ্রুত	بِدَارٌ
এবং দ্রুত তোমাদের কাছে চলে আসে। (৩:১২৫)	وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ	তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাত	فَوْرٌ
আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২:২০২)	وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ	হিসাব, গণনা	حِسَابٌ، حُسْبَانٌ
আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। (২:২৮৪)	يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ	হিসাব নিকাশ করা,	حَاسَبَ–يُحَاسِبُ
তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন। (৭২:২৮)	وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا	হিসাব করা, গণনা করা	أَحْصَى–يُحْصِي
যাতে তোমরা জানতে পারো বৎসরের গণনা (১০:৫)	لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ	গণনা, সংখ্যা	عَدَدٌ
বলুনঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। ১৮:২২	قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم	সংখ্যা; মেয়াদ, নির্ধারিত সময় ২:১৮৫; নারীদের ইদ্দত ৬৫:১	عِدَّةٌ
তোমরা যা গণনা কর তাতে হাজার বছর (১৪:৩৫)	أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ	গণ্য করা, গোনা, হিসাবকরা	عَدَّ–يَعُدُّ (عَدٌّ)
যে সম্পদ জমা করেছে এবং তা গুনে গুনে রাখছে (১০৪:২)	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ	গুনে রাখা, গুনে গুনে রাখা	عَدَّدَ–يُعَدِّدُ
সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে তাদের উপরে কোন মেয়াদ পূর্ণ করবার থাকবে না (৩৩:৪৯)	فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا	গণনা করা, গুনে পূর্ণ করা	اِعْتَدَّ–يَعْتَدُّ

সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করুন গণনাকারীদের (২৩:১১৩)	فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ	গণনাকারী, হিসাবকারী	عَادٌّ ج عَادُّونَ
দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। ১৮:১২	أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا	অধিক হিসাবী	أَحْصَىٰ
হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (২১:৪৭)	وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ	হিসাবরক্ষক, গণনাকারী	حَاسِبٌ ج حَاسِبُوْنَ؛ حَسِيبٌ
যে তাড়াহুড়া করবে দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। (২:২০৩)	فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	তাড়াহুড়ো করা	تَعَجَّلَ–يَتَعَجَّلُ
আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (২০:৮৪)	وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ	তাড়াহুড়া করা, তাড়াতাড়ি করা	عَجِلَ–يَعْجَلُ
যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (১৮:৫৮)	لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ	তাড়াতাড়ি দেয়া	عَجَّلَ–يُعَجِّلُ
হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কে? (২০:৮৩)	وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ	তাড়াহুড়া করানো, তরা করতে বলা, দ্রুত করতে বলা	أَعْجَلَ–يُعْجِلُ
তারা তোমার কাছে আযাব তাড়াতাড়ি কামনা করে। (২৯:৫৩)	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ	ত্বরা কামনা করা, শীঘ্রতা কামনা করা,	اِسْتَعْجَلَ–يَسْتَعْجِلُ (اِسْتِعْجَالٌ)
আমি তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। (২৩:৫৬)	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ	দৌড়ানো, ছুটে যাওয়া,	سَارَعَ–يُسَارِعُ

		দ্রুতগতিতে চলা	
আর যে লোক থেকে যাবে তাঁর উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। (২:২০৩)	وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	পিছিয়ে পড়া; বিলম্বিত করা ২:২০৩	تَأَخَّرَ–يَتَأَخَّرُ
তাদের কাছ থেকে আযাবকে স্থগিত রাখি। ১১:৮	أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ	স্থগিত রাখা; অবকাশ দেয়া ৬৩:১০; রেখে যাওয়া, পিছে ফেলা ৮২:৫	أَخَّرَ–يُؤَخِّرُ
যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহুর্ত পিছে যেতে পারবে না। (৭:৩৪)	فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً	বিলম্বিত করা, পিছিয়ে পড়া	اِسْتَأْخَرَ–يَسْتَأْخِرُ
প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২:২০৪)	وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ	ঝগড়াটে, কলহপ্রিয়	أَلَدُّ (ج) لُدٌّ
বস্তুতঃ তারা হল এক বিবাদমান সম্প্রদায়। (৪৩:৫৮)	بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ	বিবাদমান পক্ষ, শত্রু, কলহপ্রবণ, ঝগড়াটে	خَصِمٌ، خَصِيمٌ (ج) خَصِمُونَ
তোমার কাছে কি দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে। (৩৮:২১)	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ	দাবীদার	خَصْمٌ
একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে। (৩৯:২৯)	رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ	পরস্পর বিরোধী, হিংসুক	مُتَشَاكِسٌ (ج) مُتَاشَاكِسُونَ
এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। (২:২০৫)	وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ	ধ্বংস করা; মৃত্যু দেয়া ৪৫:২৪	أَهْلَكَ–يُهْلِكُ
প্রত্যেককেই সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (২৫:৩৯)	وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا	ধ্বংস করা, বিনাশ করা	تَبَّرَ–يُتَبِّرُ (تَتْبِيْرٌ)
তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে ধ্বংস করছিল। (৫৯:২)	يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ	নষ্ট করা, ধ্বংস করা, বিনাশ করা, খারাপ করা	أَخْرَبَ–يُخْرِبُ

তাদের রব তাদের উপর ধ্বংসলীলা চালায়। (৯১:১৪)	فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم	ধ্বংস করা, ধ্বংসলীলা চালানো,	دَمْدَمَ–يُدَمْدِمُ
তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (২৭:৫১)	دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ	ধ্বংস করা, বিলুপ্ত করা, বিনাশ করা	دَمَّرَ–يُدَمِّرُ (تَدْمِيرٌ)
সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় অকেজোই করে দিয়েছিলে। (৩৭:৫৬)	قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ	অকেজো করা, অচল করা, ধ্বংস করা	أَرْدَى–يُرْدِي
তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধবংস করে দেবেন। (২০:৬১)	فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ	ধ্বংস করা, বিনাশ করা, বিলীন করা	أَسْحَتَ–يُسْحِتُ
আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি। (২১:১১)	وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ	ধ্বংস করা, লণ্ডভণ্ড করা	قَصَمَ–يَقْصِمُ
অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৪২:৩৪)	أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ	ধ্বংস করা, বিনাশ করা, বিলীন করা	أَوْبَقَ–يُوبِقُ
এরাই তারা যারা শাস্তিযোগ্য হয়েছে তাদের অর্জনের কারনে। (৬:৭০)	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا	কোন কাজের শাস্তিস্বরূপ দেয়া	أَبْسَلَ–يُبْسِلُ
আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, (২২:৪০)	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	ধ্বংস করা, বিধ্বস্ত করা, চুরমার করা, ভেঙে ফেলা, ভূমিস্মাৎ করা	هَدَّمَ–يُهَدِّمُ
পার্থিব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উম্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। (২:২১২)	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا	সুসজ্জিত করা, মোহনীয় করা	زَيَّنَ–يُزَيِّنُ

এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো। (১০;২৪)	إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ	সজ্জিত হওয়া, অলঙ্কৃত হওয়া	ازَّيَنَ–يَزَّيَّنُ
বরং তোমরা নিজেরা একটা কথা সাজিয়েছ। ১২:১৮	بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا	বানিয়ে বলা, অতিরঞ্জিত করা, প্রলুব্ধ করা	سَوَّلَ–يُسَوِّلُ
এবং তাদেরকে পরিধান করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ। (৭৬-২১)	وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ	অলঙ্কৃত করা, সজ্জিত করা	حَلَّى–يُحَلِّي
তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে (২:২১৪)	مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا	প্রকম্পিত হওয়া, ভূমিকম্প	زَلْزَلَ–يُزَلْزِلُ (زِلْزَالٌ، زَلْزَلَةٌ)
তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, যখন তা কাঁপতে থাকবে। (৬৭:১৬)	أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ	প্রলয় সৃষ্টি হওয়া, তরঙ্গিত হওয়া, প্রকম্পিত হওয়া	مَارَ–يَمُورُ (مَوْرٌ)
যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ। (৭৩:১৪)	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	কাঁপা, প্রকম্পিত হওয়া, ভূমিকম্প হওয়া	رَجَفَ–يَرْجُفُ (رَجْفَةٌ)
যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী। (৫৬:৪)	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا	কাঁপা, কম্পিত হওয়া	رَجَّ–يَرُجُّ (رَجٌّ)
যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, ৭৯:৬	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ	প্রকম্পনকারী	رَاجِفَةٌ
তাদের পশম খাড়া হয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। (৩৯:২৩)	تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ	পশম খাড়া হওয়া, শিউরে ওঠা, কেঁপে উঠা	اقْشَعَرَّ–يَقْشَعِرُّ
তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ	অপছন্দনীয়	كُرْهٌ

		وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ	অপছন্দনীয়। (২:২১৬)
مَكْرُوهٌ	ঘৃণিত, অপ্রিয়	كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا	এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (১৭:৩৮)
مَقْتٌ	জঘন্য, বিরক্তিকর, ঘৃণিত	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই ঘৃণিত। (৬১:৩)
اِسْتَطَاعَ– يَسْتَطِيعُ	সক্ষম হওয়া	حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا	যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। (২:২১৭)
عَجَزَ–يَعْجِزُ	অক্ষম হওয়া, অপারগ হওয়া	قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ	সে বলল, আফসোস আমি অক্ষম হলাম। (৫:৩১)
عَيِيَ–يَعْيَى	অক্ষম হওয়া	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ	আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? (৫০:১৫)
هَاجَرَ–يُهَاجِرُ	হিজরত করা, স্বদেশ ত্যাগ করা	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে। (২:২১৮)
مُهَاجِرٌ (ج) مُهَاجِرُونَ (مُهَاجِرَاتٌ)	হিজরতকারী, দেশত্যাগী	وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي	সে বলল, নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিপালকের দিকে একজন হিজরতকারী। (২৯:২৬)
مَيْسِرٌ	জুয়া	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ	তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:২১৯)
مَنْفَعَةٌ (ج) مَنَافِعُ	উপকারিতা, লাভ	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ	বল, এদুয়ের মাঝে আছে বড় ক্ষতি এবং কিছু উপকারিতা। (২:২১৯)
ضَيْرٌ	ক্ষতি	قَالُوا لَا ضَيْرَ	তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। (২৬:৫০)

অপরের অনিষ্টকারী না হয়ে। (৪:১২)	غَيْرَ مُضَارٍّ	ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী	مُضَارٌّ
আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে। (২:২১৯)	وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ	উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত	عَفْوٌ
এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। (১৭:৭৯)	نَافِلَةً لَّكَ	অতিরিক্ত	نَافِلَةٌ
যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। (২:২১৯)	وَلَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ	চিন্তাভাবনা করা	تَفَكَّرَ–يَتَفَكَّرُ
সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে। (৭৪:১৮)	إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ	চিন্তা করা	فَكَّرَ–يُفَكِّرُ
তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? (৪৭:২৪)	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ	চিন্তা করা, গভীরধ্যান করা	تَدَبَّرَ–يَتَدَبَّرُ (اِدَّبَرَ–يَدَّبَّرُ)
আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। (২:২২১)	وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ	বিয়ে করা	نَكَحَ–يَنْكِحُ (نِكَاحٌ)
যদি নাবী চায় তাকে বিয়ে করতে। (৩৩:৫০)	إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا	বিয়ে করতে চাওয়া	اِسْتَنْكَحَ–يَسْتَنْكِحُ
সে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে দিতে চাই। (২৮:২৭)	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ	বিয়ে দেয়া	أَنْكَحَ–يُنْكِحُ
আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের উপর কোন অসুবিধা না থাকে। (৩৩:৩৭)	زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ	বিয়ে দেয়া, জোড়া মিলানো	زَوَّجَ–يُزَوِّجُ
অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, সে তাঁর জন্য হালাল নয়।	فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ	তালাক দেয়া	طَلَّقَ–يُطَلِّقُ

(২:২৩০)			
যদি তারা তালাকের সংকল্প করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী। (২:২২৭)	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ	طَلَاقٌ
এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য কিছু ভরণ পোষণ। (২:২৪২)	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ	তালাকপ্রাপ্ত নারী	مُطَلَّقَةٌ (ج) مُطَلَّقَاتٌ
আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। (২:২২২)	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ	মাসিক, ঋতু	مَحِيضٌ
আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিকের সময়কাল পর্যন্ত। (২:২২৮)	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ	মাসিকের সময়কাল, পবিত্রতা	قُرْءٌ (ج) قُرُوءٌ
এবং তারা যাদের মাসিক হয়নি। (৬৫:৪)	وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ	মাসিক হওয়া, ঋতুস্রাব হওয়া	حَاضَ–يَحِيضُ
তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। (২:২২২)	وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ	পবিত্র হওয়া	طَهُرَ–يَطْهُرُ
যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে পবিত্রতা অর্জন করে নাও। (৫:৬)	وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا	পবিত্রতা অর্জন করা	تَطَهَّرَ–يَتَطَهَّرُ (يَطَّهَّرُ)
নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন। (২:২২২)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ	পবিত্রতা অবলম্বনকারী	مُتَطَهِّرٌ (ج) مُتَطَهِّرُونَ
আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (৯:১০৮)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী, আত্মশুদ্ধিকারী	مُطَّهِّرٌ (ج) مُطَّهِّرُونَ
এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। ৭৪:৫	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	পাপ, অপবিত্রতা, মূর্তি, মূর্তিপূজা	رُجْزٌ

আল্লাহর কাছে অজুহাত দিওনা। (২:২২৪)	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً	অজুহাত, প্রতিবন্ধকতা, ঢাল, লক্ষ্যবস্তু	عُرْضَةٌ
আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (১৮:৭৬)	قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا	ওজর, বাহানা, কৈফিয়ত, জবাবদিহি	عُذْرٌ، مَعْذِرَةٌ
যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (৭৫:১৫)	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ	ওজর, বাহানা, ছল, অজুহাত	مِعْذَارٌ (ج) مَعَاذِيرُ
আল্লাহর কাছে তোমাদের শপথ এর ব্যপারে অজুহাত দিওনা। (২:২২৪)	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ	শপথ; ডানদিক ৩৪:১৫	يَمِينٌ (ج) أَيْمَانٌ
নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ-যদি তোমরা জানতে। (৫৬:৭৬)	وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ	কসম, শপথ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, হলফ	قَسَمٌ
তোমরা যে মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। (২:২৭০)	نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ	মানত, উৎসর্গ	نَذْرٌ (ج) نُذُورٌ
তাদের কেউ কেউ তার সময় শেষ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। ৩৩:২৩	فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ	নির্ধারিত সময়/ দায়িত্ব, মানত	نَحْبٌ
তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না। (২:২২৫)	لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ	আজেবাজে, অনর্থক, বেহুদা	لَغْوٌ
সেখানে শুনবেনা কোন অনর্থক কথা। (৮৮:১১)	لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً	বকবকানি, অসার কথা	لَاغِيَةٌ
এবং এটা অহেতুক নয়। (৮৬:১৪)	وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ	মিছামিছি, খামাখা, বাজে কথা, কৌতুক, তামাশা	هَزْلٌ
অতঃপর তাদের ছেড়ে দিন তাদের	ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ	বাজেকথায় লিপ্ত	خَوْضٌ

বাজেকথা আর খেলাধুলার মধ্যে। (৬:৯১)	يَلْعَبُونَ	হওয়া	
যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (২:২২৬)	لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ	স্ত্রী ত্যাগের কসম করা, সহবাস না করার শপথ করা	آلَى–يُؤْلِي
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদার অধিকারী, তারা যেন কসম না খায়। (২৪:২২)	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ	কসম করা, শপথ করা, হলফ করা	اِئْتَلَى–يَأْتَلِي
তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (৯:৫৬)	وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ	শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা, কসম করা	حَلَفَ–يَحْلِفُ
অতঃপর আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের দুজনের সাক্ষ্যর চাইতে অধিক সত্য। (৫:১০৭)	فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا	কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা	أَقْسَمَ–يُقْسِمُ
সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। (৭:২১)	وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ	কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা	قَاسَمَ–يُقَاسِمُ
তারা বলল, শপথ কর আল্লাহর নামে। (২৭:৪৯)	قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ	পরস্পরে শপথ করা, অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া	تَقَاسَمَ–يَتَقَاسَمُ
আমি আল্লাহর উদ্দেশে একটি রোযা মানত করছি। (১৯;২৬)	إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا	মানত করা	نَذَرَ–يَنْذِرُ
আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ৬৬:২	قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ	শপথ প্রত্যাহার করা, কসম বাতিল করা	تَحِلَّةٌ
তুমি তার আনুগত্য করবেন না, যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। (৬৮:১০)	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ	অত্যধিক শপথকারী	حَلَّافٌ

যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (২:২২৬)	لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ	অবকাশ	تَرَبُّصٌ
এবং যদি অসুবিধায় থাকে তাহলে সহজতার দিকে তাকাবে। (২:২৮০)	وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ	অবকাশ, সুযোগ	نَظِرَةٌ
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا	সুযোগ, অবকাশ; কিছু দিন	رُوَيْدٌ
কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (৩৮:১৫)	وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ	বিরতি, বিরাম	فَوَاقٌ
যদি তারা তালাকের সংকল্প করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী। (২:২২৭)	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	সংকল্প করা, মনস্থির করা, সিদ্ধান্ত নেয়া	عَزَمَ–يَعْزِمُ (عَزْمٌ)
তারা কি কোন পরিকল্পনা করেছে? নিশ্চয়ই আমিই চূড়ান্ত পরিকল্পনাকারী। (৪৩:৭৯)	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ	পরিকল্পনা করা, সংকল্প করা, চূড়ান্ত করা	أَبْرَمَ–يُبْرِمُ
আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করল। (৬৮:২৫)	وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ	আক্রোশ/ অস্বীকার/ নিবৃত্ত/ ফসল সংগ্রহ	حَرْدٌ
তারা কি কোন পরিকল্পনা করেছে? নিশ্চয়ই আমিই চূড়ান্ত পরিকল্পনাকারী। (৪৩:৭৯)	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ	পরিকল্পনাকারী, সংকল্পকারী, চূড়ান্তকারী	مُبْرِمٌ (ج) مُبْرِمُونَ
আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিকের সময়কাল পর্যন্ত। (২:২২৮)	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ	অপেক্ষা করা	تَرَبَّصَ–يَتَرَبَّصُ

তারা কি অপেক্ষা করছে? (১০:১১০)	فَهَلْ يَنتَظِرُونَ	অপেক্ষা করা	اِنْتَظَرَ–يَنْتَظِرُ
আমার কথার অপেক্ষা করেনি। (২০:৯৪)	وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي	অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা; মর্যাদা দেয়া, গ্রাহ্য করা ৯:৮	رَقَبَ–يَرْقُبُ
অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে। (৪৪:১০)	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ	অপেক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ করা	اِرْتَقَبَ–يَرْتَقِبُ
বল, তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৫২:৩১)	قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ	প্রতীক্ষমাণ, প্রত্যাশী, অপেক্ষাকারী	مُتَرَبِّصٌ (ج) مُتَرَبِّصُونَ
এবং বাকিরা প্রতিক্ষিত আল্লাহর আদেশের জন্য, হয়ত তাদের আযাব দিবেন হবে অথবা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। (৯:১০৬)	وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ	আশান্বিত, প্রতীক্ষিত, বিলম্বিত	مُرْجَى (ج) مُرْجَوْنَ
অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে। (৪৪:৫৯)	فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ	অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষমাণ	مُرْتَقِبٌ (ج) مُرْتَقِبُونَ
অপেক্ষা কর, আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। (১০:২০)	فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ	অপেক্ষাকারী, অপেক্ষমাণ	مُنْتَظِرٌ (ج) مُنْتَظِرُونَ
আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। (১৫:৩৭)	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ	অবকাশপ্রাপ্ত, সুযোগপ্রাপ্ত	مُنْظَرٌ (ج) مُنْظَرُونَ
তাদের জন্য বৈধ নয়, আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা। (২:২২৮)	وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ	বৈধ হওয়া; আপতিত হওয়া;	حَلَّ–يَحِلُّ
তাদের জন্য বৈধ নয়, আল্লাহ যা	وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ	গর্ভ, জরায়ু,	رَحِمٌ (ج)

তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা। (২:২২৮)	مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ	আত্মীয়তা	أَرْحَامٌ
এবং পুরুষের জন্য তাদের উপর মর্যাদা রয়েছে। (২:২২৮)	وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ	মর্যাদা, পর্যায়, স্তর, ক্রম	دَرَجَةٌ ج دَرَجَاتٌ
নিশ্চয়ই তোমরা উন্নীত হবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে। (৮৪:১৯)	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ	স্তর, পর্যায়	طَبَقٌ
অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরে (৭১:১৪)	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا	পর্যায়, স্তর/ প্রকার/ অবস্থা/ আকৃতি	طَوْرٌ ج أَطْوَارٌ
অতঃপর ভালোভাবে রাখবে কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। (২:২২৯)	فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ	ধরে রাখা, আটকে রাখা; বিরত রাখা	إِمْسَاكٌ (أَمْسَكَ– يُمْسِكُ)
শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। (৪-৮৪)	عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا	নিবৃত রাখা, টেনে ধরা	كَفَّ–يَكُفُّ
তাই তাদের নিবৃত রাখলেন। ৯:৪৬	فَثَبَّطَهُمْ	বিরত রাখা, নিরস্ত করা	ثَبَّطَ–يُثَبِّطُ
তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে (আযাব) ঠেকিয়ে রাখছে? ১১:৮	لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ	বন্দি করা, আটকানো, বাধা দেয়া	حَبَسَ–يَحْبِسُ
যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। ২:১৯৬	فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ	আবদ্ধ করা, আটক করা	أَحْصَرَ–يُحْصِرُ
তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (৩৯:৩৮)	هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ	আটককারী, আবদ্ধকারী, বাধাদাতা	مُمْسِكٌ ج (مُمْسِكَاتٌ)

অতঃপর ভালোভাবে রাখবে কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। (২:২২৯)	فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ	বিদায় দেয়া, ছেড়ে দেয়া	تَسْرِيحٌ (سَرَّحَ– يُسَرِّحُ)
অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে। ৬৫:২	أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ	পৃথক করা, ছেড়ে দেয়া	فَارَقَ–يُفَارِقُ (فِرَاقٌ)
এবং তাদের বিদায় দিবে, উত্তম পন্থায়। (৩৩:৪৯)	وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا	বিচ্ছেদ করা, বন্ধনমুক্ত করা, বিদায় করা	سَرَاحٌ
তাদের পথ ছেড়ে দাও। (৯:৫)	فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ	খালি করা, মুক্ত করা	خَلَّى–يُخَلِّي
তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	পারস্পরিক সম্মতি	تَرَاضٍ (تَرَاضَى– يَتَرَاضَى)
তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে এতে তাদের উভয়ের কোন সমস্যা নাই। (৪:১২৮)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	নিষ্পত্তি, সন্ধি, শান্তিচুক্তি, আপোষ, মীমাংসা	صُلْحٌ
আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ন দু'বছর দুধ খাওয়াবে। (২:২৩৩)	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ	দুধপান করানো	أَرْضَعَ–يُرْضِعُ
এবং তোমাদের স্তন্য দানকরা মায়ের দিক থেকে বোন। (৪:২৩)	وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ	স্তন্যদান করা, দুগ্ধপানের মেয়াদ	رَضَاعَةٌ
আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও। (২:২৩৩)	وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ	ধাত্রী নিযুক্ত করা, দুধপান করিয়ে নেওয়া	اِسْتَرْضَعَ– يَسْتَرْضِعُ
পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম। (২৮:১২)	وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ	স্তন্যদানকারিণী, ধাত্রী, দুধমা	مُرْضِعَةٌ (ج) مَرَاضِعُ

তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	দুধ ছাড়ানো	فِصَالٌ
কারো উপরে সামর্থ্যের বাহিরে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। (২:২৩৩)	لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا	চাপিয়ে দেয়া, দায়িত্ব দেয়া, ভার অর্পণ করা	كَلَّفَ–يُكَلِّفُ
হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। (২:২৮৫)	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	বোঝা চাপানো, বহন করানো, দায়িত্ব অর্পন করা	حَمَّلَ–يُحَمِّلُ
কারো উপরে সামর্থ্যের বাহিরে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। (২:২৩৩)	لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا	সাধ্য, সামর্থ্য	وُسْعٌ
তাদেরকে থাকতে দাও তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তোমরা যেভাবে থাকো। (৬৫:৬)	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ	পাওনা, সাধ্য, সম্পদ, ধনসম্পদ	وُجْدٌ
আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। (২:২৩৩)	وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ	উত্তরাধিকারী	وَارِثٌ (ج) وَارِثُونَ، وَرَثَةٌ
অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। (৩৫:৩২)	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا	ওয়ারিস বানানো, উত্তরাধিকারী বানানো, মালিক বানানো	أَوْرَثَ–يُوْرِثُ
এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (৮৯:১৯)	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا	মিরাস, উত্তরাধিকার	تُرَاثٌ
আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী।	وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ	মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পত্তি,	مِيرَاثٌ (وَرِثَ–

(৩:১৮০)	وَالْأَرْضِ	মিরাস, উত্তরাধিকার	يَرَثُ)
তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	পরামর্শ	تَشَاوُرٌ
স্বলাত কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে। (৪২:৩৮)	وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ	পরামর্শ, মন্ত্রণা, মশোয়ারা	شُورَى
এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। (৩:১৫৯)	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ	পরামর্শ করা, মশোয়ারা করা	شَاوَرَ–يُشَاوِرُ
পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (৬৫:৬)	وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ	পরামর্শ করা	ائْتَمَرَ–يَئْتَمِرُ
তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। (২:২৩৩)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ	প্রদান করা; বাঁচানো ৮:৪৩; মেনে নেয়া ৪:৬৫; অভিবাদন জানানো ২৪:২৭	سَلَّمَ–يُسَلِّمُ (تَسْلِيمٌ)
কোন দোষ নেই, যেদিকে তোমরা ইংগিত কর। (২:২৩৫)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم	ইংগিত করা	عَرَّضَ–يُعَرِّضُ
অতঃপর তিনি তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলেন। (১৯:২৯)	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ	ইশারা করা	أَشَارَ–يُشِيرُ
তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না, ইশারা ছাড়া। (৩:৪১)	قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا	ইশারা, আকার, ইঙ্গিত, সঙ্কেত	رَمْزٌ
কোন দোষ নেই, যেদিকে যা দ্বারা তোমরা বিয়ের প্রস্তাবের দিকে ইংগিত কর। (২:২৩৫)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ	বিয়ের প্রস্তাব	خِطْبَةٌ

		النِّسَاءِ	
عُقْدَةٌ (ج) عُقَدٌ	বন্ধন, চুক্তি; জড়তা, গিরা ২০:২৭	أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ	অথবা বিয়ের চুক্তি যার হাতে সে যদি ক্ষমা করে দেয়। (২:২৩৭)
عِصْمَةٌ (ج) عِصَمٌ	রশি, বন্ধন, বিবাহবন্ধন, দাম্পত্য	وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ	তোমরা কাফেরদের সাথে বিবাহবন্ধন আঁকড়ে ধরে থেকো না। (৬০:১০)
فَرِيضَةٌ	মোহর, আবশ্যিক	أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً	এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে। (২:২৩৬)
صَدُقَةٌ (ج) صَدُقَاتٌ	মোহরানা, বধুপণ, দেনমোহর, স্ত্রীপণ	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। (৪:৪)
رَاكِبٌ ج رُكْبَانٌ	আরোহী	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا	সুতরাং যদি তোমরা ভয় করো, তাহলে হেঁটে কিংবা আরোহী হয়ে। (২:২৩৯)
رَكُوبٌ	বাহনের পশু	فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ	ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৩৬-৭২)
رِكَابٌ	বাহন, আরোহণের উট	فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ	তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। (৫৯-৬)
رَاجِلٌ (ج) رِجَالٌ	পদাতিক, পায়ে হাঁটা	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا	সুতরাং যদি তোমরা ভয় করো, তাহলে হেঁটে কিংবা আরোহী হয়ে। (২:২৩৯)
رَجِلٌ	পদাতিক সৈন্য, পদব্রজী বাহিনী, পদযাত্রী সৈন্যদল	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	এবং আক্রমন করো তোমার অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য দ্বারা। (১৭:৬৪)
أَقْرَضَ-يُقْرِضُ	ধার দেয়া	يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে। (২:২৪৫)

যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। (২:২৮২)	إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ	ঋণ দেয়া, ঋণ গ্রহণ করা	تَدَايَنَ–يَتَدَايَنُ
এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (৭৩:২০)	وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	ঋণ, কর্জ, ধার, দেনা	قَرْضٌ
ওছিয়্যতের পর, যা অসিয়ত করে গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। (৪:১১)	مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ	ঋন, ধার, কর্জ, দেনা	دَيْنٌ
নিশ্চয়ই সাদাকাসমূহ ফকিরদের জন্য ... এবং দাসমুক্তিতে আর ঋণগ্রস্তদের জন্য ... (৯:৬০)	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ...	ঋণগ্রস্থ	غَارِمٌ ح غَارِمُونَ
আমরা তো নিশ্চিত ঋণভারে পড়লাম (৫৬:৬৬)	إِنَّا لَمُغْرَمُونَ	ঋণগ্রস্ত, জরিমানাদাতা	مُغْرَمٌ ج مُغْرَمُونَ
ফলে তারা ধারকর্জ করে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে (৬৮:৪৬)	فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ	জরিমানা, ক্ষতি, দেনা, ঋণ	مَغْرَمٌ
আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২:২৪৫)	وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ	সংকুচিত করা; গুটিয়ে রাখা; হস্তগত করা, ধরা	قَبَضَ–يَقْبِضُ (قَبْضٌ، قَبْضَةٌ)
তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের উপর সংকীর্ণ করোনা। (৬৫:৬)	وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ	সংকীর্ণ করা, অপ্রশস্ত করা, অপ্রসন্ন করা	ضَيَّقَ–يُضَيِّقُ
এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে (মনে) হয়েছিল সংকুচিত (৯:২৫)	وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ	সংকীর্ণ হওয়া	ضَاقَ–يَضِيقُ (ضَيْقٌ)

এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে (মনে) হয়েছিল সংকুচিত (৯:২৫)	وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ	প্রশস্ত হওয়া, সুপরিসর হওয়া	رَحُبَ–يَرْحُبُ
অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন। (৬:১২৫)	فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ	উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা, সম্প্রসারণ করা	شَرَحَ–يَشْرَحُ
যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা করে দাও, তখন জায়গা করে দিয়ো (৫৮:১১)	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا	প্রশস্ত করা, জায়গা করে দেয়া	تَفَسَّحَ–يَتَفَسَّحُ
আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা করে দেবেন (৫৮:১১)	يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ	স্থান প্রশস্ত করা, জায়গা দেওয়া, স্থান দেওয়া	فَسحَ–يَفْسَحُ
তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে। (২:২৪৮)	إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ	সিন্দুক	تَابُوتٌ
তার (তালূতের) নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে,তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। (২-২৪৮)	إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ	প্রশান্তি, আরাম	سَكِينَةٌ
আর তাতে থাকবে মূসা,হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী।(২-২৪৮)	وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ	অবশিষ্ঠাংশ	بَقِيَّةٌ
এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। ১৬:৯৬	وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ	অবশিষ্ট বস্তু, স্থায়ী	بَاقٍ (بَاقِيَةٌ) ج بَاقُونَ (بَاقِيَاتٌ)
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। (২-২৭৮)	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا	অবশিষ্ট থাকা, স্থায়ী থাকা	بَقِيَ–يَبْقَى

এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (৭৪-২৮)	لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ	অবশিষ্ট রাখা, স্থায়ী রাখা	أَبْقَى-يُبْقِي
সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। (২:২৪৮)	تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ	বহন করা; গর্ভধারন করা ৪১:৪৭; বোঝা চাপানো ২:২৮৫; আক্রমণ করা ৭:১৭৬	حَمَلَ-يَحْمِلُ
অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। (১৩-১৭)	فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	বহন করে নিয়ে আসা; বহন করা ৪:১১২	احْتَمَلَ-يَحْتَمِلُ
(কিতাবে) এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না। (৫৩-৩৮)	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা বহন করা, ভার গ্রহণ করা	وَزَرَ-يَزِرُ
এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। (৭-৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	সহজে বহন করা, হালকা ভারে বহন করা	أَقَلَّ-يُقِلُّ
তালুত তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হল। (২:২৪৯)	فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ	রওনা হওয়া; প্রস্থান করা ১২:৯৪, মীমাংসা করা ৩২:২৫	فَصَلَ-يَفْصِلُ (فَصْلٌ)
তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতে। (৩-১৫৪)	لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ	বের হওয়া; সামনে আসা, প্রকাশিত হওয়া ১৪:২১	بَرَزَ-يَبْرُزُ
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। (৯৯-৬)	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا	সামনে আসা, বেরিয়ে আসা	صَدَرَ-يَصْدُرُ
আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। (৯-১২২)	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ	বের হওয়া, বাইরে যাওয়া,	نَفَرَ-يَنْفِرُ

	لِيَنفِرُوا كَافَّةً	সফর করা	
اِغْتَرَفَ-يَغْتَرِفُ	إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ	আঁজলা ভরে নেয়া	সে ব্যতীত যে হাতের আঁজলা ভরে (সামান্য খেয়ে) নেবে। (২-২৪৯)
غُرْفَةٌ	إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ	এক আঁজলা	সে ব্যতীত যে হাতের আঁজলা ভরে (সামান্য খেয়ে) নেবে। (২-২৪৯)
غَلَبَ-يَغْلِبُ (غَلَبٌ)	كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ	পরাজিত করা, প্রবল হওয়া	ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে। (২-২৪৯)
هَزَمَ-يَهْزِمُ	فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ	পরাজিত করা, অপারগ করা	অতএব আল্লাহ্‌র হুকুমে তারা তাদের পরাজিত করল (২-২৫১)
أَعْجَزَ-يُعْجِزُ	لَنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا	অক্ষম করে দেওয়া, অপারগ করা, পরাজিত করা,	না আমরা যমিনে আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব, না তাঁকে পালিয়ে ফাঁকি দিতে পারব (৭২:১২)
أَثْخَنَ-يُثْخِنُ	حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ	পরাভূত করা, প্রবল হওয়া, হত্যা করা	পরিশেষে যখন তোমরা তাদের পরাজিত করবে তখন মজবুত করে বাঁধবে (৪৭-4)
أَظْفَرَ-يُظْفِرُ	بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ	বিজয়ী করা, জয়ী বানানো	তাদের উপরে তিনি তোমাদের বিজয় দান করার পরে। (৪৮-২৪)
اسْتَعْلَى-يَسْتَعْلِي	وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ	জয়ী হওয়া, কর্তৃত্ব লাভ করা	আজ যে জয়ী হবে,সেই সফলকাম হবে। (২০-৬৪)
اِسْتَحْوَذَ-يَسْتَحْوِذُ	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ	বশীভূত করা, কর্তৃত্ব বিস্তার করা	শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে। ৫৮:১৯
اِحْتَنَكَ-	لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا	বশীভূত করা, লাগাম পরানো,	তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট

يَحْتَنِكُ	ধ্বংস করা		করে দেব। ১৭:৬২
ثَبَّتَ-يُثَبِّتُ (تَثْبِيتٌ)	অবিচল রাখা, দৃঢ়পদ করা	ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا	আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। (২-২৫০)
أَرْسَى-يُرْسِي	প্রোথিত করা, মজবুত করা	وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا	পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৭৯: ৩২)
رَبَطَ-يَرْبِطُ	বাঁধা, দৃঢ় করা	وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম। (১৮-১৪)
دَفْعٌ (دَفَعَ-يَدْفَعُ)	প্রতিহত; প্রতিরোধ; প্রদান, অর্পণ ৪:৬	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ	আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। (২-২৫১)
ذَادَ-يَذُودُ	বিরত রাখা, আটকে রাখা	وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ	এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে (২৮:২৩)
دَافِعٌ	প্রতিহতকারী, দূরকারী	لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ	কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই।(৭০-২)
مَانِعٌ، مَنَّاعٌ	বাধা দানকারী, বারণকারী, নিষেধকারী	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ	ভালো কাজে নিষেধকারী (৫০:২৫)
مُعَوِّقٌ ج مُعَوِّقُونَ	বাধাদাতা, প্রতিরোধকারী	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ	আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয়। ৩৩:১৮
رَادٌّ	বাধাদানকারী, রদকারী; ফেরতদাতা ২৮:৭; অর্পণকারী ১৬:৭১	وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ	যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। ১০:১০৭

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (২-২৫৫)	اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ	চিরকায়েম, সর্বস্বতার ধারক, অভিভাবক	قَيُّومٌ
তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। (২-২৫৫)	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ	তন্দ্রা	سِنَةٌ
যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য। (৮-১১)	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ	তন্দ্রা, ঝিমুনি, ঘুমঘুম ভাব, অবসাদ, শ্রান্তি	نُعَاسٌ
তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। (২-২৫৫)	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ	ঘুম	نَوْمٌ
তারা ঘুমন্ত ছিল। (৬৮-১৯)	هُمْ نَائِمُونَ	ঘুমন্ত	نَائِمٌ ج نَائِمُونَ
তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। (১৮-১৮)	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ	ঘুমন্ত, নিদ্রিত, ঘুমকাতর	رَاقِدٌ ج رُقُودٌ
তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। (৭-৪)	فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ	দুপুরে নিদ্রামগ্ন, দুপুরে শোয়া ব্যক্তি	قَائِلٌ ج قَائِلُونَ
তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল (৩৬:৫২)	قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا	নিদ্রা স্থল	مَرْقَدٌ
সুন্দরতর বিশ্রামস্থল (২৫:২৪)	أَحْسَنُ مَقِيلًا	বিশ্রামস্থল, মধ্যাহ্নশয্যা	مَقِيلٌ
তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত। (৫১-১৭)	كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ	ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, শয়ন করা	هَجَعَ-يَهْجَعُ
তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। (১৮-১৮)	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ	জাগ্রত, নির্ঘুম, সজাগ, অনিদ্রা	يَقِظٌ ج أَيْقَاظٌ

আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। (২-২৫৫)	وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا	ক্লান্ত করা, অবসন্ন করা, কষ্টকর হওয়া	آدَ-يَؤُودُ
তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا	ভারাক্রান্ত করা, বোঝা চাপানো, ভারী মনে করা	أَثْقَلَ-يُثْقِلُ
যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (২৮-৭৬)	إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ	ভারাক্রান্ত করা, ভারে নুয়ে পড়া	نَاءَ-يَنُوءُ
যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। ৯৪:৩	الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ	ভারাক্রান্ত করা, ভেঙ্গে ফেলা	أَنْقَضَ-يُنْقِضُ
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২-২৫৫)	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ	সুউচ্চ, সুমহান	عَلِيٌّ
তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত,মহোত্তম,সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১৩-১৯)	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, মহামহিয়ান, সুমহান	مُتْعَالٍ
সুউচ্চ জান্নাতে। ৬৯:২২	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ	সুউচ্চ; ক্ষমতাধর; উদ্ধত ২৩:৪৬; উপরিভাগ ১১:৮২	عَالٍ (عَالِيَةٌ) ج عَالِينَ
এটা নীচু করে দেবে,সমুন্নত করে দেবে। (৫৬-৩)	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ	উচ্চকারী, উন্নিতকারী	رَافِعٌ، رَافِعَةٌ
যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উর্ধ্বমুখী আযাবে পরিচালিত করবেন। ৭২:১৭	وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا	উর্ধ্বমুখী, কঠোর	صَعَدٌ
অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। ৯৫:৫	ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ	নীচ; তলদেশ	سَافِلٌ ج سَافِلُونَ

أَرْذَلُ ج أَرْذَلُونَ، أَرَاذِلُ	সবচেয়ে হীন, নিচু জাত, অথর্ব, নিশ্চল	وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ	আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না (১১-২৭)
خَافِضَةٌ	অবনতকারী	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ	এটা নীচু করে দেবে,সমুন্নত করে দেবে। (৫৬-৩)
اسْتَمْسَكَ- يَسْتَمْسِكُ	আঁকড়ে ধরা	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)
اعْتَصَمَ-يَعْتَصِمُ	আকড়ে ধরা, শক্ত করে ধরা, ধারণ করা	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। (৩-১০৩)
مَسَّكَ-يُمَسِّكُ	ধরে রাখা, আঁকড়ে ধরা	وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ	আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে। (৭-১৭০)
مُسْتَمْسِكٌ ج مُسْتَمْسِكُونَ	ধারণকারী, ধারক	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ	আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (৪৩-২১)
عُرْوَةٌ	হাতল	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)
وُثْقَى	মজবুত	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)
ثَابِتٌ	সুদৃঢ়, মজবুত, অটল	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ	আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। (১৪-২৭)

নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। (৭-১৮৩)	إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ	সুদৃঢ়, মজবুত, প্রচণ্ড	مَتِينٌ
কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার,তারা তা মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (৪-১৬২)	لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ	সুদক্ষ, পণ্ডিত, পারদর্শী, সুগভীর, বিশেষজ্ঞ, বিচক্ষণ	رَاسِخٌ ج رَاسِخُونَ
যা ভাংবার নয়। (২-২৫৬)	لَا انفِصَامَ لَهَا	খণ্ডন, ভাঙ্গন, ছিন্নতা	انْفِصَامٌ
অতঃপর যে কুফুরি করেছিল সে হতভম্ব হয়ে গেল। (২-২৫৮)	فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ	হতভম্ব হওয়া; নিরুত্তর করা, হতভম্ব বানানো	بَهَتَ-يَبْهَتُ
তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল। (২-২৫৯)	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ	পাশ দিয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা; চলাচল করা	مَرَّ-يَمُرُّ
তারপর তিনি যখন উহা পার হয়ে গেলেন। (২-২৪৯)	فَلَمَّا جَاوَزَهُ	অতিক্রম করা, পার হওয়া, মাফ করা	جَاوَزَ-يُجَاوِزُ
অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। (৯-২)	فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	পরিভ্রমণ করা, ঘুরে বেড়ানো	سَاحَ-يَسِيحُ
আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয়। (৮৯-৪)	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ	গত হওয়া, রাত পোহানো	سَرَى-يَسْرِي
যদি তোমরা বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ। (৫৫-৩৩)	إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُ	বের হয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা	نَفَذَ-يَنْفُذُ
যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? (২-২৫৯)	وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا	উপুড় হয়ে পড়ে থাকা	خَاوِيَةٌ
নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (২৯-১৭)	فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ	অধোমুখী, অধোবদন, উপুড়	جَاثِمٌ ج جَاثِمُونَ

উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে (৬৭:২২)	يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ	অধোমুখী	مُكِبٌّ
তাদের সংবাদ কি এদের কাছে আসেনি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামুদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? (৯-৭০)	أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ	উল্টোমুখী, বিধস্ত	مُؤْتَفِكَةٌ ج مُؤْتَفِكَاتٌ
এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি। (২-২৫৯)	فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ	পচে যাওয়া	تَسَنَّهَ-يَتَسَنَّهُ
যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। (২-২৬০)	وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي	প্রশান্তি লাভ করা; আশংকামুক্ত হওয়া ৪:১০৩	اِطْمَأَنَّ-يَطْمَئِنُّ
হে প্রশান্ত মন। (৮৯-২৭)	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	প্রশান্ত; নিরাপদ	مُطْمَئِنٌّ (مُطْمَئِنَّةٌ)
অতঃপর সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। (২-২৬০)	فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ	পোষ মানানো	صَارَ-يَصُورُ
অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দেও ... (২-২৬০)	ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ	পাহাড়	جَبَلٌ ج جِبَالٌ
বিশাল পর্বতসদৃশ। (২৬-৬৩)	كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ	পাহাড়	طَوْدٌ
সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৪২-৩২)	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ	পাহাড়	عَلَمٌ ج أَعْلَامٌ
তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা। (৩১-১০)	وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ	পাহাড়; সুস্থির, অনড় (৩৪:১৩)	رَاسٍ ج رَوَاسٍ (رَاسِيَاتٌ)

যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। (১৮-৯৬)	إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ	পাহাড়ের পার্শ্ব	صَدَفٌ
সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। (২-২৬৪)	كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ	লোক দেখানো, প্রদর্শন করা	رِئَاءٌ (رَاءَى- يُرَائِي)
অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। (২-২৬৪)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	মাটি	تُرَابٌ
আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (২৩-১২)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ	কাদামাটি	طِينٌ
আপনি তাকে পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (১৫-৩৩)	خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	পচাকাদা, কর্দমাক্ত	حَمَأٌ، حَمِئَةٌ
আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (১৫-২৬)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	শুকনো কাদা	صَلْصَالٌ
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। (৫৫-১৪)	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ	পোড়ামাটি	فَخَّارٌ
তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (৪-৪৩)	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا	মাটি; ভূপৃষ্ট, মাঠ ১৮:৪০	صَعِيدٌ
এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম। (১৫-৭৪)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ	শক্ত কাদামাটি, কঙ্কর	سِجِّيلٌ
অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। (২-২৬৪)	فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا	মসৃণ, পরিষ্কার	صَلْدٌ
অতঃপর ভোর হতেই বিরান ভূমি (১৮:৪০)	فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا	পিচ্ছিল, বিরান	زَلَقٌ

অতঃপর তাকে মসৃণ সমতল করে ছাড়বেন (২০:১০৬)	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	মসৃণ, পরিষ্কার	صَفْصَفٌ
টিলায় অবস্থিত বাগানের মত উদহারন। (২-২৬৫)	كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ	উঁচুভূমি, টিলা	رَبْوَةٌ
তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (২০-১০৭)	لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا	টিলা, অসমতল, বন্ধুর	أَمْتٌ
অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। ৯০:১১	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ	গিরিপথ, পার্বত্য ঘাঁটি, উঁচু টিলা, প্রতিবন্ধকতা	عَقَبَةٌ
তারা প্রত্যেক উচ্চভুমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (২১-৯৬)	هُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ	টিলা, উচ্চস্থান, মালভূমি	حَدَبٌ
তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ? (২৬-১২৮)	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ	টিলা, পাহাড়, উচ্চস্থান	رِيْعٌ
সে বার্ধক্যে পৌছবে। (২-২৫৬)	أَصَابَهُ الْكِبَرُ	বার্ধক্য	كِبَرٌ
অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। (৩০-৫৪)	ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً	চুলের শুভ্রতা, বৃদ্ধদশা, বার্ধক্য,	شَيْبٌ، شَيْبَةٌ
তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। ৪:৬	وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا	বয়স হওয়া, বড় হওয়া, বালেগ হওয়া	كَبِرَ-يَكْبَرُ
বার্ধক্যে আমার মস্তক সুশুভ্র হয়েছে। (১৯-৪)	وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا	শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া, চুল পাকা, আগুন লাগা	اشْتَعَلَ-يَشْتَعِلُ
অতঃপর তা পুড়ে গেল। (২-২৫৬)	فَاحْتَرَقَتْ	পুড়ে যাওয়া, ভস্মীভূত হওয়া	اِحْتَرَقَ-يَحْتَرِقُ
আর তারা শীঘ্রই প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (৪-১০)	وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا	আগুনে প্রবেশ করা, দগ্ধ হওয়া,	صَلِيَ-يَصْلَى

		পোড়া	(صِلِيٌّ)
যতবার তাদের চামড়া পুরোপুরি পুড়ে যাবে। (৪-৫৬)	كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم	পোড়া, দগ্ধ হওয়া	نَضِجَ-يَنْضَجُ
তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৩৮-৫৯)	إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ	অগ্নিতে প্রবেশকারী, অগ্নিদগ্ধ	صَالٍ ج صَلُونَ
যদি না তোমরা তাতে চোখ বন্ধ করে নেও। (২-২৬৭)	إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ	চোখ বন্ধ করা	أَغْمَضَ-يُغْمِضُ
অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। (২-২৭৩)	يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ	যাঞ্চা না করা, সংযম, হাত না পাতা	تَعَفُّفٌ
এবং আহার করাও যে কিছু যাচঞ্চা করে না তাকে এবং যে যাচঞ্চা করে তাকে। (২২-৩৬)	وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ	অল্পেতুষ্ট, সংযমী, অভাবী	قَانِعٌ
তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। (২-২৭৩)	لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا	কাকুতি মিনতি, অনুনয় বিনয়, আর্জি	إِلْحَافٌ
আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (২-২৭৬)	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	সুদ	رِبَا
যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। (২-২৭৫)	الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ	মোহাবিষ্ট করা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো	تَخَبَّطَ-يَتَخَبَّطُ
যাকে শয়তানরা বনভুমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে। (৬-৭১)	كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ	প্রবৃত্তিপরায়ণ বানাতে চাওয়া, পদস্খলন কামনা করা	اسْتَهْوَى-يَسْتَهْوِي
পূর্বে যা হয়ে গেছে,তা তার। (২-২৭৫)	فَلَهُ مَا سَلَفَ	অতীত হওয়া	سَلَفَ-يَسْلُفُ

(سَلَفٌ)			
سَبَقَ-يَسْبِقُ (سَبْقٌ)	আগে হওয়া, অগ্রগামী হওয়া,	مَا قَدْ سَبَقَ	পূর্বে যা ঘটেছে। (২০-৯৯)
خَالِيَةٌ	গত, অতীত	بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ	বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে। (৬৯-২৪)
مَحَقَ-يَمْحَقُ	নির্মূল করা, নিশ্চিহ্ন করা	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (২-২৭৫)
مَحَا-يَمْحُو	মুছে ফেলা, নিশ্চিহ্ন করা	يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ	আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন। (১৩-৩৯)
طَمَسَ-يَطْمِسُ	নিশ্চিহ্ন করা, বিলুপ্ত করা, মুছে দেয়া	أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا	আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে। (৪-৪৬)
كَاتِبٌ	লেখক	وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ	এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। (২:২৮২)
سَافِرٌ ج سَفَرَةٌ	লেখক, লিপিকার	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	লিপিকারের হস্তে। (৮০-১৫)
مَكْتُوبٌ	লিখিত, রচিত	الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ	যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়। ৭:১৫৭
مَرْقُومٌ	লিখিত	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ	এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩-৯)
مَسْطُورٌ	লিপিবদ্ধ, লিখিত	وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ	এবং লিখিত কিতাবের। (৫২-২)
مُسْتَطَرٌ	লিপিবদ্ধ, লিখিত	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ	ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪-৫৩)

“আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল,তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (৭-১৫৪)	وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَة	অনুলিপি, প্রতিলিপি, কপি, নুসখা	نُسْخَةٌ
সে তা (লেখার বিষয়বস্তু) বলে দিতে অক্ষম হয়। (২-২৮২)	لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ	লেখানো, লিখিয়ে নেয়া	أَمَلَّ-يُمِلُّ
তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। (২-২৮৩)	فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ	আমানত রাখা, গচ্ছিত থাকা	ائْتَمَنَ-يَأْتَمِنُ
তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। (৩-৭৫)	مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ	আমানত রাখা, বিশ্বাস করা; নিরাপদ থাকা ২:১৯৬	أَمِنَ-يَأْمَنُ
বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। (২৬-১৯৩)	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ	বিশ্বস্ত; নিরাপদ ৯৫:৩	أَمِينٌ
তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা। (২-২৮২)	وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ	বিরক্ত হওয়া; ক্লান্ত হওয়া ৪১:৪৯	سَئِمَ-يَسْأَمُ
এবং যদি কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত।(২-২৮৩)	وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ	বন্ধকী বস্তু, বন্ধক	رَهْنٌ ج رِهَانٌ
এবং যদি কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত।(২-২৮৩)	وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ	হস্তগত, অধিকৃত, করায়ত্ত	مَقْبُوضَةٌ
হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। (২-২৮৬)	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	ভুল করা	أَخْطَأَ-يُخْطِئُ
যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে। (৪-৯২)	وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً	ভুলবশত	خَطَأٌ
যারা ত্রুটি করলেও পরিহার করে বড় বড় অপরাধ এবং অশ্লীলতা	الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ	ছোটখাট ত্রুটি	لَمَمٌ

(৫৩:৩২)	الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ		

৩। সুরা আলে-ইমরান

আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। (৩:৫)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ	গোপন থাকা, লুকিয়ে থাকা, অজ্ঞাত থাকা	خَفِيَ- يَخْفَى (خُفْيَةٌ)
আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কনাও। (১০-৬১)	وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ	অগোচরে যাওয়া, গোপন থাকা	عَزَبَ-يَعْزُبُ
অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল। (৭-২২)	فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا	প্রকাশ পাওয়া, বুঝে আসা	بَدَا-يَبْدُو
নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। (৬-১৫১)	وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ	প্রকাশিত হওয়া; জয়ী হওয়া ৯:৮; আরোহণ করা ৪৩:৩৩	ظَهَرَ-يَظْهَرُ
শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৯২:২)	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ	আলোকিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া; বিচ্ছুরণ ঘটানো	تَجَلَّى- يَتَجَلَّى
এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। (১২-৫১)	الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ	প্রকাশ হওয়া, প্রমাণ হওয়া	حَصْحَصَ- يُحَصْحِصُ
আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন,যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। (৩৩-৩৭)	وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ	প্রকাশকারী, ফাঁসকারী	مُبْدٍ

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে। (৩-৬)	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ	আকৃতি প্রদান করা, গঠন করা	صَوَّرَ-يُصَوِّرُ
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৮২-৮)	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ	গঠন করা, বিন্যস্ত করা, জোড়া দেয়া	رَكَّبَ-يُرَكِّبُ
তিনিই আল্লাহ তা'আলা,স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। (৫৯-২৪)	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	আকৃতিদাতা, রূপকর	مُصَوِّرٌ
তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট। (৩-৭)	مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ	সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, অবধারিত	مُحْكَمَةٌ ج مُحْكَمَاتٌ
তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (১৮-১৫)	لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ	সুস্পষ্ট বর্ণনা	بَيِّنٌ
আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছি। (২৪-৪৬)	لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ	স্পষ্টকারী, স্পষ্ট প্রকাশক	مُبَيِّنَةٌ ج مُبَيِّنَاتٌ
আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (৩৭-১১৭)	وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ	স্পষ্টকারী, স্পষ্ট প্রকাশক, সুস্পষ্ট	مُسْتَبِينٌ
যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। (১০-৭১)	لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً	অস্পষ্টতা, ধাঁধা	غُمَّةٌ
আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (৩-৭)	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ	ব্যাখ্যা; বাস্তবায়ন ১২:১০০; পরিণতি ৪:৫৯	تَأْوِيلٌ
আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা।	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ	সুস্পষ্ট ভাষ্য, বিশদ বিবরণ, ব্যাখ্যা	تِبْيَانٌ، بَيَانٌ

(১৬-৮৯)			
তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (২৫-৩৩)	جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا	ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিবরণ	تَفْسِيرٌ
হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেঃ এতে কোনই সন্দেহ নেই। (৩-৯)	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ	একত্রকারী, জমাকারী	جَامِعٌ
এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য। (৭-১১১)	وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ	সমবেতকারী, সংগ্রাহক	حَاشِرٌ ج حَاشِرُونَ
উহা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে। (১১-১০৩)	ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ	সমবেত, একত্রিত, সম্মিলিত	مَجْمُوعٌ ج مَجْمُعُونَ
আর পক্ষীকুলকেও,যারা তার কাছে সমবেত হত। (৩৮-১৯)	وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً	সমবেত, একীভূত, দলবদ্ধ	مَحْشُورَةٌ
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একত্রিত ছিল, অত:পর আমরা তদুভয়কে পৃথক করে দিয়েছি (২১:৩০)	اَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا	সংযুক্ত	رَتْقٌ
... এবং তাদের অন্তরসমূহকে মিলিয়ে দিতে ... (৯:৬০)	وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ	মিলন ঘটিত, সংযোজিত	مُؤَلَّفَةٌ
মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ ৭৭:৪	فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا	পৃথককারী, পার্থক্যকারী, বন্টনকারী	فَارِقَةٌ ج فَارِقَاتٌ
আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (৭২-১১)	كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا	পৃথক, ছিন্ন, বিভক্ত	قُدَّةٌ ج قِدَدٌ
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে ৯৯:৬	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا	বিচ্ছিন্নভাবে, পৃথক পৃথক, আলাদা	شَتٌّ ج أَشْتَاتٌ
বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে	وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ	পৃথক পৃথক,	مُتَفَرِّقٌ (مُتَفَرِّقَةٌ)

প্রবেশ করো। ১২:৬৭	مُّتَفَرِّقَةٍ	বিচ্ছিন্ন	ج مُتَفَرِّقُونَ
ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই ... (৩-১১)	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	স্বভাব, ধারা	دَأْبٌ
এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। (৩৫-৪৩)	وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا	পন্থা, প্রথা, রীতিনীত	سُنَّةٌ ج سُنَنٌ
প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। (১৭-৮৪)	كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ	অনুরূপ, পদ্ধতি, রীতিনীতি	شَاكِلَةٌ
আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৬৮-৪)	وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ	চরিত্র, সৃষ্টিগত স্বভাব, নীতি	خُلُقٌ
আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। (৩-১৩)	وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ	শক্তিশালী করা, শক্তি যোগানো, সাহায্য করা	أَيَّدَ-يُؤَيِّدُ
তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। (৩৬-১৪)	فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ	শক্তিশালী করা, সবল করা,	عَزَّزَ-يُعَزِّزُ
আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা ২৮:৩৫	قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ	শক্তিশালী করা; মজবুত করা; বাঁধা ৪৭:৪	شَدَّ–يَشُدُّ
অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। (৪৮:২৯)	فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ	শক্তি যোগানো, শক্ত করা, দৃঢ় করা	آزَرَ–يُؤْزِرُ
হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। (২৭-১৯)	رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ	শক্তি যোগান; সমবেত করা ৪১:১৯	أَوْزَعَ-يُوْزِعُ
এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য। (৩-১৩)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ	শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত	عِبْرَةٌ

তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। (১৩-৬)	قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ	দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, শাস্তির দৃষ্টান্ত	مَثُلَاتٌ
অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৫৯-২)	فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ	শিক্ষা নেয়া	اِعْتَبَرَ-يَعْتَبِرُ
মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ	স্তূপ, বিপুল, অঢেল	قِنْطَارٌ ج قَنَاطِيرُ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ঝরঝরা বালির স্তূপ (৭৩-১৪)	وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	স্তূপ, বালির স্তূপ	كَثِيبٌ
রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (৩-১৪)	وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	স্তূপীকৃত	مُقَنْطَرَةٌ
অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। (২৪-৪৩)	ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا	পূঞ্জীভূত, স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত	رُكَامٌ
পুঞ্জীভুত মেঘ। (৫২-৪৪)	سَحَابٌ مَّرْكُومٌ	পুঞ্জীভূত	مَرْكُومٌ
সমবেত স্তুপে পরিণত করেন। ৮:৩৭	فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا	স্তূপ করা, পুঞ্জীভূত করা	رَكَمَ-يَرْكُمُ
এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। (৩-৪৯)	وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ	সঞ্চয় করা, জমা করা	اِدَّخَرَ-يَدَّخِرُ
আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে। (৯-৩৪)	وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ	পুঞ্জীভূত করা, জমিয়ে রাখা	كَنَزَ-يَكْنِزُ

রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (৩-১৪)	وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	স্বর্ণ	ذَهَبٌ
আর তোদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না। (৩-৭৫)	وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ	স্বর্ণমুদ্রা	دِيْنَارٌ
রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (৩-১৪)	وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	রৌপ্য	فِضَّةٌ
ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গনাগুণতি কয়েক দেরহাম। (১২-২০)	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ	রৌপ্যমুদ্রা	دِرْهَمٌ ج دَرَاهِمُ
তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর। (১৮-১৯)	فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ	মুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা	وَرِقٌ
এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ	চিহ্নিত, নিশানাযুক্ত	مُسَوَّمَةٌ
আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (৩-১৪)	وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ	আশ্রয়স্থল, গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مَآبٌ
কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি? (৫০-৩৬)	هَلْ مِن مَّحِيصٍ	আশ্রয়স্থল, পালানোর জায়গা	مَحِيصٌ
চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (১৮-৩১)	نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	আশ্রয়স্থল, সাহায্যের স্থান, বিশ্রামস্থল	مُرْتَفَقٌ
তারা কোন আশ্রয়স্থল পেলে। (৯-৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً	আশ্রয়স্থল	مَلْجَأٌ
এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (৭২-২২)	وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ	আশ্রয়স্থল	مُلْتَحَدٌ

	مُلْتَحَدًا		
কাজেই তুমি তাদের ভেবো না যে তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ। (৩-১৮৮)	فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ	নিরাপদ স্থান; সফলতা ৩৯:৬১	مَفَازَةٌ
যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (১৮-৫৮)	لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا	আশ্রয়স্থল	مَوْئِلٌ
না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (৭৫-১১)	كَلَّا لَا وَزَرَ	আশ্রয়স্থল	وَزَرٌ
পলায়নের জায়গা কোথায় ? (৭৫-১০)	أَيْنَ الْمَفَرُّ	পালানোর স্থান	مَفَرٌّ
যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। (৪-১০০)	وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً	আশ্রয়স্থল, স্থান, প্রবাসালয়	مُرَاغَمٌ
আর তা থেকে তারা কোনো পরিত্রাণ পাবে না (১৮:৫৩)	وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا	পালানোর রাস্তা, পরিত্রাণ	مَصْرِفٌ
আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। (৬৫:২)	وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا	বহির্দ্বার, বের হওয়ার রাস্তা	مَخْرَجٌ
এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩-১৭)	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	ক্ষমা প্রার্থনাকারী	مُسْتَغْفِرٌ ج مُسْتَغْفِرُونَ
রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। (৫১-১৮)	وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	ক্ষমা প্রার্থনা করা	اِسْتَغْفَرَ- يَسْتَغْفِرُ (اِسْتِغْفَارٌ)
তখন যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের অনুমতি দেয়া হবে না,	ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا	শোধরানোর সুযোগ চাওয়া,	اِسْتَعْتَبَ-

আর তাদের ক্ষমা-প্রার্থনা করতে দেওয়া হবে না (১৬:৮৪)	وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ	ওজর গ্রহণের অনুমতি চাওয়া, অনুগ্রহ চাওয়া	يَسْتَعْتِبُ
আর যদি তারা সদয়তা চায় তাহলে তারা অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না (৪১:২৪)	وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ	তওবা করার সুযোগপ্রাপ্ত, অনুগ্রহপ্রাপ্ত	مُعْتَبٌ ج مُعْتَبُونَ
তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। (৩-২০)	فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ	পৌঁছানো, প্রচার, ঘোষণা	بَلَاغٌ
আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। (৫-৬৭)	وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	পৌঁছানো, প্রচার করা	بَلَّغَ-يُبَلِّغُ
আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি। (৭-৯৩)	لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي	পৌঁছানো	أَبْلَغَ-يُبْلِغُ
আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি। (২৮-৫১)	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ	বারবার পাঠানো, সংযুক্ত করা	وَصَّلَ-يُوَصِّلُ
এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর। (৩-২৫)	وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ	সম্মানিত করা, মর্যাদা দেয়া	أَعَزَّ-يُعِزُّ
নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (১৭-৭০)	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ	মর্যাদা দেওয়া	كَرَّمَ-يُكَرِّمُ
সম্মানজনকভাবে এর থাকবার জায়গা কর (১২:২১)	أَكْرِمِي مَثْوَاهُ	সম্মান করা	أَكْرَمَ-يُكْرِمُ (إِكْرَامٌ)
আর যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে (২২:৩২)	وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ	সম্মান করা, সমীহ করা	عَظَّمَ-يُعَظِّمُ
যেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনতে পার, এবং তাঁকে সাহায্য করতে ও সম্মান করতে পার (৪৮:৯)	لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া	وَقَّرَ-يُوَقِّرُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। (২২-১৮)	وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ	সম্মানদাতা, মর্যাদাদাতা	مُكْرِمٌ
আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। (৩-২৬)	وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ	অপমানিত করা	أَذَلَّ-يُذِلُّ
অথবা তাদের লাঞ্ছিত করেন। (৩-১২৭)	أَوْ يَكْبِتَهُمْ	অপমানিত করা, লাঞ্চনা দেওয়া	كَبَتَ-يَكْبِتُ
এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। (১১-৭৮)	وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي	অপমান করা, অপদস্থ করা	أَخْزَى-يُخْزِي
অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (১৫-৬৮)	فَلَا تَفْضَحُونِ	লাঞ্চিত করা, অপমান করা	فَضَحَ-يَفْضَحُ
আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (৮৯-১৬)	رَبِّي أَهَانَنِ	লাঞ্চিত করা, অপমান করা	أَهَانَ-يُهِينُ
তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত। (১১-৩১)	تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ	ঘৃণা করা, তুচ্ছ ভাবা	ازْدَرَى-يَزْدَرِي
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৯-২)	وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ	অপমানকারী, লাঞ্ছনাকারী	مُخْزٍ
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। (৩-৩৫)	رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا	মুক্ত, উৎসর্গিত, নিবেদিত	مُحَرَّرٌ
অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো। (৩-৩৬)	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا	প্রসব করা; রাখা ৪:১০২; হালকা করা ৯৪:২; স্থাপন করা ৫৫:৭	وَضَعَ- يَضَعُ
তিনি জন্ম দেন না এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (১১২:৩)	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ	জন্ম দেয়া	وَلَدَ-يَلِدُ
প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ	প্রসব বেদনা	مَخَاضٌ

১৯:২৩	جِذْعِ النَّخْلَةِ		
আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। (৩-৩৭)	وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا	প্রতিপালনের দায়িত্ব দেয়া, অভিভাবক বানানো	كَفَّلَ- يُكَفِّلُ
কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে। (৩-৪৪)	أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ	প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়া	كَفَلَ-يَكْفُلُ
এটি আমাকে দিয়ে দাও। (৩৮-২৩)	أَكْفِلْنِيهَا	দায়িত্ব দেওয়া, তত্ত্বাবধায়ক করা	أَكْفَلَ-يُكْفِلُ
তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (৬-৮৯)	فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ	দায়িত্ব দেয়া	وَكَّلَ-يُوَكِّلُ
যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। (৩-৩৭)	كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا	ইবাদতের কক্ষ, প্রাসাদ	مِحْرَابٌ ج مَحَارِيبُ
আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। (৩-৩৯)	أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا	সংযমী, আত্মনিয়ন্ত্রক	حَصُورٌ
আমি ওরই মনকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলাম, অত:পর সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে (১২:৩২)	وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ	নিজেকে নিবৃত্ত রাখা	اِسْتَعْصَمَ- يَسْتَعْصِمُ
যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই বিরত থাকবে। (৪-৬)	وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ	বিরত থাকা, নিজেকে নিবৃত্ত রাখা, পবিত্র থাকা	اِسْتَعَفَّ- يَسْتَعِفُّ

عَاقِرٌ	বন্ধ্যা	وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ	এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (৩-৪০)
عَقِيمٌ	বন্ধ্যা; নির্বংশক, অশুভ ৫১:৪১	قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	বললঃ আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। (৫১-২৯)
نَبَأٌ ج أَنْبَاءٌ	সংবাদ, ঘটনা, ওহি	ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ	এ হলো গায়েবী সংবাদ। (৩-৪৪)
خَبَرٌ ج أَخْبَارٌ	খবর, সংবাদ, বৃত্তান্ত, অবস্থা	لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ	সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি। (২৮-২৯)
وَحْيٌ	প্রত্যাদেশ, আল্লাহর বাণী	وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ	আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পুর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (২০-১১৪)
نُبُوَّةٌ	নবুয়ত	مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي	কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে,'তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও'। (৩-৭৯)
أَوْحَى-يُوْحِي	ওহি নাযিল করা, প্রত্যাদেশ করা, জানিয়ে দেয়া	نُوحِيهِ إِلَيْكَ	যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করি। (৩-৪৪)
أَلْهَمَ-يُلْهِمُ	জ্ঞান দান , অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১-৮)
قَلَمٌ ج أَقْلَامٌ	কলম, ভাগ্য গণনার তীর	وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ	আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। (৩-৪৫)
زَلَمٌ ج أَزْلَامٌ	ভাগ্য নির্ধারক তীর, ভাগ্যতীর	إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ	এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব

শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। (৫-৯০)	وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ		
আর তিনি লোকদের সাথে কথা বলবেন দোলনায় এবং বার্ধক্যকালে। (৩-৪৬)	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا	দোলনা; বিস্তৃত ২০:৫৩	مَهْدٌ
আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। (৩-৪৯)	أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ	আকৃতি, গঠন	هَيْئَةٌ
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৮২-৮)	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ	আকার, আকৃতি, গঠন	صُوْرَةٌ ج صُوَرٌ
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। (৯৫-৪)	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ	গঠন, আকৃতি, কাঠামো	تَقْوِيمٌ
আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। (৭৬-২৮)	نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ	গঠন, আকৃতি, কাঠামো	أَسْرٌ
তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯-৭৪)	هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا	দেখতে, দৃশ্যে, আকৃতিতে	رِءْيٌ
এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে। (২২-৫)	ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ	পূর্ণাংগ সৃষ্টি, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট	مُخَلَّقَةٌ
তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। (৩-৪৯)	فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ	ফুঁ দেয়া	نَفَخَ-يَنْفُخُ (نَفْخَةٌ)
যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (৭৪-৮)	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ	ছিদ্রে ফুঁ দেওয়া	نَقَرَ-يَنْقُرُ

গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। (১১৩-৪)	وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ	ফুঁৎকার কারিনী	نَفَّاثَةٌ ج نَفَّاثَاتٌ
এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। (৩-৫৪)	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ	কৌশল করা, চক্রান্ত করা, ষড়যন্ত্র করা	مَكَرَ-يَمْكُرُ (مَكْرٌ)
তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। (১২-৫)	فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا	ষড়যন্ত্র করা, ফন্দি আঁটা	كَادَ-يَكِيدُ (كَيْدٌ)
বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। (৩-৫৪)	وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ	কুশলী, পরিকল্পনাকারী; ষড়যন্ত্রকারী	مَاكِرٌ ج مَاكِرُونَ
কিন্ত যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে। (৫২-৪২)	فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ	কৌশলের শিকার	مَكِيدٌ ج مَكِيدُونَ
আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (৩-৬১)	ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ	প্রার্থনা করা, মুবাহালা করা (মিথ্যুকের উপর বদদোয়া করা)	ابْتَهَلَ- يَبْتَهِلُ
নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ঘটনা। (৩-৬২)	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ	ঘটনা, গল্প; পদাঙ্ক, পদচিহ্ন ১৮:৬৪	قَصَصٌ
মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম ৩:৬৮	إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا	অধিক ঘনিষ্ঠ; অধিক হকদার	أَوْلَى
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। (৩-৭৮)	يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ	বাঁকা করা; ঘুরা ৩:১৫৩	لَوَى-يَلْوُو (لَيٌّ)

অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। (৭৪-২২)	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	মুখভার করা, মুখ বিকৃত করে ফেলা	بَسَرَ-يَبْسُرُ
নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে। (৪১-৪০)	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا	সত্যচ্যুত হওয়া, বিপদগামী হওয়া, বক্রপথে চলা; ইঙ্গিত করা ১৬:১০৩	أَلْحَدَ-يُلْحِدُ (إِلْحَادٌ)
যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। (৩-৯০)	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا	বেড়ে যাওয়া	اِزْدَادَ-يَزْدِيدُ
অল্প হোক কিংবা বেশী। ৪:৭	مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ	বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া	كَثُرَ-يَكْثُرُ
আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (৩০-৩৯)	فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ	বৃদ্ধি পাওয়া, বর্ধিত হওয়া	رَبَا-يَرْبُو
অল্প হোক কিংবা বেশী। ৪:৭	مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ	কম হওয়া, অল্প হওয়া	قَلَّ-يَقِلُّ
এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। (১৩-৮)	وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ	কমা, হ্রাস পাওয়া	غَاضَ-يَغِيضُ
পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ। (৩-৯১)	مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا	ভরা, পূর্ণ	مِلْءٌ
এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৭৮-৩৪)	وَكَأْسًا دِهَاقًا	পরিপূর্ণ, উপচে পড়া	دِهَاقٌ
জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। (১৭-৬৩)	فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا	পরিপূর্ণ, ভরপুর	مَوْفُورٌ
আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। (৩-১০২)	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	রশি, দড়ি, রজ্জু	حَبْلٌ ج حِبَالٌ
সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ২২:১৫	فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى	রশি; মাধ্যম, উপায়, উপকরণ	سَبَبٌ ج

	السَّمَاءِ	১৮:৮৫	أَسْبَابٌ
তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। (১১১-৫)	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	খেজুরের বাকলের রশি, দড়ি	مَسَدٌ
তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। (৩-১০২)	وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ	প্রান্ত, কিনারা	شَفَا
আর প্রশংসা কর দিনের বেলায়,যাতে তুমি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারো। (২০-১৩০)	فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ	কিনারা, প্রান্ত, দিক	طَرَفٌ ج أَطْرَافٌ
এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (৬৯-১৭)	وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا	কিনারা, প্রান্ত, পার্শ্ব দেওয়াল	رَجَا ج أَرْجَاءٌ
যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন প্রান্ত থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল। (২৮-৩০)	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ	প্রান্ত, কিনারা, পার্শ্ব	شَاطِئٌ
আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে। (৮-৪২)	مإِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا	প্রান্ত, কিনারা	عُدْوَةٌ
মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। (২২-১১)	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ	প্রান্ত, কিনারা/ ঠুনকো/ দ্বিধা	حَرْفٌ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত। (৫৫-৩৩)	أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	প্রান্ত, কিনারা, আঁজপাড়া গাঁ	قُطْرٌ ج أَقْطَارٌ
অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। (২০-৩৯)	فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ	কিনারা, তট, সমুদ্রের তীর	سَاحِلٌ
তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। (৩-১০২)	وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ	গর্ত, খাদ, কূপ	حُفْرَةٌ
যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে	مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ	গর্ত, স্রোতে কাটা	جُرُفٌ

পতনপ্রায় ধসের কিনারার উপরে। (৯-১০৮)	شَفَا جُرُفٍ هَارٍ	গর্ত	
খন্দকগুলোর মালিকদের নিপাত করা হয়েছে। (৮৫-৪)	قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ	গভীর গর্ত, গুহা	أُخْدُودٌ
এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (৩-১০৬)	فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ	স্বাদ গ্রহণ করা, ভোগ করা	ذَاقَ-يَذُوقُ
আর দুধের নদীসমূহ যার স্বাদ বদলায় না। (৪৭-১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ	স্বাদ	طَعْمٌ
অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন। ৩৯:২৬	فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	আস্বাদন করানো, ভোগ করানো	أَذَاقَ-يُذِيقُ
প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। (৩-১৮৫)	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	আস্বাদনকারী	ذَائِقٌ (ذَائِقَةٌ) ج ذَائِقُونَ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৭)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	সাদা হওয়া, শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া	اِبْيَضَّ-يَبْيَضُّ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৭)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	মলিন হওয়া, কালো হওয়া	اِسْوَدَّ-يَسْوَدُّ
তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (১৬:৫৮)	وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ	কালো, মলিন, বিষণ্ন	مُسْوَدٌّ
আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। (৩:১১১)	وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ	পিঠ, পশ্চাৎ, পিছন, বিপরীতদিক	دُبُرٌ (ج) أَدْبَارٌ
যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা	إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن	সামনে, সম্মুখে, মুখোমুখি	قُبُلٌ

সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদি। (১২:২৬)	قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ		
ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য। (৩-১১৭)	كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ	শৈত্য	صِرٌّ
তারা সেখানে দেখতে পাবে না সূর্যোত্তাপ, না কোনো কনকনে ঠান্ডা । (৭৬-১৩)	لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا	শৈতপ্রবাহ, প্রচন্ড শীত,	زَمْهَرِيرٌ
তুমি শীতল ও শান্ত হও ইব্রাহীমের উপরে। (২১-৬৯)	كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ	শীতল, ঠাণ্ডা	بَرْدٌ، بَارِدٌ
তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন। (২৪-৪৩)	وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ	শিলা	بَرَدٌ
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬-২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	শীতকাল, শীতের সময়	الشِتَاءُ
এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। (৯-৮১)	وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ	গরম, তাপ, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম	حَرٌّ
সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (৩৫-২১)	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ	গরম, তাপ, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম	حَرُورٌ
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬-২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	গরমকাল, গ্রীষ্মকাল	الصَيْفُ
তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। (৩-১১৮)	وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ	কষ্টের সম্মুখীন হওয়া	عَنِتَ-يَعْنَتُ
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রুটি করে না। (৩-১১৮)	لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا	ক্রুটি করা, কম করা	أَلَا-يَأْلُو
তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রুটি	قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا	কমতি করা, ক্রুটি করা; ছাড় দেওয়া	فَرَّطَ-يُفَرِّطُ

করেছি। (৬-৩১)	فَرَّطْنَا فِيهَا		
পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। (৩-১১৯)	وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ	কামড়ানো	عَضَّ-يَعَضُّ
আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গেলেন। (৩-১২১)	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ	সকালে বের হওয়া	غَدَا-يَغْدُو
বং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও (১৬:৬)	وَحِينَ تَسْرَحُونَ	সকালে চরাতে যাওয়া	سَرَحَ-يَسْرَحُ
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (৩৪-১২)	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ	সকালের ভ্রমণ; প্রত্যুষ, সকাল	غُدُوٌّ
যখন চারণভূমি থেকে নিয়ে আস (১৬:৬)	حِينَ تُرِيحُونَ	সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনা	أَرَاحَ-يُرِيحُ
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (৩৪-১২)	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ	সন্ধ্যাভ্রমণ, বিকালের ভ্রমণ	رَوَاحٌ
যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো। (৩-১২২)	إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا	উপক্রম হওয়া; সংকল্প করা ৪০:৫	هَمَّ-يَهُمُّ
যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো। (৩-১২২)	إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا	সাহস হারানো, বিচলিত হওয়া	فَشِلَ-يَفْشَلُ
তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। (৪-১০৪)	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ	কষ্ট করা, ভেঙ্গে পড়া, দুর্বল হওয়া,	وَهَنَ-يَهِنُ

		নরম হওয়া	(وَهْنٌ)
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন (২২:৭৩)	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ	দুর্বল হওয়া, তুচ্ছ হওয়া	ضَعُفَ–يَضْعُفُ (ضَعْفٌ)
আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (৩-১২২)	وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	ভরসা করা	تَوَكَّلَ-يَتَوَكَّلُ
আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। (৩-১৫৯)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ	নির্ভরকারী, ভরসাকারী	مُتَوَكِّلٌ ج مُتَوَكِّلُونَ
অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়। (৩-১২৫)	إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ	আকস্মিক	فَوْرٌ
এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে। (৬-৩১)	حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً	সহসা, হঠাৎ, আকস্মাৎ	بَغْتَةٌ
চিহ্নিত ফেরেশতাগণ। (৩-১২৫)	الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	চিহ্নদাতা, নিশানাকারী	مُسَوِّمٌ ج مُسَوِّمُونَ
যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন। (৩-১৩৩)	عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ	বিস্তৃতি, প্রস্থ	عَرْضٌ
উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। ১৭:৩৭	وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا	দৈর্ঘ্য, উচ্চতা	طُوْلٌ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (৩-১৩০)	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً	দ্বিগুণ, বহুগুণ	ضِعْفٌ ج أَضْعَافٌ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا	বর্ধিত	مُضَاعَفَةٌ

না। (৩-১৩০)	مُّضَاعَفَةً		
অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৩০:৩৯)	فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ	বৃদ্ধি করে নেয় যে	مُضْعِفٌ ج مُضْعِفُونَ
যদিও এরুপ অনেক নিয়ে আসা হয়। (১৮:১০৯)	وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا	অনেক/ অতিরিক্ত	مَدَدٌ
তারা যা করেছিল তাতে আঁকড়ে ধরে থাকে না। (৩-১৩৫)	وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا	অটল থাকা, জিদ করা	أَصَرَّ-يُصِرُّ
এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৩-১৩৭)	فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ	পরিণতি, ফলাফল, প্রতিফল	عَاقِبَةٌ، عُقْبٌ، عُقْبَى
তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে. ৬৪:৫	فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ	কুপরিণতি, অশুভ পরিণাম	وَبَالٌ
তোমরা যদি আহত হয়ে থাক। (৩-১৪০)	إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ	আঘাত, ব্যাথা	قَرْحٌ
এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। (৫-৪৫)	وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ	জখম, আঘাত	جَرْحٌ ج جُرُوحٌ
(এ দিনগুলোকে) আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। (৩-১৪০)	نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ	আবর্তন ঘটানো, পালাবদল করা	دَاوَلَ-يُدَاوِلُ
যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। (৫৯-৭)	كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ	আবর্তিত, কুক্ষিগত যা হাতবদল হতে থাকে	دُولَةٌ
লিপিবদ্ধ থাকা নির্ধারিত সময়। (৩-১৪৫)	كِتَابًا مُّؤَجَّلًا	নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, ধার্যকৃত সময়	مُؤَجَّلٌ
আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। (৬-১২৮)	وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا	সময় ধার্য করা, নির্ধারণ করা	أَجَّلَ-يُؤَجِّلُ

আর যখন রসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে (৭৭:১১)	وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ	সময় ধার্য করা	أَقَّتَ–يُؤَقِّتُ
তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর। (৩-১৫২)	صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ	ঘুরিয়ে দেয়া; চালিত করা	صَرَفَ–يَصْرِفُ (صَرْفٌ)
আমরা পানি খাওয়াতে পারি না যে পর্যন্ত না রাখালরা সরে না যায় (২৮-২৩)	لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ	সরিয়ে নেয়া	أَصْدَرَ–يُصْدِرُ
তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? (১০-৭৮)	أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا	ফিরানো, পিছনে ফিরানো, ঘুরিয়ে দেওয়া	لَفَتَ–يَلْفِتُ
অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে। (৪-৮৮)	وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا	ঘুরিয়ে দেওয়া, উল্টে দেওয়া	أَرْكَسَ–يُرْكِسُ
আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। (৩৬-৬৮)	وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ	উল্টোমুখী করা , মাথা নত করা, উল্টানো	نَكَّسَ–يُنَكِّسُ
তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে। ২১:৬৫	ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	উল্টে দেয়া	نَكَسَ–يَنْكُسُ
যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। (৩-১৫৩)	لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ	হাত ছাড়া হওয়া, ফসকানো, নাগালের বাইরে যাওয়া	فَاتَ–يَفُوتُ (فَوْتٌ)
তারা ওদের দিকে মুখ করে বললঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (১২-৭১)	قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ	হারানো, হারিয়ে ফেলা, খোঁয়ানো, খুঁইয়ে ফেলা	فَقَدَ–يَفْقِدُ
যা তোমাদের মধ্যে এক দলকে বশীভূত করেছিল । (৩-১৫৪)	يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ	বশীভূত করা, আচ্ছন্ন করা, ঢেকে নেয়া	غَشِيَ–يَغْشَى

যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন। (৮-১১)	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ	ঢেকে নেওয়া, আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা	غَشَّى-يُغَشِّي
তিনি দিনকে আবৃত করেন রাত্রি দিয়ে। (৭-৫৪)	يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ	ঢেকে নেওয়া, আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা	أَغْشَى-يُغْشِي
তারা মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে। (৭১-৭)	وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ	কাপড় জড়ানো, আবরণে ঢাকা	اسْتَغْشَى-يَسْتَغْشِي
তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (৩৯-৫)	يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ	প্যাঁচানো, জড়িয়ে নেওয়া, আলো গুটিয়ে নেওয়া	كَوَّرَ-يُكَوِّرُ
আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। (১০-২৬)	وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ	আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা	رَهِقَ-يَرْهَقُ
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল। (৬-৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ	আচ্ছন্ন করা, আচ্ছাদিত করা	جَنَّ-يَجُنُّ
কিংবা জেহাদে যায়। (৩-১৫৬)	أَوْ كَانُوا غُزًّى	যোদ্ধা	غَازٍ ج غُزًّى
যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে। (৪৭-৩১)	حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ	মুসলিম যোদ্ধা	مُجَاهِدٌ ج مُجَاهِدُونَ
আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। (৩-১৫৯)	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ	নমনীয় হওয়া	لَانَ-يَلِينُ
তারা চায় যে তুমি যদি নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (৬৮-৯)	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	শৈথিল্য প্রদর্শণ করা, নমনীয় হওয়া	أَدْهَنَ-يُدْهِنُ
তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে?	أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم	শিথিলকারী	مُدْهِنٌ ج

(৫৬-৮১)	مُّدْهِنُونَ		مُدْهِنُونَ
আর তাদের প্রতি কঠোর হও। (৯-৭৩)	وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ	কঠোর হওয়া, রূঢ় হওয়া, দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া	غَلُظَ-يَغْلُظُ
সুতরাং এতীমের ক্ষেত্রে – তুমি তবে রূঢ় হয়ো না। (৯৩-৯)	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	নির্যাতন করা, কঠোর হওয়া	قَهَرَ-يَقْهَرُ
তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (৩-১৫৯)	لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ	সরে পড়া, দূরে সরা, বিচ্ছিন্ন হওয়া; ছুটে যাওয়া ৬২:১১	اِنْفَضَّ-يَنْفِضُّ
অতঃপর সরে পড়ে। (৯-১২৭)	ثُمَّ انصَرَفُوا	প্রস্থান করা, চলে যাওয়া	اِنْصَرَفَ-يَنْصَرِفُ
সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল। (৮-৪৮)	نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ	প্রস্থান করা, ফিরে যাওয়া, চলে যাওয়া	نَكَصَ-يَنْكُصُ
যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। (২৪-৬৩)	الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا	সরে পড়া, সটকে পড়া, বের হয়ে যাওয়া	تَسَلَّلَ-يَتَسَلَّلُ
এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। (৩-১৬৭)	وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا	কপটতা করা	نَافَقَ-يُنَافِقُ (نِفاقٌ)
মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (৬৩-১)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ	কপট, ভন্ড, প্রতারক, দ্বিমুখী, মুনাফিক	مُنَافِقٌ ج مُنَافِقُونَ (مُنَافِقَاتٌ)
এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও। (৩-	فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ	সরিয়ে দেয়া, অপসারণ করা,	دَرَأَ-يَدْرَأُ

	প্রতিহত করা	الْمَوْتَ	১৬৮)
زَحْزَحَ-يُزَحْزِحُ	অপসারণ করা, দূরে রাখা	فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ	তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে। (৩-১৮৫)
أَذْهَبَ-يُذْهِبُ	দূর করা, সরিয়ে নেয়া	وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ	এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। (৯-১৫)
كَشَفَ-يَكْشِفُ (كَشْفٌ)	খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা; দূর করা, অপসারণ করা	فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ	এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (৫০-২২)
كَشَطَ-يَكْشِطُ	অপসারণ করা, ছিলে ফেলা	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ	যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। (৮১-১১)
اِسْتَبْشَرَ-يَسْتَبْشِرُ	খুশি হওয়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা	وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم	আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। (৩-১৭০)
أَبْشَرَ-يُبْشِرُ	খুশি হওয়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা	وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ	এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৪১-৩০)
مُسْتَبْشِرَةٌ	উৎফুল্ল, সুসংবাদপ্রাপ্ত	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ	সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৮০-৩৯)
فَرِحٌ ج فَرِحُونَ	উল্লাসী, আমোদী, মহাখুশি	فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ	আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। (৩-১৭০)
فَاكِهٌ ج فَاكِهُونَ	সহাস্য, হাসিমুখ, আনন্দিত	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ	এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৩৬-৫৫)
مَسْرُورٌ	সহাস্য, আনন্দিত	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا	এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দের সাথে ফিরে যাবে। (৮৪:৯)

তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৮৩-৩১)	وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ	সহাস্য, ঠাট্টাকারী	فَكِهٌ ج فَكِهُونَ
যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। (৩৯-৪৫)	اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ	বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়া, সঙ্কুচিত হওয়া	اِشْمَأَزَّ-يَشْمَئِزُّ
আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। (৩-১৭৩)	حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ	কর্মবিধায়ক, জিম্মাদার	وَكِيلٌ
তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের জন্য জামিন বানিয়েছ (১৬:৯১)	وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا	জামিন, তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল	كَفِيلٌ
যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। (৩-১৮০)	سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ	বেড়ি পরানো	طَوَّقَ-يُطَوِّقُ
তারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)	جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ	দীপ্তিময়, আলোকবর্তিকা	مُنِيرٌ
কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। (২৪-৩৫)	كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ	আলোক বিচ্ছুরক, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়,	دُرِّيٌّ
তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল আলোকময়। (১০-৫)	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً	দীপ্তিময়, উজ্জ্বল	ضِيَاءٌ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল। (৮০-৩৮)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ	আলোকোজ্জ্বল, নির্মল, সহাস্যবদন	مُسْفِرَةٌ
এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (৭৮-১৩)	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا	জ্যোতির্ময়	وَهَّاجٌ
জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড। (৩৭-১০)	شِهَابٌ ثَاقِبٌ	উজ্জ্বল, দ্যুতিশীল	ثَاقِبٌ

অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল। (৬-৭৮)	فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً	চকচকে, উদীয়মান	بَازِغٌ، بَازِغَةٌ
সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। (৭৫-২২)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ	লাবণ্যময়, উজ্জ্বল, সজীব	نَاضِرَةٌ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব। (৮৮-৮)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ	উজ্জ্বল, উৎফুল্ল	نَاعِمَةٌ
যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (৮১-২)	وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ	মলিন হওয়া, নিষ্প্রভ হওয়া	انْكَدَرَ–يَنْكَدِرُ
আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (৭৫-২৪)	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ	মলিন, বিষণ্ণ, মুখভার	بَاسِرَةٌ
যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। (৩-১৯১)	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ	পার্শ্ব, নৈকট্য, শায়িতাবস্থা	جَنْبٌ ج جُنُوبٌ
তুর পর্বতের দিক থেকে। (২৮-২৯)	مِن جَانِبِ الطُّورِ	পার্শ্ব, কিনারা, দিক	جَانِبٌ
সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। (২২-৯)	ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ	পার্শ্ব, কাঁধ, ঘাড়, গ্রীবা	عِطْفٌ
আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন। (৩-১৯৮)	نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ	আতিথ্য, আপ্যায়ন	نُزُلٌ
হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর। (৩-২০০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا	দৃঢ় হওয়া	صَابَرَ–يُصَابِرُ
হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (৩-২০০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا	দৃঢ়থাকা; সীমান্ত প্রহরায় থাকা	رَابَطَ–يُرَابِطُ (رِبَاطٌ)
তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৮-৪৫)	فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا	অটল থাকা, দৃঢ়পদ থাকা, অবিচল থাকা	ثَبَتَ–يَثْبُتُ (ثُبُوتٌ)

যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে। (৪৬-১৩)	قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا	অটল থাকা, সোজা চলা, সঠিক হওয়া	اِسْتَقَامَ-يَسْتَقِيمُ

৪। সুরা নিসা

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (৪-১)	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا	পর্যবেক্ষক, সতর্ক	رَقِيبٌ
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৪-৮৫)	وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا	অভিভাবক, দেখভালকারী, আহার্যদাতা, ভরণপোষণকারী	مُقِيتٌ
তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; 8:3	فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	মালিক হওয়া, অধিকারী হওয়া; করায়ত্ব করা, ক্ষমতা থাকা ১৭:৫৬; শাসন করা ২৭:২৩	مَلَكَ-يَمْلِكُ (مَلْكٌ)
আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। (৪-৪)	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	স্বতস্ফূর্তভাবে, খুশি মনে	نِحْلَةٌ
তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪-৪)	فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	তৃপ্তির সাথে, সানন্দে	هَنِيْئٌ
তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪-৪)	فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	স্বাচ্ছন্দ্যে, তৃপ্তিতে	مَرِيئٌ
এ অংশ নির্ধারিত। (৪-৭)	نَصِيبًا مَّفْرُوضًا	নির্ধারিত, আবশ্যিক	مَفْرُوضٌ
আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৩-৩৮)	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا	নির্ধারিত, ধার্যকৃত	مَقْدُورٌ
এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।	وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا	চূড়ান্ত,	مَقْضِيٌّ

(১৯-২১)		ফয়সালাকৃত, সাব্যস্ত	
আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪-৪৭)	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا	কার্যকর, সম্পাদিত, সংঘটিত	مَفْعُولٌ
সম্পতি বন্টনের সময়। (৪-৮)	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ	বণ্টন	قِسْمَةٌ (قَسَمَ– يَقْسِمُ)
তাদের মধ্যে প্রতিটি দ্বারের জন্যে এক একটি দল ভাগ করা আছে (১৫:৪৪)	لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ	বরাদ্দকৃত, বণ্টিত	مَقْسُومٌ
কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের শপথ। (৫১-৪)	فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا	বন্টন কারী	مُقَسِّمَةٌ ج مُقَسِّمَاتٌ
কন্যারা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। (৪-২৩)	وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم	কোল, তত্ত্বাবধান	حُجْرٌ ج حُجُورٌ
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। (৪:২৪)	مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ	বিবাহপ্রার্থী, বিবাহকল্পে	مُحْصِنٌ ج مُحْصِنُونَ
যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। (২৪-৪)	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ	লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষাকারী, বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারিণী	مُحْصَنَةٌ ج مُحْصَنَاتٌ
এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ	ব্যভিচারিণী	مُسَافِحَةٌ ج مُسَافِحَاتٌ

এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে (২৪-৩)	وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ	ব্যভিচারী	زَانٍ، زَانِيَةٌ
এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না ? (১৯-২০)	وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا	ব্যভিচারী, অপবিত্র	بَغِيٌّ
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়।	مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ	ব্যভিচারী	مُسَافِحٌ ج مُسَافِحُونَ
ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে। (২৪-৩)	الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً	ব্যভিচারী	زَانٍ
অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে। (৪-২৪)	فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ	উপভোগ করা	اِسْتَمْتَعَ-يَسْتَمْتِعُ
কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ	উপপতি বা উপপত্নী, গোপন প্রেমিক বা প্রেমিকা	خِدْنٌ ج أَخْدَانٌ
তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (৪-৩০)	فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا	পোড়ানো, দগ্ধ করা	أَصْلَى-يُصْلِي
অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৬৯-৩১)	ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ	আগুনে প্রবেশ করানো, অগ্নিদগ্ধ করা	صَلَّى-يُصَلِّي (تَصْلِيَةٌ)
তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও. (২১-৬৮)	قَالُوا حَرِّقُوهُ	পোড়ানো, জ্বালিয়ে দেয়া	حَرَّقَ-يُحَرِّقُ
তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। (১৮-২৯)	يَشْوِي الْوُجُوهَ	দগ্ধ করা, ভুনা করা	شَوَى-يَشْوِي
আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। (২৩-১০৪)	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ	পোড়ানো, দগ্ধ করা, জ্বালিয়ে দেওয়া	لَفَحَ-يَلْفَحُ

অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। (৪০-৭২)	ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ	পোড়ানো, আগুন ধরানো/ ভর্তি করা	سَجرَ-يَسْجرُ
মানুষকে দগ্ধ করবে। (৭৪-২৯)	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ	ভস্মকারী, দগ্ধকারী	لَوَّاحَةٌ
এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৪-৩০)	وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا	সহজ, তুচ্ছ	يَسِيرٌ
তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য। (১৯-২১)	قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ	সহজ, নগণ্য, অতিসাধারণ	هَيِّنٌ
এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৫-২৬)	وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا	কঠিন, কষ্টকর, সংকটাপন্ন	عَسِرٌ، عسيرٌ
পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল। (৪-৩৪)	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	কর্তৃত্বশীল, পৃষ্ঠপোষক; অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ৪:১৩৫	قَوَّامٌ ج قَوَّامُونَ
তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ উভয়ের মাঝে উপায় করে দিবেন। (৪:৩৫)	إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا	অনুকূল করা, তাউফিক দেওয়া	وَفَّقَ-يُوَفِّقُ (تَوْفِيقٌ)
আর তার জন্য আমি সহজ করে দিয়েছিলাম স্বচ্ছন্দভাবে (৭৪:১৪)	وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا	প্রস্তুত করা, সহজ করে দেয়া	مَهَّدَ-يُمَهِّدُ (تَمْهِيدٌ)
এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন (১৮:১০)	وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا	সহজ করা, মসৃণ করা, প্রস্তুত করা	هَيَّأَ-يُهَيِّئُ
আর আমরা তো অবশ্যই কুরআনকে উপদেশগ্রহণের জন্য	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ	সহজ করা	يَسَّرَ-يُيَسِّرُ

সহজবোধ্য করে দিয়েছি (৫৪:৩২)			
আর আমার ব্যাপারে আপনি আমার উপর কঠোরতা আরোপ না (১৮:৭৩)	وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا	কঠিনতা আরোপ করা, কঠোরতা করা	أَرْهَقَ–يُرْهِقُ
আর নিকট প্রতিবেশীর এবং দুরের প্রতিবেশীর। (৪-৩৬)	وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ	প্রতিবেশী; সাহায্যকারী, আশ্রয়দাতা ৮:৪৮	جَارٌ
অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৩৩-৬০)	ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا	প্রতিবেশী হওয়া	جَاوَرَ–يُجَاوِرُ
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা। (৪-৪৩)	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ	নেশাগ্রস্থ	سَكْرَانُ ج سُكَارَى
তারা নিশ্চিত আপন নেশায় অন্ধ ছিল (১৫:৭২)	إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ	নেশা, মাদকতা	سَكْرَةٌ
তাতে তাদের মাথা ধরবে না, আর বিকারগ্রস্ত ও হবে না (৫৬:১৯)	لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ	মাতাল হওয়া	أَنْزَفَ–يُنْزِفُ
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ এবং যখন তোমরা জুনুব (গোসল ফরয) অবস্থায় থাক। (৪-৪৩)	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا	গোসল ফরয অবস্থা; দূর, দূরত্ব ২৮:১১	جُنُبٌ
যতক্ষণ না গোসল করে নাও। (৪-৪৩)	حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا	ধৌত করা, গোসল করা	اِغْتَسَلَ–يَغْتَسِلُ
তখন স্বীয় মুখমন্ডল ধৌত কর। (৫-৬)	فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ	ধোয়া, ধৌত করা	غَسَلَ–يَغْسِلُ

ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৩৮-৪২)	هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ	গোসলের পানি, গোসলখানা	مُغْتَسَلٌ
তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে। (৪-৪৩)	جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ	শৌচাগার	غَائِطٌ
তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (৪-৪৩)	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا	তায়াম্মুম করা, ইচ্ছা করা	تَيَمَّمَ-يَتَيَمَّمُ
মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। (৪-৪৩)	فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ	হাত বুলানো	مَسَحَ-يَمْسَحُ (مَسْحٌ)
দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে। (৪-৪৬)	وَطَعْنًا فِي الدِّينِ	কটূক্তি করা	طَعَنَ-يَطْعَنُ (طَعْنٌ)
তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। (৬-১০৮)	فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ	গালি দেওয়া, মন্দ বলা	سَبَّ-يَسُبُّ
মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে। (৪-৫১)	يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ	প্রতিমা, মূর্তি, উপাস্য	جِبْتٌ
সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (২২-৩০)	فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ	মূর্তি, প্রতিমা	وَثْنٌ ج أَوْثَانٌ
এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (১৪-৩৫)	وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ	মূর্তি, প্রতিমা	صَنَمٌ ج أَصْنَامٌ
এই যে মদ,জুয়া,প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো	إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ	প্রতিমা; স্থাপিত বেদী ৫:৩	نُصُبٌ ج أَنْصابٌ

নয়। (৫-৯০)	رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ		
যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। (৪-৫৮)	أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا	আমানত, গচ্ছিত সম্পদ, রক্ষিত মালামাল	أَمَانَةٌ ج أَمَانَاتٌ
যারা দাবী করে যে,যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। (৪-৬০)	الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ	দাবি করা; ধারণা করা ৬:২২	زَعَمَ-يَزْعُمُ (زَعْمٌ)
তারা বিচার খুজঁতে চায় তাগুত থেকে। (৪-৬০)	يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ	বিচার চাওয়া, মীমাংসা চাওয়া	تَحَاكَمَ-يَتَحَاكَمُ
যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। (৪-৬৫)	حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	বিচারক বানানো, শাসক মানা, মামলা করা	حَكَّمَ-يُحَكِّمُ
কল্যাণকর কথা। (৪-৬৩)	قَوْلًا بَلِيغًا	প্রাঞ্জল, গভীর, ভেদকারী	بَلِيغٌ
নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না (৪-৬৫)	لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا	সংকীর্ণতা; অন্যায়, পাপ ৪৮:১৭; কষ্ট, সমস্যা ৫:৬	حَرَجٌ
হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ	সতর্কতা, সাবধানতা, অস্ত্রশস্ত্র	حِذْرٌ
এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। (২৬-৫৬)	وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ	ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, অস্ত্রধারী	حَاذِرٌ ج حَاذِرُونَ
আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে। (৪-৭২)	وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ	পেছনে পড়া, মন্থর হওয়া, অলসতা করা	بَطَّأَ-يُبَطِّئُ

এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল। (৯-১১৮)	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا	পেছনে ফেলা, পশ্চাতে রাখা	خَلَّفَ-يُخَلِّفُ
রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া। (৯-১২০)	أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ	পিছপা হওয়া, পিছিয়ে পড়া	تَخَلَّفَ-يَتَخَلَّفُ
এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (৩৩-১৪)	وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا	থাকতে চাওয়া, বিলম্ব করা	تَلَبَّثَ-يَتَلَبَّثُ
শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে। (৯১-২)	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا	পেছনে আসা, পশ্চাতে আসা	تَلَى-يَتْلِي
কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে। (১১-৯৮)	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	সামনে থাকা, অগ্রগামী হওয়া	قَدَمَ-يَقْدُمُ
তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৭৪-৩৭)	لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ	অগ্রগামী হওয়া, অগ্রণী হওয়া, পূর্বে হওয়া	تَقَدَّمَ-يَتَقَدَّمُ
কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (১৬-৬১)	وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ	অগ্রগামী করতে চাওয়া, ত্বরাগামী হওয়া	اسْتَقْدَمَ-يَسْتَقْدِمُ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। (৪-৭৮)	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ	পাকড়াও করা, নাগাল পাওয়া, ধারণ করা	أَدْرَكَ-يُدْرِكُ
এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে। (৭-৩৮)	حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا	পরস্পরের নাগাল পাওয়া, পৌঁছানো	تَدَارَكَ (ادَّارَكَ) — يَتَدَارَكُ
কেমন করে তারা নাগাল পাবে (৩৪-৫২)	وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ	নাগাল পাওয়া, ধরতে পারা	تَنَاوُشٌ
অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল (৫৪-২৯)	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ	ধরা, ধরে ফেলা	تَعَاطَى-يَتَعَاطى

তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। (৩৩:৬১)	أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا	নাগাল পাওয়া, ধরে ফেলা	ثَقِفَ–يَثْقَفُ
পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না। (২০:৭৭)	لَّا تَخَافُ دَرَكًا	নাগাল পাওয়া, ধরে ফেলা	دَرَكٌ
আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। (২৬-৬১)	إِنَّا لَمُدْرَكُونَ	ধৃত, নাগালবদ্ধ	مُدْرَكٌ ج مُدْرَكُونَ
যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর,তবুও। (৪-৭৮)	وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ	দূর্গ, প্রাসাদ; গ্রহ, রাশিচক্র ১৫:১৬	بَرْجٌ ج بُرُوجٌ
এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। (৫৯-২)	وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ	দূর্গ, সুরক্ষিত কেল্লা	حِصْنٌ ج حُصُونٌ
কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন। (৩৩-২৬)	وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ	দুর্গ, কেল্লা,	صِيصَةٌ ج صَيَاصٍ
যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর,তবুও। (৪-৭৮)	وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ	সুউচ্চ, সুদৃঢ়	مُشَيَّدَةٌ
কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। (২২-৪৫)	وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ	সুউচ্চ, সুদৃঢ়	مَشِيدٌ
এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর। (৫০-১০)	وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	সুউচ্চ, লম্বা, বিশালকায়	بَاسِقَةٌ ج بَاسِقَاتٌ

আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা। (৭৭-২৭)	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ	সুউচ্চ, উন্নত, উঁচুউঁচু	شَامِخَةٌ ج شَامِخَاتٌ
তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (৪০-১৫)	رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ	সমুন্নত, সুউচ্চ, মহান	رَفِيعٌ
দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রনাধীন)। (৫৫-২৪)	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ	রচিত, সৃজিত, নির্মিত,	مُنْشَأَةٌ ج مُنْشَآتٌ
এবং সমুন্নত ছাদের। (৫২-৫)	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ	উচ্চ, সুউচ্চ, উন্নত, উন্নিত, উত্তোলিত	مَرْفُوعٌ، مَرْفُوعَةٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি) যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	নিকটবর্তী, হাতের নাগালে; ঝুলন্ত	دَانٍ، دَانِيَةٌ
নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। (৪-১৪৫)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ	নিম্নস্তর, স্তর	دَرْكٌ
নিক্ষেপ কর তাকে কুয়ার তলায় (১২: ১০)	أَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ	তলানী, তলদেশ, গভীরতা	غَيَابَةٌ
প্রভাতেইএর পানি তলিয়ে যাবে ভূগর্ভে (১৮:৪১)	يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا	গভীরে, ভূগর্ভে	غَوْرٌ
অথবা গভীর সমুদ্রের মধ্যেকার অন্ধকারের ন্যায় (২৪:৪০)	أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ	গভীর, অথৈ	لُجِّيٌّ
আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (৪-৮০)	فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا	রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংরক্ষক, রক্ষাকারী	حَفِيظٌ ج حَفَظَةٌ
এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১৫-৯)	وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ	রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংরক্ষক, রক্ষাকারী	حَافِظٌ ج حَافِظُونَ

(حَافِظَاتٌ)			
مُهَيْمِنٌ	রক্ষক, আশ্রয়দাতা	وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ	এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (৫-৪৮)
بَيَّتَ-يُبَيِّتُ	রাতে পরামর্শ করা; রাতে অভিযান চালানো	بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ	তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায়। (৪-৮১)
اِسْتَنْبَطَ-يَسْتَنْبِطُ	অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, বের করে আনা	لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ	তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। (৪-৮৩)
حَرَّضَ-يُحَرِّضُ	উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা	وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ	আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। (৪-৮৩)
حَضَّ-يَحُضُّ	উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। (৬৯-৩৪)
تَحَاضَّ-يَتَحَاضُّ	পরস্পরে অনুপ্রাণিত করা	وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (৮৯-১৮)
حَيَّ-يُحَيِّي (تَحِيَّةٌ)	অভিবাদন জানানো	وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا	আর তোমাদেরকে যদি কেউ অভিবাদন জানায়,তাহলে তোমরাও তার জন্য অভিবাদন জানাও। (৪-৮৬)
مَرْحَبٌ	অভিনন্দন	لَا مَرْحَبًا بِهِمْ	তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। (৩৮-৫৯)
حَصِرَ-يَحْصَرُ	অবদমিত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া, বন্দি করা	أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ	অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে,তাদের অন্তর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। (৪-৯০)
سَلَّطَ-يُسَلِّطُ	প্রবল করে দেয়া,	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ	যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে

তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। (৪-৯০)	عَلَيْكُمْ	আধিপত্য দান করা	
সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপুরি দুই মাস রোযা রাখবে। (৪-৯২)	فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ	ক্রমাগত, পরপর	مُتَتَابِعٌ
যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। (৬৯-৭)	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا	অবিরাম/ অশুভ/ নিশ্চিহ্নকারী	حَاسِمٌ ج حُسُومٌ
বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। (৪-৯৪)	فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	مَغْنَمٌ ج مَغَانِمُ
আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে। ৮:৪১	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করা	غَنِمَ-يَغْنَمُ
আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। (৮-১)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ	গনিমতের বণ্টনোর্ধ সম্পদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	نَفْلٌ ج أَنْفَالٌ
গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,- সমান নয়। (৪-৯৫)	لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ	উপবিষ্ট, বসে থাকা ব্যক্তি, পেছনে পড়ে থাকা ব্যক্তি	قَاعِدٌ ج قَاعِدُونَ
যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (৫০-১৭)	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ	উপবিষ্ট, বসা	قَعِيدٌ
এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (১৫-২৪০	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ	পশ্চাৎগামী, পরবর্তী	مُسْتَأْخِرٌ ج مُسْتَأْخِرُونَ

কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৯-৮৩)	فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	خَالِفٌ ج خَالِفُونَ
যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। (৯-৯৩)	رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	خَالِفَةٌ ج خَوَالِفُ
সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (২৯-৩৩)	كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ	পশ্চাদ্বর্তী, পেছনে পড়া	غَابِرٌ ج غَابِرُونَ
গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন। (৪৮-১৬)	قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	مُخَلَّفٌ ج مُخَلَّفُونَ
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। (৩৫-৩২)	وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ	অগ্রগামী	سَابِقٌ ج (سَابِقَاتٌ)
আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে। (১৫-২৪)	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ	অগ্রগামী, অগ্রসর	مُسْتَقْدِمٌ ج مُسْتَقْدِمُونَ
তারা কোন উপায় করতে পারে না। (৪-৯৮)	لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً	উপায়, কৌশল, তদবির	حِيلَةٌ
তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। (৪-১০০)	فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ	সাব্যস্ত হওয়া; সংঘটিত হওয়া ৫৬:১; পড়ে যাওয়া ২২:৬৫	وَقَعَ-يَقَعُ (وَقْعَةٌ)
আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (৫২-৭)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ	ঘটনশীল; পতনশীল ৭:১৫১	وَاقِعٌ
এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। (৪-১০২)	وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ	অস্ত্র	سِلَاحٌ ج أَسْلِحَةٌ
আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই।	وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ	কাঁটা, কন্টক; শক্তি; অস্ত্র	شَوْكَةٌ

(৮-৭)	الشَّوْكَةِ		
অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে। (৪-১১২)	ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا	নির্দোষ; দায়িত্বমুক্ত ২৬:২১৬	بَرِيءٌ ج بُرَآءُ
তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। (২৪-২৬)	أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ	নির্দোষ, নিষ্কলুষ	مُبَرَّؤٌ ج مُبَرَّءُونَ
আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। (৩৩-৬৯)	فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا	নির্দোষ প্রমাণ করা, দোষমুক্ত করা	بَرَّأَ-يُبَرِّئُ
তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়। (৪-১১৪)	لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ	গোপন শলাপরামর্শ	نَجْوَى
এবং গুঢ়তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (১৯-৫২)	وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا	পরামর্শকারী, পরামর্শার্থে, একান্তসঙ্গি	نَجِيٌّ
অহংকারের সাথে এ ব্যাপারে নৈশ আড্ডা করতে (২৩:৬৭)	مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا	রাতে গল্পগুজব কারী, রাতে বৈঠককারী	سَامِرٌ
তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। (৫৮-১২)	إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً	পরস্পরে কানকথা বলা, একান্তে আলাপ করা	نَاجَى-يُنَاجِي
তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার এর বিষয়ে কানাকানি করো না। (৫৮-৯)	إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ	কানাকানি করা	تَنَاجَى-يَتَنَاجَى
সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। (৪-১২০)	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ	আশা তৈরী করা, আশ্বাস দেয়া	مَنَّى-يُمَنِّي

তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব। (৪-১১৯)	وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ	কাটা, চিরা, ছেদন করা	بَتَّكَ-يُبَتِّكُ
যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। (১৮-৭১)	إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا	ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা; অপবাদ দেয়া ৬:১০০	خَرَقَ-يَخْرِقُ
অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না। (৪-১২৯)	فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ	ঝুঁকে পড়া; বাড়াবাড়ি করা, আক্রমণ করা ৪:১০২	مَالَ-يَمِيلُ (مَيْلٌ، مَيْلَةٌ)
আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও। (৮-৬১)	وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا	ঝুঁকে পড়া, হাত বাড়ানো, আকৃষ্ট হওয়া	جَنَحَ-يَجْنَحُ
যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব ১২:৩৩	وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ	ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া	صَبَا-يَصْبُو
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। (১৪-৩৭)	فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	ঝুকে পড়া; পতন ঘটা ২০:৮১; অদৃশ্য হওয়া ৫৩:১	هَوَى-يَهْوِي
আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (১৭-৭৪)	لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا	ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া	رَكَنَ-يَرْكُنُ
তাদের অন্তর যেন এদিকে ঝুঁকে পড়ে। (৬-১১৩)	وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ	ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া	صَغَى-يَصْغِي
একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। (৪-১২৯)	فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ	ঝুলন্ত, দোদুল্যমান	مُعَلَّقَةٌ
যতক্ষণ না তারা অন্য কথায়	يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ	আজেবাজে কথায়	خَاضَ-يَخُوضُ

লিপ্ত হয় (৪-১৪০)		লিপ্ত হওয়া, সমালোচনা করা	(خَوضٌ)
বরং আমরা বৃথা তর্ক করতাম বৃথা তর্ককারীদের সঙ্গে। (৭৪-৪৫)	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ	বাচাল, বাজে প্রসঙ্গ আলোচনাকারী	خَائِضٌ ج خَائِضُونَ
এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত। (৪-১৪৩)	مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ	দোদুল্যমান, দ্বিধাগ্রস্থ	مُذَبْذَبٌ ج مُذَبْذَبُونَ
একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। (৪-১৪২)	قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ	অলস	كَسْلَانُ ج كُسَالَى
অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে। (৪-১৫৭)	وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ	শূলে চড়ানো	صَلَبَ-يَصْلُبُ
এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব। (২০-৭১)	وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ	শূলে চড়ানো/ আগুনে প্রবেশ করানো	صَلَّبَ-يُصَلِّبُ

৫। সুরা মায়িদা

কিন্তু এহরাম বাধাঁ অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। (৫-১)	غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ	শিকার	صَيْدٌ
যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আস,তখন শিকার কর। (৫-২)	وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا	শিকার করা	اِصْطَادَ-يَصْطِيدُ
সেই সম্প্রদায়ের শুক্রতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। (৫-২)	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ	পাপাসক্ত করা, অপরাধপ্রবণ বানানো	جَرَمَ-يَجْرِمُ

অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। (৫-৩০)	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ	অনুগত বানানো, উদ্বুদ্ধ করা, রাজি করানো	طَوَّعَ-يُطَوِّعُ
তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (১৯-৮৩)	تَؤُزُّهُمْ أَزًّا	উস্কানি দেয়া, প্ররোচিত করা	أَزَّ-يَؤُزُّ (أَزٌّ)
অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল। (৭-২০)	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ	কুমন্ত্রণা দেয়া, প্ররোচনা দেয়া	وَسْوَسَ-يُوَسْوِسُ
আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে। (৭-২০০)	وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ	উসকানি দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া; কলহ বিবাদ সৃষ্টি করা ১২:১০০	نَزَغَ-يَنْزَغُ (نَزْغٌ)
হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (২৩-৯৭)	رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ	প্ররোচনা, ধোঁকা, কুপ্রস্তাব	هَمَزَةٌ ج هَمَزَاتٌ
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। (১১৪:৪)	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা; শয়তান	وَسْوَاسٌ
নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। (১২-৫৩)	إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي	প্ররোচনা দানকারী, কুচক্রী	أَمَّارَةٌ
হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কন্ঠাভরণ রয়েছে। (৫-২)	لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ	গলার মালা, কন্ঠাবরণ	قِلَادَةٌ ج قَلَائِدُ
এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। (৫-৩)	وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ	বণ্টন করতে চাওয়া, ভাগ্য	اِسْتَقْسَمَ-

		নির্ণয় করা	يَسْتَقْسِمُ
অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (৩৭-১৪১)	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ	লটারি করা, ভাগ্যপরীক্ষা করা,	سَاهَمَ-يُسَاهِمُ
যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (১৫-৯০)	كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ	বণ্টনপ্রার্থী, ভাগ্য নির্ধারণকামী	مُقْتَسِمٌ ج مُقْتَسِمُونَ
যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে। (৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ	যারা শিকার করার প্রশিক্ষণ দেয়/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী	مُكَلِّبٌ ج مُكَلِّبُونَ
অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (৫-১৪)	فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	জিইয়ে দেয়া, উদ্বুদ্ধ করা, প্ররোচনা দেয়া	أَغْرَى-يُغْرِي
সে মাটি খনন করছিল। (৫-৩১)	يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ	খনন করা	بَحَثَ-يَبْحَثُ
যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। (৫-৩১)	لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ	আবৃত করা	وَارَى-يُوَارِي
তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। (১৬-৬৯)	يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ	আবৃত হওয়া, গোপন হওয়া, ঢেকে যাওয়া	تَوَارَى-يَتَوَارَى
এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। (২০-১২১)	وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ	জড়িয়ে নেয়া, সেলাই করা	خَصَفَ-يَخْصِفُ
অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। (২০-১২)	فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ	খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা	خَلَعَ-يَخْلَعُ

سَوْءَةٌ ج سَوْءَاتٌ	মৃতদেহ; লজ্জা, লজ্জাস্থান, আবরণীয় অংশ ৭:২৬	لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ	যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। (৫-৩১)
أَجْلٌ	কারণ, হেতু, জন্য	مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ	এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি। (৫-৩২)
نَفَى-يَنْفِي	নির্বাসন দেয়া	أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ	অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। (৫-৩৩)
جَلَاءٌ	নির্বাসন, দেশান্তর	وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ	আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন। (৫৯-৩)
قَدَرَ-يَقْدِرُ (قَدْرٌ)	ধার্য করা; সক্ষম হওয়া ১৬:৭৫; মূল্যায়ন করা ৬:১৯; সংকীর্ণ করা ৮৯:১৬	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ	কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে। (৫:৩৪)
وَسِيلَةٌ	নৈকট্য, পথ, উপায়	وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ	তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর। (৫-৩৫)
سَارِقٌ (سَارِقَةٌ) ج سَارِقُونَ	চোর	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। (৫-৩৮)
سَرَقَ-يَسْرِقُ	চুরি করা	قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ	তারা বলতে লাগলঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। (১২-৭৭)
اِسْتَرَقَ-يَسْتَرِقُ	চুরি করা, আড়ি পেতে শোনা	إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ	কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়। (১৫-১৮)
سَمَّاعٌ ج	গুপ্তচর	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ	মিথ্যাবলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। (৫-৪১)

			سَمَّاعُونَ
এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। (৪৯-১২)	وَلَا تَجَسَّسُوا	গুপ্তচর বৃত্তি করা, গোপনে দোষ খোঁজা	تَجَسَّسَ- يَتَجَسَّسُ
ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না। (৩৭-৮)	لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ	কানপেতে শোনা, কান খাড়া করা	تَسَمَّعَ-يَسَّمَّعُ
আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তারা সংরক্ষণ করতো তারদ্বারা। (৫-৪৪)	بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ	সংরক্ষণের প্রত্যাশা করা, সংরক্ষণের ভার দেয়া	اسْتَحْفَظَ- يَسْتَحْفِظُ
সেটা তার জন্যে কাফফারা। (৫-৪৫)	فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ	কাফফারা, জরিমানা, খেসারত	كَفَّارَةٌ
আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। (৫-৪৮)	لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا	আইন, শরীয়ত	شِرْعَةٌ
এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। (৪৫-১৮)	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ	পথ, পদ্ধতি, শরীয়ত, দীন, বিধান	شَرِيعَةٌ
তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে। (৪২-১৩)	شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا	আইন প্রণয়ন করা, শরয়ী বিধিবিধান দেওয়া	شَرَعَ-يَشْرَعُ
এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (৫-৫৪)	وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ	নিন্দা, তিরস্কার	لَوْمَةٌ (لَامَ- يَلُومُ)
অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। (৬৮:৩০)	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ	পরস্পরে নিন্দা করা	تَلَاوَمَ-يَتَلَاوَمُ

		بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ	
لَائِمٌ	নিন্দুক, তিরস্কারকারী	وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ	এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (৫-৫৪)
لَوَّامَةٌ	তিরস্কারকারিণী, অনুশোচনাকারিনী	أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ	আমি শপথ করছি আত্মসমালোচক আত্মার। (৭৫-২)
مَلُومٌ ج مَلُومُونَ	নিন্দিত, তিরস্কৃত, অভিযুক্ত	فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا	তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (১৭-৩৯)
مَذْمُومٌ	নিন্দিত, তিরস্কৃত	فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا	তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (১৭-২২)
مُلِيمٌ	নিন্দিত, অভিযুক্ত, তিরস্কৃত	وَهُوَ مُلِيمٌ	তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (৩৭-১৪২)
حَمِيْدٌ	প্রশংসিত	وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ	আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৩১:১২)
مَحْمُوْدٌ	প্রশংসিত	أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবে। (১৭:৭৯)
لَعِبٌ (لَعِبَ- يَلْعَبُ)	খেলা, ক্রীড়া-কৌতুক	الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا	যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। (৫-৫৭)
لَهْوٌ	উদাসীন্য সামগ্রী, খেলা, তামাশা	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ	পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। (৬-৩২)
عَبَثٌ (عَبَثَ- يَبْعَثُ)	অনর্থক কাজ, খেল-তামাশা, খেলাধুলা	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا	তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। (২৩-১১৫)

আকাশ পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (২১-১৬)	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ	খেলোয়াড়, খেলাচ্ছলে	لَاعِبٌ ج لَاعِبُونَ
তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ। (৫৩-৬১)	وَأَنتُمْ سَامِدُونَ	উদাসীন, অন্যমনস্ক/ ক্রীড়ারত	سَامِدٌ ج سَامِدُونَ
এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৫-৮২)	ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ	দরবেশ, সন্ন্যাসী	رَاهِبٌ ج رُهْبَانٌ
আর বৈরাগ্য,সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি। (৫৭-২৭)	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	বৈরাগ্য, সর্বত্যাগ, তাপস্য	رَهْبَنِيَّةٌ
তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (৫-৮২)	تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ	উপচে পড়া/ সিক্ত হওয়া, ভিজে যাওয়া	فَاضَ-يَفِيضُ
যে পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে পারবে। (৫-৯৪)	تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ	বর্শা	رُمحٌ ج رِمَاحٌ
আর তার (সমুদ্রের) খাদ্য তোমাদের জন্য ও পর্যটকদের জন্য উপকরণ। (৫-৯৬)	وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ	কাফেলা, ভ্রমণকারী	سَيَّارَةٌ
অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। (৮-৪২)	وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ	আরোহী, কাফেলা	رَكْبٌ
যখন কাফেলা রওয়ানা হল। (১২-৯৪)	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ	কাফেলা, উটের কাফেলা, দল	عِيرٌ

পক্ষান্তরে যদি আবিষ্কার করা হয় যে তাদের দু'জনই পাপের যোগ্যতা লাভ করেছে। (৫-১০৭)	فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	উপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া	استَحَقَّ-يَسْتَحِقُّ
যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন। (৫-১১২)	أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ	খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা, দস্তরখান	مَآئِدَةٌ
তা আমাদের জন্যে আনন্দোৎসব হবে। (৫-১১৪)	تَكُونُ لَنَا عِيدًا	উৎসব, আনন্দের দিন	عِيدٌ

৬। সুরা আন'আম

যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম। (৬-৭)	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ	কাগজ	قِرْطَاسٌ ج قَرَاطِيسُ
যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। (২১-১০৪)	كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ	নথি, দলীল	سِجِلٌّ
আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৬-২৯)	وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ	পুনরুত্থিত	مَبْعُوثٌ ج مَبْعُوثُونَ
এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৪৪-৩৫)	وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ	পুনর্জীবনযোগ্য, পুনঃপ্রকাশযোগ্য	مُنْشَرٌ ج مُنْشَرُونَ
কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (৬-১৬৪)	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা, পাপের বোঝা	وِزْرٌ ج أَوزَارٌ
এরা তোমাদের বোঝা শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। (১৬-৭)	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ	বোঝা, পাপের বোঝা	ثِقْلٌ ج أَثْقَالٌ
এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ	وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ	বোঝা, বরাদ্দ	حِمْلٌ

মাল পাবে। (১২:৭২)			
অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। (৫১-২)	فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا	ভার, ভারি বোঝা	وِقْرٌ
যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (৩৭-১৪০)	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	বোঝাই, ভর্তি, পূর্ণ	مَشْحُونٌ
আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়। (৬:৩৫)	وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ	কষ্টকর হওয়া, বড় হয়ে দাঁড়ানো, কঠিন হওয়া	كَبُرَ–يَكْبُرُ
যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল। (১২:৩১)	فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ	বড় করে দেখা	أَكْبَرَ–يُكْبِرُ
তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। (৬-৩৫)	أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ	সুড়ঙ্গ	نَفَقٌ
অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (১৮-৬১)	فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا	সুড়ঙ্গ, মরীচিকার মত	سَرَبٌ
তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। (৬-৩৫)	أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ	সিঁড়ি	سُلَّمٌ
এবং সিড়ি যার উপর তারা চড়ত। (৪৩-৩৩)	وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ	সিঁড়ি, ঊর্ধ্বসিঁড়ি	مَعْرَجٌ ج مَعَارِجُ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	উড়া	طَارَ–يَطِيرُ
তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৬-৪৪)	فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ	নিরাশ, নিস্পৃহ, হতভম্ব	مُبْلِسٌ ج مُبْلِسُونَ

অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (১৫-৫৫)	فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ	নিরাশ, হতাশ, আশাহত	قَانِطٌ ج قَانِطُونَ
যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৪১-৪৯)	وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ	অতিশয় নিরাশ, ভগ্নমনা, চরম হতাশ	قَنُوطٌ
যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৪১-৪৯)	وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ	হতাশ	يَؤُوسٌ
আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি। (৯-৫৯)	إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ	আশাবাদী, আগ্রহী; অনাগ্রহী, বিমুখ ১৯:৪৬	رَاغِبٌ
আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। (৬-৫০)	قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ	কোষাগার, ধনভাণ্ডার	خِزَانَةٌ ج خَزَائِنُ
আর তোমরা তার কোষাধ্যক্ষ নও! (১৫-২২)	وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ	খাজাঞ্চী, প্রহরী, সঞ্চয়কারী	خَازِنٌ ج خَازِنُونَ
আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। (৬-৫২)	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	তাড়িয়ে দেয়া	طَرَدَ-يَطْرُدُ
তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৮-৫৭)	فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ	তাড়িয়ে দেয়া, ছত্রভঙ্গ করা	شَرَّدَ-يُشَرِّدُ
বিতাড়িত, আর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি। (৩৭-৯)	دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ	তাড়ানো, বিতাড়ন, ধাওয়া	دُحُورٌ

	وَاصِبٌ		
আর যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আমি তাড়িয়েও দেবার নই। (১১-২৯)	وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا	বহিষ্কারক, বিতাড়ক	طَارِدٌ
তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। (৬-৫৯)	وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ	চাবি	مِفْتَاحٌ ج مَفَاتِحُ
মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। (৪২-১২)	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ভাণ্ডার, চাবিকাঠি	مِقْلَادٌ ج مَقَالِيدُ
না কি হৃদয়ের উপরে সেগুলোর তালা দেয়া রয়েছে? (৪৭-২৪)	أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا	তালা	قُفْلٌ ج أَقْفَالٌ
কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। (৬-৫৯)	وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	পড়ে যাওয়া	سَقَطَ-يَسْقُطُ
তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	একের পর এক পড়া, ঝরানো	سَاقَطَ-يُسَاقِطُ
যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। (২২-৩১)	وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ	পড়ে যাওয়া, ঢলে পড়া, অবনত হওয়া, ছিটকে পড়া, লুটিয়ে পড়া	خَرَّ-يَخِرُّ
অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়। (২২-৩৬)	فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا	পতিত হওয়া, কাত হয়ে পড়া	وَجَبَ-يَجِبُ
আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত, পাছে তোমাদের নিয়ে তা কাত হয়ে যায় (১৬:১৫)	وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ	হেলে পড়া, কাঁপতে থাকা	مَادَ-يَمِيدُ
তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে। (৫২-৪৪)	وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا	ভূপাতিত, পতনোন্মুখ, পতনশীল	سَاقِطٌ

যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় পর্বতের কিনারায় (৯:১০৯)	مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ	পতনোন্মুখ	هَارٍ
ফলে তারা বুঝবে যে তারা নিশ্চয়ই এতে পতিত হচ্ছে (১৮:৫৩)	فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا	পড়ন্ত, পতনোন্মুখ	مُوَاقِعٌ ج مُوَاقِعُونَ
অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। (৩৪-৯)	أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ	পতন ঘটানো, নামিয়ে আনা	أَسْقَطَ-يُسْقِطُ
কোন আর্দ্র ও শুস্ক দ্রব্য (পতিত হয়) না। (৬-৫৯)	وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ	আদ্র, তাজা, রসাল, নরম	رَطْبٌ
এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। (১২-৪৩)	وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ	শুষ্ক	يَابِسٌ ج (يَابِسَاتٌ)
এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। (২০-৭৭)	فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا	শুষ্ক, শুকনা	يَبَسٌ
অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। (৩৯-২১)	أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا	শুষ্ক হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া	هَاجَ-يَهِيجُ
যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। (৬-৭৩)	وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ	শিঙ্গা	صُورٌ
যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (৭৪-৮)	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ	শিঙ্গা	نَاقُورٌ
অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৬-৭৬)	فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ	অস্তগামী	آفِلٌ ج آفِلُونَ

আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ	পশ্চাৎগামী	خَانِسٌ ج خُنَّسٌ
অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৬-৭৬)	فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ	অস্ত যাওয়া	أَفَلَ-يَأْفُلُ/يَأْفِلُ
তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। (১৮-৮৬)	وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ	অস্ত যাওয়া, অস্তমিত হওয়া	غَرَبَ-يَغْرُبُ (غُرُوبٌ)
তুমি সূর্যকে দেখবে,যখন উদিত হয়। (১৮-১৭)	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت	উদিত হওয়া	طَلَعَ-يَطْلُعُ (طُلُوعٌ)
এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময় (৬-১৫৫)	وَهٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ	বরকতময়, পবিত্র, সম্মানিত	مُبَارَكٌ (مُبَارَكَةٌ)
তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। (২১-৮১)	تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا	বরকত দেয়া, প্রাচূর্য দেয়া	بَارَكَ-يُبَارِكُ
যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে। (৬-৯৩)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ	যন্ত্রণা; অজ্ঞানতা ২৩:৬৩	غَمْرَةٌ ج غَمَرَاتٌ
তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ। (৬-৯৪)	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ	নিঃসঙ্গ, একাকী, একে একে	فَرْدٌ ج فُرَادَى
যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি (৭৪:১১)	وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا	এক, অদ্বিতীয়, একাকী	وَحْدٌ، وَحِيدٌ
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। (৬-৯৫)	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ	বিদীর্ণকারী	فَالِقٌ
আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ	সন্ধ্যার লালিমা	شَفَقٌ

লাল আভার। (৮৪-১৬)			
তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন। (৬-৯৬)	وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا	বিশ্রাম, আরাম	سَكَنٌ
তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম। (২৫-৪৭)	جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا	বিশ্রাম, আরাম	سُبَاتٌ
আর রাত্রির, যখন তা অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় (৯৩-২)	وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ	নিঝুম হওয়া, শান্ত হওয়া	سَجَا–يَسْجُو
অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। (৬-৯৮)	فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ	সংরক্ষণাগার, গুদাম, ভাণ্ডার	مُسْتَوْدَعٌ
অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি। (৬-৯৯)	فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا	সবুজ, শাকসবজি, সবুজ ফসল	خَضِرٌ
অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। (২২-৬৩)	فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً	সবুজ, শ্যামলিমা	مُخْضَرَّةٌ
কালোমত ঘন সবুজ। (৫৫-৬৪)	مُدْهَامَّتَانِ	গাঢ় সবুজ, কালচে সবুজ	مُدْهَامَّةٌ
যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। (৬-৯৯)	نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا	সংযুক্ত, মিলিত, যুগ্ম	مُتَرَاكِبٌ
ও পাতাঘন উদ্যান। (৭৮-১৬)	وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا	ঘণসন্নিবেশিত	لُفٌّ ج أَلْفَافٌ
ঘন উদ্যান। (৮০-৩০)	وَحَدَائِقَ غُلْبًا	ঘন সন্নিবিষ্ট, গাছের পাতা ও শাখা বিশিষ্ট	غَلْبَاءُ ج غُلْبٌ
যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। (৬-৯৯)	إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ	ফল ধরা, ফলন হওয়া	أَثْمَرَ–يُثْمِرُ
যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। (৬-৯৯)	إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ	পাকা, পরিপক্কতা	يَنْعٌ

তা থেকে তোমার উপর সুপক্ব খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	পাকা, পরিপক্ব, সংগ্রহ যোগ্য ফল	جَنِيٌّ
তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই ? (৬-১০৯)	وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ	বুঝিয়ে দেয়া, জানানো	أَشْعَرَ-يُشْعِرُ
অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। (২১-৭৯)	فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ	বুঝানো, বুঝিয়ে দেওয়া	فَهَّمَ-يُفَهِّمُ
তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। (৬-১১২)	يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا	কারুকর্যমন্ডিত, স্বর্ণখচিত, অলঙ্কৃত	زُخْرُفٌ
তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ। (১০-৮৮)	إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا	চাকচিক্য, অলঙ্কার, আড়ম্বর	زِيْنَةٌ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। (২৭:৬০)	فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ	সৌন্দর্য, শোভা, বাহার	بَهْجَةٌ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে ও মনোরম গালিচার উপরে (৫৫:৭৬)	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ	সুন্দর, সুশ্রী, চমৎকার	حَسَنَةٌ، حَسْنَاءُ ج حِسَانٌ
আর তাতে আমরা জন্মিয়েছি হরেক রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ (৫০:৭)	وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ	শোভাময়, সুরম্য, সুন্দর, চমৎকার	بَهِيجٌ
কারুকার্যময় সিংহাসনের উপরে (৫৬:১৫)	عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ	অলঙ্কৃত, কারুকার্য খচিত	مَوْضُونَةٌ
অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন। (৬-১১৪)	وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا	বিস্তারিত, বিশদ; একের পর এক ৭:১৩৩	مَفَصَّلٌ ج (مُفَصَّلَاتٌ)

তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছে- তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়। (৬-১৪১)	وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ	মাচার উপর উঠানো	مَعْرُوشَةٌ ج مَعْرُوشَاتٌ
এবং হক দান কর এগুলো কর্তনের সময়ে। (৬-১৪১)	وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ	ফসল সংগ্রহ, শস্য কাটা, কর্তন করা	حَصَادٌ (حَصَدَ-يَحْصُدُ)
যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে। (৬৮-১৭)	إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ	ফসল কাটা, ফল পাড়া	صَرَمَ-يَصْرِمُ
তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (৬৮-২২)	أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ	শস্য কর্তনকারী, ফসল সংগ্রাহক	صَارِمٌ ج صَارِمُونَ
তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। (৬-১৪২)	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا	খর্বাকৃতির/ গোশত, আচ্ছাদন দানকারী জন্তু	فَرْشٌ
অথবা মাদী-দুটির গর্ভ যা ধরে রেখেছে তা? (৬-১৪৩)	أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ	ধারণ করা	اِشْتَمَلَ-يَشْتَمِلُ
আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে। (৭৭-২৫)	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا	ধারক, সংকুলানপাত্র	كِفَاتٌ
অথবা ঝরে পড়া রক্ত। (৬-১৪৫)	أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا	প্রবাহিত	مَسْفُوحٌ
এবং প্রবাহিত পানিতে। (৫৬-৩১)	وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ	প্রবাহিত, বহমান, প্রবাহমাণ	مَسْكُوبٌ
অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন কর। (৭-৮৫)	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	পরিমাপ	كَيْلٌ (كَالَ-يَكِيلُ)
যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায়	الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى	মাপা, পরিমাপ করা	اِكْتَالَ-يَكْتِيلُ

নেয়। (৮৩-২)	النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ		
ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও। (১১-৮৫)	أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ	পরিমাপ	مِكْيَالٌ
আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। (৭-৮)	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	ওজন, পরিমাণ	وَزْنٌ (وَزَنَ–يَزِنَ)
এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (১৫-১৯)	وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ	পরিমাণমত, যথাযথ	مَوْزُونٌ
এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (১৩-৮)	وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ	পরিমাণ, নির্ধারণ, ধার্য	مِقْدَارٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না। (৪-৪০)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	ওজন, পরিমাণ, সমপরিমাণ	مِثْقَالٌ
অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন কর। (৭-৮৫)	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	পাল্লা	مِيْزَانٌ ج مَوَازِينُ
মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। (১৭-৩৫)	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ	ন্যায়বিচার, ন্যায়দণ্ড, দাড়িপাল্লা,	قِسْطَاسٌ
অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে। (৬-১৫৪)	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ	পূর্ণতা, সম্পূর্ণ	تَمَامٌ
কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (৬-১৬৪)	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	ভার বহনকারী	وَازِرَةٌ
অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। (২৯-১২)	وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ	বহনকারী, বাহক, পরিবাহী	حَامِلٌ ج

	خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ		حَامِلُونَ (حَامِلَاتٌ، حَمَّالَةٌ)

৭। সুরা আরাফ

এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে। (৭-৯)	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ	হালকা হওয়া, ভারহীন হওয়া	خَفَّ-يَخِفُّ
তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে সহজেই পাও। (১৬-৮০)	تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ	সহজে লাভ করা, হালকা মনে করা	اسْتَخَفَّ-يَسْتَخِفُّ
অতএব যার পাল্লা ভারী হবে। (১০১-৬)	فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ	ভারী হওয়া, ওজন বেশি হওয়া	ثَقُلَ-يَثْقُلُ
আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি। (৭-১০)	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ	প্রতিষ্ঠিত করা, দৃঢ় করা, থাকতে দেয়া	مَكَّنَ-يُمَكِّنُ
তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। (৭-৭৪)	وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ	বাসস্থান দেয়া, আশ্রয় দেয়া	بَوَّأَ-يُبَوِّئُ
হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। (১৪-৩৭)	رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ	বসবাস করানো, অধ্যুষিত করা	أَسْكَنَ-يُسْكِنُ
তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। (১১-৬১)	وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا	আবাদ করানো, বসবাস করানো	اِسْتَعْمَرَ-يَسْتَعْمِرُ
অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে	فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ	উৎখাত করা, বিতাড়িত করা	اِسْتَفَزَّ-يَسْتَفِزُّ

চাইল। (১৭-১০৩)	الْأَرْضِ		
এবং বাম দিক থেকে। (৭-১৭)	وَعَن شَمَائِلِهِمْ	বামদিক; বাম হাত	شِمَالٌ ج شَمَائِلُ
আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। ৯০:১৯	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ	বামপার্শ্বস্থ, দূর্ভাগ্য, অশুভ	مَشْأَمَةٌ
আমি তাকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে। (১৯-৫২)	وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ	ডানপার্শ্ব	أَيْمَنٌ
এরাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থীয়দের দলভুক্ত। (৯০-১৮)	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ	ডানপার্শ্বস্থ, সৌভাগ্য	مَيْمَنَةٌ
নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (৭-১৮)	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ	ভর্তি করা, পূর্ণ করা	مَلَأَ-يَمْلَأُ
যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? (৫০-৩০)	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ	পূর্ণ হওয়া	اِمْتَلَأَ-يَمْتَلِئُ
এবং চন্দ্রের,যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে। (৮৪-১৮)	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ	পূর্ণতা লাভ করা, পরিবেষ্টন করা	اِتَّسَقَ-يَتَّسِقُ
এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।(৩৭-৬৬)	فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ	পূরণকারী	مَالِئٌ ج مَالِئُونَ
এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শুন্যগর্ভ হয়ে যাবে। (৮৪-৪)	وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ	খালি হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া	تَخَلَّى-يَتَخَلَّى
এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। (৭-২২)	وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ	শুরু করা	طَفِقَ-يَطْفَقُ
আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। (৯-১৩)	وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ	সূচনা করা, সৃষ্টি করা, আরম্ভ করা	بَدَأَ-يَبْدَأُ

আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? (২৯-১৯)	كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	সূচনা করা, নবায়ন করা	أَبْدَأَ-يُبْدِئُ
একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। (৭-৩০)	فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ	অবধারিত হওয়া; যথাযথ হওয়া ১৭:১৬; সত্য প্রমাণিত হওয়া	حَقَّ-يَحِقُّ
যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন। (৮-৮)	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ	সত্য প্রমাণিত করা, অনিবার্য করা	أَحَقَّ-يُحِقُّ
আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। (৭-১০৫)	حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ	অবধারিত, যোগ্য, বাস্তবসম্মত	حَقِيقٌ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	ছিদ্র	سَمٌّ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	সূচ	خِيَاطٌ
অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর। (৭-৪৪)	فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ	ডাকা, আহ্বান করা, ঘোষণা করা	أَذَّنَ-يُؤَذِّنُ
যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব। (১৪:৭)	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ	ডাকা, আহ্বান করা, ঘোষণা করা	تَأَذَّنَ-يَتَأَذَّنُ
আমরা আপনার কাছে ঘোষণা	آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ	ডাকা, আহ্বান	آذَانَ-يُآذِنُ

করছি যে আমাদের মধ্যে কেউই সাক্ষী নই (৪১:৪৭)		করা, ঘোষণা করা	
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা। (৯-৩)	وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ	ডাক, আহ্বান, ঘোষণা	أَذَانٌ
অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (১২-৭০)	ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ	ঘোষক, ঘোষণাকারী	مُؤَذِّنٌ
যা দ্রতগতিতে তার অনুসরণ করে। (৭-৫৪)	يَطْلُبُهُ حَثِيثًا	পিছে পিছে যাওয়া, খোঁজ করা	طَلَبَ-يَطْلُبُ (طَلَبٌ)
ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। (১২-৮৭)	فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ	অনুসন্ধান করা	تَحَسَّسَ-يَتَحَسَّسُ
যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (৭২-১৪)	فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا	অবলম্বন করা, সংকল্প করা, অনুসন্ধান করা	تَحَرَّى-يَتَحَرَّى
বলা হবেঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। (৫৭:১৩)	قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا	অনুসন্ধান করা, খোঁজা	الْتَمَسَ-يَلْتَمِسُ
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়,উভয়েই শক্তিহীন। (২২-৭৩)	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ	অনুসন্ধানযোগ্য, প্রার্থনীয়	مَطْلُوبٌ
যখন (বায়ুরাশি) পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে। (৭-৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا	ভারী, জমাট, কঠিন, ওজনদার	ثَقِيلٌ ج ثِقَالٌ
ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়ছে। (৬৮-৪৬)	فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ	বোঝাইকৃত, ভারী, ভারাক্রান্ত	مُثْقَلَةٌ ج (مُثْقَلُونَ)

হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৫৫-৩১)	سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ	ভারবাহী, বাহক	ثَقَلٌ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল,তখন,সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا	হালকা, লঘু, সহজলভ্য	خَفِيفٌ ج خِفَافٌ
তখন আমি এ (মেঘমালাকে) একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। (৭-৫৭)	سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	হাঁকিয়ে নেয়া, তাড়িয়ে নেয়া	سَاقَ-يَسُوقُ
প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। (১৯-২৩)	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ	নিয়ে আসা, সমাগত করা, উপনিত করা, আনা	أَجَاءَ-يُجِيءُ
অত:পর তাদেরকে আগুনে পৌঁছে দিবে (১১:৯৮)	فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ	পৌঁছে দেয়া, চালনা করা	أَوْرَدَ-يُورِدُ
আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন (২৪-৪৩)	أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا	সঞ্চালিত করা	زَجَا-يُزْجِي
প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (৫০-২১)	وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ	চালক, তাড়নাকারী, বিতাড়ক	سَائِقٌ
সেদিন,আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৭৫-৩০)	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ	চালনার গন্তব্য, তাড়িয়ে নেওয়ার স্থান	مَسَاقٌ
তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ। (৭-৬৩)	أَوَعَجِبْتُمْ	আশ্চর্যান্বিত হওয়া	عَجِبَ-يَعْجَبُ
অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৫৬-৬৫)	فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ	বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া, অনুতাপ করা	تَفَكَّهَ-يَتَفَكَّهُ
আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। (৭২-১)	إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	عَجَبٌ

এতো ভারী আশ্চর্য কথা। (১১-৭২)	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	عَجِيبٌ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৩৮-৫)	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	عُجَابٌ
তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মান কর। (৭-৭৪)	تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا	নরম সমভূমি	سَهْلٌ ج سُهُولٌ
তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (৭৯-১৪)	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ	সমতল ময়দান, সরলপ্রান্তর	سَاهِرَةٌ
সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। ২০:৫৮	فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى	সমভূমি, সমতল	سُوًى
এবং পৃথিবীকে দেখবেন একটি উম্মুক্ত প্রান্তর (১৮:৪৭)	وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ	উন্মুক্ত সমতল	بَارِزَةٌ
অতঃপর আমি তাঁকে ফেলে দিলাম এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে (৩৭:১৪৫)	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ	বিস্তীর্ণ প্রান্তর, উন্মুক্ত প্রান্তর	عَرَاءٌ
অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (২০-১০৪)	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	মরুভূমি, সমভূমি, সমতলভূমি	قَاعٌ
তাদের ক্রিয়াকর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত তাকে পানি বলে মনে করে (২৪:৩৯)	أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً	মরুভূমি, সমভূমি, সমতলভূমি	قِيْعَةٌ
তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মান কর। (৭-৭৪)	تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا	প্রাসাদ, অট্টালিকা, ভবন	قَصْرٌ ج قُصُورٌ
তাকে বলা হল,এই প্রাসাদে	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ	রাজপ্রাসাদ,	صَرْحٌ

প্রবেশ কর। (২৭-৪৪)		অট্টালিকা	
এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ। (২৬-১২৯)	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ	দূর্গ, প্রাসাদ	مَصْنَعٌ ج مَصَانِعُ
এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। (৭-৭৪)	وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا	খোদাই করা, পাথর কেটে তৈরি করা	نَحَتَ-يَنْحِتُ
এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। (৮৯-৯)	وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ	কেটে মসৃণ করা, কাটা	جَابَ-يَجُوبُ
তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে। ৭:৮৬	وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ	হুমকি দেয়া	أَوْعَدَ-يُوْعِدُ
এবং বলেছিলঃ এ তো উম্মাদ। তাঁরা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (৫৪-৯)	وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ	ধমক দেওয়া, ধমকি দেওয়া, ঝাড়ি মারা	اِزْدَجَرَ-يَزْدَجِرُ
এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৪-১৪)	ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ	শাস্তির প্রতিশ্রুতি, হুমকি; প্রতিশ্রুত শাস্তি	وَعِيدٌ
যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫৪-৪)	مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ	ধমক, তিরস্কার	مُزْدَجَرٌ
অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (৭-১১৭)	فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ	গিলে ফেলা, গ্রাস করা	لَقِفَ-يَلْقَفُ
হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল। (১১-৪৪)	يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ	শোষণ করা, চুষে নেয়া, গিলে ফেলা	بَلَعَ-يَبْلَعُ
আর সে তা সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না। (১৪-১৭)	وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ	গিলা, গিলে ফেলা	أَسَاغَ-يُسِيغُ

তখন একটি মাছ তাঁকে মুখে তুলে নিল, যদিও তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। (৩৭-১৪২)	فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ	গিলে ফেলা, গ্রাস করা	اِلْتَقَمَ-يَلْتَقِمُ
হে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও। (৭-১২৬)	رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ	দান করা, অভিষিক্ত করা; ঢেলে দেয়া ১৮:৯৬, নিঃশেষ করা	أَفْرَغَ-يُفْرِغُ
অতঃপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির আযাব -৪৪ (৪৮)	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ	ঢালা, ঢেলে দেয়া	صَبَّ-يَصُبُّ (صَبٌّ)
আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। (৭-১৩১)	وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ	অলুক্ষণে ভাবা	تَطَيَّرَ-يَتَطَيَّرُ (يَطَّيَّرُ)
তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। ২৭:৪৭	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ	অলুক্ষণে ভাবা	اِطَّيَّرَ-يَطَّيَّرُ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ	প্লাবন, বন্যা; তুফান	طُوفَانٌ
তাই আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম আল্-আরিমের বন্যা। (৩৪-১৬)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ	প্রবাহ, স্রোত, বন্যা	سَيْلٌ
আর যে- সব তারা বানিয়েছিল। (৭-১৩৭)	وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ	উঁচু করে নির্মাণ করা, ছাদ বানানো	عَرَشَ-يَعْرِشُ
হে হামান! আমার জন্য একটি মিনার তৈরি কর। (৪০-৩৬)	يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا	বানানো, নির্মাণ করা, তৈরি করা	بَنَى-يَبْنِي
আর আমরা তাঁকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে। (২১-৮০)	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ	নির্মাণ, শিল্প, কারিগরি, দক্ষতা	صَنْعَةٌ

তাদের জন্য রয়েছে উঁচু আবাসস্থল, তাদের উপরে উঁচু আবাসস্থল সুপ্রতিষ্ঠিত। (৩৯-২০)	لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ	নির্মিত, স্থাপিত	مَبْنِيَةٌ
এরা যে, কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। (৭-১৩৯)	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ	ধ্বংসপ্রাপ্ত, চুরমার, বিধস্ত, বিলীন	مُتَبَّرٌ
হে ফেরাউন,আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছো। (১৭-১০২)	وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا	ধ্বংসপ্রাপ্ত, চুরমার, বিধস্ত, বিলীন	مَثْبُورٌ
ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল। (২৩-৪৮)	فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ	ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধ্বংসকৃত	مُهْلَكٌ ج مُهْلَكُونَ
আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না। (২৮-৫৯)	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ	ধ্বংসকারী	مُهْلِكٌ ج مُهْلِكُونَ
সেটি যদি স্বস্থানে দঁাড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। (৭-১৪৩)	فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي	স্থির থাকা	اِسْتَقَرَّ-يَسْتَقِرُّ
অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন। (২৭-৪০)	فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ	অবস্থানকারী, স্থির, সুস্থির; স্থায়ী ৫৪:৩৮	مُسْتَقِرٌّ
সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। (৭-১৪৩)	جَعَلَهُ دَكًّا	বিধ্বস্ত; চূর্ণ-বিচূর্ণ	دَكٌّ، دَكَّةٌ، دَكّاءٌ (دَكَّ-يَدُكُّ)
এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (৫৬-৫)	وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا	চুরমার করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা	بَسَّ-يَبُسُّ (بَسٌّ)
অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষ্ট করে	لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ	পিষে ফেলা, গুড়িয়ে দেয়া	حَطَمَ-يَحْطِمُ

ফেলবে। (২৭-১৮)	وَجُنُودُهُ		
এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। ৩৯:২১	ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا	পিষ্ট, নিষ্পেষিত, গুঁড়ো, চূর্ণবিচূর্ণ	حَطْمَةٌ ج حُطَامٌ
এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে। (১৯-৯০)	وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا	ভেঙে পড়া, ভূমিস্মাৎ হওয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া	هَدٌّ
যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি উত্থিত হব? (১৭-৪৯)	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ	চূর্ণবিচূর্ণ, গুড়াগুড়া	رُفَاتٌ
আমরা কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক ব্যক্তির যে তোমাদের জানায় যে যখন তোমরা চুরমার হয়ে গেছো পুরোপুরি চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায়। (৩৪-৭)	هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ	চূর্ণবিচূর্ণ করা, খণ্ডবিখণ্ড করা, কুচিকুচি করা	مَزَّقَ-يُمَزِّقُ
তোমরা সম্পুর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। (৩৪-৭)	إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ	চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড , কুচিকুচি	مُمَزَّقٌ
অতঃপর (সত্য মিথ্যার মস্তক) চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (২০-১৮)	فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ	ভীষণ আঘাত করা, মাথা গুড়িয়ে দেওয়া	دَمَغَ-يَدْمَغُ
এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। (৭-১৪৩)	وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا	অজ্ঞান, বেহুঁশ	صَعِقٌ (صَعِقَ-يَصْعَقُ)
মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। ৪৭:২০	يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	অজ্ঞান, বেহুঁশ, আচ্ছন্ন	مَغْشِيٌّ

أَفَاقَ-يُفِيقُ	হুঁশ ফিরা, চেতনা ফিরে পাওয়া	فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ	অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন,হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি। (৭-১৪৩)
حُلِيٌّ ج حِلْيَةٌ	অলঙ্কার, গহনা	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا	আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর। (৭-১৪৮)
خُوَارٌ	হাম্বা রব	جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ	তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। (৭-১৪৮)
غَضْبَانُ	রাগান্বিত	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (৭-১৫০)
مُغَاضِبٌ	রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত	إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا	যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১-৮৭)
أَسِفٌ	মর্মাহত, অনুতপ্ত, দুঃখিত	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (৭-১৫০)
غَائِظٌ ج غَائِظُونَ	ক্রোধ উদ্রেককারী	وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ	এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (২৬-৫৫)
جَرَّ-يَجُرُّ	টেনে আনা	وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ	এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। (৭-১৫০)
سَحَبَ- يَسْحَبُ	টেনে হিঁচড়ে নেয়া	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ	যেদিন তাদেরকে জাহান্নামে নেয়া হবে মুখ হিঁচড়ে (৫৪:৪৮)
عَتَلَ- يَعْتِلُ	টেনে হিঁচড়ে নেয়া	خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ	একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে (৪৪:৪৭)

যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে হেঁচড়ে নেব সম্মুখকেশ ধরে (৯৬-১৫)	لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	হিঁচড়ে নেয়া	سَفِعَ–يَسْفَعُ
তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল (৭-১৫৪)	وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ	শান্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, চুপ থাকা	سَكَتَ–يَسْكُتُ
আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক ৭:২০৪	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا	চুপ থাকা, নিশ্চুপ থাকা	أَنصَتَ–يُنْصِتُ
তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। (৭-১৯৩)	سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ	নীরব, নিশ্চুপ	صَامِتٌ ج صَامِتُونَ
এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। (৭-১৫৭)	وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	শৃঙ্খল	غُلٌّ ج أَغْلَالٌ
অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৬৯-৩২)	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ	শিকল, জিঞ্জির	سِلْسِلَةٌ ج سَلَاسِلُ
নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড। (৭৩-১২)	إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا	লৌহ শৃঙ্খল, শিকল, লৌহ বেড়ী	نِكْلٌ ج أَنْكَالٌ
তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে। (১৪-৪৯)	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ	শিকল, শৃঙ্খল, বেড়ী	صَفَدٌ ج أَصْفَادٌ
তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে। (১৪-৪৯)	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ	শৃঙ্খলাবদ্ধ	مُقَرَّنٌ ج مُقَرَّنُونَ
অতঃপর সে তা পরিহার করে	فَانسَلَخَ مِنْهَا	ছেড়ে দেয়া;	اِنْسَلَخَ–يَنْسَلِخُ

বেরিয়ে গেছে। (৭-১৭৫)		অতীত হওয়া ৯:৫	
এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (৫০-১৯)	ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ	টালবাহানা করা, এড়িয়ে চলা	حَادَ-يَحِيدُ
কিন্তু সে যে অধঃপতিত। (৭-১৭৬)	وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ	আঁকড়ে ধরা, আকৃষ্ট হওয়া; চিরস্থায়ী করা ১০৪:৩	أَخْلَدَ-يُخْلِدُ
যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। (৭-১৭৬)	إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث	হাঁপানো	لَهَثَ-يَلْهَثُ
শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। (১০০-১)	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	হাঁপানো, উর্দ্ধশ্বাস	ضَبْحٌ
বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব। (৭-১৮২)	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم	ক্রমান্বয়ে ঘটানো	اِسْتَدْرَجَ-يَسْتَدْرِجُ
তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? (৭-১৮৪)	مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ	পাগলামি, মস্তিষ্ক বিকৃতি	جِنَّةٌ
তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার গ্রস্থরূপে গণ্য হব। (৫৪-২৪)	إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ	পাগলামি	سُعُرٌ
তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। (২৬-২৭)	إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ	উন্মাদ, পাগল	مَجْنُونٌ
কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (৬৮-৬)	بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ	বিপদগ্রস্ত, পাগল, বিকারগ্রস্থ	مَفْتُونٌ
আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? (৭-১৮৭)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا	সংঘটনের সময়; স্থিতি, নোঙ্গর ১১:৪১	مُرْسَى
আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে,	يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ	উৎসুক,	حَفِيٌّ

যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। (৭-১৮৭)	عَنْهَا	অনুসন্ধানী; সদয়, নমনীয় ১৯:৪৭	
আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। (৭-১৮৮)	وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ	অধিক অর্জন করা, পুঞ্জীভূত করা	اسْتَكْثَرَ- يَسْتَكْثِرُ
প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। (১০২-১)	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ	প্রাচুর্য, আধিক্য, সম্পদের মোহ, ধনসম্পদ	تَكَاثُرٌ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا	গর্ভস্থ সন্তান, গর্ভ	حَمْلٌ ج أَحْمَالٌ
যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রণরূপে (৫৩:৩২)	وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ	ভ্রূণ, গর্ভস্থ সন্তান	جَنِينٌ ج أَجِنَّةٌ
এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে। (৭-২০৩)	هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ	সুস্পষ্ট জ্ঞান, প্রমাণ; সাক্ষী ৭৫:১৪	بَصِيرَةٌ ج بَصَائِرُ

৮। সুরা আনফাল-তাওবা

তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (৮-১৫)	إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ	যুদ্ধ, রণাঙ্গন	زَحْفٌ
আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, সে ব্যতীত যে তা করবে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে। (৮-১৬)	وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا	রণকৌশল পরিবর্তনকারী	مُتَحَرِّفٌ

কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে। (৮-১৬)	أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ	পক্ষাবলম্বী, মিলনার্থে	مُتَحَيِّزٌ
জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। (৮-২৪)	وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	অন্তরায় হওয়া, আড়াল হওয়া, প্রতিবন্ধক হওয়া	حَالَ-يَحُولُ
এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। (২৭-৬১)	وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا	প্রতিবন্ধক, অন্তরাল, বাধাদানকারী	حَاجِزٌ
উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না (৫৫:২০)	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ	অন্তরাল, প্রতিবন্ধক, সীমারেখা	بَرْزَخٌ
অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন। (৮-২৬)	فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ	আশ্রয় দেয়া, আবাস দেয়া, থাকতে দেয়া	آوَى-يُؤْوِي
যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে। ১৮:১০	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ	আশ্রয় নেয়া, আবাস নেয়া, নিবাসী হওয়া	أَوَى-يَأْوِي
আর কে নিরাপত্তা প্রদান করেন অথচ তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করতে হয় না। (২৩-৮৮)	وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ	আশ্রয় দেয়া, রক্ষা করা	أَجَارَ-يُجِيرُ
আর যদি মুশরিকদের কোনো একজন তোমার কাছে আশ্রয় চায়। (৯-৬)	وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ	আশ্রয় চাওয়া	اِسْتَجَارَ-يَسْتَجِيرُ
আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য। (৮-৩০)	لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ	বন্দি করা, বেঁধে ফেলা, অবরোধ করা, সুদৃঢ় রাখা	أَثْبَتَ-يُثْبِتُ
আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً	শিস	مُكَاءٌ

কিছুই ছিল না। (৮-৩৫)	وَتَصْدِيَةً		
আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। (৮-৩৫)	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً	তালি	تَصْدِيَةٌ
আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন। (৮-৪৩)	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا	স্বপ্ন; ঘুম	مَنَامٌ
তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর না। (১২-৫)	لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ	স্বপ্ন	رُؤْيَا
আর স্বপ্নের মর্মোদ্ধারে আমরা অভিজ্ঞ নই। (১২-৪৪)	وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ	অলীক স্বপ্ন, সাবালকত্ব, স্বপ্নদোষ	حُلْمٌ ج أَحْلَامٌ
এবং তোমাদের মধ্যের যারা সাবালগত্বে পৌঁছায়নি। (২৪-৫৮)	وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ	সাবালকত্ব, স্বপ্নদোষ; স্বপ্ন ১২:৪৪	حُلُمٌ ج أَحْلَامٌ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। (৮-৭১)	فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ	সম্ভব হওয়া, সক্ষম করা	أَمْكَنَ–يُمْكِنُ
আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। (৯:৫)	وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ	ঘাঁটি, প্রহরামঞ্চ, পর্যবেক্ষণকেন্দ্র	مَرْصَدٌ، مِرْصَادٌ
অত:পর এখন যে শুনতে যায় তার জন্য ওঁত পাতা উল্কার দেখা পায় (৭২:৯)	فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا	ওঁত পাতা; প্রহরী ৭২:২৭	رَصَدٌ، إِرْصَادٌ
মুশরিকদের জন্য (অনুমোদিত) নয় যে তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ গড়ে তোলে (৯:১৭)	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ	দেখাশুনা করা; বসবাস করা ৩০:৯	عَمَرَ–يَعْمُرُ (عِمَارَةٌ)
এবং যেই ব্যবসায় মন্দার আশংকা করছ (৯:২৪)	وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا	মন্দা, দাম কমা	كَسَادٌ

যতক্ষণ না তারা জিযিয়া প্রদান করে স্বহস্তে এবং ছোট হয়ে (৯:২৯)	حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ	জিজিয়া, কর, রক্ষণ কর	جِزْيَةٌ
তবে কি আমরা আপনার প্রতি কর ধার্য্য করব ... ? (১৮:৯৪)	فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا	কর, চাঁদা, আহার্য	خَرْجٌ، خَرَاجٌ
যেদিন উহার উপরে উত্তাপ দেওয়া হবে জাহান্নামের আগুনে (৯:৩৫)	يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ	উত্তপ্ত করা, গরম করা	حَمَى–يَحْمِي
অত:পর তদ্দারা ছ্যাঁকা দেয়া হবে তাদের কপালে ও তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে ... (৯:৩৫)	فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ	দাগ দেয়া, ছ্যাঁকা দেয়া	كَوَى–يَكْوِي
আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (৬৮:১৬)	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ	পোড়া দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া	وَسَمَ–يَسِمُ
নিশ্চয়ই (হারাম মাসকে) পেছানো অবিশ্বাসকে কেবল বৃদ্ধিই করে (৯:৩৭)	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ	পিছিয়ে দেয়া	نَسِيءٌ
যাতে গণনাকে সমন্বয় করে নেয় (৯:৩৭)	لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ	সমন্বয় করা, অনুগামী করা	وَاطَأَ–يُوَاطِئُ
ন্যূজ হয়ে পড়ছ যমিনের দিকে (৯:৩৮)	اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ	ভারী হয়ে বসা, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়া	تَثَاقَلَ (اِثَّاقَلَ) – يَتَثَاقَلُ
যখন তোমরা দুজন ছিলে গুহায় (৯:৪০)	إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ	গুহা	غَارٌ
যদি তারা পায় কোন ঠাঁই বা গুহা বা ডেরা (৯:৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا	পর্বতের গুহা	مَغَارَةٌ ج مَغَارَاتٌ
যখন যুবকেরা চলে গেল গুহার দিকে (১৮:১০)	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى	পাহাড়ের প্রশস্ত গুহা	كَهْفٌ

	الْكَهْفِ		
তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল (৯:৪২)	بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ	পথের ক্লান্তি, দূরত্ব	شُقَّةٌ
আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না (৯:৪৪)	لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ	অনুমতি চাওয়া	اسْتَأْذَنَ– يَسْتَأْذِنُ
তবে তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত ঘরসমূহে প্রবেশ করোনা অনুমতি গ্রহণ না করে। (২৪:২৭)	لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا	অনুমতি নেয়া, জানান দেয়া, জ্ঞানগোচর করা	اسْتَأْنَسَ– يَسْتَأْنِسُ
অতএব তারা তাদের সংশয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে (৯:৪৫)	فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ	ঘুরপাক খাওয়া	تَرَدَّدَ–يَتَرَدَّدُ
তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করতো (৯:৪৭)	وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ	ছুটাছুটি করা, পদচারণা করা	أَوْضَعَ–يُوْضِعُ
যদি তারা পায় কোন ঠাঁই বা গুহা বা ডেরা (৯:৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا	লুকানোর জায়গা, ফাটল	مُدَّخَلٌ
আর পাহাড় সমূহে তোমাদের জন্যে আশ্রয়স্থল বসিয়েছেন (১৬:৮১)	وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا	আশ্রয়স্থল, লুকানোর জায়গা	كِنٌّ ج أَكْنَانٌ
এবং তারা ছুটে পালাতো (৯:৫৭)	وَهُمْ يَجْمَحُونَ	দৌড়ে পালানো, পলায়নপর হওয়া	جَمَحَ–يَجْمَحُ
যদি তুমি তাদের কাছে উপস্থিত হতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে (১৮:১৭)	لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا	পলায়ন	فِرَارٌ (فَرَّ–يَفِرُّ)
অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের আভাস পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন	فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم	দৌড়ানো, দ্রুত চলা, দৌড়ে পালানো; পদাঘাত	رَكَضَ–يَرْكُضُ

করতে লাগল (২১:১২)	مِّنْهَا يَرْكُضُونَ	করা ৩৮:৪২	
যখন তিনি কেটে পড়লেন বোঝাই নৌকার উদ্দেশ্যে (৩৭:১৪০)	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	পালানো, চম্পট দেয়া, ভেগে পড়া	أَبَقَ–يَأْبِقُ/يَأْبُقُ
এবং পলায়নের দ্বারাও তাঁকে এড়াতে পারব না (৭২:১২)	وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا	পলায়ন	هَرَبٌ
অতঃপর তারা আর্তনাদ করছিল কিন্তু সেই সময়ে আর পরিত্রাণের উপায় ছিল না (৩৮:৩)	فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ	পলায়ন, নিষ্কৃতি লাভ, মুক্তি	مَنَاصٌ
যেন তারা ভীতসন্ত্রস্ত গাধার দল (৭৪:৫০)	كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ	পলায়নপর	مُسْتَنْفِرَةٌ
আপনাকে দোষারোপ করে সাদাকাসমূহের ব্যাপারে (৯:৫৮)	يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ	দোষারোপ করা, নিন্দা করা, কটাক্ষ করা	لَمزَ–يَلْمِزُ
তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। (৪৯:১২)	وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا	পশ্চাতে নিন্দা করা, গীবত করা	اغْتَابَ–يَغْتِيبُ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ	নিন্দুক, পরনিন্দাকারী, কুৎসা রটনাকারী	هُمَزَةٌ، هَمَّازٌ
দুর্ভোগ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও কটাক্ষকারী প্রতি (১০৪:১)	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	কটাক্ষকারী, নিন্দুক	لُمَزَةٌ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ	নিন্দা, কুৎসা	نَمِيمٌ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ	অধিক গমনকারী	مَشَّاءٌ
যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। (৯:৭৯)	وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ	আপ্রাণ চেষ্টা; সামর্থ্য	جُهْدٌ، جَهْدٌ
মানুষকে আমরা সৃজন করেছি ভোগান্তির মধ্যে (৯০:৪)	خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ	শ্রম, কষ্ট, ক্লান্তি	كَبَدٌ

হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি এক দু:সাধ্যের প্রচেষ্টা করে যাবে তোমার রবের উদ্দেশ্যে (৮৪:৬)	يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا	আপ্রাণ চেষ্টা, ঘামঝরা মেহনত	كَدْحٌ
হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি এক দু:সাধ্যের প্রচেষ্টা করে যাবে তোমার রবের উদ্দেশ্যে (৮৪:৬)	يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا	মেহনতকারী, পরিশ্রমী	كَادِحٌ
অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক, আর প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে (৯:৮২)	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	হাসা	ضَحِكَ– يَضْحَكُ
ওর কথায় তিনি মুচকি হাসলেন (২৭:১৯)	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا	হাসা, মুচকি হাসা	تَبَسَّمَ–يَتَبَسَّمُ
তিনিই হাসান এবং কাঁদান (৫৩:৪৩)	هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ	হাসানো	أَضْحَكَ– يُضْحِكُ
সহাস্য, উল্লসিত (২৭:১৯)	ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ	সহাস্য, হাসিমাখা, হাসিপূর্ণ	ضَاحِكٌ، ضَاحِكَةٌ
অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক, আর প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে (৯:৮২)	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	কাঁদা	بَكَى–يَبْكِي
তিনিই হাসান এবং কাঁদান (৫৩:৪৩)	هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ	কাঁদানো	أَبْكَى–يُبْكِي
তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত (১৯:৫৮)	خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا	কান্নাজড়িত, ক্রন্দনরত	بَاكٍ ج بُكِيٌّ
এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। (৯:৮৪)	وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ	কবর	قَبْرٌ ج قُبُورٌ

যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানের দর্শন পাও (১০২:২)	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	গোরস্থান, কবরস্থান	مَقْبَرَةٌ ج مَقَابِرُ
বেরোতে থাকবে কবরসমূহ থেকে (৫৪:৭)	يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ	কবর, সমাধি	جَدَثٌ ج أَجْدَاثٌ
আর বেদুইনদের মধ্যের ওজর প্রদর্শনকারীরা এসেছিল (৯:৯০)	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ	ওজর পেশকারী	مُعَذِّرٌ ج مُعَذِّرُونَ
তোমাদের কাছে অজুহাত দেখাবে (৯:৯৪)	يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ	ওজর পেশ করা, কারণ দর্শানো	اِعْتَذَرَ–يَعْتَذِرُ
আর বেদুইনদের মধ্যের ওজর প্রদর্শনকারীরা এসেছিল (৯:৯০)	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ	বেদুঈন, গ্রাম্য	أَعْرَبِيٌّ ج أَعْرَابٌ
তারা বেদুইনদের মরুবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের খোঁজখবর জেনে নিতেই পছন্দ করতো (৩৩:২০)	يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ	মরুবাসী, যাযাবর, বহিরাগত	بَادٍ ج بَادُونَ
নিঃসন্দেহ শয়তান কেবলই চায় যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা জাগরিত হোক (৫:৯১)	إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ	ঘটানো	أَوْقَعَ–يُوقِعُ
এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। (৯:৯৭)	وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ	অধিক যোগ্য, যোগ্যতর	أَجْدَرُ
কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। (৯:১০১)	مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ	অনড় থাকা, বড়াই করা	مَرَدَ–يَمْرُدُ
যে মসজিদ ধর্মনিষ্ঠার উপরে স্থাপিত (৯:১০৮)	أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ	ভিত্তি স্থাপন করা, বুনিয়াদ রাখা	أَسَّسَ–يُؤَسِّسُ

যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় পর্বতের কিনারায় (৯:১০৯)	مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ	ভিত্তি, প্রাচীর, প্রাসাদ	بُنْيَانٌ
অতএব তা তাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো (৯:১০৯)	فَانْهَارَ بِهِ	ধ্বসে পড়া, টুকরো টুকরো হওয়া	اِنْهَارَ–يَنْهِيرُ
একটি দেয়াল যা ভেঙে পড়ার উপক্রম করছিল (১৮:৭৭)	جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ	পতনোন্মুখ হওয়া, ভেঙে পড়া	اِنْقَضَّ–يَنْقِضُّ
সৎকর্মে নিদের্শ- দানকারীরা (৯:১১২)	الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	আদেশকারী, অনুপ্রেরনা দাতা	آمِرٌ ج آمِرُونَ
অসৎকর্মে নিষেধকারীরা (৯:১১২)	وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ	নিষেধকারী	نَاهٍ ج نَاهُونَ
তাদের গ্রাস করে না পিপাসা (৯:১২০)	لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ	তৃষ্ণা, পিপাসা	ظَمَأٌ (ظَمَأَ–يَظْمَأُ)
পিপাসার্ত তাকে পানি মনে করে (২৪:৩৯)	يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً	পিপাসার্ত, তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণার্ত	ظَمْآنُ
তাদের না গ্রাস করে পিপাসা না ক্লান্তি (৯:১২০)	لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ	ক্লান্তি	نَصَبٌ (نَصِبَ–يَنْصَبُ)
আর কোনো ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করে নি (৫০:৩৮)	وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ	ক্লান্তি, ক্লেশ, দুর্বলতা	لُغُوبٌ
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন (৮৮:৩)	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	ক্লান্ত	نَاصِبَةٌ
আর তা হবে ক্লান্ত (৬৭:4)	وَهُوَ حَسِيرٌ	ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দূর্বল	حَسِيرٌ
তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা বর্ণনা করে, শিথিলতা করে না (২১:২০)	يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ	শিথিলতা করা, ক্লান্ত হওয়া, দূর্বল হওয়া	فَتَرَ–يَفْتُرُ
এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (২০-৪২)	وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي	শিথিলতা করা, ক্লান্ত হওয়া	وَنَى–يَنِي

তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না (২১:১৯)	لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ	ক্লান্ত হওয়া, অলসতা করা	اسْتَحْسَرَ– يَسْتَحْسِرُ
তারা পদচালনা করে এমন পদক্ষেপে যা কাফেরদের ক্রুদ্ধ করে (৯:১২০)	يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ	পথ মাড়ানো, পদদলিত করা	وَطَأَ–يَطَأُ (وَطْءٌ)
তারা পদচালনা করে এমন পদক্ষেপে যা কাফেরদের ক্রুদ্ধ করে (৯:১২০)	يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ	চলার স্থান, রাস্তা	مَوْطِئٌ
তোমাদের মঙ্গলকামী (৯:১২৮)	حَرِيصٌ عَلَيْكُم	কল্যাণকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী	حَرِيصٌ

৯। সুরা ইউনুস-ইউসুফ

তিনি কার্য পরিচালনা করেন (১০:৩)	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ	পরিচালনা করা	دَبَّرَ–يُدَبِّرُ
অত:পর শপথ তাদের, যারা কর্মনির্বাহ করে (৭৯:৫)	فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا	ব্যবস্থাপক, কার্যনির্বাহক	مُدَبِّرَةٌ ج مُدَبِّرَاتٌ
তিনিই সেই যিনি তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও জলে (১০:২২)	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	ভ্রমণ করানো; চালানো	سَيَّرَ–يُسَيِّرُ
মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (১৭:১)	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	রাতে ভ্রমণ করানো	أَسْرَى–يُسْرِي
আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল	وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ	ঢেউ	مَوْجٌ

		مَكَانٍ	(১০:২২)
مَاجَ-يَمُوجُ	ঢেউ খেলা, তরঙ্গিত হওয়া, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হওয়া	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ	আর সেই দিন আমরা তাদের এক দলকে অন্য দলের ভিতর ঢেউ খেলিয়ে ছেড়ে দেব (১৮:৯৯)
حَصِيدٌ	কর্তিত ফসল, আহরণযোগ্য ফসল, শস্যকর্তিত জমিন	أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا	আমাদের আদেশ এর উপরে এসে পড়ে রাতে অথবা দিনে, ফলে আমরা একে পরিনত করি শস্যকর্তিত অবস্থায় (১০:২৪)
صَرِيمٌ	কর্তিত ফসল, শস্যকর্তিত ক্ষেত	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ	অত:পর সকালে তা হয়ে গেল শস্যকর্তিত ক্ষেত (৬৮:২০)
شَأْنٌ	অবস্থা, দশা	وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ	বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক (১০:৬১)
بَالٌ	অবস্থা, দশা	وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ	এবং তাদের অবস্থাকে সংহত করে দেন (৪৭:২)
سِيْرَةٌ	অবস্থা, পথ	سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ	আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব (২০:২১)
خَطْبٌ	অবস্থা, ব্যাপার দশা, কাজ, বিষয়	فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ	তবে তোমার ব্যাপারটা কি, হে সামিরী? (২০:৯৫)
مَصْرُوفٌ	ফেরতযোগ্য, প্রত্যাহত, প্রতিরোধ্য	أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ	শুনে রাখ,যেদিন তাদের উপর (আযাব) এসে পড়বে,সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়। (১১-৮)
مَرْدُودٌ	অপসারণযোগ্য, প্রত্যাবর্তনীয়	وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ	তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আসবে, যা প্রতিরোধ্য নয় (১১:৭৬)
فَارَ-يَفُورُ	উথলে উঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া, টগবগ করা	وَفَارَ التَّنُّورُ	এবং চুলা উথলে উঠল (১১:৪০)
غَلَى-يَغْلِي	ফোটা, টগবগ করা, উথলে উঠা	كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ	পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে গলিত তাম্রের মত (৪৪:৪৫)

			(غَلْيٌ)
তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ফোয়ারা থেকে (৮৮:৫)	تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ	ফুটন্ত পানি, উচ্ছ্বসিত পানি	آنٍ، آنِيَةٌ
এবং চুলা উথলে উঠল (১১:৪০)	وَفَارَ التَّنُّورُ	চুলা	تَنُّورٌ
আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহন কর। (১১:৪১)	وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا	আরোহণ করা; চড়া, সওয়ার হওয়া	رَكِبَ–يَرْكَبُ
তোমরা তার জন্য হাকাওনি কোনো ঘোড়া, আর না কোনো উট (৫৯:৬)	فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ	হাঁকানো, চালানো, চালনা করা, দ্রুত চালানো	أَوْجَفَ–يُوْجِفُ
আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি (১১:৪১)	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	গতি, প্রবাহ, বহমান	مَجْرِي
আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে দূরে সরে রয়েছিল (১১:৪২)	وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ	পৃথক স্থান, দূরে আলাদা জায়গা	مَعْزِلٌ
তাদেরকে এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে (২১:১০১)	أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ	দূরে অবস্থিত, অপসারিত	مُبْعَدٌ ج مُبْعَدُونَ
তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে (২৬:২১২)	إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ	অপসারিত, পরিত্যাক্ত, বিদূরিত	مَعْزُولٌ ج مَعْزُولُونَ
আর পানি হ্রাস করা হল (১১:৪৪)	وَغِيضَ الْمَاءُ	হ্রাস পাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া	غَاضَ–يَغِيضُ
আমাদের কোনো দেবতা তোমাতে ভর করেছেন খারাপ ভাবে এ ছাড়া আমরা অন্য কিছু বলি না (১১:৫৪)	إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ	ভর করা, আবিষ্ট হওয়া	اِعْتَرَى–يَعْتَرِي
আর পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল ভয়ঙ্কর গর্জন (১১:৬৭)	وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا	প্রচণ্ড শব্দ	صَيْحَةٌ

	الصَّيْحَةُ		
অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে ৮০:৩৩	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ	প্রচণ্ড শব্দ, কান ফাটানো গর্জন	صَاخَّةٌ
নিশ্চয়ই তা হলো একটিমাত্র মহাগর্জন (৭৯:১৩)	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ	এক ধমক, গর্জন	زَجْرَةٌ
তারা শুনতে থাকবে তার গর্জন ও হুঙ্কার (২৫:১২)	سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا	গর্জন, ফুঁসে উঠা	تَغَيُّظٌ
শুনতে পাও তাদের ফিসফিস (১৯:৯৮)	تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا	ক্ষীণতম শব্দ, ফিসফিসানি	رِكْزٌ
তারা এর হিস্‌হিস্‌ও শুনবে না (২১:১০২)	لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا	ক্ষীণতম শব্দ, সাড়াশব্দ	حَسِيسٌ
ফলে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কিছু শুনতে পাবে না (২০:১০৮)	فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا	মৃদুস্বর, গুঞ্জরণ, ফিসফিসানি	هَمْسٌ
তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন (১১:৬৯)	جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ	ভুনা	حَنِيذٌ
আর তাঁর কওমের লোকেরা তার প্রতি ছুটে আসতে লাগল। (১১-৭৮)	وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ	দ্রুত দৌড়ে আসা, লাফিয়ে আসা	هَرِعَ–يَهْرِعُ
অত:পর যখন তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৩৬-৫১)	فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ	ছুটে আসা, বেরিয়ে পড়া	نَسَلَ–يَنْسِلُ
তখন তারা তাঁর দিকে ছুটে এল। (৩৭-৯৪)	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ	দৌড়ানো, ত্বরা করা	زَفَّ–يَزِفُّ
যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে (৭০-৪৩)	كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ	দৌঁড়ানো, ধাবিত হওয়া	أَوْفَضَ–يُوْفِضُ
তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে (১৪:৪৩)	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ	আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ানো	مُهْطِعٌ ج مُهْطِعُونَ

আর তোমাদের একজনও যেন পিছনে ফিরে না তাকায় (১১:৮১)	وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ	পেছনে তাকানো, ফিরা	الْتَفَتَ-يَلْتَفِتُ
এবং তার উপর বর্ষণ করলাম পোড়া-মাটির কাঁকর স্তরের উপর স্তর (১১:৮২)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ	স্তরে স্তরে, একের পর এক	مَنْضُودٌ
আর লম্বা লম্বা খেজুর গাছ যাতে আছে গোছা গোছা কাঁদি (৫০:১০)	وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	স্তরে স্তরে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত	نَضِيدٌ
আল্লাহ্ সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে (৭১:১৫)	خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا	স্তর, পর্যায়	طِباقٌ
নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তাদের দেয়া হবে (১১:৯৯)	بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ	উপহার, অতিরিক্ত দান	رِفْدٌ
আপনার পালকর্তার দানসমূহ সীমাবদ্ধ নয় (১৭:২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	দান, উপঢৌকন, বখশিশ, হাদিয়া	عَطَاءٌ
আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি (২৭:৩৫)	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ	হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন	هَدِيَّةٌ
নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তাদের দেয়া হবে (১১:৯৯)	بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ	নিবেদ্য, যা দেয়া হবে	مَرْفُودٌ
আর তা হচ্ছে উপস্থিতির দিন (১১:১০৩)	وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ	উপস্থিতি, চাক্ষুষ; সাক্ষ্যযোগ্য	مَشْهُودٌ
অতএব দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য সেই ভয়ঙ্কর দিনে হাজিরাদানের কারণে (১৯:৩৭)	فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ	উপস্থিতির সময় বা স্থান	مَشْهَدٌ
অত:পর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ ভাগ্যবান। (১১:১০৫)	فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	দূর্ভাগা	شَقِيٌّ
হে আমাদের পালনকর্তা,	رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا	দূর্ভাগ্য	شِقْوَةٌ

আমাদের দূর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাভূত করেছিল (২৩:১০৬)			
অবশ্যই আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম এক প্রচন্ড ঝড় এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে (৫৪:১৯)	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ	অশুভ, দুর্ভাগ্য, অমঙ্গল, অহিতকর	نَحْسٌ، نَحِسَةٌ ج نَحِسَاتٌ
আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।	مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ	হতভাগা হওয়া অসুখী হওয়া; কষ্টে পড়া	شَقِيَ–يَشْقَى
অত:পর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ ভাগ্যবান। (১১:১০৫)	فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	সৌভাগ্যবান	سَعِيدٌ
আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে (১১:১০৮)	وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا	সৌভাগ্যবান হওয়া	سَعِدَ–يَسْعَدُ
এমন একটি দান যার বিরাম নেই (১১:১০৮)	عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ	কর্তিত, খণ্ডবিখণ্ড, বিরাম	مَجْذُوذٌ
তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার (৪১:৮)	لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	বাধাপ্রাপ্ত, হ্রাসকৃত/ খোঁটাযুক্ত, অতৃপ্ত	مَمْنُونٌ
না হ্রাসকৃত না বাধাপ্রাপ্ত (৫৬:৩৩)	لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ	কর্তিত, কর্তনীয়, বিরাম, ছেদ	مَقْطُوعٌ
আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ পুরোপুরি দান করবো হ্রাসকৃত বিহীন। (১১:১০৯)	وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ	হ্রাসকৃত	مَنْقُوصٌ
আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১২:২)	إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	আরবি	عَرَبِيٌّ

আর যদি আমি একে বানাতাম অনারব কোরআন, তবে তারা অবশ্যই বলত, "যদি শুধু এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হত!" (৪১:৪৪)	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ	আজমী, অনারব, অনারবী	أَعْجَمِيٌّ
নিক্ষেপ কর তাকে কুয়ার তলায় (১২: ১০)	أَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ	কূপ, কুয়া	جُبٌّ
অত:পর তারা উপুড় হয়ে পড়েছে তাদের ছাদসমূহের উপরে আর কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে (২২:৪৫)	فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ	কূপ, কুয়া	بِئْرٌ
কোন কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিবে (১২:১০)	يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ	তুলে নেয়া, কুড়িয়ে নেয়া	اِلْتَقَطَ-يَلْتَقِطُ
আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, আমোদ করবে ও খেলাধুলা করবে (১২:১২)	أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ	আমোদ করা, ঘুরে বেড়ানো/ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া	رَتَعَ-يَرْتَعُ
এরপর তারা তাদের পানিওয়ালাকে পাঠাল (১২:১৯)	فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ	পানি সংগ্রহকারী; উপনীত ১৯:৭১	وَارِدٌ
সে তখন তার বালতি ফেলল (১২:১৯)	فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ	বালতি	دَلْوٌ
তারা তার ব্যাপারে উদাসীন ছিল (১২:২০)	وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ	নিরাসক্ত, অনাগ্রহী	زَاهِدٌ ج زَاهِدُونَ
সে তো তাকে প্রেমে উন্মত্ত করে ফেলেছে (১২:৩০)	قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا	মাতোয়ারা বানানো, আসক্ত করা	شَغَفَ-يَشْغَفُ
তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল (১২:৩১)	وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً	গদি, সোফা/ ভোজসভা	مُتَّكَأٌ (اتَّكَأَ- يَتَّكِئُ)
উঁচু আসনের উপরে, হেলান দিয়ে	عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ	গদিনশীন, উপবিষ্ট	مُتَّكِئٌ ج

(৩৬:৫৬)			مُتَّكِئُونَ
তাদের মধ্যের প্রত্যেককে দিল একটি করে ছুরি (১২:৩১)	وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا	ছুরি	سِكِّينٌ
আর যদি সে না করে আমি তাকে যা আদেশ করি তা তবে সে নিশ্চিত কারারুদ্ধ হবে (১২:৩২)	وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ	কারারুদ্ধ করা	سَجَنَ–يَسْجُنُ
আর তাঁর সাথে দুজন যুবকও কারাগারে প্রবেশ করল (১২:৩৬)	وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ	কারাগার	سِجْنٌ
আর আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়েছি (১৭:৮)	وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا	কারাগার, জেলখানা	حَصِيرٌ
আমি আলবৎ তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব। (২৬:২৯)	لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ	কারারুদ্ধ	مَسْجُونٌ ج مَسْجُونُونَ
আমি নিজেকে দেখলাম মদ নির্যাস করছি (১২:৩৬)	إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا	নিংড়ে বের করা	عَصَرَ–يَعْصِرُ
আমি দেখেছি সাতটি গরু হৃষ্টপুষ্ট (১২:৪৩)	إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ	মোটা	سَمِينٌ ج سِمَانٌ
এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না (৮৮-৭)	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ	মোটা করা, পুষ্টিসাধন করা	أَسْمَنَ–يُسْمِنُ
তাদেরকে খেয়ে ফেলল জীর্ণশীর্ণ সাতটি (১২:৪৩)	يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ	শীর্ণকায়, রোগাটে	عِجَافٌ
তারা বলল -- এলোমেলো স্বপ্ন (১২:৪৪)	قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ	মিশ্রিত, এলোমেলো; একমুঠো ৩৮:৪৪	ضِغْثٌ ج أَضْغَاثٌ

তিনি তাদের সজ্জিত করলেন রসদ দ্বারা (১২:৫৯)	جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ	রসদ প্রস্তুত করা, সাজিয়ে দেয়া	جَهَّزَ–يُجَهِّزُ
তাদের দ্রব্যমূল্য তাদের মালপত্রের ভিতরে রেখে দাও (১২:৬২)	اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ	মালপত্র, বোঝা, থলি	رَحْلٌ ج رِحَالٌ
অতঃপর তিনি আপন ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের থলে দিয়ে শুরু করলেন (১২:৭৮)	فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ	বস্তা, থলে	وِعَاءٌ ج أَوْعِيَةٌ
আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব (১২:৬৫)	وَنَمِيرُ أَهْلَنَا	রসদ আনা, খাদ্য আনা	مَارَ–يَمِيرُ
ইয়াকুবের অন্তরের একটি বাসনা (১২:৬৮)	حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ	প্রয়োজন, অভিপ্রায়	حَاجَةٌ
যদি তাদের থেকে প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। (৩৩:৩৭)	إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا	কামনা, প্রয়োজন	وَطَرٌ
এবং এতে আমার অন্যান্য প্রয়োজনও আছে। (২০:১৮)	وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ	চাহিদা, প্রয়োজন	مَأْرُبَةٌ ج مَآرِبُ
আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি (১২-৭২)	نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ	পানপাত্র	صُوَاعٌ
তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। (৩৭-৪৫)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ	পানপাত্র; পানীয়	كَأْسٌ
তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র। (৪৩-৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ	পানপাত্র	كُوبٌ ج أَكْوَابٌ
পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (৫৬-১৮)	بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ	চমকদার কেটলি, ঝকঝকে জগ, কুঁজা	إِبْرِيقٌ ج أَبَارِيقُ
এবং আমি এর জামিন (১২:৭২)	وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ	জামিন, জিম্মাদার	زَعِيمٌ
প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ	দায়বদ্ধ	رَهِينٌ، رَهِينَةٌ

দায়বদ্ধ (৭৪:৩৮)	رَهِينَةٌ		
আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই অভিযোগ করছি (১২:৮৬)	إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	অভিযোগ করা	شَكَا-يَشْكُو
এবং অভিযোগ করছে আল্লাহর সমীপে (৫৮:১)	وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ	অভিযোগ করা	اِشْتَكَى-يَشْتَكِي
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই (১২:৯২)	لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ	অভিযোগ, দোষারোপ, তিরস্কার	تَثْرِيبٌ
যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর (১২:৯৪)	لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ	অপ্রকৃতস্থ ভাবা/ বৃদ্ধ ভাবা/ তামাশা করা	فَنَّدَ-يُفَنِّدُ
আপনি তো আপনার পুরানো ভ্রান্তিতেই আছেন (১২:৯৫)	إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ	পুরনো, পূর্ববর্তী, প্রাচীন	قَدِيمٌ
এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন (১৪:১৯)	وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ	নতুন	جَدِيدٌ
তাদের কাছে তাদের প্রভুর কাছ থেকে কোনো নতুন স্মারক আসে (২১:২)	يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ	নতুন সৃষ্টি, আবিষ্কৃত, অভিনব, নতুন	مُحْدَثٌ
বলুন "আমি তো কোন নতুন রসূল নই (৪৬:৯)	قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ	নতুন, অভিনব, প্রথম	بِدْعٌ
এবং মরুভূমি থেকে আপনাদের নিয়ে এসেছেন (১২:১০০)	وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ	মরুভূমি, গ্রাম	بَدْوٌ

১০। সুরা রাদ-ফুরকান

আর যে রাত্রিবেলায় আত্মগোপন করে আর দিনের বেলায় বিচরণ	وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ	বিচরণশীল, চলমান	سَارِبٌ

করে (১৩:১০)	وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ		
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬:৪০)	وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	সাঁতার কাটা, অবিরত চলা	سَبَحَ–يَسْبَحُ (سَبْحٌ)
আর শপথ সন্তরণকারীদের দ্রত সন্তরণের (৭৯:৩)	وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا	দ্রুতচলমান, দ্রুতধাবমান	سَابِحَةٌ ج سَابِحَاتٌ
শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। (১০০-১)	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	গতিশীল, দ্রুতধাবমান	عَادِيَةٌ ج عَادِيَاتٌ
তিনি আসমানসমূহকে উর্দ্ধস্থিত করেছেন কোনও স্তম্ভ ব্যতীত (১৩:২)	رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ	স্তম্ভ, খুঁটি, উঁচু গঠন	عَمَدٌ
বহু স্তম্ভ ওয়ালা ইরাম জাতি (৮৯:৭)	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ	স্তম্ভ, খুঁটি, উঁচু গঠন	عِمَادٌ
আর বহু স্তম্ভ ওয়ালা ফেরাউন (৮৯:১০)	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	খুটি, পেরেক	وَتِدٌ ج أَوْتَادٌ
আমি নূহকে আরোহণ করালাম তাতে যা ছিল কাঠ ও পেরেক সম্বলিত (৫৪:১৩)	وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ	পেরেক	دِسَارٌ ج دُسُرٌ
এবং যমিনে রয়েছে শস্যক্ষেত্রসমূহ -একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন (১৩:৪)	وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ	সংলগ্ন, পার্শ্ববর্তী	مُتَجَاوِرَةٌ ج مُتَجَاوِرَاتٌ
আর খরস্রোত বয়ে নিয়ে যায় ফেঁপে ওঠা ফেনা (১৩:১৭)	فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	ফেনা	زَبَدٌ
অত:পর ফেনা অপসারণ করে আবর্জনাকে (১৩:১৭)	فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً	পানিতে ভাসা আবর্জনা, তুচ্ছ বস্তু, নিক্ষিপ্ত বস্তু	جُفَاءٌ
অত:পর তা হয়ে যায় শুকনোজীর্ণ, বাতাস তাকে	فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ	খোয়াড় নির্মাণের জরাজীর্ণ খড়, শুষ্ক	هَشِيمٌ

উড়িয়ে নিয়ে যায় (১৮:৪৫)	الرِّيَاحُ	খড়কুটার টুকরা	
অতঃপর তাকে করেছেন কাল আবর্জনা (৮৭:৫)	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	আবর্জনা, খড়কুটা, জঞ্জাল,	غُثَاءٌ
তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই (১৩:২৭)	لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ	পশ্চাতে নিক্ষেপকারী, প্রতিরোধকারী	مُعَقِّبٌ
তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় সবেগে (১৪:১৮)	أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ	ছাই	رَمَادٌ
তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় সবেগে (১৪:১৮)	أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ	প্রবল হওয়া	اِشْتَدَّ–يَشْتَدُّ
মাটির উপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে (১৪:২৬)	اِجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ	উপড়ে ফেলা	اِجْتَثَّ–يَجْتَثُّ
তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কান্ড (৫৪:২০)	تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ	যা উপড়ে গেছে, ওপড়ানো, ছিন্নমূল	مُنْقَعِرٌ
এর কোনো স্থিতি নেই (১৪:২৬)	مَا لَهَا مِن قَرَارٍ	স্থিতি, স্থায়ীত্ব; প্রশান্তি ২৩:৫০; সুস্থির, সুরক্ষিত ২৩:১৩; আবাস ১৪:২৯	قَرَارٌ
তিনি তাদের শুধু অবকাশ দিচ্ছেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চোখগুলো হবে পলকহীন স্থির (১৪:৪২)	إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ	অপলক দৃষ্টিতে তাকানো, দৃষ্টি স্থির থাকা	شَخَصَ–يَشْخَصُ
কাফেরদের চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে (২১:৯৭)	شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا	বিস্ফোরিত দৃষ্টি, স্থিরনেত্র	شَاخِصَةٌ

تারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে (১৪:৪৩)	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ	উর্দ্ধমুখী, উথিত মস্তক	مُقْنِعٌ ج مُقْنِعُونَ
ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে (৩৬:৮)	فَهُم مُّقْمَحُونَ	উর্ধ্বমুখী, উর্ধ্বদৃষ্টি অবস্থা	مُقْمَحٌ ج مُقْمَحُونَ
তাদের দৃষ্টি তাদের নিজেদের দিকেও ফিরছে না (১৪:৪৩)	لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ	দৃষ্টি, পলক	طَرْفٌ
কিয়ামতের ব্যাপারটি তো চোখের পলক অথবা তারচেয়েও নিকটবর্তী ব্যতীত কিছু নয় (১৬:৭৭)	وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ	পলক	لَمْحٌ
আর তাদের চিত্ত হয়েছে ফাঁকা (১৪:৪৩)	وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ	শূন্য, খালি, ফাঁকা	هَوَاءٌ
তারা কি পাখীকে দেখে না - আকাশের শূন্যতার মধ্যে আজ্ঞাধীন রয়েছে (১৬:৭৯)	أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ	বায়ুমণ্ডল, আকাশের শূন্যতা	جَوٌّ
যদি তাদের কৌশল পাহাড় টলিয়ে দেওয়ার মতও হয় (১৪:৪৬)	وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ	স্থানচ্যুত হওয়া, সরে যাওয়া, টলে যাওয়া, ঢলে পড়া	زَالَ–يَزُولُ (زَوَالٌ)
নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত (১৭:৭৮)	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ	ঢলে পড়া	دُلُوكٌ
তাদের জামা হবে আলকাতরার (১৪:৫০)	سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ	আলকাতরা	قَطِرَانٌ
ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে (১৫:১৫)	لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا	ধাঁধিয়ে দেয়া, মাতাল বানানো	سَكَّرَ–يُسَكِّرُ
তাঁর মনে হল যেন তাদের যাদুতে সেটি ছুটাছুটি করছে	يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ	ধাঁধাগ্রস্থ করা, কল্পনায় আনা,	خَيَّلَ–يُخَيِّلُ

(২০:৬৬)	أَنَّهَا تَسْعَىٰ	মনে হওয়া	
যখন দৃষ্টি চমকে যাবে (৭৫:৭)	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ	চমক লাগা, ঝলসে যাওয়া	بَرِقَ-يَبْرَقُ
তাকে ধাওয়া করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড (১৫:১৮)	فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ	উল্কাপিণ্ড, অগ্নিশিখা, অগ্নিপিণ্ড ২৭:৭	شِهَابٌ ج شُهُبٌ
আমি মানব সৃষ্টি করব কালো কাদা থেকে শুষ্ককৃত ঠনঠনে মাটি দ্বারা (১৫:২৮)	إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	পচা কাদামাটি	مَسْنُونٌ
আর তাদের অবহিত করুন ইব্রাহীমের অতিথিদের সম্বন্ধে (১৫:৫১)	وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ	মেহমান	ضَيْفٌ
সেদিন পরহেযগারদেরকে দয়াময়ের কাছে সমবেত করব অতিথিরূপে (১৯:৮৫)	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا	দূত, মেহমান	وَفْدٌ
তখন তারা তদুভয়ের অতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল (১৮:৭৭)	فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا	আপ্যায়ন করা, মেহমানদারি করা	ضَيَّفَ-يُضَيِّفُ
অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (১৫-৭৩)	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ	প্রভাত যাপনাবস্থা, ভোর উদযাপনাবস্থা	مُشْرِقٌ ج مُشْرِقُونَ
সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল। (৬৮-২১)	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	সকালে প্রবেশরত, প্রাতঃকালিন	مُصْبِحٌ ج مُصْبِحُوْنَ
তার থেকে আমরা বের করে আনি দিনকে, তারপর তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে (৩৬:৩৭)	سْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ	অন্ধকারে প্রবেশ করা	مُظْلِمٌ ج مُظْلِمُونَ
তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৬:4)	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ	শুক্র, এক ফোঁটা পানি	نُطْفَةٌ

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে (৫৬:৫৮)	أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ	বীর্যপাত করা	أَمْنَى -يُمْنِي
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে শীত নিবারক (১৬:৫)	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ	উষ্ণতা, পোশাক	دِفْءٌ
বলন্ত কাষ্ঠখন্ড যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার (২৮:২৯)	جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ	আগুন পোহানো	اِصْطَلَى - يَصْطَلِي
আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে শোভা-সৌন্দর্য (১৬:৬)	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ	সৌন্দর্য, শোভা, বাহার, রূপলাবণ্য	جَمَالٌ
দুনিয়ার জীবনের আড়ম্বর, যদ্দারা আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি (২০:১৩১)	زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ	ফুলের বাহার, সৌন্দর্য, জৌলুশ	زَهْرَةٌ
আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন (৮৩-২৪)	تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ	উজ্জ্বলতা, সজীবতা, সৌন্দর্য	نَضْرَةٌ
যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে অভিভূত করে (৩৩:৫২)	وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ	সৌন্দর্য; ভাল, উত্তম ২৯:৮	حُسْنٌ
যেন তা থেকে তোমরা খেতে পার টাটকা মাংস (১৬:১৪)	لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا	তাজা, টাটকা, সতেজ	طَرِيٌّ
যখন আমরা গলা-পচা হাড্ডি হয়ে যাব (৭৯:১১)	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً	পচা, পচাগলা, ঝুরঝুরে	نَخِرَةٌ
সে বলে, “কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?” (৩৬:৭৮)	قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ	পচাগলা, জীর্ণশীর্ণ	رَمِيمٌ
তাতে আছে দূষণমুক্ত পানির নহর (৪৭:১৫)	فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ	দূষিত, পচা	آسِنٌ

আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন (১৬:৪৫)	أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ	প্রোথিত করা, ভূগর্ভে বিলীন করা; চন্দ্রগ্রহণ হওয়া ৭৫:৮	خَسَفَ–يَخْسِفُ
তাকে পুতে ফেলবে মাটিতে (১৬:৫৯)	يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ	পুঁতে ফেলা	دَسَّ–يَدُسُّ
অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন (৮০:২১)	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ	কবর দেওয়া, সমাধি দেওয়া	أَقْبَرَ–يُقْبِرُ
যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (৮১:৮-৯)	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ	প্রোথিত কন্যা শিশু	مَوْءُودَةٌ
তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তারাই সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হবে (১৬:৬২)	لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ	সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত, নিপতিত, চরমভাবে বিস্মৃত	مُفْرَطٌ ج مُفْرَطُونَ
যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (১৬:৬৬)	سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ	সুপেয়, তৃপ্তিকর	سَائِغٌ
পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (৩৭:৪৬)	لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ	সুস্বাদু	لَذَّةٌ
আহারকারীদের জন্যে ব্যঞ্জন (২৩:২০)	صِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ	রসনাব্যঞ্জন	صِبْغٌ
এটি বিশুদ্ধ, মিঠা, পানের উপযোগী (৩৫:১২)	هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ	মিষ্টি, সুস্বাদু	عَذْبٌ
এবং তোমাদেরকে পান করাই মিঠা পানি (৭৭:২৭)	وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا	সুস্বাদু, মিঠা	فُرَاتٌ
এবং এটি লোনা তিক্ত (২৫:৫৩)	وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণাক্ত, ক্ষারান্বিত	أُجَاجٌ
আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই	وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ	তিক্ত, বিস্বাদ	خَمْطٌ

উদ্যানে, যাতে ছিল বিস্বাদ ফলমূল (৩৪:১৬)	ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ		
বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৫৪:৪৬)	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ	তিক্ততর, চিরবিষাদ	أَمَرُّ
এবং এটি লোনা তিক্ত (৩৫:১২)	وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণ, লবণাক্ত	مِلْحٌ
সে মালিকের উপর নির্ভরশীল (১৬:৭৬)	وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ	নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী	كَلٌّ
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (১১২:২)	اللَّهُ الصَّمَدُ	অনির্ভরশীল, সকলে যার মুখাপেক্ষী	صَمَدٌ
কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসমৃদ্ধ দেখে (৯৬:৭)	أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ	অভাবমুক্ত হওয়া, অমুখাপেক্ষী হওয়া	اسْتَغْنَى–يَسْتَغْنِي

অতএব এরাই তারা যাদের প্রচেষ্টা হবে স্বীকৃত (১৭:১৯)	فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا	কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত	مَشْكُورٌ
এবং আপনার পালকর্তার দান সীমাবদ্ধ নয় (১৭:২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	বাধাপ্রাপ্ত, নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ	مَحْظُورٌ
আর কোরবানীর জন্তুদেরকে বাধাপ্রাপ্ত করা হয়েছিল যথাস্থানে পৌছতে (৪৮:২৫)	وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ	আটকানো, বাধাপ্রাপ্ত	مَعْكُوفٌ
আর তারা বলবে -- ''অলজ্ঘনীয় ব্যবধান'' (২৫:২২)	وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا	বাধাপ্রাপ্ত, দুর্লজ্ঘনীয়, সংরক্ষিত	مَحْجُورٌ
তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসবে (১৭:২২)	فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا	অসহায়, পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত	مَخْذُولٌ
অত:পর তারা উপুড় হয়ে পড়েছে	فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا	পরিত্যক্ত, নষ্ট	مُعَطَّلَةٌ

তাদের ছাদসমূহের উপরে আর কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে (২২:৪৫)	وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ		
নিঃসন্দেহ আমার স্বজাতি এই কুরআনকে পরিত্যজ্য বলে ধরে নিয়েছিল (২৫:৩০)	إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	পরিত্যক্ত, পরিহার্য, বর্জনীয়	مَهْجُورٌ
এবং তাদেরকে ধমক দিও না। (১৭:২৩)	وَلَا تَنْهَرْهُمَا	ধমক দেয়া	نَهَرَ–يَنْهَرُ
আর যারা সন্ত্রস্ত করে ধমকে ধমকে (৩৭:২)	فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا	ধমক, একধমক	زَجْرٌ
আর যারা সন্ত্রস্ত করে ধমকে ধমকে (৩৭:২)	فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا	ধমকদাতা, সতর্ককারী	زَاجِرَةٌ ج زَاجِرَاتٌ
আর তদুভয়ের প্রতি বিনয়ের ডানা মেলে দাও মমতার সাথে (১৭:২৪)	وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ	নম্রতা	ذُلٌّ
তখন তাদের সাথে নম্র কথা বল (১৭:২৮)	فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا	নম্র, কোমল, সহজ	مَيْسُورٌ
যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। ২৫:৬৩	يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا	নম্রতা, বিনয়, অতি সাধারণ	هَوْنٌ
অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল। (২০:৪৪)	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا	নরম, কোমল, সহজ, মিষ্টি	لَيِّنٌ
তখন আমরা বাতাসকে তাঁর জন্য অনুগত করে দিলাম, তাঁর আদেশে তা স্বচ্ছন্দগতিতে চলত (৩৮:৩৬)	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً	মৃদু, অবাধ, আলতো, সহজ	رُخَاءٌ
হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (১৭:২৪)	رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا	প্রতিপালন করা, বড় করা	رَبَّى–يُرَبِّي
যে অলংকারে লালিত-পালিত	مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ	তিলেতিলে বড়	نَشَّأَ–يُنَشِّئُ

(৪৩:১৮)		করা, প্রতিপালন করা,	
আর অপব্যয় করো না অমিতব্যয়ীভাবে (১৭:২৬)	وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا	অপচয় করা, অনর্থক খরচ করা	بَذَّرَ–يُبَذِّرُ (تَبْذِيرٌ)
এবং তারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না। (২৫:৬৭)	وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا	অপব্যয় করা; সীমালঙ্ঘন করা	أَسْرَفَ–يُسْرِفُ (إِسْرَافٌ)
নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। (১৭:২৭)	إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ	অপব্যয়কারী, অমিতব্যয়ী	مُبَذِّرٌ ج مُبَذِّرُونَ
নিঃসন্দেহ তিনি অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না (৭:৩১)	إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ	অমিতব্যয়ী; সীমালঙ্ঘনকারী	مُسْرِفٌ ج مُسْرِفُونَ
আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় (১৭:৩৩)	وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا	অন্যায়ের স্বীকার, নির্যাতিত	مَظْلُومٌ
নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত (১৭:৩৩)	إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا	সাহায্যপ্রাপ্ত	مَنْصُورٌ ج مَنْصُورُونَ
যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। (১৭:৩৬)	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ	পেছনে পড়া, পিছু লাগা, অনুসরণ করা	قَفَا–يَقْفُو
এদের প্রতিটিই তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (১৭:৩৬)	كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا	জিজ্ঞাসিত	مَسْئُولٌ
বলুনঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (১৭:৫০)	قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا	লোহা; ধারালো ৩৩:১৯	حَدِيدٌ ج حِدَادٌ
তৎক্ষণাৎ তারা আপনার প্রতি মাথা নাড়বে (১৭:৫১)	فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ	নাড়ানো, ঝাঁকানো	أَنْغَضَ–يُنْغِضُ

		رُءُوسَهُمْ	
هَزَّ–يَهُزُّ	নাড়া দেয়া, ঝাঁকানো	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও (১৯:২৫)
حَرَّكَ–يُحَرِّكُ	নাড়ানো, ঝাঁকানো	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ	এর দ্বারা তোমার জিহবা নাড়িও না (৭৫:১৬)
اِهْتَزَّ–يَهْتَزُّ	নড়াচড়া করা, কেঁপে উঠা	فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ	অতঃপর যখন তিনি সেটিকে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলেন (২৮:৩১)
هَزَّ–يَهُزُّ	নাড়া দেয়া, ঝাঁকানো	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও (১৯:২৫)
مَحْذُورٌ	ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ, ভয়ংকর	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (১৭:৫৭)
عَبُوسٌ	ভ্রুকুটিপূর্ণ, ভয়ংকর, কঠিন, বিষণ্ন, মলিন	إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا	আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি (৭৬:১০)
نُكُرٌ، نُكْرٌ	অপরিচিত, অপ্রিয়, মন্দ, নিষিদ্ধ, জঘন্য, ভয়াবহ	يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ	যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক অপ্রীতিকর ব্যাপারের প্রতি (৫৪:৬)
قَمْطَرِيرٌ	কঠোর, কঠিন, কষ্টকর, ভয়াবহ	إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا	আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি (৭৬:১০)
صَوْتٌ ج أَصْوَاتٌ	আওয়াজ, স্বর, গলার স্বর	وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ	সত্যচ্যুত কর তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা। (১৭:৬৪)
أَجْلَبَ–يُجْلِبُ	সমবেত করা, আনা; আক্রমণ	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ	আর তাদের উপরে হামলা চালাও তোমার ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা,

আর তোমার পদাতিক বাহিনীর দ্বারা (১৭:৬৪)	وَرَجِلِكَ	করা	
তারা চায় তাদের উপরে লাফিয়ে পড়তে যারা আমাদের বাণীসমূহ তাদের কাছে পড়ে শুনায় (২২:৭২)	يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا	আক্রমণ করা, হামলা করা	سَطَا–يَسْطُو
অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (১০০-৩)	فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا	আক্রমণকারী	مُغِيرَةٌ ج مُغِيرَاتٌ
আর তাদের অংশী হও ধনসম্পত্তিতে এবং সন্তানসন্ততিতে (১৭:৬৪)	وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ	অংশ নেয়া, ভাগীদার হওয়া	شَارَكَ–يُشَارِكُ
যে তোমরা আযাবের অংশীদার। (৪৩:৩৯)	أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ	অংশীদার, শরীক	مُشْتَرِكٌ ج مُشْتَرِكُونَ
আর রাতের মধ্যে থেকে এর দ্বারা জাগরণে কাটাও (১৭:৭৯)	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ	তাহাজ্জুদ আদায় করা, রাত জাগা	تَهَجَّدَ–يَتَهَجَّدُ
অত:পর হয়তবা তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে আপনি পরিতাপে নিজ প্রাণ নিপাত করবেন (১৮:৬)	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ	আত্মবিনাশী	بَاخِعٌ
এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব (১৮:৮)	وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا	অনাবাদি ভূমি, অফলা, উষর	جُرُزٌ
তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও (২২:৫)	وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً	শুষ্ক, তৃণলতাহীন, মৃত	هَامِدَةٌ
আর সূর্যকে দেখতে যখন উদয় হত তখন তাদের গুহার ডান দিকে হেলে যেত (১৮:১৭)	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ	পাশ কেটে যাওয়া, হেলে যাওয়া, মোড় নেয়া	تَزَاوَرَ–يَتَزَاوَرُ

আর যখন অস্ত যেত তখন বাম পাশ কেটে যেত (১৮:১৭)	وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ	পাশ কেটে যাওয়া, কেটে পড়া	قَرَضَ–يَقْرِضُ
আর তারা উহার উন্মুক্ত চত্বরেই ছিল (১৮:১৭)	وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ	প্রশস্ত চত্বর, মাঠ, ফাঁকা জায়গা	فَجْوَةٌ
অতঃপর তা যখন তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করবে (৩৭:১৭৭)	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ	আঙিনা, উঠান	سَاحَةٌ
আর তাদের কুকুরটি সামনের পাদুটি মেলে রয়েছিল গুহামুখে (১৮:১৭)	وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ	হাত, সামনের পা; গজ ৬৯:৩২	ذَرْعٌ ج ذِرَاعٌ
আর তাদের কুকুরটি সামনের পাদুটি মেলে রয়েছিল গুহামুখে (১৮:১৭)	وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ	প্রবেশপথ	وَصِيدٌ
আর সে যেন সন্তর্পনে চলে এবং তোমাদের খবর কাউকে না জানায় (১৮:১৯)	وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا	সতর্কতার সাথে করা, চুপে চুপে করা	تَلَطَّفَ–يَتَلَطَّفُ
সুতরাং তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন ভীত অবস্থায়, সতর্ক দৃষ্টি মেলে (২৮:২১)	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ	পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ করা, তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা	تَرَقَّبَ–يَتَرَقَّبُ
তোমাদের মধ্যে যারা সরে পড়ে চুপিসারে (২৪:৬৩)	يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا	চুপিসারে	لِوَاذٌ
অগ্নি যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে (১৮:২৯)	نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	বেষ্টনী, তাঁবু	سُرَادِقُ
তাঁবুর ভেতরে থাকবে অন্তঃপুরবাসিনী হূরগণ (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ	তাঁবু	خَيْمٌ ج خِيَامٌ
তাদের পান করানো হবে গলিত সীসার মতো পানি (১৮:২৯)	يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ	গলিত সীসা, উত্তপ্ত ঘন কালো তেল	مُهْلٌ
আমি এর উপরে ঢেলে দেব	أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا	গলিত তামা	قِطْرٌ

গলিত তামা (১৮:৯৬)			
তারা সেখানে অলংকৃত হবে সোনার কাঁকন দ্বারা (১৮:৩১)	يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ	চুড়ি	سِوَارٌ ج أَسَاوِرُ
তবে কেন সোনার কঙ্কন তার প্রতি ছোড়া হল না (৪৩:৫৩)	فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ	চুড়ি, বালা	سُوَارٌ ج أَسْوِرَةٌ
তাদের পরানো হবে মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক (১৮:৩১)	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ	মিহি রেশমী কাপড়	سُنْدُسٌ
সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (৩৫:৩৩)	وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	রেশম, উষ্ণ রেশমি বস্ত্র	حَرِيرٌ
তারা হেলান দিয়ে বসবে গালিচার উপরে যার আস্তর কারুকার্যময় রেশমের (৫৫:৫৪)	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ	ঝকমকি রেশমি কাপড়, জরি করা সিল্কের কাপড়	إِسْتَبْرَقٌ
সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (১৮:৪৩)	وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا	আত্মরক্ষাকারী; প্রতিশোধ গ্রহণকারী	مُنْتَصِرٌ ج مُنْتَصِرُونَ
যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে (৪২:৪১)	وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ	প্রতিশোধ নেওয়া; আত্মরক্ষা করা; সাহায্য করা	انْتَصَرَ–يَنْتَصِرُ
তারা আপনার পালনকর্তার সামনে উপস্থাপিত হবে সারিবদ্ধ ভাবে (১৮:৪৮)	وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا	সারি	صَفٌّ
শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো (৩৭:১)	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا	সারিবদ্ধ	صَافَّةٌ ج صَافَّاتٌ، صَوَافٌّ
এবং সারি সারি গালিচা	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ	সারিবদ্ধ	مَصْفُوفَةٌ

(৮৮:১৫)			
তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব মরণফাঁদ (১৮:৫২)	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا	মরণফাঁদ, ধ্বংস গহ্বর	مَوْبِقٌ
তাঁর ভৃত্যকে বললেন, "আমাদের প্রাত:রাশ এনে দাও ... (১৮:৬২)	قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا	সকালের নাস্তা, প্রাতঃরাশ	غَدَاءٌ
আপনি তো এক গুরুতর ব্যাপার ঘটালেন! (১৮:৭১)	لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا	অপছন্দনীয়, বিস্ময়কর, উস্কানিমূলক	إِمْرٌ
হে মরিয়ম, তুমি তো এক অঘটন ঘটিয়ে বসেছ (১৯:২৭)	يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا	মারাত্মক, অঘটন, অভূতপূর্ব	فَرِيٌّ
তোমরা তো এক জঘন্য ব্যাপার অবতারণা করেছ। (১৯:৮৯)	لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا	জঘন্য, মন্দ, অশোভনীয়	إِدٌّ
তবে আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না (১৮:৭৬)	فَلَا تُصَاحِبْنِي	সঙ্গ দেয়া, সাথী হওয়া	صَاحَبَ–يُصَاحِبُ
তারপর তাঁরা সেখানে পেলেন একটি দেয়াল (১৮:৭৭)	فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا	দেয়াল, প্রাচীর	جِدَارٌ ج جُدُرٌ
অতঃপর তাদের মাঝখানে দাঁড় করানো হবে একটি প্রাচীর (৫৭:১৩)	فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ	প্রাচীর, দেয়াল, নগরপ্রাচীর	سُورٌ
আপনি আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর বানিয়ে দেবেন (১৮:৯৪)	تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا	প্রাচীর, বাধা, অন্তরাল	سَدٌّ
আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব (১৮:৯৫)	أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا	অটল প্রাচীর, সুদৃঢ় প্রাচীর, মজবুত দেয়াল	رَدْمٌ
তাই আমি সেটিকে নষ্ট করতে চেয়েছিলাম (১৮:৭৯)	فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا	ক্রটিযুক্ত করা	عَابَ–يَعِيبُ
তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে	إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ	সূর্য উঠার স্থান	مَطْلِعٌ

পৌছলেন (১৮:৯০)			
এক প্রশান্তি যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (৯৭:৫)	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ	সূর্যোদয়, সূর্য উঠার সময়	مَطْلَعٌ
যখন পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে পূর্ণ হল (১৮:৯৬)	إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ	সমান করা	سَاوَى–يُسَاوِي
আর তারা এটি ভেদ করতেও পারবে না (১৮:৯৭)	وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا	ভেদ করা, ছিদ্র করা	نَقْبٌ
সাগর যদি কালি হত (১৮:১০৯)	لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا	কালি	مِدَادٌ
আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি (১৯:৮)	بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا	শেষ পর্যায়, চরম, অতিমাত্রা; বাড়াবাড়ি, ধৃষ্টতা ১৯:৬৯	عِتِيٌّ
সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্নপ্রকাশ করল। ১৯:১৭	فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا	আকৃতি ধারণ করা, আত্মপ্রকাশ করা	تَمَثَّلَ–يَتَمَثَّلُ
অতএব খাও ও পান করো এবং চোখ জুড়াও (১৯:২৬)	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا	শীতল হওয়া, প্রশান্তি লাভ করা; স্থির থাকা ৩৩:৩৩	قَرَّ–يَقَرُّ
চোখের শীতলতা আমার ও আপনার (২৮:৯)	قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ	প্রশান্তি, সান্তনা, শীতলতা, আনন্দ	قُرَّةٌ
এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় (৪৩:৭১)	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ	সুস্বাদু ও মজাদার ভাবা, তৃপ্তিকর হওয়া	لَذَّ–يَلَذُّ
নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি আসন্ন (১৯:৬১)	إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا	পূর্ণ, পৌঁছানো	مَأْتِيٌّ
এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা (১৯:৭১)	كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا	অনিবার্য, আবশ্যিক	حَتْمٌ

لِزَامٌ	আবশ্যিক, অবশ্যম্ভাবী	فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا	অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি (২৫:৭৭)
جَاثٍ (جَاثِيَةٌ) جِثِيٌّ	নতজানু	وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا	আর অন্যায়কারীদের সেখানে ফেলে রাখব নতজানু অবস্থায় (১৯:৭২)
نَدِيٌّ	মজলিস	أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا	দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং মজলিসও উত্তম (১৯:৭৩)
نَادِي	সভা, মজলিস; সাহায্যকারী, সমর্থক ৯৬:১৭	وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ	এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ। (২৯:২৯)
مَجْلِسٌ ج مَجَالِسُ	সভা, জালসা, মজলিস, বৈঠক, অধিবেশন	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا	যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা করে দাও, তখন জায়গা করে দিয়ো (৫৮:১১)
اِنْبَغَى–يَنْبَغِي	সমীচীন হওয়া, শোভা পাওয়া	وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا	সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য সঙ্গত নয় (১৯:৯২)
وِفَاقٌ	যথাযোগ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ	جَزَاءً وِفَاقًا	যথাযথ প্রতিদান (৭৮:২৬)
نَعْلٌ	জুতা	فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ	অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল (২০:১২)
تَوَكَّأَ–يَتَوَكَّأُ	ভর দেয়া, ঠেস দেয়া	أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا	আমি এর উপরে ভর দিই (২০:১৮)
هَشَّ–يَهُشُّ	পাতা ঝাড়া	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي	আর এ দিয়ে আমার মেষপালের জন্য আমি গাছের পাতা পেড়ে থাকি (২০:১৮)
دَلَّ–يَدُلُّ	বলে দেয়া, দেখিয়ে দেয়া, নির্দেশ করা	هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ	আমি কি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কে তাকে লালন পালন করতে পারবে? (২০:৪০)

তবে কি প্রতিশ্রুত সময় তোমাদের জন্য দীর্ঘ মনে হয়েছিল (২০:৮৬)	أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ	দীর্ঘ হওয়া	طَالَ–يَطُولُ
অতঃপর তাদের উপর অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে (২৮:৪৫)	فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	দীর্ঘায়িত হওয়া, বিলম্বিত হওয়া	تَطَاوَلَ–يَتَطَاوَلُ
নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। ৭৩:৭	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا	দীর্ঘ	طَوِيلٌ
এবং দীর্ঘ ছায়ায়। (৫৬:৩০)	وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ	দীর্ঘ, প্রলম্বিত, বিস্তৃত, প্রসারিত	مَمْدُودٌ
দীর্ঘকায় খুঁটিতে। (১০৪:৯)	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ	দীর্ঘ, প্রলম্বিত, বিস্তৃত	مُمَدَّدَةٌ
আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়ায় রত থাকে (৪১:৫১)	وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ	প্রশস্ত, বিরাট, সুদীর্ঘ	عَرِيضٌ
আর তুমি নিশ্চয়ই সেখানে পিপাসার্ত হবে না অথবা রোদেও পুড়বে না (২০:১১৯)	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ	রোদে পোড়া	ضَحِيَ–يَضْحَى
আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ (২১:৩২)	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا	সুরক্ষিত, সংরক্ষিত, সযত্নে	مَحْفُوظٌ
সুরক্ষিত জন-বসতির ভেতরে (৫৯:১৪)	فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ	সুরক্ষিত, দুর্ভেদ্য	مُحَصَّنَةٌ
তাঁবুর ভেতরে থাকবে অন্তঃপুরবাসিনী হূরগণ (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ	সুরক্ষিত, সীমাবদ্ধরক্ষিত	مَقْصُورَةٌ ج مَقْصُورَاتٌ
আবরণে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় (৫৬:২৩)	كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ	গুপ্ত, পর্দাবৃত, আবরিত, সুরক্ষিত	مَكْنُونٌ
আর যদি তোমার প্রভুর শাস্তির ছোয়াও তাদের স্পর্শ করত	وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ	নিঃশ্বাস, ছোঁয়া, বাতাস	نَفْحَةٌ

(২১:৪৬)	عَذَابِ رَبِّكَ		
আর আমরা তাঁকে বর্ম তৈরি করা শিখিয়েছিলাম (২১:৮০)	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ	বর্ম	لَبُوسٌ
তৈরি কর চওড়া বর্ম (৩৪:১১)	اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ	প্রশস্ত লৌহবর্ম	سَابِغَةٌ ج سَابِغَاتٌ
আর শয়তানদের কতক তাঁর জন্য ডুব দিত (২১:৮২)	وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ	ডুব দেয়া	غَاصَ–يَغُوصُ
আর শয়তানদের -- প্রতেকেই নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮:৩৭)	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ	ডুবুরী	غَوَّاصٌ
যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল (২১:৯১)	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا	গোপনাঙ্গ, যৌনাঙ্গ; ফাটল, ছিদ্র ৫০:৬	فَرْجٌ ج فُرُوجٌ
যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ (২৪:৩১)	لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ	গুপ্তাঙ্গ; গোপনীয়; অরক্ষিত ৩৩:১৩	عَوْرَةٌ ج عَوْرَاتٌ
চাকর-নকর যাদের কাম-লালসা নেই (২৪:৩১)	التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ	যৌন চাহিদা, কামভাব	إِرْبَةٌ
সেই দিনে আমরা আকাশকে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত নথিপত্র (২১:১০৪)	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ	ভাঁজ করা, গুটিয়ে ফেলা	طَوَى–يَطْوِي (طَيٌّ)
এবং আসমান সমূহ গুটানো থাকবে তাঁর ডান হাতে (৩৯:৬৭)	وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ	সঙ্কুচিত, গুটানো, কুঞ্চিত	مَطْوِيَّةٌ ج مَطْوِيَّاتٌ
অতঃপর রক্তপিন্ডকে বানিয়েছি মাংসপিন্ড (২৩:১৪)	فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً	মাংসপিণ্ড	مُضْغَةٌ
এর দ্বারা গলে যাবে যা কিছু আছে তাদের পেটের ভেতরে (২২:২০)	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ	গলে যাওয়া	صَهَرَ–يَصْهَرُ

আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুগুর (২২:২১)	وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ	মুগুর, হাতুড়ি	مِقْمَعَةٌ ج مَقَامِعُ
তারপর তারা সমাধা করুক তাদের পরিচ্ছন্নতা (২২:২৯)	ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ	দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা, হজ্বের বিধানাবলী	تَفَثٌ
আর তারা তওয়াফ করুক এই প্রাচীন গৃহের (২২:২৯)	وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	প্রাচীন/ মুক্ত	عَتِيقٌ
আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদার নির্যাস থেকে (২৩:১২)	خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ	নির্যাস, মূলধাতু	سُلَالَةٌ
তারপর আমরা শুক্রবিন্দুকে বানাই রক্তপিন্ড (২৩:১৪)	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً	জমাটবাঁধা ঝুলন্ত পিণ্ড	عَلَقٌ، عَلَقَةٌ
তাদের অবাধ্যতায় নিমজ্জিত থাকবে (২৩:৭৫)	لَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ	লেগে থাকা, ডুবে থাকা	لَجَّ – يَلَجُّ
তদুভয়ের মধ্যেকার সবাইকে চাবুক মার প্রত্যেককে একশত ঘা করে (২৪:২)	فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ	চাবুক মারা, কশাঘাত করা	جَلَدَ–يَجْلِدُ (جَلْدَةٌ)
অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের উপরে হেনেছিলেন শাস্তির কশাঘাত (৮৯:১৩)	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ	চাবুক, কশাঘাত	سَوْطٌ
তারা ভালবাসে যে যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার করুক (২৪:১৯)	يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا	প্রসার ঘটা, ছড়িয়ে পড়া	شَاعَ–يَشِيعُ
এমন দিন যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী (৭৬:৭)	ويَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا	সুদূরপ্রসারী	مُستَطِيرٌ
এমন ঘর যেখানে কোনো বাসিন্দা নেই (২৪:২৯)	بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ	বসতিপূর্ণ	مَسْكُونَةٌ
কসম বায়তুল মামুর তথা আবাদ গৃহের ৫২:৪	وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ	জনবহুল, আবাদকৃত	مَعْمُورٌ
আর যেন তারা তাদের মাথার	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ	মাথার কাপড়,	خُمُرٌ

কাপড় টেনে তাদের বুকের উপর ঢেকে রাখে (২৪:৩১)	جُيُوبِهِنَّ	চাদর, ওড়না	
তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় (৩৩:৫৯)	يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ	বড় চাদর	جِلْبَابٌ ج جَلَابِيبُ
আর যেন তারা তাদের মাথার কাপড় টেনে তাদের বুকের উপর ঢেকে রাখে (২৪:৩১)	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	বক্ষদেশ, গলাবন্ধ	جَيْبٌ ج جُيُوبٌ
আর বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের মধ্যের অবিবাহিতদের (২৪:৩২)	وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ	অবিবাহিত	أَيِّمٌ ج أَيَامَى
অকুমারী ও কুমারী (৬৬-৫)	ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا	অকুমারী, বিধবা	ثَيِّبَةٌ ج ثَيِّبَاتٌ
তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে যেন একটি কুলঙ্গী যাতে আছে একটি প্রদীপ (২৪:৩৫)	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ	দীপাধার, চেরাগদানী	مِشْكَاةٌ
তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে যেন একটি কুলঙ্গী যাতে আছে একটি প্রদীপ (২৪:৩৫)	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ	প্রদীপ, বাতি	مِصْبَاحٌ ج مَصَابِيحُ
আর সূর্যকে বানিয়েছেন একটি প্রদীপ(১৬-৭১)	وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا	বাতি, প্রদীপ	سِرَاجٌ
প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচপাত্রের ভেতরে (২৪:৩৫)	الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ	কাঁচের পাত্র	زُجَاجَةٌ
এটি স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ (২৭:৪৪)	إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ	কাঁচ; কাঁচের পাত্র ৭৬:১৫	قَوَارِيرُ
তাদের ক্রিয়াকর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত তাকে পানি বলে মনে করে (২৪:৩৯)	أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً	মরীচিকা	سَرَابٌ
তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় নিয়েই নেয় (২৪:৪৩)	يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ	চমক, ঝলক	سَنَا

বস্ত্র সরিয়ে রাখে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (২৪:৬০)	يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ	সৌন্দর্য প্রদর্শন কারিণী	مُتَبَرِّجَةٌ ج مُتَبَرِّجَاتٌ
আর পূর্ববর্তী অজ্ঞানতার যুগের প্রদর্শনীর ন্যায় প্রদর্শন করো না (৩৩:৩৩)	وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ	সৌন্দর্য প্রদর্শন করা	تَبَرَّجَ-يَتَبَرَّجُ (تَبَرُّجٌ)
এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে (২৫:৭)	وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ	বাজার	سُوْقٌ ج أَسْوَاقٌ
তারপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা বানিয়ে দেব (২৫:২৩)	فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا	ধুলো, বালি	هَبَاءٌ
এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে মলিন (৮০:৪০)	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ	ধূলাবালি, মলিনতা,	غَبَرَةٌ
অত:পর তদ্বারা ধূলি উড়ায় (১০০:৪)	فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا	ধূলাবালি, ধুলো	نَقْعٌ
হায়! কি আফসোস! আমি যদি অমুক কে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (২৫:২৮)	يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا	অমুক	فُلَانٌ
তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন (২৫:৩২)	لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً	একবারে, একত্রে, পুরোপুরি, সম্পূর্ণ	جُمْلَةٌ
তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন (২৫:৪৫)	وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا	নিশ্চল, গতিহীন	سَاكِنٌ
ফলে তারা তার পিঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে (৪২-৩৩)	فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ	অচল, স্থির, নিশ্চল	رَاكِدَةٌ ج رَوَاكِدُ
আর সমুদ্রকে রেখে যাও শান্ত অবস্থায় (৪৪-২৪)	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا	শান্ত, নিশ্চল, স্থির	رَهْوٌ
আর তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ, তাদের ভাবছ অচল-অনড় (২৭:৮৮)	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً	জড় বস্তু, জমাট, অচল, স্থির	جَامِدَةٌ
নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ	إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا	দীর্ঘস্থায়ী,	غَرَامٌ

(২৫:৬৫)		সার্বক্ষণিক	
তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে (২৫:৭৫)	أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا	কামরা, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ	غُرْفَةٌ ج غُرَفٌ، غُرُفَاتٌ
যারা ঘরের পিছন থেকে আপনাকে ডাকাডাকি করে (৪৯:৪)	يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ	কামরা, প্রকোষ্ঠ	حُجْرَةٌ ج حُجُرَاتٌ
আমার পালনকর্তা তোমাদের পরওয়া করেন না (২৫:৭৭)	مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي	পরোয়া করা, তোয়াক্কা করা	عَبَأَ–يَعْبَأُ

১১। সুরা শু'আরা-ক্বামার

নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধবন করা হবে (২৬:৫২)	إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ	যাদের পশ্চাৎধাবন করা হয়	مُتَّبَعٌ ج مُتَّبَعُونَ
আর শস্যক্ষেত্রে ও খেজুর-বাগানে যার ছড়াগুলো ভারী (২৬:১৪৮)	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ	ফুলে আচ্ছাদিত/ ফলে ভারাক্রান্ত/ কোমল, পাকা/ সংযুক্ত	هَضِيمٌ
পাহাড় কেটে বাড়িঘর তৈরি কর নিপুণভাবে (২৬:১৪৯)	وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ	দক্ষ, নিপুণ/ সদর্প, গর্ব	فَارِهٌ ج فَارِهُونَ
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে (২৬:২২৪)	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ	কবি	شَاعِرٌ ج شُعَرَاءُ
আমরা তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয় (৩৬:৫৯)	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ	কবিতা	شِعْرٌ
এটি স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ (২৭:৪৪)	إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ	স্বচ্ছ	مُمَرَّدٌ

আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে পক্ষীকূলের ভাষা (২৭:১৬)	عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ	ভাষা, কথা	مَنْطِقٌ
তারা বলবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। (৪১:২১)	قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ	বাক শক্তি দেওয়া, কথা বলানো	أَنْطَقَ–يُنْطِقُ
আর তিনি পাখিদের পর্যবেক্ষণ করলেন। (২৭:২০)	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ	অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা	تَفَقَّدَ–يَتَفَقَّدُ
তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল (২৮:১৫)	فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ	ঘুষি মারা	وَكَزَ–يَكِزُ
আর তিনি নিজ গালে চাপড় মারছেন এবং বলছেন, "এক বুড়ি, বন্ধ্যা!" (৫১:২৯)	فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	চাপড় মারা, থাপ্পড় মারা	صَكَّ–يَصُكُّ
নিশ্চয়ি কর্মে নিয়োগ দিতে সে-ই সব চাইতে ভাল যে বলবান, বিশ্বস্ত (২৮:২৬)	إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ	চাকুরিতে নেয়া, কাজে নেয়া	اِسْتَأْجَرَ–يَسْتَأْجِرُ
তুমি আমার চাকরি করবে আট হজ্জ (২৮:২৭)	تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ	কাজ করা, শ্রম দেয়া, চাকরি করা	أَجَرَ–يَأْجُرُ
সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। (২৮:৩৪)	هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا	অধিকতর বাগ্মী, স্পষ্টভাষী	أَفْصَحُ
তাদের কোনো এখতিয়ার নেই (২৮:৬৮)	مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ	বেছে নেয়ার অধিকার	خِيَرَةٌ
আল্লাহ্‌র প্রকৃতি -- যার উপরে তিনি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (৩০:৩০)	فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا	প্রকৃতি, ফিতরাত, সৃষ্টিগত স্বভাব	فِطْرَةٌ
অতঃপর তা আকাশে ছড়িয়ে দেন। (৩০:৪৮)	فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ	ছড়ানো, প্রসারিত করা	بَسَطَ–يَبْسُطُ (بَسْطٌ)
আর পৃথিবী -- আমরা একে	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا	বিছিয়ে দেয়া,	فَرَشَ–يَفْرُشُ

বিছিয়ে দিয়েছি (৫১:৪৮)		ছড়ানো	
এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে (৮৮:২০)	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ	বিছিয়ে দেয়া, বিস্তৃত করা	سَطَحَ ج يَسْطَحُ
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৭৯:৩০)	وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا	বিছানো, বিস্তৃত করা, সম্প্রসারিত করা	دَحَا–يَدْحُو
শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। (৯১:৬)	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا	বিছানো, বিস্তৃত করা, প্রশস্ত করা	طَحَا–يَطْحُو
তাহলে তাদের নিজেদের জন্যেই তারা সুখশয্যা পাতে (৩০:৪৪)	فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ	প্রস্তুত করা, সহজ করা, শয্যা পাতা	مَهَدَ–يَمْهَدُ
আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, অত:পর কত সুন্দর এই বিস্তারকারী! (৫১:৪৮)	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ	শয্যা প্রস্তুতকারী, বিস্তৃতকারী	مَاهِدٌ ج مَاهِدُونَ
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি (৩৩:৪)	مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ	অভ্যন্তর, ভিতর, পেট	جَوْفٌ
চোখ উল্টিয়ে থাকে তার মত যার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে (৩৩:১৯)	تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	ঘোরা	دَارَ–يَدُورُ
তোমাদের বিদ্ধ করে তীক্ষ জিহবা দিয়ে (৩৩:১৯)	سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ	নিক্ষেপ করা, কটাক্ষ করা	سَلَقَ–يَسْلُقُ
তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (৩৩:২১)	لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	নমুনা, আদর্শ	أُسْوَةٌ
আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে (৩৩:৫৩)	غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ	প্রস্তুতি, যথাসময়	إِنَاى
ঈমানদারদের কি সময় হয় নি যে তাদের হৃদয়গুলো বিনত হবে (৫৭:১৬)	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن	সময় হওয়া, সময় আসা	أَنِيَ–يَأْنِي/ أَنَى–

	تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ		يَأْنِي
এবং গড়িমসি করো না বাক্যালাপের জন্য (৩৩:৫৩)	وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ	উৎকর্ণ, মুগ্ধচিত্তে উপবিষ্ট	مُسْتَأْنِسٌ ج مُسْتَأْنِسُونَ
তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় (৩৩:৫৯)	يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ	কাছে টেনে নেয়া, ঝুলিয়ে দেয়া, নিচে নামানো	أَدْنَىَ–يُدْنِي
যদি মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা, আর গুজব রটনাকারীরা না থামে (৩৩:৬০)	لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ	গুজব রটনাকারী	مُرْجِفٌ ج مُرْجِفُونَ
আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। (৩৪:১০)	وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ	নরম করা	أَلَانَ–يُلِينُ
প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর (৩৪:১১)	اِنعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ	বর্মের কড়া	سَرْدٌ
এই মূর্তিগুলো কী যাদের উপাসনায় তোমরা লেগে আছ? (২১:৫৩)	مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ	ভাস্কর্য, মূর্তি	تِمْثَالٌ ج تَمَاثِيلُ
তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দূর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা (৩৪:১৩)	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ	বড় পাত্র, গামলা	جَفْنَةٌ ج جِفَانٌ
তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা (৪৩:৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ	থালা	صَحْفَةٌ ج صِحَافٌ
তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে (৭৬:১৫)	وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن	পাত্র, বাসন	إِنَاءٌ ج آنِيَةٌ

	فِضَّةٍ		
তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দূর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা আর অনড় ডেগ (৩৪:১৩)	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ	ডেগ, ডেকচি	قِدْرٌ ج قُدُورٌ
তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দূর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা আর অনড় ডেগ (৩৪:১৩)	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ	পুকুর, চৌবাচ্চা	جَابِيَةٌ ج جَوَابٍ
আর আপনি যদি দেখতেন যখন পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে (৩৪:৩১)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ	স্থির, দণ্ডায়মান	مَوْقُوفٌ ج مَوْقُوفُونَ
আর তুমি দেখতে পাও জাহাজগুলো তাতে বুকচিরে চলছে (৩৫:১২)	وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ	বুকচিরে চলমান	مَاخِرَةٌ ج مَوَاخِرُ
তাদের আমরা সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদা থেকে (৩৭:১১)	خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ	আঠালো	لَازِبٌ
এতে মাথাব্যথার কিছু নেই, আর তারা এ থেকে উন্মত্তও হবে না (৩৭:৪৭)	لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ	মাথাব্যথার উপাদান, মাদকতা	غَوْلٌ
যদ্বারা তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্ত ও হবে না (৫৬:১৯)	لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ	মাথাব্যথা ঘটানো	صَدَّعَ–يُصَدِّعُ
আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ (৩৮:৫২)	وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ	আনতনয়না, দৃষ্টি অবনতকারী রমণী	قَاصِرَةٌ ج قَاصِرَاتٌ
তাদের বিয়ে দেব আয়তলোচনা অপ্সরা দের সাথে (৪৪:৫৪)	وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ	আয়তলোচনা, ডাগর চোখ বিশিষ্ট	عَيْنَاءُ ج عِينٌ

তাদের বিয়ে দেব আয়তলোচনা অপ্সরা দের সাথে (৪৪:৫৪)	وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ	নিকষ কালো মণিবিশিষ্ট, অপ্সরা	حَوْرَاءُ ج حُورٌ
যেন তারা সুরক্ষিত ডিম (৩৭:৪৯)	كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ	ডিম	بَيْضٌ
আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল ভোগ করব? (৩৭:৫৩)	أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ	যাদের প্রতিফল দেয়া হবে	مَدِينٌ ج مَدِينُونَ
তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? (৩৭:৫৪)	هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ	অবগত, অনুসন্ধানী	مُطَّلِعٌ ج مُطَّلِعُونَ
তিনি তাঁকে শোয়ালেন কপালের উপর (৩৭:১০৩)	وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ	চিৎ করে শোয়ানো	تَلَّ–يَتِلُّ
আর শয়তানদের -- প্রতেকেই নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮:৩৭)	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ	নির্মাতা, স্থপতি, রাজমিস্ত্রি	بَنَّاءٌ
আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (৩৮:৮৬)	وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ	ভানকারী, ছলাকুশলী	مُتَكَلِّفٌ ج مُتَكَلِّفُونَ
তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত জলের পানীয় (৩৭:৬৭)	إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ	মিশ্রণ, মিশ্রিত বস্তু	شَوْبٌ
আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে (৭৬-২)	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ	মিশ্রিত, মিশ্রণ	أَمْشَاجٌ
তারা পান করবে পাত্র থেকে, তার মিশ্রণ হবে কর্পূরের (৭৬-৫)	يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا	মিশ্রণ, মিশ্রিত দ্রব্য, সংমিশ্রণ	مِزَاجٌ
আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ	وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ	সমবয়স্কা, সাথী	تِرْبٌ ج أَتْرَابٌ

(৩৮:৫২)	أَتْرَابٌ		
আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি (৪০:৪৪)	وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ	সমর্পণ করা, সোপর্দ করা	فَوَّضَ–يُفَوِّضُ
যেদিন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে প্রকাশ্য ধোঁয়ায় (৪৪:১০)	يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ	ধোঁয়া	دُخَانٌ
তোমাদিগের উপরে পাঠানো হবে আগুনের শিখা ও ধুম্রকুঞ্জ (৫৫-৩৫)	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ	অগ্নিশিখা, শিখা, স্ফুলিঙ্গ, ধূম,	نُحَاسٌ
আর কালো ধোঁয়ার ছায়া (৫৬-৪৩)	وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ	কালো ধোঁয়া, তপ্ত ধোঁয়া	يَحْمُومٌ
আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম (৪১:২৫)	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ	লাগিয়ে দেয়া, নির্ধারণ করা, নিয়োজিত করা	قَيَّضَ–يُقَيِّضُ
এই কুরআন শুনো না, আর এতে শোরগোল করো (৪১:২৬)	لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ	হট্টগোল করা, আবোল তাবোল বকা	لَغَا–يَلْغُو
আমরা অচিরেই তাদের দেখাব আমাদের নিদর্শনাবলী দিগদিগন্তে (৪১:৫৩)	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ	দিগন্ত, দিকচক্রবাল	أُفُقٌ ج آفَاقٌ
আমার কাছে উপস্থিত কর এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা কোনো প্রামাণ্য চিহ্ন (৪৬:৪)	ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ	ঐতিহ্য, প্রামাণ্য, নিদর্শনবাহী	أَثَارَةٌ (أَثَرَ–يَؤْثِرُ)
এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন (৪৭:৩০)	وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ	বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর	لَحْنٌ
অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে। (৪৭:৩৭)	فَيُحْفِكُمْ	চাপ প্রয়োগ করা, নমনীয় করা, পীড়াপীড়ি করা	أَحْفَى– يُحْفِي

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জিদ পোষণ করেছিল (৪৮:২৬)	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ	জিদ, মনস্তাপ, ঘৃণা, উত্তেজনা	حَمِيَّةٌ
অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে চাষীকে অভিভুত করে (৪৮:২৯)	فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ	দৃঢ় হওয়া, মজবুত হওয়া, শক্তিশালী হওয়া, মোটা হওয়া	اسْتَغْلَظَ– يَسْتَغْلِظُ
তদ্বারা অজ্ঞাতসারে এক কলংক তোমাদের উপর আরোপিত হত (৪৮:২৫)	فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ	কলঙ্ক, অপরাধবোধ/ ক্ষতি	مَعَرَّةٌ
এবং উত্তাল সমুদ্র (৫২:৬)	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ	তরঙ্গায়িত, উত্তাল/ অগ্নিপূর্ণ, প্রজ্জ্বলিত	مَسْجُورٌ
সেইদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে (৫২:১৩)	يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا	ধাক্কা দেয়া	دَعٌّ (دَعَّ–يَدُعُّ)
আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি গণক নন (৫২:২৯)	فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ	গণক	كَاهِنٌ
তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	দূরত্ব	قَابٌ
তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	ধনুক, ধনু	قَوْسٌ
তাদের জ্ঞানের নাগাল এ পর্যন্তই (৫৩:৩০)	ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ	পরিণতি, শেষ সীমা, মাত্রা, পর্যায়	مَبْلَغٌ
এতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড়ের খড়কুটোর ন্যায় (৫৪:৩১)	فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ	খোঁয়াড়, যারা খোঁয়াড় বানায়	مُحْتَظِرٌ

১২। সুরা আর রহমান-নাস

لُؤْلُؤٌ	মুক্তো	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	তদুভয় থেকে বের হয় মোতি ও প্রবাল। (৫৫-২২)
مَرْجَانٌ	প্রবাল	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	তদুভয় থেকে বের হয় মোতি ও প্রবাল। (৫৫-২২)
يَاقُوتٌ	রত্ন, নীলকান্তমণি, পদ্মরাগ	كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ	তারা যেন চুনি ও প্রবাল। (৫৫-৫৮)
وَرْدَةٌ	রক্তবর্ণ, গোলাপের মত লাল	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	তখন সেটি হয়ে যাবে রক্তবর্ণ চামড়ার মত (৫৫-৩৭)
رَفْرَفَةٌ ج رَفْرَفٌ	কোমল গদির মসনদ, কুশন	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ	তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে (৫৫-৭৬)
نُمْرُقَةٌ ج نَمَارِقُ	গালিচা, গদি, কোল বালিশ	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ	এবং সারি সারি গালিচা (৮৮-১৫)
عَبْقَرِيٌّ	গালিচা	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ	তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে ও মনোরম গালিচার উপরে (৫৫-৭৬)
زَرْبِيَّةٌ ج زَرَابِيُّ	গালিচা, কার্পেট, মখমল	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ	এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট (৮৮-১৬)
مَخْضُودٌ	কাঁটাবিহীন	فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ	কাঁটা বিহীন বরই গাছে (৫৬-২৮)

عَرُوبٌ ج عُرُبٌ	প্রেমময়ী	عُرُبًا أَتْرَابًا	সোহাগিনী, সমবয়স্কা (৫৬-৩৭)
مُقْوٍ ج مُقْوُونَ	মরুচারী	جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ	আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী (৫৬-৭৩)

আমাদের নযর দাও, তোমাদের আলোক থেকে আমরাও নিব (৫৭-১৩)	أُنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ	আগুন নেয়া, আলো নেয়া	اقْتَبَسَ–يَقْتَبِسُ
তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, অত:পর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় (৫৮-১৬)	اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ	ঢাল, রক্ষা কবচ	جُنَّةٌ
তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর (৬১-৪)	يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ	সীসা ঢালা, সুদৃঢ়, মজবুত	مَرْصُوصٌ
তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্ (৬৩-৪)	كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ	ঠেস দেয়ানো	مُسَنَّدَةٌ
এ দিন হার-জিতের দিন। (৬৪-৯)	ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ	হারজিত, লাভ-লোকসান	تَغَابُنٌ
তোমরা যদি জেদাজেদি কর, তবে অন্য কেউ তাকে স্তন্যদান করুক (৬৫-৬)	وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ	পরস্পরকে বাধা দেয়া, জেদ করা, কষ্টকর হওয়া	تَعَاسَرَ–يَتَعَاسَرُ
আল্লাহ তা’আলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা। (৬৬-৮)	تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا	আন্তরিক, সত্যিকার	نَصُوحٌ
তার রক্ষীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে -- "তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেন নি?” (৬৭-৮)	سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ	প্রহরী	خَازِنٌ ج خَزَنَةٌ
তাকে পেয়েছি প্রহরীতে পূর্ণ (৭২-৮)	فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا	প্রহরী, রক্ষক	حَرَسٌ
আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (৯৬-১৮)	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ	জাহান্নামের প্রহরী	زَبَانِيَةٌ
তোমরা তার বুকে বিচরণ কর	فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا	কাঁধ	مَنكِبٌ ج

مَنَاكِبُ			(৬৭-১৫)
زَنِيمٌ	কুখ্যাত, পিতৃপরিচয়হীন	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ	কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত (৬৮-১৩)
اِسْتَثْنَى-يَسْتَثْنِي	ইন শা আল্লাহ বলা; বাদ দেয়া	وَلَا يَسْتَثْنُونَ	ইনশাআল্লাহ না বলে। (৬৮-১৮)
وَاهِيَةٌ	ভঙ্গুর, দূর্বল, জরাজীর্ণ	وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ	আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তা সেইদিন হবে ভঙ্গুর। (৬৯-১৬)
عِيْشَةٌ	জীবন যাপন	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ	অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে (৬৯-২১)
مَعَاشٌ	জীবিকা, জীবিকা উপার্জনকাল	وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا	দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময় (৭৮-১১)
مُزَّمِّلٌ	বস্ত্রাবৃত, চাদরাবৃত	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ	হে বস্ত্রাবৃত! (৭৩-১)
مُدَّثِّرٌ	চাদরাবৃত, কম্বলাবৃত	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ	হে চাদরাবৃত (৭৪-১)
نَاشِئَةٌ	সৃজনশীল সময়, গঠনমূলক সময়, রাতের প্রহর	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا	নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭৩-৬)
وَطْءٌ	আত্মসংযম, প্রবৃত্তি দমন/ অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا	নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭৩-৬)
تَبَتَّلَ-يَتَبَتَّلُ	নিরালায় ধ্যান করা, মগ্ন হওয়া	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا	আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হোন। (৭৩-৮)
تَبْتِيلٌ	নিরালায় ধ্যান করা, বিজনে সাধনা করা, মুরাকাবা করা	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا	আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হোন। (৭৩-৮)

আর খাদ্য যা গলায় আটকে যায়, আর মর্মন্তুদ শাস্তি। (৭৩-১৩)	وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا	গলায় আটকে যাওয়া	غُصَّةٌ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ঝরঝরা বালির স্তূপ (৭৩-১৪)	وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	চলমান, বহমান	مَهِيلٌ
এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে (৭৫-২৯)	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ	জড়িয়ে যাওয়া, প্যাচানো	الْتَفَّ-يَلْتِفُّ
মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৭৫-৩৬)	أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى	লাগামহীন, অনর্থক	سُدًى
তারা পান করবে পাত্র থেকে, তার মিশ্রণ হবে কর্পূরের (৭৬-৫)	يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا	কাফুর, কর্পূর	كَافُورٌ
আর তাদের প্রদক্ষিণ করবে চিরস্ফুটিত কিশোরগণ (৭৬-১৯)	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ	চিরকিশোর/ অমর	مُخَلَّدٌ ج مُخَلَّدُونَ
সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৭৮-৩৩)	وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا	নব্য যুবতী, তরুণী	كَاعِبٌ ج كَوَاعِبُ
শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৭৯-২)	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا	বাঁধন উন্মুক্তকারী, কর্মচঞ্চল, চটপটে	نَاشِطَةٌ ج نَاشِطَاتٌ
শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৭৯-২)	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا	বাঁধন মৃদুভাবে খোলা, কর্মচঞ্চলতা	نَشْطٌ
তারা বলছে -- ''আমরা কি ফিরে যাব প্রথমাবস্থায়? (৭৯-১০)	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ	পূর্বাবস্থা, আদি সৃষ্টি	حَافِرَةٌ

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (৮০-১)	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ	ভ্রূ কুঞ্চিত করা	عَبَسَ–يَعْبَسُ
আর প্রভাত যখন উজ্জ্বল হতে থাকে (৮১-১৮)	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ	নিঃশ্বাস নেয়া, আগমন করা	تَنَفَّسَ–يَتَنَفَّسُ
আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে (৮২-৪)	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ	উন্মোচন করা, উপড়ে ফেলা, অনুসন্ধান করা	بَعْثَرَ–يُبَعْثِرُ
তারা যা অর্জন করে চলেছিল তা তাদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে (৮৩-১৪)	رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ	মরিচা পড়া	رَانَ–يَرِينُ
তার মোহর হবে কস্তুরী (৮৩-২৬)	خِتَامُهُ مِسْكٌ	মিশক, কস্তুরী	مِسْكٌ
এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৮৩-৩০)	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ	চোখ টেপা	تَغَامَزَ–يَتَغَامَزُ
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে-স্খলিত পানি থেকে (৮৬-৬)	خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ	সবেগে নির্গত, বেগবান, প্রবাহমান	دَافِقٌ
কসম জোড় ও বেজোড়-এর (৮৯-৩)	وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ	জোড়	شَفْعٌ
কসম জোড় ও বেজোড়-এর (৮৯-৩)	وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ	বিজোড়	وَتْرٌ
এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না (৮৯-২৬)	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ	বন্ধন	وَثَاقٌ
এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না (৮৯-২৬)	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ	মজবুত করে বাঁধা, সুদৃঢ় করা	أَوْثَقَ–يُوْثِقُ
অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের (১০০-২)	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরক	مُوْرِيَةٌ ج مُوْرِيَاتٌ

এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত। (১০১-৫)	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ	ধুনিত	مَنْفُوشٌ
কোরাইশের আসক্তির কারণে (১০৬-১)	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ	আকর্ষণ, আসক্তি	إِيلَافٌ

১৩। পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১। নামবাচক শব্দসমূহ

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। (১১২:১)	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ	আল্লাহ তা'আলা	الله
আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। (১১১:১)	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ	আবু লাহাব; রাসুল (সা) এর একজন চাচা	أَبُو لَهَبٍ
এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। (২:৩৪)	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ	ইবলিস	إِبْلِيسُ
যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। (৬১:৬)	يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ	মুহাম্মাদ (সা), সর্বাধিক প্রশংসাকারী	أَحْمَدُ
আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। (২০:১১৫)	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ	আদম (আ)	آدَمُ
স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেন। (৬:৭৪)	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ	ইবরাহিম (আ) এর পিতা	آزَرُ
স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেন। (৬:৭৪)	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ	ইবরাহিম (আ)	إِبْرَاهِيمُ

خুটির ন্যায় দীর্ঘ স্তম্ভ ওয়ালা ইরাম গোত্র। (৮৯:৭)	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ	ইরাম, আদ জাতির পিতা	إِرَمُ
এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। (১২:৬)	وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ	ইসহাক (আ)	إِسْحَاقُ
হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহ। (২:৪০)	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ	আল্লাহর বান্দা, ইয়াকুব (আ) এর উপাধি	إِسْرَائِيلُ
স্মরণ করুণ, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। (৩৮:৪৮)	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ	ইসমাঈল (আ)	إِسْمَاعِيلُ
আর ও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৬৮:৫)	وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ	ইলিয়াস (আ)	إِلْيَاسُ، إِلْيَاسِينُ
স্মরণ করুণ, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। (৩৮:৪৮)	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ	আল ইয়াসা (আ)	الْيَسَعُ
এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল। (৫৭:২৭)	وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ	ইঞ্জিল, ঈসার (আ) উপর অবতীর্ণ কিতাব	الإِنْجِيلُ
স্মরণ করুণ, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা। (৩৮:৪১)	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ	আইয়ুব (আ)	أَيُّوبُ
আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা'	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا	ঐ জন্তুকে বলা	بَحِيرَةٌ

এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫:১০৩)	سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	হতো, যার দুধ দোহন করা হত না এবং বলা হতো যে, এ দুধ প্রতিমার জন্য	
তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। (৩৭:১২৫)	أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ	মূর্তির নাম	بَعْلٌ
ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? (৪৪:৩৭)	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	ইয়ামনের 'তুব্বা' বংশ	تُبَّعٌ
আমি তওরাত অবর্তীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। (৫:৪৪)	إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ	তাওরাত: মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, বাইবেল	التَوْرَاةُ
সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল। (৯১:১১)	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا	সালেহ (আ) এর উম্মত	ثَمُودُ
তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। (২:২৫১)	فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ	আমালিকার কাফের রাজা, যাকে দাউদ আলাইহিস সালাম বাদশা তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধে হত্যা করেন	جَالُوتُ
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়। (২:৯৮)	مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ	জিবরাইল, জিবরীল, রূহুল কুদুস (আ)	جِبْرِيلُ

	وَمِيكَالَ		
মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। (৬২:৯)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ	মিলন দিবস, শুক্রবার, জুমার দিন	الجُمُعَةُ
আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫:১০৩)	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	ঐ উটকে বলা হতো, যার বীর্যে বহু বাচ্চা জন্মলাভ করত, তখন তাকে দিয়ে বোঝা বহনের কাজ করানো হতো না এবং তার উপর আরোহণও করা হতো না। তাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হতো	حَامٍ
শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। (৬১:১৪)	قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ	ঈসা (আ) এর সঙ্গীদের উপাধী, সাহায্যকারী	حَوَارِيٌّ ج حَوَارِيُّونَ
আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। (৩:৩৯)	أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا	ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া (আ)	يَحْيَى

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। (২:২৫১)	فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ	দাউদ (আ)	دَاوُودُ
এই কিতাবে ইদ্রীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। (১৯:৫৬)	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا	ইদ্রীস (আ)	إِدْرِيسُ
স্মরণ করুণ, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। (৩৮:৪৮)	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ	যুল কিফল (আ)	ذُوْ الْكِفْلِ
আর তারা তোমাকে যুল্ক্বারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। (১৮:৮৩)	وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ	যুল কারনাইন	ذُو الْقَرْنَيْنِ
এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১:৮৭)	وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا	যুন-নুন; ইউনুস (আ)	ذُو النُّوْنِ
আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল ? (১৮:৯)	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا	লিখিত ফলক, প্রস্তরে খোদিত বিবরণ; রাকীম; এক স্থানের নাম	الرَّقِيمُ
রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন (২:১৮৫)	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	রমজান; হিজরি নবম মাস, রোজার মাস	رَمَضَانُ
রোমকরা পরাজিত হয়েছে। (৩০:২)	غُلِبَتِ الرُّومُ	রোমান জাতি	رُومٌ

আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি। (২১:১০৫)	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ	যাবুর; দাউদ (আ) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব	الزَبُورُ
যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। (৩:৩৭)	كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا	যাকারিয়া (আ)	زَكَرِيَّا
অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম (৩৩:৩৭)	فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا	যায়েদ (রা), একজন সাহাবি	زَيْدٌ
তবে তোমার কি বক্তব্য, হে সামিরী (২০:৯৫)	فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ	সামিরী; বনী ইসরাইলের একজন ব্যক্তি	السَامِرِيُّ
আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫:১০৩)	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	ঐ জন্তুকে বলা হতো, যাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হতো; না তার উপর আরোহণ করা হতো আর না তার উপর কোন বোঝা বহন করা হতো	سَائِبَةٌ
তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লজ্ঘণ করেছিল। (২:৬৫)	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ	শনিবার, স্যাবাত	اَلسَّبْتُ

আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। (৭:১৬৩)	وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ	শনিবার পালন করা	سَبَتَ–يَسْبِتُ
আর সুলাইমান দাউদের উত্তরসুরি হলেন (২৭:১৬)	وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ	সুলাইমান ইবন দাউদ (আ)	سُلَيمَانُ
আর পরিত্যাগ করো না ওয়াদকে, আর না সুওয়াকে (৭১:২২)	لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا	মূর্তির নাম	سُوَاعٌ
আর মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শোআইবকে (৭:৮৫)	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	শুয়াইব (আ)	شُعَيبٌ
নিঃসন্দেহ যারা ঈমান এনেছে ও যারা ইহুদী আর যারা সাবেঈন (৫:৬৯)	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ	সাবেয়ী সম্প্রদায়	صَابِئٌ ج صَابِئُونَ
তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে আমাদের কাছে ছিলে প্রত্যাশিত। (১১:৬২)	قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا	সালিহ (আ)	صَالِحٌ
তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা করেছেন। (২:২৪৭)	بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا	তালুত; বনী ইসরাইলের একজন শাসকের নাম	طَالُوتُ
ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র। (৯:৩০)	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ	উজাইর (আ)	عُزَيْرٌ
তোমরা কি তবে ভেবে দেখেছ লাত ও 'উযযা সম্পর্কে। (৫৩:১৯)	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ	মক্কার মুশরিকদের দেবীর নাম	العُزَّى
এমরানের স্ত্রী যখন বললো। (৩:৩৫)	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ	ইমরান; ঈসা আলাইহিস সালামের নানা	عِمْرَانُ

আদ জাতির পরে তোমাদেরকে সর্দার করেছেন। (৭:৭৪)	جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ	হুদ (আ) এর সম্প্রদায়	عَادٌ
নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল। (৪:১৭১)	إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ	ঈসা (আ)	عِيسَى
আর ফিরআউন বললে -- ''সমস্ত ওস্তাদ জাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে এস "। (১০:৭৯)	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ	ফিরাউন; মিশররাজের উপাধি, ফারাও	فِرْعَوْنُ
নিঃসন্দেহ ক্বারূন ছিল মূসার স্বজাতিদের মধ্যেকার। (২৮:৭৬)	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ	কারূন; বনী ইসরাইলের একজন ধনী ব্যক্তি	قَارُونُ
এ কোরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (৬:১৯)	وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ	মুহাম্মাদ (সা) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব; পাঠ করা, বারবার পঠিতব্য গ্রন্থ	الْقُرْآنُ
কুরাইশদের নিরাপত্তার কারণে (১০৬:১)	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ	কুরাইশ; নবীজী (সা) এর বংশ	قُرَيْشٌ
আল্লাহ কাবাকে সম্মানিত গৃহ করেছেন (৫:৯৭)	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ	কা'বা; বাইতুল্লাহ যা পৃথিবীর প্রথম সমুন্নত গৃহ	الكَعْبَةُ
লুকমান তাঁর ছেলেকে বললেন যখন তিনি তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন (৩১:১৩)	قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ	লুকমান	لُقْمَانُ

তোমরা কি তবে ভেবে দেখেছ লাত ও 'উযযা সম্পর্কে (৫৩:১৯)	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ	মক্কার মুশরিকদের একটি মূর্তি	اللَاتُ
অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল (১৫:৬১)	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ	লুত (আ)	لُوْطٌ
আর তা বাবেলে হারূত ও মারূত এই দুই ফিরিশ্তার কাছে নাযিল হয় নি (২:১০২)	وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	মারুত; ব্যাবিলনের ফেরেশতা	مَارُوتُ
নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে (১৮:৯৪)	إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	মাজুজ সম্প্রদায়	مَأْجُوجُ
মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। (৪৮:২৯)	مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ	মুহাম্মাদ (সা); প্রশংসিত	مُحَمَّدٌ
যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপুজক (২২:১৭)	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ	অগ্নি পূজক	مَجُوسِيٌّ ج مَجُوسٌ
এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন (১৯:১৬)	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ	মারইয়াম (আ), মরিয়ম, মেরী, ঈসা (আ) এর মা	مَرْيَمُ
তারা ডেকে বলবে, হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। (৪৩:৭৭)	وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ	মালিক; জাহান্নামের প্রহরী	مَالِكٌ

	عَلَيْنَا رَبُّكَ		
এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত (৫৩:১৯)	وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ	মানাত; মক্কার মুশরিকদের মূর্তির নাম	مَنَاةُ
মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? (২৮:৪৮)	لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ	মুসা (আ)	مُوسَى
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয় (২:৯৮)	مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ	ফেরেশতা মীকাঈল (আ)	مِيكَالُ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا		نَسْرٌ
নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান (৫:৬৯)	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ	খৃষ্টান	نَصْرَانِيٌّ ج نَصَارَى
নিশ্চয়ই আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি (৭১:১)	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ	নূহ (আ)	نُوحٌ
আর তা বাবেলে হারূত ও মারূত এই দুই ফিরিশ্তার কাছে নাযিল হয় নি (২:১০২)	وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	হারুত; একজন ফেরেশতার নাম	هَارُوتُ

হারুন তাদেরকে পুর্বেই বলেছিলেন (২০:৯০)	قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ	হারূন (আ); মুসা (আ) সালামের বড় ভাই	هَارُونُ
হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর (৪০:৩৬)	يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا	হামান; ফিরাউনের মন্ত্রী	هَامَانُ
আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই হুদকে (৭:৬৫)	وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا	হুদ (আ)	هُوْدٌ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	ওয়াদ; মূর্তির নাম	وَدٌّ
আল্লাহ ‘বহিরা’ ‘সায়েবা’ ওসীলা’ এবং ‘হামী’ কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫:১০৩)	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	ঐ উটনীকে বলা হতো, যা প্রথমবার একটা মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর দ্বিতীয় বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করত। তাহলে ঐ ধরনের উটনীকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হতো	وَصِيلَةٌ
নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে (১৮:৯৪)	إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	ইয়াজুজ সম্প্রদায়	يَأْجُوجُ
আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব (১৯:৪৯)	وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ	ইয়াকুব (আ)	يَعْقُوبُ

তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	ইয়াউক; মূর্তির নাম	يَعُوقُ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	ইয়াগুস; মূর্তির নাম	يَغُوثُ
নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান (৫:৬৯)	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ	ইয়াহূদী	يَهُودِيٌّ ج يَهُود، هُودٌ
ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১২:৭)	لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ	ইউসুফ (আ)	يُوسُفُ
আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত (৩৭:১৩৯)	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ	ইউনুস (আ)	يُونُسُ

পরিশিষ্ট-২। স্থানসমূহ

আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। (৪৬:২১)	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ	আহকাফ; বালুকাময় সুউচ্চ উপত্যকা, বালুর টিলা	الأَحْقَافُ
আর উঁচু স্থানসমূহে থাকবে কিছু লোক যাঁরা সবাইকে চেনেন তাদের চিহ্নের দ্বারা। (৭:৪৬)	وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ	আ'রাফ; জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান	الأَعْرَافُ

	يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ		
মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা। (১৭:১)	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	মাসজিদুল আকসা; ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত	الْأَقْصَى
নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (১৫:৭৮)	وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ	আইকা; জঙ্গল, গহীন বন	الأَيْكَةُ
তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। (২:১০২)	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	বাবেল; ফোরাত নদীর দুতীরে বিস্তীর্ণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ সনে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাদুপ্রধান প্রাচীন শহর, ব্যাবিলন শহর	بَابِلُ
বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। (৩:১২৩)	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ	বদর প্রান্তর; বদর কূপ, দ্বিতীয় হি. ১৭ রমজান শুক্রবারে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধের নাম	بَدْرٌ
নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত। (৩:৯৬)	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	মক্কা নগরী	بَكَّةُ
তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত	كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ	মক্কা নগরী	مَكَّةُ

করেছেন। (৪৮:২৪)			
আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল। (১১:৪৪)	وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ	জুদী পাহাড়	الجُودِيُّ
নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (১৫:৮০)	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ	প্রাচীন সামুদ জাতির আবাসভূমি	الحِجْرُ
আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, (৯:২৫)	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	হুনাইন প্রান্তর; হুনায়নের যুদ্ধ, মক্কার এক উপত্যকা	حُنَيْنٌ
তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায়। (৫০:১২)	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ	রাস; উপত্যকার নাম, খনি, পুরাতন এক কূপের নাম	الرَّسُّ
সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন। (৩৪:১৫)	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ	সাবা শহর; ইয়ামনের সাবা সম্প্রদায়, সাবার অধিবাসী	سَبَأٌ
এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮৩:৭)	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ	সিজ্জীন; পাপাত্মার বন্দীশালা, নিম্নতম স্থান	سِجِّينٌ
নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	সাফা; মক্কার কঙ্করময় প্রসিদ্ধ পাহাড়	الصَفَا
আর গাছ যা জন্মে সিনাই উপত্যকার তূর পাহাড়ে। (২৩:২০)	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ	সিরিয়ায় অবস্থিত সিনাই উপত্যকাস্থ তূর পাহাড়	طُوْرُ سَيْنَاءَ، طُوْرُ سِنِيْنَ
তুমি অবশ্য পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'তে রয়েছ। (২০:১২)	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	তুয়া; উপত্যকার নাম	طُوًى

অতঃপর যখন ফিরে আসবে আরাফাত থেকে। (২:১৯৮)	فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ	আরাফার ময়দান; পরিচয়স্থল	عَرَفَاتٌ
নিঃসন্দেহ ধর্মপরায়ণদের কর্মবিবরণী তো ইল্লিয়ীনে রয়েছে। (৮৩:১৮)	إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ	ইল্লিয়ুন; উচ্চতম স্থান, সর্বোচ্চ পর্যায়	عِلِّيُّونُ
আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে। (৭:৮৫)	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	মাদইয়ান; হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের শহর	مَدْيَنُ
তারাই বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। (৬৩:৮)	يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ	মদীনা নগরী	المدِيْنَةُ
হে ইয়াছরিব-এর বাসিন্দারা! তোমাদের জন্য কোন স্থান নেই। (৩৩:১৩)	يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ	মদীনার পূর্বনাম	يَثْرِبُ
নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	মারওয়া; কাবার নিকটবর্তী একটি পাহাড়	المرْوَةُ
আমি কি অধিপতি নই মিসরের আর এই নদী গুলোর? (৪৩:৫১)	أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ	মিসর	مِصْرُ

পরিশিষ্ট-৩। পরিবার ও আত্মীয়তা সংক্রান্ত শব্দসমূহ

তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও	قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ	পূর্বপুরুষ; বাবা (৩৩:৪০)	أَبٌ ج آبَاءٌ

ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। (২:১৩৩)	آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ		
পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না। (৩১:৩৩)	لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ	পিতা, জনক	وَالِدٌ
আমার ভাই হারুন। (২০:৩০)	هَارُونَ أَخِي	ভাই; জাতি ভাই, ভ্রাতৃত্ব	أَخٌ (ج) إِخْوَانٌ، إِخْوَةٌ
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন। (৪:২৩)	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ	বোন	أُخْتٌ (ج) أَخَوَاتٌ
তারা তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না আর না কোন সুরক্ষা। (৯:৮)	لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً	আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক	إِلٌّ
আত্নীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন। (৩০:৩৮)	فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ	আত্মীয়তার সম্পর্ক, নৈকট্য	قُرْبَى
এতীম আত্বীয়কে। (৯০:১৫)	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ	আত্মীয়তা, নৈকট্য	مَقْرَبَةٌ
তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ত সম্বন্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছ। (২৫:৫৪)	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا	বংশগত আত্মীয়তা, বংশ	نَسَبٌ (ج) أَنْسَابٌ
তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ত সম্বন্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছ। (২৫:৫৪)	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا	বিবাহসূত্রের আত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্ক	صِهْرٌ
এবং আমি মরিয়মের পুত্র ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম। (২৩:৫০)	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً	মা; মূল (৩:৭); আশ্রয়, ঠিকানা (১০১:৯)	أُمٌّ (ج) أُمَّهَاتٌ

মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। (২:২৩৩)	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا	মা, জননী	وَالِدَةٌ
আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ(১১:৭২)	وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا	স্বামী	بَعْلٌ ج بُعُولَةٌ
না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্রসন্তান? (৫২:৩৯)	أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ	ছেলে, পুত্র; বংশধর (৭:২৭)	اِبْنٌ ج أَبْنَاءٌ، بَنُونٌ
এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। (৩৩:৪)	وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ	পালকপুত্র, পৌষ্যপুত্র	دَعِيٌّ ج أَدْعِيَاءُ
পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই। (২৮:২৭)	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ	মেয়ে, কন্যা	ابْنَةٌ، بِنْتٌ ج بَنَاتٌ
তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। (৪:২৩)	وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ	সৎমেয়ে, স্ত্রীর মেয়ে	رَبِيبَةٌ ج رَبَائِبُ
এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন (১৬:৭২)	وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً	নাতি নাতনি	حَافِدٌ ج حَفَدَةٌ
আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে (৭:১৭২)	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	বংশধর, ভবিষ্যৎপ্রজন্ম	ذُرِّيَّةٌ ج ذُرِّيَّاتٌ
অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৩২:৮)	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ	বংশধর, সন্তান সন্ততি	نَسْلٌ
তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী (৪:২৩)	وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ	স্ত্রী	حَلِيلَةٌ ج حَلَائِلُ

	مِنْ أَصْلَابِكُمْ		
কিরূপে তাঁর পুত্র থাকতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই ? (৬:১০১)	أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ	স্ত্রী, সঙ্গিনী	صَاحِبَةٌ
এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। (২:২৫)	وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ	স্ত্রী; জোড়া ৬:১৪৩; রকম ২২:৫	زَوْجٌ ج أَزْوَاجٌ
তোমাদের খালারা। (৪:২৩)	خَالَاتُكُمْ	খালা	خَالَةٌ ج خَلَاتٌ
এবং মামাতো ভগ্নি। (৩৩:৫০)	وَبَنَاتِ خَالِكَ	মামা	خَالٌ ج أَخْوَالٌ
তোমাদের ফুফুরা। (৪:২৩)	عَمَّاتُكُمْ	ফুফু	عَمَّةٌ ج عَمَّاتٌ
এবং আপনার চাচাতো ভগ্নি। (৩৩:৫০)	وَبَنَاتِ عَمِّكَ	চাচা	عَمٌّ ج أَعْمَامٌ
আর যদি কোনো পুরুষকে নিঃসন্তান-ভাবে উত্তরাধিকার করতে হয়। (৪-১২)	وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً	সন্তান ও পিতার দিক থেকে ওয়ারিশহীন ব্যক্তি	كَلَالَةٌ

পরিশিষ্ট-৪। দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত শব্দসমূহ

মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২-১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	কান	أُذُنٌ ج آذَانٌ
এবং নাকের বিনিময়ে নাক। (৫-৪৫)	وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ	নাক	أَنْفٌ

আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (৬৮-১৬)	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ	শুঁড়, নাক	خُرْطُومٌ
অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে। (১০-৯২)	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ	শরীর, দেহ	بَدَنٌ
আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে,তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (২১-৮)	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ	শরীর, দেহ	جَسَدٌ
এবং তিনি স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। (২-২৪৭)	وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ	দেহ, আকৃতি	جِسْمٌ ج أَجْسَامٌ
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। (৩-৩৫)	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي	গর্ভ; পেট ৩৭:৬৬; অভ্যন্তর	بَطْنٌ (ج) بُطُونٌ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২-১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	আঙ্গুল	إِصْبَعٌ ج أَصَابِعُ
পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। (৩-১১৯)	وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ	আঙ্গুল, আঙ্গুলের অগ্রভাগ	أَنْمِلَةٌ ج أَنَامِلُ
পরন্ত আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৭৫-৪)	بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ	আঙ্গুল, আঙ্গুলের ডগা	بَنَانَةٌ ج بَنَانٌ
নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে (৮৬-৭)	يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ	পাঁজরের হাড়, কণ্ঠস্থ হাড়	تَرِيبَةٌ ج تَرَائِبُ

যখন এটি গলায় এসে পৌঁছুবে (৭৫-২৬)	إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ	কণ্ঠ হাড়, গলার উপরের অংশ	تَرْقُوَةٌ ج تَرَاقٍ
এবং তাকে শায়িত করলো কপালের উপর (৩৭-১০৩)	وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ	কপাল	جَبِينٌ
তদ্বারা ছ্যাঁকা দেয়া হবে তাদের কপালে (৯-৩৫)	فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ	কপাল	جَبْهَةٌ ج جِبَاهٌ
তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে। (৪-৫৬)	كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم	চামড়া	جِلْدٌ ج جُلُودٌ
যা চামড়া তুলে দিবে। (৭০-১৬)	نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ	চামড়া/ মাথার চামড়া/ হাত-পা	شَوَاةٌ ج شَوًى
তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৫৫-৩৭)	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	লাল চামড়া/ গলিত চর্বি	دِهَانٌ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	ডানা, বাহু, হাত	جَنَاحٌ ج أَجْنِحَةٌ
তার গলায় পাকানো রশি। (১১১-৫)	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	ঘাড়, গলা	جِيدٌ
অতঃপর তার ঘাড়ে আঘাত করো। (৪৭-৪)	فَضَرْبَ الرِّقَابِ	ঘাড়; দাস (৫৮:৩)	رَقَبَةٌ (ج) رِقَابٌ
অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৮-৩৩)	فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ	ঘাড়, গর্দান, গলা	عُنُقٌ (ج) أَعْنَاقٌ
যখন তা কণ্ঠাগত হয়ে যায় (৫৬-১৯)	إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ	কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী, গলা	حُلْقُومٌ
আর যখন তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত (৩৩:১০)	وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ	কণ্ঠনালী, গলা	حَنْجَرَةٌ ج حَنَاجِرُ
কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্টে	إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ	অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি	حَوِيَّةٌ ج حَوَايَا

কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে। (৬-১৪৬)	الْحَوَايَا		
এবং তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (৪৭-১৫)	وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ	নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র	أَمْعَاءٌ
আর মানুষের প্রতি তোমার চিবুক ঘুরিয়ে নিও না (৩১-১৮)	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ	গাল, গণ্ড	خَدٌّ
তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (৫-৮২)	تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ	অশ্রু	دَمْعٌ
এবং রক্তপাত ঘটাবে। (২-৩০)	وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ	রক্ত	دَمٌ ج دِمَاءٌ
আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে চিবুকের উপরে (১৭-১০৯)	وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ	চিবুক, থুতনি	ذَقْنٌ ج أَذْقَانٌ
এবং তোমরা মাথা মুণ্ডন করবেনা। (২-১৯৬)	وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ	মাথা; মূলধন ২:২৭৯	رَأْسٌ (ج) رُؤُوسٌ
এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত। (৫-৪৫)	وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ	দাঁত	سِنٌّ
তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (৩৮-৪২)	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ	পা	رِجلٌ (ج) أَرْجُلٌ
অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৫৫-৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ	পা	قَدَمٌ (ج) أَقْدَامٌ
সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। (২৭-৪৪)	وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا	পা, পায়ের নলা; কাণ্ড (৪৮:২৯)	سَاقٌ (ج) سُوقٌ
মাসেহ কর তোমাদের মাথা এবং তোমাদের পা, দুই টাখনু পর্যন্ত। (৫-৬)	وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ	পায়ের টাখনু	كَعْبٌ

আর একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট (৯০-৯)	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ	ঠোঁট	شَفَةٌ
আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ। (২-২৫৯)	وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ	হাড়	عَظْمٌ ج عِظَامٌ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে পশমের মতো (৭০-৭)	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ	রঙ্গীন পশম	عِهْنٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬-৮০)	وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	পশম	صُوفٌ ج أَصْوَافٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬-৮০)	وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	লোম	وَبَرٌ ج أَوْبَارٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬-৮০)	وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	চুল	شَعْرٌ ج أَشْعَارٌ
চোখ উল্টিয়ে থাকে তার মত যার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে (৩৩-১৯)	تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	চোখ; দৃষ্টি	عَيْنٌ ج أَعْيُنٌ
এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম। (৬-১৪৬)	وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا	চর্বি	شَحْمٌ ج شُحُومٌ
এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (৮৬-৭)	يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ	মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া, পিঠ	صُلْبٌ (ج) أَصْلَابٌ
এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে। (৮৪-১০)	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ	পিঠ	ظَهْرٌ (ج) ظُهُورٌ

	ظَهْرِهِ		
ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম। (৬-১৪৬)	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ	নখ	ظُفُرٌ
আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমুহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ (১৬-৬৬)	نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا	গোবর	فَرْثٌ
শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। (৩-১১৮)	قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ	মুখ	فُوهٌ ج أَفْوَاهٌ
যেমন তার দু'হাত পানির দিকে বাড়িয়ে দিল যেন তা তার মুখে পৌঁছে যায়। (১৩-১৪)	كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ	হাতের তালু	كَفٌّ
তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। (৫-৬)	فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ	কনুই; সাহায্য, উপায় (১৮:১৬)	مِرْفَقٌ ج مَرَافِقُ
কেটে দাও তাদের দুজনের হাত। (৫-৩৮)	فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	হাত; ক্ষমতা; দখল ৩৮:৪৫	يَدٌ (ج) أَيْدٍ
খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (১৬-৬৬)	لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ	দুধ	لَبَنٌ
এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (৫-৩)	وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ	মাংস	لَحْمٌ (ج) لُحُومٌ
আমার দাড়ি পাকড়ো না (২০-৯৪)	لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي	দাড়ি	لِحْيَةٌ
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। (৩-৭৮)	يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ	জিহ্বা; ভাষা (৩০:২২); কথা (১৯:৫০)	لِسَانٌ ج أَلْسِنَةٌ

সে কি এক সবেগে নির্গত স্খলনের মধ্যেকার শুক্রকীট ছিল না? (৭৫-৩৭)	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ	বীর্য	مَنِيٌّ
তাদের পাকড়ানো হবে চুলের মুঠি ও পদমূল ধরে (৫৫-৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ	চুলের মুঠি, মাথার সামনের চুল	نَاصِيةٌ ج نَوَاصٍ
নিশ্চয়ই তার কণ্ঠশিরা কেটে ফেলতাম (৬৯-৪৬)	لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ	ঘাড়ের রগ, হৃদপিণ্ডের প্রধান ধমনী	وَتِينٌ
আমি তার গ্রিবাস্থ রগের থেকেও অধিক নিকটবর্তী (৫০:১৬)	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ	গ্রীবাস্থ শিরা, ঘাড়ের রগ	وَرِيدٌ
আর থেকে যাবে মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা। (২৫-২৭)	وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	চেহারা; প্রথম অংশ (৩:৭২)	وَجْهٌ (ج) وُجُوْهٌ

পরিশিষ্ট-৫। পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ সমূহ

তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? (৮৮-১৯)	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	উট	إِبِلٌ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	উট	جَمَلٌ ج جِمَالَةٌ
যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (১২-৭২)	وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ	উট	بَعِيرٌ
আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। (১১-৬৪)	هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً	উটনী, উষ্ট্রী	نَاقَةٌ

যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে। (৮১-৪)	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী	عُشَرَاءُ ج عِشَارٌ
এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২২-২৭)	وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	শীর্ণকায় উট	ضَامِرٌ
পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬-৫৫)	فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ	পিপাসার্ত উট	هِيمٌ
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। (২-২৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	মশা	بَعُوْضَةٌ
আর ঘোড়া ও খচ্চর ও গাধা যেন তোমরা আরোহণ করতে পার (১৬-৮)	وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا	খচ্চর	بَغْلٌ ج بِغَالٌ
আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে আদেশ করেছেন। (২-৬৯)	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً	গরু, গাভী	بَقَرٌ، بَقَرَةٌ (ج) بَقَرَاتٌ
অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। (২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ	গরু বাছুর	عِجْلٌ
তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু হালাল করা হয়েছে। (৫-১)	أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ	গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু	بَهِيمَةٌ (ج) بَهَائِمُ
যা সে হত্যা করেছে চতুষ্পদজন্তু থেকে। (৫-৯৫)	مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ	গৃহপালিত পশু, গবাদিপশু	نَعَمٌ (ج) أَنْعَامٌ
যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে। (৮১-৫)	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ	পশু, বন্যপশু, হিংস্রপ্রাণী,	وَحْشٌ (ج) وُحُوشٌ

এবং যা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে। (৫-৩)	وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ	হিংস্র প্রাণী, বন্যপশু	سَبُعٌ
যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে। (৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ	শিকারী প্রাণী	جَارِحَةٌ ج جَوَارِحُ
এবং তাৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (৭-১০৭)	فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ	বড় সাপ, অজগর	ثُعْبَانٌ
অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২০-২০)	فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ	সাপ	حَيَّةٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	পঙ্গপাল	جَرَادَةٌ ج جَرَادٌ
উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। (৩৮-৩১)	الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	দ্রুতগামী ঘোড়া	جَوَادٌ ج جِيَادٌ
মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ	ঘোড়া; অশ্বারোহী বাহিনী (১৭:৬৪)	خَيْلٌ
উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। (৩৮-৩১)	الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া	صَافِنَةٌ ج صَافِنَاتٌ
এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। (২-২৫৯)	وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ	গাধা	حِمَارٌ ج حُمُرٌ، حَمِيرٌ

তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। (৬-১৪২)	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا	ভারবাহী জন্তু	حَمُولَةٌ
যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন। (৭-১৬৩)	إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ	মাছ	حُوْتٌ ج حِيْتَانٌ
এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১-৮৭)	وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا	মাছ, বৃহৎ মৎস	نُوْنٌ
এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (৫-৩)	وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ	শূকর	خِنْزِيْرٌ خَنَازِيرُ
এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রাণী। (৩১-১০)	فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ	প্রাণী, জীব	دَابَّةٌ (ج) دَوَّابٌ
আমি আশঙ্কা করি যে নেকড়ে তাঁকে খেয়ে ফেলবে (১২-১৩)	أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ	নেকড়ে	ذِئْبٌ
আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, (২২-৭৩)	وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ	মাছি	ذُبَابٌ
সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল (২৯-৪১)	أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ	মাকড়সা	عَنْكَبُوتٌ
ভেড়ার মাঝে দুই প্রকার। (৬-১৪৩)	مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ	ভেড়া	ضَأْنٌ
সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। (৩৮-২৪)	لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ	ভেড়া	نَعْجَةٌ ج نِعَاجٌ
এবং ছাগলের মাঝে দুই প্রকার।	وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ	ছাগল	مَعْزٌ

(৬-১৪৩)			
এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি। (২০-১৮)	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي	ভেড়া, ছাগল	غَنَمٌ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (১০১-৪)	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ	পতঙ্গ, প্রজাপতি	فَرَاشٌ
আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (২-৬৫)	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ	বানর	قِرْدٌ (ج) قِرَدَةٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	উকুন	قُمَّلَةٌ ج قُمَّلٌ
সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত। (৭-১৭৬)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ	কুকুর	كَلْبٌ
তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। (২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ	পাখি	طَيْرٌ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	পাখি; অশুভ লক্ষণ ২৭:৪৭; কর্ম, ভাগ্য ১৭:১৩	طَائِرٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	ব্যাঙ	ضِفْدِعٌ ج ضَفَادِعُ
আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। (৫-৩১)	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا	কাক	غُرَابٌ
আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (১০৫-১)	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ	হাতী	فِيلٌ

পালিয়ে যাচ্ছে সিংহের থেকে (৭৪-৫১)	فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ	সিংহ, শিকারি	قَسْوَرَةٌ
আর তোমার প্রভু মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ দিলেন (১৬-৬৮)	وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ	মৌমাছি	نَحْلٌ
এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর (২৭-১৮)	قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ	পিঁপড়া	نَمْلَةٌ ج نَمْلٌ
আমার কি হল যে হুদহুদকে দেখছি না (২৭:২০)	مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ	হুদহুদ; এক ধরনের পাখি	هُدْهُدُ

পরিশিষ্ট-৬। খাদ্য, পানীয়, শস্য এবং উদ্ভিদসমূহ

ফল এবং ঘাস। (৮০-৩১)	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا	উদ্ভিদ, ঘাস, পশুখাদ্য	أَبٌّ
অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৬-৯৯)	فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ	উদ্ভিদ, চারা, ফসল	نَبَاتٌ
এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল। (১৬-১১)	يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ	ফসল, উদ্ভিদ, শাকসবজি	زَرْعٌ ج زُرُوعٌ
অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। (২-২৬৫)	فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ	ফল, খাদ্য, অন্ন	أُكُلٌ
আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ (৩৪-১৬)	وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ	ঝাউগাছ, নিষ্ফলা বৃক্ষ	أَثْلٌ
যেগুলোকে তাদের শিকড়ের উপরে খাড়া রেখে দিয়েছ। (৫৯-৫)	تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا	মূল, গোড়া, শিকড়, উৎস	أَصْلٌ ج أُصُولٌ

অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। (৬-৪৫)	فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا	মূল, শিকড়	دَابِرٌ
আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও (১৯-২৫)	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড, মূল	جِذْعٌ ج جُذُوعٌ
যেন তারা খেজুর গাছের অন্ত:শূণ্য গুড়ি (৬৯-৭)	كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ	গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড	عَجُزٌ ج أَعْجَازٌ
ও খেজুরের গাছ – মিলিত মূল এবং বিচ্ছিন্ন মূল (১৩-৪)	وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ	একই মূল থেকে উদ্গত, জোড়া, দুই শাখাবিশিষ্ট	صِنْوٌ ج صِنْوَانٌ
তার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও তার ডালপালা আকাশ পর্যন্ত (১৪-২৪)	أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ	শাখা-প্রশাখা	فَرْعٌ
উভয়ই ঘন ডালপালাবিশিষ্ট (৫৫-৪৮)	ذَوَاتَا أَفْنَانٍ	ডালপালা, শাখা, প্রশাখা	فَنَنٌ ج أَفْنَانٌ
চল তোমরা তিন কুন্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে (৭৭-৩০)	انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ	শাখা, প্রশাখা	شُعْبَةٌ ج شُعَبٌ
এবং সেখান থেকে পেয়াজ (২-৬১)	وَبَصَلِهَا	পিঁয়াজ	بَصَلٌ
জমিতে উৎপন্ন হয় সেখান থেকে তরকারী। (২-৬১)	تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا	শাকসবজি, তরকারি	بَقْلٌ
আঙ্গুর, শাক-সব্জি। (৮০-২৮)	وَعِنَبًا وَقَضْبًا	শাকগুসবজি, তরিতরকারি	قَضْبٌ
শপথ ডুমুরের, আর জলপাইয়ের (৯৫-১)	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ	ডুমুর	تِينٌ
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের	فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ	ফল, ফসল, ফলমূল	ثَمَرَةٌ، ثَمَرٌ ج ثَمَرَاتٌ

খাদ্য হিসাবে। (২-২২)	رِزْقًا لَّكُمْ		
তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল (৪৩-৭৩)	لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ	ফলমূল	فَاكِهَةٌ ج فَوَاكِهُ
উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (৫৫-৫৪)	وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ	পাকা ফল, পরিপক্ক	جَنَى
এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (৭৬-১৪)	وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا	ফলের গুচ্ছ, থোকা	قِطْفٌ ج قُطُوفٌ
এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য। (৩৬-৩৩)	وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا	দানা, বীজ, শস্য	حَبٌّ، حَبَّةٌ
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। (৬-৯৫)	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ	আঁটি, খেজুরের আঁটি, বিচি	نَوَاةٌ ج نَوًى
যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। (২-২৬১)	أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ	শস্যের শীষ, মুকুল	سُنْبُلٌ، سُنْبُلَةٌ ج سَنَابِلُ، سُنْبُلَاتٌ
আমি নিজেকে দেখলাম যে আমার মাথায় রুটি বহন করছি (১২-৩৬)	إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا	রুটি	خُبْزٌ
যদিও বা সেটি হয় সরিষার দানার ওজন পরিমাণ (২১-৪৭)	وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ	সরিষা	خَرْدَلَةٌ ج خَرْدَلٌ
তারা তোমাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২-২১৯)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ	মদ	خَمْرٌ
তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩-২৫)	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	বিশুদ্ধ পানীয়, খাঁটি শরাব, নির্ভেজাল সুরা	رَحِيقٌ

সেখান থেকে তোমরা নেশাদ্রব্য তৈরি করে থাক। (১৬-৬৭)	تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا	নেশাদ্রব্য, মদ	سَكَرٌ
উৎপাদন করে তেল (২৩-২০)	تَنبُتُ بِالدُّهْنِ	তেল	دُهْنٌ
তার যাইতুনের তেলটা যেন প্রজ্বলিত (২৪-৩৫)	يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ	তেল, জলপাইয়ের তেল	زَيْتٌ
এবং সেখান থেকে মসুর ডাল (২-৬১)	وَعَدَسِهَا	ডাল, মসুর	عَدَسٌ
আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (৫৫-১২)	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ	শস্যের খোসা; ঝোড়ো হাওয়া, ঝঞ্ঝাবায়ু ৭৭:২	عَصْفٌ
কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। (৪১-৪৭)	وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا	আবরণ, খোসা	كِمٌّ ج أَكْمَامٌ
একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান। (২-২৫৬)	جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ	আঙ্গুর	عِنَبٌ، عِنَبَةٌ ج أَعْنَابٌ
তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	পাকা খেজুর	رُطَبٌ
খেজুরের বাগান। (২-২৬৬)	جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ	খেজুর	نَخْلٌ، نَخْلَةٌ، نَخِيلٌ
তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ। (৫৯-৫)	مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ	সতেজ খেজুর গাছ	لِينَةٌ
অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৩৬-৩৯)	حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ	খেজুরের শাখা, ডাল	عُرْجُونٌ
আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬-৯৯)	وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	আনার, ডালিম	رُمَّانٌ
আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ	সুগন্ধি গাছ;	رَيْحَانٌ

সুগন্ধি ফুল (৫৫-১২)	وَالرَّيْحَانُ	সুখ, রিযক ৫৬:৮৯	
নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪-৪৩)	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ	জাহান্নামের গাছ	زَقُّومٌ
এবং আঙ্গুরের বাগান এবং যাইতুন। (৬-৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ	জয়তুন, জলপাই	زَيْتُونٌ، زَيْتُونَةٌ
আর তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে এমন পাত্র থেকে যার মিশ্রণ আদার (৭৬-১৭)	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا	আদা	زَنْجَبِيلٌ
এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ (৩৪-১৬)	جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ	বরই গাছ	سِدْرَةٌ، سِدْرٌ
আর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া' (৭-১৬০)	وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ	স্বর্গীয় পাখির ভুনা, জান্নাতি পাখির গোশত	السَلْوَى
কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। (২-৩৫)	وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ	বৃক্ষ, গাছ	شَجَرَةٌ ج شَجَرٌ
তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। (১৬-৬৯)	يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ	পানীয়, শরবত	شَرَابٌ
তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে (১৪-১৬)	وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ	পুঁজ	صَدِيدٌ
অতএব তারা আস্বাদন একে করুক --ফুটন্ত ও পূঁজপূর্ণ (৩৮-৫৭)	فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ	পুঁজ	غَسَّاقٌ
আর কোনো খাদ্য নেই ক্ষতনিঃসৃত পুজঁ ব্যতীত (৬৯-৩৬)	وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ	পুজঁ	غِسْلِينٌ
কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের	لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن	কাঁটাযুক্ত ঘাস,	ضَرِيعٌ

জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮-৬)	ضَرِيعٍ	বিষকাঁটা ঘাস	
আর সারি সারি কলাগাছ (৫৬-২০)	وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ	কলা গাছ	طَلْحٌ
তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত। (৮৮-৬)	لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ	খাদ্য	طَعَامٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি), যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	মোচা, কাঁদি	طَلْعٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি), যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	কাঁদি, গুচ্ছ, থোকা, ছড়া	قِنْوٌ ج قِنْوَانٌ
তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চার দিনের মধ্যে। (৪১-১০)	وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ	আহার্য, খাদ্য, রিজিক, খোরাক	قُوتٌ ج أَقْوَاتٌ
এবং পরিশোধিত মধুর নহর (৪৭-১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	মধু	عَسَلٌ
এবং সেখান থেকে গম (২-৬১)	وَفُومِهَا	গম/ রসুন	فُوْمٌ
এবং সেখান থেকে শসা (২-৬১)	وَقِثَّائِهَا	শসা	قِثَّاءٌ
আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন (২-২২)	وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	পানি	مَاءٌ
আর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া' (৭-১৬০)	وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ	এক ধরনের শস্য, জান্নাতি হালুয়া	المَنُّ
কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। (৬-৫৯)	وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	পাতা	وَرَقَةٌ، وَرَقٌ

তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। (৪৮-২৯)	وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ	চারা, অঙ্কুর, কুঁড়ি	شَطْأٌ
আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (৩৭-১৪৬)	وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ	লতাবিশিষ্ট কুমড়া জাতীয় গাছ	يَقْطِينٌ

পরিশিষ্ট-৭। সময় নির্দেশক শব্দসমূহ

যেন গতকালও তার কোন প্রাচুর্য ছিল না। (১০:২৪)	كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ	গতকাল, অতীত	أَمْسِ
আর প্রত্যেকেই ভাবুক সে কী অগ্রবর্তী করিয়েছে আগামীকালের জন্য। (৫৯:১৮)	وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ	আগামীকাল	غَدًا
এখন! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১০:৫১)	آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ	এখন; বর্তমান	الآنَ
এইমাত্র তিনি কি বললেন (৪৭:১৬)	مَاذَا قَالَ آنِفًا	এই মাত্র	آنِفٌ
মহিমা ঘোষনা করুন রাত্রির কিছু অংশ। (২০:১৩০)	وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ	সময়, বেলা, প্রহর	إِنَى/ إِنْيٌ ج آنَاءٌ
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২:৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	সময়, লগ্ন, কাল	حِيْنٌ
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। (৭:৩৪)	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ	নির্ধারিত সময়	أَجَلٌ
আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গে	لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ	সময়; মুহূর্ত ৭:৩৪; ঘণ্টা; কিয়ামত	سَاعَةٌ

ছিল। (৯:১১৭)	الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ	৭:১৮৭	
আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। (৪৫:২৪)	نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ	যুগ, সময়, কাল, জামানা, মহাকাল	دَهْرٌ
সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (১৫:৩৮)	إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ	সময়, কাল, নির্ধারিত সময় বা স্থান	وَقْتٌ، مَوْقُوتٌ، مِيْقَاتٌ ج مَوَاقِيتُ
এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৬:৬)	وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ	বংশ, প্রজন্ম, জাতি; শতাব্দী;	قَرْنٌ ج قُرُونٌ
তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন। (৫:১৯)	قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ	বিরতি, মধ্যবর্তী ব্যবধান	فَتْرَةٌ
তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। (৫৭:১৬)	فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ	সময়, নির্ধারিত সময়, সুদীর্ঘকাল, ব্যবধান	أَمَدٌ
তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (১৯:৪৬)	وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا	একটি দীর্ঘ সময়, চিরতরে	مَلِيٌّ
কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (২৮:৪৫)	وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	সময়, যুগ; আয়ু ২৬:১৮	عُمُرٌ
তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।	فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ	সময়, নির্ধারিত সময়সীমা,	مُدَّةٌ

(৯:৪)	مُدَّتِهِمْ	স্থিতিকাল	
দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (১৮:৬০)	حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا	দীর্ঘকাল, যুগযুগ, অনন্তকাল	حُقُبٌ ج أَحْقَابٌ
কসম যুগের (সময়ের)। (১০৩:১)	وَالْعَصْرِ	যুগ, সময়, অপরাহ্ণ	عَصْرٌ
যিনি বিচার দিনের মালিক। (১:৪)	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	দিন; আজ ৫:৫	يَوْمٌ ج أَيَّامٌ
রমাদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন। (২:১৮৫)	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	মাস	شَهْرٌ (ج) شُهُورٌ، أَشْهُرٌ
যেন হাজার বছর আয়ু দেওয়া হয়। (২:৯৬)	يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	বছর	سَنَةٌ
সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। (২৯:১৪)	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا	বছর, বৎসর, সাল, অব্দ	عَامٌ
আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ন দু'বছর দুধ খাওয়াবে। (২:২৩৩)	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ	বছর; চারপাশ ৬:৯২	حَوْلٌ
তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে। (২৮:২৭)	تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ	বছর, সাল	حِجَّةٌ (ج) حِجَجٌ
প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। (৬:৯৬)	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ	ঊষার আলো, সকাল	إِصْبَاحٌ
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। (৩৮:১৮)	يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ	সকাল, পূর্বাহ্ণ	إِشْرَاقٌ
বলুন,আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। (১১৩:১)	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	প্রভাত, প্রভাত কিরণ	فَلَقٌ

এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল। (১৯:১১)	فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا	সকাল	بُكْرَةٌ
তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করবে। (৩:৪১)	وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ	সকাল	إِبْكَارٌ
আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। (১০:৬৭)	وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا	দিন, দিবালোক	نَهَارٌ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়। (৭৪:৩৪)	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ	প্রভাত, উষা	صُبْحٌ
তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। (৩৭:১৭৭)	فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ	প্রভাত, উষা, উষার আলো	صَبَاحٌ
যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে। (১৮:২৮)	يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	প্রভাত, সকাল	غَدَاةٌ
যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে। (৭:৯৮)	أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى	সকাল; দিনের আলো; সূর্যের আলো	ضُحًى
শপথ ফজরের। (৮৯:১)	وَالْفَجْرِ	প্রভাত, উষা, ফজর	فَجْرٌ
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। (৩৮:১৮)	يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ	সন্ধ্যা	عَشِيٌّ، عَشِيَّةٌ
এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৩৩:৪২)	وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا	সন্ধ্যা, গোধূলি	أَصِيلٌ ج آصَالٌ
তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। (১২:১৬)	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ	সন্ধ্যা, সায়াহ্ন	عِشَاءٌ
মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁর	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ	রাত	لَيْلَةٌ، لَيْلٌ ج لَيَالٍ

বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা। (১৭:১)	بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى		
যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (৭:৯৭)	أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ	রাত্রি যাপন	بَيَاتٌ (بَاتَ– يَبِيتُ)
এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩:১৭)	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	শেষ রাত	سَحَرٌ ج أَسْحَارٌ
দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র সরিয়ে রাখ। (২৪:৫৮)	وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ	মধ্য দুপুর, দ্বিপ্রহর	ظَهِيرَةٌ

পরিশিষ্ট-৮। রঙ ও ত্রুটি নির্দেশক শব্দসমূহ

যতক্ষন না প্রকাশিত হয় কাল সুতা থেকে সাদা সুতা। (২-১৮৭)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ	সাদা; শুভ্র	أَبْيَضُ (بَيْضَاءُ) (ج) بِيضٌ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে গিরিপথ - সাদা, লাল (৩৫-২৭)	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ	লাল	أَحْمَرُ ج حُمْرٌ
অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৮৭-৫)	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	কালচে সবুজ, গাঢ় সবুজ	أَحْوَى
তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে। (১৮-৩১)	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ	সবুজ	أَخْضَرُ ج خُضْرٌ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ	কালো	أَسْوَدُ (ج) سُوْدٌ

কালো বর্ণ। (৩-১০৭)	وُجُوهٌ		
এবং নিকষ কালো। (৩৫-২৭)	وَغَرَابِيبُ سُودٌ	নিকষ কালো, কুচকুচে কালো	غِرْبِيبُ (ج) غَرَابِيبُ
যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। (৭৭-৩৩)	كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ	হলুদ, পীত	صَفْرَاءُ (ج) صُفْرٌ
তিনি বললেন নিশ্চয়ই এটি গাঢ় হলুদ রঙের একটি গাভী যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। (২-৬৯)	يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ	গাঢ় পীত, উজ্জ্বল হলুদ	فَاقِعٌ
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮-৩)	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ	নির্বংশ, লেজকাটা	أَبْتَرُ
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। (৩-৪৯)	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ	কুষ্ঠরোগী, শ্বেতীরোগী	أَبْرَصُ
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	বোবা, মূক	أَبْكَمُ ج بُكْمٌ
সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। (২০-১০২)	وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا	নীল চোখ বিশিষ্ট, দৃষ্টিহীন	أَزْرَقُ ج زُرْقٌ
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	অন্ধ	أَعْمَى ج عُمْيٌ
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে (৩-৪৯)	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ	জন্মান্ধ	أَكْمَهُ
খোঁড়ার উপরে দোষ নেই (২৪-৬১)	وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ	খোঁড়া	أَعْرَجُ

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	বধির	أَصَمُّ ج صُمٌّ

পরিশিষ্ট-৯। সংখ্যা নির্দেশক শব্দসমূহ

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।	أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ	এক	وَاحِدٌ، وَاحِدَةٌ
ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। (৫-১০৬)	حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ	দুই	اثْنَانِ، اثْنَتَانِ
তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।	قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا	তিন	ثَلَاثٌ، ثَلَاثَةٌ
তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। (২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ	চার	أَرْبَعٌ، أَرْبَعَةٌ
তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (৩-১২৫)	يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	পাঁচ	خَمْسٌ، خَمْسَةٌ
আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন (১১-৭)	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	ছয়	سِتٌّ، سِتَّةٌ
বস্তুতঃ যারা পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর।	فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ	সাত	سَبْعٌ، سَبْعَةٌ

তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। (৩৯-৬)	وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ	আট	ثَمَانٍ، ثَمَانِيَةٌ
এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। (২৭-১২)	فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ	নয়	تِسْعٌ، تِسْعَةٌ
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে।	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ	দশ	عَشْرٌ، عَشَرَةٌ
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا	এগার	أَحَدَ عَشَرَ
নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গননায় মাস বারটি	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا	বার	اثْنَا عَشَرَ
এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ (ফেরেশতা)। (৭৪-৩০)	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ	উনিশ	تِسْعَةَ عَشَرَ
তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়।	إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ	বিশ	عِشْرُونَ
তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস।	وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا	ত্রিশ	ثَلَاثُونَ
অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থে বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌছেছে	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً	চল্লিশ	أَرْبَعُونَ
তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا	পঞ্চাশ	خَمْسُونَ

যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে।	فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا	ষাট	سِتُّوْنَ
আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক (৩৮-২৩)	إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً	নব্বই	تِسْعُونَ
আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর	وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	একশ	مِّائَةٌ
এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ	হাজার	أَلْفٌ
আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে।	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ	অর্ধেক	نِصْفٌ
অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে।	فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ	দুই-তৃতীয়াংশ	ثُلُثَانِ
যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ।	فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ	এক-তৃতীয়াংশ	الثُّلُثُ
যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়।	فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ	এক-চতুর্থাংশ	الرُّبُعُ
মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ	এক-ষষ্ঠাংশ	السُّدُسُ

প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে।	مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ		
আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও।	فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم	এক-অষ্টমাংশ	الثُّمُنُ

পরিশিষ্ট-১০। ইসমুল ফি'ল ও অন্যান্য

তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না (১৭:২৩)	فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا	বিরক্তি বা অবজ্ঞা সূচক শব্দ; উফ! উহ!	أُفٍّ
আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর। (৩:১৬৭)	وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	আসো;	تَعَالَ
এবং বললো -- আল্লাহ্‌র কি মহিমা! এ তো মানুষ নয়! (১২:৩১)	وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا	তিনি এধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত!	حَاشَ
আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ কোন সন্দেহ নেই। (১১:২২)	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ	নিশ্চয়ই, কোন সন্দেহ নেই	لَا جَرَمَ
বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। (২৭:৬৪)	قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	উপস্থিত করো, আনো	هَاتِ
আপনি বলুনঃ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন। (৬:১৫০)	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ	আসো; উপস্থিত করো, আনো	هَلُمَّ

নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (৬৯:১৯)	هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ	এই যে! দেখো! নাও!	هَاؤُمْ
এবং বলল, “এই তুমি এদিকে এস” (১২:২৩)	وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ	তুমি, এসো!	هَيْتَ
তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৭৫:৩৪)	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ	দূর্ভোগ! ধিক! ধ্বংস!	أَوْلَىٰ
হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। (২৮:৮২)	وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ	হায়!	وَيْ

১৪। সর্বনাম ও অব্যয় সমূহ

নির্দেশক সর্বনাম		না বোধক অব্যয়	
(পুং) এটি	هَذَا	না	لَا
(পুং) ঐটি	ذَالِكَ	ব্যতীত	إِلَّا
(স্ত্রী) এটি	هَذِهِ	কখনই না ,সাবধান!	كَلَّا
(স্ত্রী) ঐটি	تِلْكَ	ভবিষ্যতে না অর্থে	لَنْ
সকল এই	هؤُلَاء	অতীতে না অর্থে	لَمْ
সকল ঐ	اُوْلئِكَ	না	مَا
(পুং) যিনি	الَّذِي	নয়	لَيْسَ (لَيْسَتْ)
(স্ত্রী) যিনি	الَّتِي	হ্যাঁ ,প্রকৃতপক্ষে	بَلَى
(স্ত্রী) যারা	الَّذِينَ	ব্যতীত ,অন্য কিছু	غَيْرَ
		ব্যতীত	دُونَ
		ব্যতীত	إِلَّا

যুক্ত সর্বনাম		মুক্ত সর্বনাম	
(পুং) তার	...هُ	(পুং)সে	هُوَ
(পুং)তাদের	...هُمْ	(পুং)তাদের	هُمْ
(পুং)তোমার	...كَ	(পুং)তুমি	أَنْتَ
(পুং)তোমাদের	...كُمْ	(পুং)সবাই তোমরা	أَنْتُم
আমার	...يْ (نِي)	(পুং)আমি	أَنَا
আমাদের	...نَا	আমরা	نَحْنُ
(স্ত্রী) তার	...هَا	(স্ত্রী)সে	هِيَ
(স্ত্রী) তাদের	...هُنَّ	(স্ত্রী)তারা	هُنَّ
(স্ত্রী) তোমার	...كِ	(স্ত্রী)তুমি	أَنْتِ
তাদের	...هَا	(স্ত্রী)তারা	هِيَ
তাদের	...هُمَا	দুইজন তারা	هُمَا
তোমার	...كُمَا	দুইজন তোমরা	أَنْتُمَا

স্থানবাচক শব্দ		প্রশ্নবোধক অব্যয়	
উপরে	فَوْقَ	কি? যেটি	مَا
নিচে	تَحْتَ	কে ?	مَنْ
হাতের মধ্যে	بَيْنَ أَيْدَي، بَيْنَ يَدَيْ	কখন?	مَتَى
পিছনে ,পরে	خَلْفَ	কোথায়?	أَيْنَ

سامনে	أَمَامَ	কেমন?	كَيْفَ
পিছনে	وَرَاءَ	কত ?	كَمْ
ডান ; শপথ	يَمِيْنَ (أَيْمَان)	কোনটি ?	أَيُّ
বাম	شِمَالَ (شَمَائِل)	কোথা থেকে? কেন?	أَنَّى
মধ্যে	بَيْنَ	তাই কি ?	أَ، هَلْ
যেখানেই	حَيْثُ	কেন?	لِمَ، لِمَاذَا
যেখানেই	أَيْنَمَا	যদি না ;কেন নয়	لَوْ لَا
ওখানে	ثَمَّ		
সেখানে, ওখানে, ওই স্থানে,	هُنَالِكَ		
অত্র, এখানে, এই স্থানে	هَاهُنَا		

বিবিধ		সময় সূচক শব্দ	
ওয়ালা ,বিশিষ্ট	ذُو، ذَا، ذِي	পূর্বে	قَبْلَ
(স্ত্রী) ওয়ালা	ذَاتُ	পরে	بَعْدَ
অধিকারীগণ	أُوْلُوا، أُوْلِي	সময় ,কাল ;	حِيْنَ
বংশধর	أَهْلٌ	যখন	إِذْ
পরিবার ,স্বজন	آلِ	যখন	إِذَا
তাই নয় কি ?	أَلَا	অতঃপর	ثُمَّ
কি চমৎকার !	نِعْمَ	সুতরাং ,অতঃপর	فَ

খুবই খারাপ	بِئْسَ	অধিকন্তু --,বরং ,কিন্তু	بَلْ
কত খারাপ !	بِئْسَمَا	নিকটে ,সাথে	عِنْدَ، لَدَى، لَدُنْ

مَا অব্যয় +		অব্যয়	
যা দ্বারা	بِمَا	সাথে ,হতে ,দ্বারা	بِ
যে ব্যাপারে	عَمَّا	সম্পর্কে ,হতে	عَنْ
যে বিষয়ে	فِيمَا	মধ্যে	فِي
যেরূপ	كَمَا	যেমন ,মত	كَ
যে কারণে	لِمَا	জন্য	لِ، لَ
যা হতে	مِمَّا	হতে	مِنْ
সম্বন্ধে	أَمَّا	দিকে	إِلَى
হয়......না হয় ...	إِمَّا	কসম	تَ
যে	أَنَّمَا	যতক্ষণ না	حَتَّى
মূলত	إِنَّمَا	উপরে	عَلَى
যেন	كَأَنَّمَا	সাথে	مَعَ
যখনই	كُلَّمَا	এবং , কসম	وَ

ক্রিয়ার উপসর্গ		কতিপয় অব্যয়	
ক্রিয়া সজ্ঘঠিত হচ্ছে অর্থে	قَدْ (+فِعْلٌ)	নিশ্চয়ই ,প্রকৃতপক্ষে	إِنَّ
অবশ্যই হবে অর্থে	قَدْ (+مُضَارِعٌ)	যে	أَنَّ

নিকট ভবিষ্যতের জন্য	سَ (+فِعْلٌ)	যেন	كَأَنَّ
ভবিষ্যতের জন্য	سَوْفَ (+فِعْلٌ)	কিন্তু ,যাহা হউক	لَكِنَّ (لكِنْ)
নিশ্চিত হবে অর্থে	لَ+فِعْلٌ+نَّ	সম্ভবত ,হয়তো	لَعَلَّ
প্রকৃতপক্ষে	لَقَدْ (+فِعْلٌ)	যে	أَنْ
প্রকৃতপক্ষে ,নিশ্চয়	لَ	যদি	إِنْ
অসমাপিকা অর্থে ক্রিয়া	لِ، لْ (أَمْرٌ)	কেবলমাত্র	إِيَّا
(প্রশ্ন) অথবা	اَمْ	হয়ত	عَسَى
অথবা	اَوْ	যখন ,এখনও নয়	لَمَّا
কিছু ,কতক	بَعْضٌ	যদি	لَوْ
প্রত্যেকে ;সমস্ত	كُلُّ	হে !	يَا، يَاأَيُّهَا

১৫। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ সমূহ

(৭৯-৩৮)	وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	প্রাধান্য দেওয়া	آثَرَ
(১৮-২১)	وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	অবহিত করা	أَعْثَرَ
(৪১-৮)	لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	পুরস্কার	أَجْرٌ
(২০-৩১)	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي	শক্তি	أَزْرٌ
(১০-১)	قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ	অবহিত করা	أَدْرى
(৩৭-৫৬)	قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ	ধ্বংস করা	أَرْدَى
(৭-১৫৭)	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	বৈধ করা	أَحَلَّ
(২-১৭৩)	وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ	উৎসর্গ করা	أَهَلَّ

(৭-১৭৩)	إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ	অংশীস্থাপন করা	أَشْرَكَ
(৩৯-৬৯)	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	আলোকিত হওয়া	أَشْرَقَ
(২০-৮৬)	فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	দুঃখিত	آسِفٌ
(১০-২২)	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	তুফান	عَاصِفٌ
(১৫-৩)	وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ	আশা	أَمَلٌ
(১৮-৩০)	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا	কাজ	عَمَلٌ
(৬-৫৯)	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	স্থল	بَرٌّ
(৭৬-৫)	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	সৎ, পুণ্যবান	بَرٌّ
(৭৪-২২)	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	মুখ বাকানো	بَسَرَ
(৬৭-৪)	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ	দৃষ্টি, চোখ	بَصَرٌ
(৫-৩৯)	فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ	ফিরে আসা	تَابَ
(৩-৪)	فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم	পছন্দ হওয়া	طَابَ
(৪৭-৭)	إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ	দৃঢ় করা	ثَبَّتَ
(৯-৪৬)	وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ	বিরত রাখা	ثَبَّطَ
(১৮-৩১)	نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	প্রতিদান	ثَوَابٌ
(৭৮-৩৮)	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	সঠিক, সত্য	صَوَابٌ
(১১-৫৯)	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ	অস্বীকার	جَحَدَ
(২৯-৬)	وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	সংগ্রাম করা	جَاهَدَ
(৮৮-১২)	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	প্রবাহমান	جَارِيَةٌ

(৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ	শিকারী প্রাণী	جَارِحَةٌ
(৮৯-৫)	هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ	জ্ঞান	حِجْرٌ
(৭-১৬০)	اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	পাথর	حَجَرٌ
(৭৪-৫)	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	দূরে থাকা	هَجَرَ
(৬-৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ	আচ্ছন্ন করা	جَنَّ
(৮৪-১৪)	إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ	ধারণা করা	ظَنَّ
(৫৩-৩২)	وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ	ভ্রূণ	جَنِينٌ
(৮১-২৪)	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ	কৃপণ	ضَنِينٌ
(৮০-২৭)	فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا	বীজ	حَبٌّ
(৩-১৪)	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ	ভালোবাসা	حُبٌّ
(৫৮-২২)	مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	বিরোধিতা	حَادَ
(৬২-৬)	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ	ইয়াহুদি হওয়া	هَادَ
(১৭-৮)	وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا	জেলখানা	حَصِيْرٌ
(৬৭-৪)	يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ	পরিশ্রান্ত	حَسِيْرٌ
(২-২৭৯)	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ	যুদ্ধ	حَرْبٌ
(৭২-১২)	وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا	পলায়ন	هَرَبٌ
(১৭-৯৭)	كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا	নিভে যাওয়া	خَبَا
(৯১-১০)	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا	ব্যর্থ হওয়া	خَابَ
(২৪-৩১)	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	ওড়না	خُمُرٌ

(৪৭-১৫)	لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ	মদ	خَمْرٌ
(২০-৪০)	هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ	নির্দেশ করা	دَلَّ
(৩৭-৭১)	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ	পথভ্রষ্ট হওয়া	ضَلَّ
(২৮-২৩)	وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ	আটকে রাখা	ذَادَ
(২-১০)	فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا	বাড়িয়ে দেয়া	زَادَ
(৩৭-৯৩)	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ	ঝাপিয়ে পরা	رَاغَ
(৫৩-১৭)	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ	বক্র করা	زَاغَ
(২১-৯০)	وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا	ভয়, সমীহ	رَهَبٌ
(৭২-৬)	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	আত্ম অহংকার	رَهَقٌ
(১৮-৭১)	فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ	চড়া	رَكِبَ
(২০-৯৪)	وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي	খেয়াল করা	رَقَبَ
(৩১-৩৪)	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ	গর্ভ	رَحِمٌ
(১-১)	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ	দয়ালু	رَحِيْمٌ
(১৭-৬৪)	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	পদাতিক	رَجِلٌ
(৪০-২৮)	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ	লোক	رَجُلٌ
(৩৭-১৫)	وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ	যাদু	سِحْرٌ
(৫৪-৩৪)	إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ	শেষ রাত	سَحَرٌ
(২২-২০)	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ	গলে যাওয়া	صَهَرَ
(৫-৬)	وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ	সফর	سَفَرٌ

(৮০-১৫)	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	বই	سِفْرٌ
(২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ	পোষ মানানো	صَارَ
(২৮-২৯)	فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ	ভ্রমণ করা	سَارَ
(৩৮-৩১)	إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	ঘোড়া	صَافِنَةٌ
(১৮-৭৯)	يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا	নৌকা	سَفِيْنَةٌ
(৩-১১৭)	كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ	ঝড়	صِرٌّ
(৩৫-২৯)	وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	গোপন	سِرٌّ
(১৪-১৬)	مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ	পুঁজ	صَدِيْدٌ
(৩৩-৭০)	وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	যথাযথ	سَدِيْدٌ
(৩-১০৩)	وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ	কিনারা	شَفَا
(২৬-৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ	সুস্থ করা	شَفَى
(২৩-১১৫)	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا	অনর্থক কাজ	عَبَثٌ
(৮০-১)	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ	ভ্রূ কুঞ্চিত করা	عَبَسَ
(২৫-৪)	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ	সাহায্য করা	أَعَانَ
(২০-১১)	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ	অবনমিত	عَنَا
(৩৪-৩)	لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ	আড়ালে যাওয়া	عَزَبَ
(১৩-৫)	وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ	বিস্ময়কর	عَجَبٌ
(৯-২৬)	وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا	শাস্তি	عَذَابٌ
(২৮-২২)	عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	হয়ত	عَسَى

(৭৩-১৬)	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ	অবাধ্যতা করা	عَصَى
(২-৬০)	فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	লাঠি	عَصَا
(২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ	বাছুর	عِجْلٌ
(২০-৮৪)	وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ	তাড়াতাড়ি করা	عَجِلَ
(২২-৩৫)	الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ	ভয় পাওয়া	وَجِلَ
(১৭-৩৬)	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ	পেছনে পড়া	قَفَا
(৪৬-৮)	كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا	যথেষ্ট	كَفَى
(৫-৮৯)	مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ	পোশাক	كِسْوَةٌ
(২-৭৪)	فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	কঠিনতা	قَسْوَةٌ
(১৬-৭৬)	لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ	বোঝা	كَلٌّ
(৩৮-১৪)	إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ	সব	كُلٌّ
(৬-৯)	وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ	সন্দেহ	لَبَسَ
(৩৭-১৪৪)	لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	অবস্থান করা	لَبِثَ
(৪১-৫৪)	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	সন্দেহ	مِرْيَةٌ
(৫৩-৬)	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ	শক্তি	مِرَّةٌ
(২২-৩)	وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ	বিদ্রোহী	مَرِيدٌ
(২৪-৬১)	وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ	অসুস্থ	مَرِيْضٌ
(২৫-২২)	وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا	বাধাপ্রাপ্ত	مَحْجُوْرٌ
(২৫-৩০)	اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	পরিত্যাজ্য	مَهْجُوْرٌ

مَحْظُوْرٌ	নিষিদ্ধ	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	(১৭-২০)
مَحْذُورٌ	ভীতিপ্রদ	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	(১৭-৫৭)
نَتَقَ	উপরে ওঠানো	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ	(৭-১৭১)
نَطَقَ	বলা	وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ	(৫১-৩)
نَاكِبٌ	পথভ্রষ্ট	عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ	(২৩-৭৪)
نَقِيبٌ	দলপতি	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا	(৫-১২)
نَقِيرٌ	বিন্দু পরিমাণ	فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا	(4-৫৩)
نَكِيرٌ	শাস্তি	فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ	(২২-88)
نَحَرَ	কুরবানী করা	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ	(১০৮-২)
نَهَرَ	প্রবাহ	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ	(৫8-৫8)
وَابِلٌ	প্রবল বৃষ্টি	أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ	(২-২৬৫)
وَبِيْلٌ	ভীষণ শাস্তি	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا	(৭৩-১৬)